বরিশাল জেলা- মহাফেজখানায় রক্ষিত পুরোনো বাংলা দলিলপত্র: একটি পর্যালোচনা

জাকিয়া সুলতানা

GIFT

Dhaka University Library
466904

466904

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল.- ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

এপ্রিল ২০১১

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৯৬৬১৯০০-৭৩/৬০০০; ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬১৫৫৮৩
ই-মেইল bangla@du.bangla.net

Department of Bengali
University of Dhaka
Dhaka—1000, Bangladesh
Call : 9661900-73/6000; Fax : 880-2-8615583
E-mail : bangla@du.bangla.net

Date : ৩০ · ০৪ · ২০১১

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে জাকিয়া সুলতানা কর্তৃক উপস্থাপিত "বরিশাল জেলা- মহাফেজখানায় রক্ষিত পুরোনো বাংলা দলিলপত্র: একটি পর্যালোচনা।"- শীর্ষক এম. ফিল.- অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেন নি।

466904

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া

(ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ও প্রফেসর
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

মধ্যযুগে ও মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশে সমৃদ্ধ গদ্যচর্চা ছিল। এই গদ্যচর্চার সমৃদ্ধ ইতিহাস উন্মোচনের জন্য তথ্য ও উপাত্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দলিলদস্তাবেজের ভূমিকা অন্যতম। কারণ উনিশ শতকে আধুনিক বাংলা গদ্যের যাত্রা শুরু হলেও দলিলদস্তাবেজগুলো ছিল এর প্রভাবমুক্ত। তাই দলিলদস্তাবেজগুলোতে বাংলা গদ্যরীতির প্রায় অবিকৃত রূপটির পরিচয় মিলে। এই গদ্যচর্চার সমৃদ্ধ ইতিহাস রক্ষায় তথ্য ও উপাত্তগুলোকে মূলত অবজ্ঞাই করা হয়েছে। বিলুপ্তপ্রায় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের তথ্য ও উপাত্তগুলি সারাদেশে ছড়িয়ে আছে। এক্ষেত্রে বরিশালে প্রাপ্ত দলিলদস্তাবেজগুলোতে আঞ্চলিক ইতিহাস এবং সামগ্রিক মধ্যযুগীয় বাংলার অপরিবর্তনীয় গদ্যরীতির রূপটির আত্মপ্রকাশ ঘটবে। তাই পুরোনো বাংলা গদ্যের অবিকৃত রূপ এবং আঞ্চলিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা উন্মোচনের ক্ষেত্রে 'বরিশাল জেলা মহাফেজখানায় রক্ষিত পুরোনো বাংলা দলিলপত্র' - একটি পর্যালোচনামূলক ভূমিকা রাখবে। এ উদ্দেশ্যেসাধনের লক্ষ্যেই এই গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে।

466904

এ গবেষণায় সংযোজিত হয়েছে ১৪১টি দলিল। প্রতিটির মূল কপি ও আধুনিক পাঠ এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যা বরিশাল জেলার আঞ্চলিক ইতিহাস, ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরবে। আলোচ্য বিষয়ে ভূমিকা, মূলপাঠ, প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ ও একাধিক পরিশিষ্টের মাধ্যমে পুরোনো গদ্যবৈশিষ্ট্য, ভাষা, সমাজসংস্কৃতি ও ইতিহাসের নানা বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণাকর্মের জন্য নির্বাচিত ১৪১টি দলিল বরিশাল জেলা মহাফেজখানা (Record room) থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই দলিলগুলো সংগ্রহ করা ছিল

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কষ্টসাধ্য ও শ্রমসাপেক্ষ বিষয়। দলিলসংগ্রহের প্রথম পর্যায়ে ছিল আইন মন্ত্রণালয় থেকে অনুমতি সংগ্রহ কাজটি । অনুমতি নিয়ে আই, আর, জি, দপ্তরে জমা দিয়ে তাদের অনুমতি সংগ্রহ করে বরিশাল জেলা মহাফেজখানায় জমা দেওয়া হয়। বরিশাল জেলা রেজিষ্ট্রার অনুমতি প্রদান করলে দলিলসংগ্রহের কাজ শুরু হয়।

দলিলসংগ্রহ এবং গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সাহায্য ও সহযোগিতা দান করেছেন তাঁদের নিকট আমার ঋণ অপরিসীম। তৎকালীন বরিশাল জেলা রেজিষ্ট্রার সৈয়দ আশরাফ উদ্দিনের নিকট আমি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি । ধন্যবাদ জানাই আব্দুলকাইয়ুম খান, সদর সাব- রেজিষ্ট্রার আনোয়ারুল হক, অফিস সহকারী আব্দুল জলিল, আবুল মালেক মোহরার, মোহরার সৈয়দ মতিউর রহমান, রেকর্ডকিপার অমিয়রঞ্জন তালুকদার, মোঃ মোজাফফর মজুমদারকে। এছাড়া ধন্যবাদ জানাই নৈশ প্রহরী আব্দুল আজিজ, পিয়ন মোঃ হানিফ, চানমিয়া মজুমদার, মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেনকে। রেকর্ডরুমের ভিতরে ফটোকপি মেশিন আনার মত ঝামেলায় কাজটি করেছেন 'মণি ফটোগ্রাফার্স-'এর আসলাম গাজী। তিনি অতি যত্নের সাথে মূল দলিলের প্রতিলিপি করেছেন।

দলিলগুলো ছিল জীর্ণ, কিছু দলিলের পাতা ছিল অস্পষ্ট। পাঠযোগ্য দলিলগুলো গবেষণাকর্মের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। দলিলগুলোর নথি নম্বর :Cat no-n 97 Bakargange, Register of Bands Vall- 38, 1811- 16, 207 pages।

গবেষণাকর্মের নানা পর্যায়ে , ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ আমাকে বিভিন্ন পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা দান করেছেন। প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামান, প্রফেসর ড. সৈয়দ আকরম হোসেন, প্রয়াত প্রফেসর ড. হুমায়ুন আজাদ, প্রফেসর ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, প্রফেসর ড. সাঈদ উর রহমান, প্রফেসর আবুল কাসেম ফজলুল হক, প্রফেসর আহমদ কবির, প্রফেসর ড. এম এস লুৎফর

Dhaka University Institutional Repository

রহমান, প্রফেসর ড. বেগম আকতার কামাল, প্রফেসর ড. রফিকউল্লাহ খান, প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, প্রফেসর ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী, প্রফেসর মোহাম্মদ আবু জাফর, অধ্যাপক বায়তুল্লাহ কাদেরী।

আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়ার নাম। তাঁর নির্দেশনা ও উৎসাহে এই দুরূহ গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন হতে পেরেছে। দলিলদস্তাবেজ সম্পর্কে তাঁর সুগভীর জ্ঞান এবং প্রাচীন বাংলা বর্ণমালা ও ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়াদিতে তাঁর অনায়াস দক্ষতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের জন্য আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা দান করেছেন। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা ও ঋণ অপরিমেয়। লায়লা ভাবীর উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় গবেষণাকর্মটির সমাপ্তি ত্বরান্বিত করেছে।

সর্বোপরি যাঁর ব্যক্তিগত আগ্রহ ও সহযোগিতায় আমার এ গবেষণাকর্মটি নিষ্পন্ন হতে পেরেছে, তিনি হচ্ছেন আমার স্বামী মোঃ জাকির হোসেন বাদল। দাপ্তরিক কাজ থেকে কম্পিউটার কম্পোজ পর্যন্ত যাবতীয় কাজে তিনি আমার সহযোগী ছিলেন। এতে পুরোনো দলিলদস্তাবেজের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা আমাকে উদ্দীপনা যুগিয়েছে। তাঁর কাছে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা বছর খানেক আগে প্রয়াত মোহাম্মদ খলিলুর রহমান ও মা সামসুন নাহার রহমান আমার গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন এবং সাংসারিক ঝামেলা থেকে আমাকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছেন। আমার দু সন্তানকে স্নেহের বাধনে আবদ্ধ রেখে আমার গবেষণার কাজটিকে সহজ করেছেন। আমার সন্তানদের সমর্থন আমাকে আরও সাহসী করেছে। এছাড়া আমার ভাইবোনদের উৎসাহ আমাকে আরও উদ্দীপ্ত করেছে। শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজনেরা আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার বন্ধুপরিজন, যাঁরা এ দলিলদস্তাবেজের কথা শুনেছেন,তাঁরাও কাজটি সম্পন্ন করার বিষয়ে উৎসাহ যুগিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে যাঁরা এ গবেষণামূলক অভিসন্দর্ভটি অতি যত্ন ও ধৈর্যের সাথে কম্পোজ করেছেন, তাঁদের সবার নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

জাকিয়া সুলতানা

Dhaka University Institutional Repository

সূচি

ভূমিকা		৮-৩১
দলিলপত্রসমূহের তালিকা		৩২-৪২
দলিলপত্রসমূহের মূলপাঠ		৪৩-৩০০
পরিশিষ্ট		
পরিশিষ্ট-১	দলিলপত্রসমূহের কালানুসারী তালিকা	৩০১-৩১০
পরিশিষ্ট-২	দলিলপত্রসমূহের বিষয়ানুসারী তালিকা	৩১১-৩১৮
পরিশিষ্ট-৩	পত্রসমূহে প্রাপ্ত কতিপয় ব্যক্তিনামের বর্ণানুক্রমিক তালিকা	৩১৯-৩৫৯
পরিশিষ্ট-৪	পত্রসমূহে প্রাপ্ত স্থাননামগুলোর বর্ণানুক্রমিক তালিকা	৩৬০-৩৭৬
পরিশিষ্ট-৫	পত্রসমূহে প্রাপ্ত বিশিষ্ট আঞ্চলিকশব্দের বর্ণানুক্রমিক তালিকা	৩৭৭
পরিশিষ্ট-৬	পত্রসমূহে প্রাপ্ত কতিপয় সংক্ষেপিতশব্দের বর্ণানুক্রমিক তালিকা	৩৭৮-৩৭৯
পরিশিষ্ট-৭	পত্রসমূহে প্রাপ্ত কিছু বিকৃত ইংরেজিশব্দের তালিকা	৩৭৯
পরিশিষ্ট-৮	পত্রসমূহে প্রাপ্ত আরবি, ফার্সি ও হিন্দিশব্দের বর্ণানুক্রমিক তালিকা	৩৮০-৩৮৯
পরিশিষ্ট-৯	সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি	৩৯০-৩৯৫

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাঙালি একটি ভাষা জাতির নাম। বাংলা ভাষা দীর্ঘকাল ধরে নানা সংকটের মধ্যে দিয়ে বিকাশ লাভ করেছে। এ বিকাশের ধারায় রয়েছে মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্য। আমাদের প্রয়োজন তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এ ভূখণ্ডে বিকশিত জাতির ভাষা সংস্কৃতির উৎসে যাওয়া এবং কালের পথ ধরে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস খুজে নেওয়া। বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে প্রয়োজন সত্যনিষ্ঠ তত্ত্ব ও তথ্য। এক্ষেত্রে বরিশাল মহাফেজখানায় (Record Room) প্রাপ্ত দলিলগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এছাড়া বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা তুলে ধরতে এই দলিলগুলো নতুন মাত্রা যোগ করবে।

বাংলাদেশ ছোট দেশ হলেও এর বিভিন্ন জেলা বৈচিত্র্যে পরিপর্ণ। তাই প্রত্যেকটি জেলায়ই রয়েছে নিজস্ব ঐতিহ্য ও ইতিহাস। বরিশাল জেলা এর ব্যতিক্রম নয়, এছাড়া এখানকার ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পার্থক্য যথেষ্ঠ গুরত্বপূর্ণ। যা সাধারণ জনজীবনে প্রভাব বিস্তার করে আছে। এ দলিলগুলোর মাধ্যমে বরিশালের ভাষা, সংস্কৃতি তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা এবং জনজীবনের চালচিত্র যেমন জানা যাবে তেমনি বাংলা ভাষা বিবর্তনের ধারাটিও কিছুটা উন্মোচন করা সম্ভব হবে।

নামকরণ

বর্তমান বরিশাল জেলা পর্বে কয়েকটিনামে পরিচিত ছিল। নামগুলো হলো - বাকলা, চন্দ্রদ্বীপ, সেলিমাবাদ ও বাখরগঞ্জ। বিভিন্ন রাজনৈতিক উত্থান পতনের সঙ্গে সঙ্গে এ জেলার নাম ও কয়েকবার পরিবর্তন হয়েছে। নবাব আলীবর্দীখানের নিজামতের সময় (১৬৪০-৫৬ খ্রিস্টাব্দ) আগাবাকের ছিলেন মুঘল যুগের প্রখ্যাত শাসনকর্তা। [১]তার নামানুসারে এই জেলার নাম হয় বাখেরগঞ্জ। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বোজরগউমেদপুর ও সেলিমাবাদ পরগনার জমিদার ছিলেন। তিনি বোজরগউমেদপুরের বিদ্রোহী দয়াল চৌধুরী কে ১৭৩৭ খ্রিষ্টাব্দে পরাভূত করে এই পরগনার জায়গীর লাভ করেন। আগাবাকের ১৭৪০ সনে সুগন্ধা নদীর 'খয়রাবাদ' নামক স্থানে একটি হাট বা গঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেন। তার নামানুসারে এই স্থানের নাম হয়

Dhaka University Institutional Repository

'বাখরগঞ্জ'। [২]পরবর্তিকালে ইংরেজ আমলে ঢাকা জেলার দক্ষিণ দিকে প্রত্যন্ত এলাকা সমূহ নিয়ে ১৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দে একটি স্বতন্ত্র জেলা গঠন করা হয় এবং এই নবগঠিত জেলা দপ্তর স্থাপন করা হয় পূর্বোক্ত বাখরগঞ্জ। জেলা সদরের নামানুসারে এ জেলার নামকরণ করা হয়। ১৮১৭ সালে ব্রিটিশ শাসনাধীন সর্বপ্রথম পর্ণাঙ্গ জেলারূপে আত্মপ্রকাশ করে। আগাবাকের সেলিমাবাদ পরগনার ওয়াদ্দার ছিলেন।

১৮০১ সালে ১লা মে, নিজামত আদালত জেলা দপ্তর বাকেরগঞ্জ হতে বরিশালে স্থানান্তরের নির্দেশ দেন। জেলা দপ্তরের নামানুসারে পরবর্তিকালে এর প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হত।

ভূ-তাত্ত্বিক এবং ভৌগোলিক দিক দিয়ে বরিশাল জেলার ভূমি বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালে গঠিত ভূমির অন্যতম। জনশ্রু তি আছে জেলার অধিকাংশ ভূমি পর্বে সুগন্ধ (সুগন্ধিয়া) নামে একটি সুবৃহৎ নদীবক্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই নদীর উভয় পার্শ্বে পলি পড়ার দর ণ চর পড়ে এবং নতুন ভূমি জেগে উঠে। নদীর পর্ব পার্শ্বস্থ এলকার নামকরণ করা হয় বাকলা বা বাকলা চন্দ্রদ্বীপ এব পশ্চিম পার্শ্বস্থ এলাকা সেলিমাবাদ নামে পরিচিত হয়। গ্রামের নামের মধ্যে সুগন্ধা (সুগন্ধিয়া) এখনো তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

ভৌগোলিক অবস্থান

বাখরগঞ্জ গাঙ্গের বদ্বীপ অঞ্চলের অন্যতম জেলা। এ জেলা ২১°৫৩'৩৭" হতে ২৩°৪'১০" উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯°৫১-৫০" হতে ১৯°৪'৮" পর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। সমুদ্র সমতল থেকে এ জেলায় উ চতা গড়ে ১২ ফুট।[৪] জেলার সামগ্রিক আয়তন নদীসহ ২,৭৯২ বর্গমাইল। ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে লোক গণনা অনুযায়ী জেলার মোট জনসংখ্যা ৩৯,০৬,৭০৫। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ১,৪০৭ জন। ১৯৮১ সালের আদম শুমারী অনুসারে জেলার মোট জনসংখ্যা ৪৬,৬৭৬৭৩ এবং প্রতি বর্গমাইলের ঘনত্ব হলো ১,৬৭২ জন। [৫]জেলার দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্রোপকূলে সুন্দরবন নামে বিস্তীর্ণ বনভূমি রয়েছে। জনশ্রুতি আছে যে, অতীতে সুন্দরবন এলাকা সমৃদ্ধ ও জনবসতিপূর্ণ ছিল। [৬] অন্য একটি প্রচলিত মত যে এক সময় এ জেলা সুন্দরবনের পশ্চাতে ক্ষুদ্র উপসাগর যা

Dhaka University Institutional Repository

ল্যেগুন আকারে বিদ্যমান ছিল। গঙ্গা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি বড় বড় নদীর প্রবল স্রোতে বাহিত পলি দ্বারা এই ল্যেগুন ধীরে ধীরে ভরাট হয়ে যায়। গঙ্গা পশ্চিম পার্শ্ব এবং মেঘনা ব্রহ্মপুত্র পূর্ব পার্শ্ব ভরাট করেছে। নদী তীরবর্তী এলাকার প্রথম দিকে দশ থেকে পনের মাইল প্রশস্ত বিক্ষিপ্ত দ্বীপপুঞ্জ জেগে উঠে। বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলি কালক্রমে অখণ্ড ভূমিতে পরিণত হয়। জেলার দক্ষিণাংশে একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ল্যেগুন ছিল। দক্ষিণাঞ্চলের এই লবানক্তত্তার জন্য উনিশ শতকের পূর্ব বোজরগউম্মেদপুর এবং সেলিমাবাদ পরগনার বওসংখ্যক দ্বীপে লবন প্রস্তুত হত।[৭]

ভূপ্রকৃতির দিক দিয়ে জেলাকে পূর্ব ও পশ্চিম দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। পূর্বভাগে উপপলি গঠিত বও দ্বীপমালা আছে। এখানে জলাভূমি ও নদী আছে। পশ্চিমাঞ্চলের বিশাল মূল ভূখণ্ড শক্ত এটেঁল মাটি দিয়ে গঠিত। বার্ষিক প্লাবণের সময় তিনমাস জলে নিমজ্জিত থাকে।

বর্তমান বাখরগঞ্জের সমগ্র ভূখণ্ডবাকলা রাজ্য বা বাকলা জমিদারির অন্তর্ভুক্তছিল। ১৫৮২ খৃস্টাব্দে টোডরমলের রাজস্ব তালিকায় বাকলা একটি সরকার ছিল এবং বাকলা শ্রীরামপুর, শাহাবাজপুর ও ইদিলপুর এই চারটি পরগনা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৮] ১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দে পরিব্রাজক রালফ্ ফিচ উল্লেখ করেছেন যে বেঙ্গলার চাটিগ্রাম থেকে তিনি যখন বাকলায় এসেছিলেন, তখন একজন হিন্দু সেখানকার রাজা ছিলেন।[৯] বাকলা সম্পর্কে মুঘল ঐতিহাসিক আবুল ফজল তার আইন-ই আকবরী গ্রন্থে বলেছেন যে বাকলা সরকার সমুদ্র উপকুলে অবস্থিত ছিল। তিনি বাকলা একটি দেশ ও বন্দরের কথা উল্লেখ করেছেন। হেনরী খিভারীজ মনে করেন বাকলাই 'কচুয়া' নামে অভিহিত ছিল। ১৫০০-১৫০৮ খ্রিষ্টাব্দের একটি পর্তুগীজ রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে এই জেলায় একটি উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় সহ শহর ও একটি বিরাট সমুদ্র বন্দর (বেঙ্গলা) ছিল।[১০] শহরের অধিকাংশ অধিবাসী ছিল মুসলমান। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল বড় বড় ব্যবসায়ী এবং জাহাজ মালিক তবে ১৫১৮ খ্রিষ্টাব্দের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর তৎকালীন কোন রির্পোটে সঠিকভাবে এই শহরের উল্লেখ আর পাওয়া যায় না। ১৫৫৯ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগীজরা বাকলার রাজার সঙ্গে ব্যবসা এবং সামরিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এবং তারা বাকলাকে চট্টগ্রাম একটি নদী বন্দর হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার করতে চেয়েছিল। বাকলা রাজ্য গৌড়ের মুসলিম সুলতানের প্রতিনিধি এক হিন্দু রাজার দ্বারা শাসিত হত।

নলছিটি থানার বারৈকরন হতে ১৭৯২ সনে বাকেরগঞ্জে সিভিল জজ ও সুন্দরবন কমিশনারের দপ্তর স্থানান্তর করা হয়। ১৭৯৭ সালে বাখেরগঞ্জ জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাখরগঞ্জ জেলা সদর দফতর শ্রীমন্তপুর খালের তীরে অবস্থিত ছিল। শ্রীমন্তপুর খাল 'খয়রাবাদ' নদীতে প্রবাহিত। নদীতে চরপড়ার ফলে বাকেরগঞ্জে বন্দরে যাতায়াত অসম্ভব হয়ে পড়ে। বাণিজ্য বন্দর হিসেবে বাকেরগঞ্জের গুরুত্বও হ্রাস পায় অন্য দিকে বিদ্রোহী কৃষকদের আক্রমন থেকে বাকেরগঞ্জ নিরাপদ ছিল না। ১৮০১ সালে ১লা মে নিজামত আদালত জেলা দপ্তর বাকেরগঞ্জ হতে বরিশালে স্থানান্তরে নির্দেশ দেয়।[১১] জেলা দপ্তর প্রতিষ্ঠার পর শহরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বরিশালের প্রাচীন নাম 'গিরদেবন্দর'। 'গিরদে' অর্থ একটি নির্দিষ্ট এলাকা। বরিশাল সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠায় পূর্বে এটি একটি বন্দর হিসেবে পরিচিত ছিল। সুগন্ধানদীর তীরে শতের শতকে 'গিরদেবন্দর' গড়ে উঠে। উত্তরে চকেরপুল, দক্ষিণে জেলা স্কুলের খাল এবং পশ্চিমে সদর রোড পযন্ত বরিশাল মৌজা বা 'গিরদেবন্দর' বিস্তৃত ছিল।[১২] এর আয়তন ছিল আষট্টি (৬৮) একর। বরিশাল মৌজার তালুকের মালিকের নাম হরিরাধা নাথ দাস। মানিক দেবী চরণ ও অন্যান্যরা (১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে সরকার মালিক রামকানাইরায়ের নিকট হতে বরিশাল মৌজা ক্রয় করে।[১৩] বরিশালের প্রধান গ্রামগুলি হল, কাউনিয়া, আলেকান্দা, বগুড়া, সাগরদী, আমনতগঞ্জ। কাউনিয়ার আয়তন ৪১৪.৪৫ একর। বগুড়া আলেকান্দা ১০৪১৭৪ একর মোট ৬৮৫৬.৬৩ একর নিয়ে বরিশাল শহর বসতি ছিল না। তবে কয়েকজন ইংরেজ ও পর্তুগীজ বনিক কুঠি নির্মাণ করে বাস করতো। কুঠিগুলি হল শিববাড়ীর বিল্ডিং, বেতার ভবনের ভিতরে কয়েকটি ভবন, পুলিশ সুপারের ভবন। বরিশাল সদরদপ্তর প্রতিষ্ঠার পর এ ভবন গুলোতে অফিসের কাজের জন্য ব্যবহার হয়।

বরিশাল বা গিরদেবন্দর দক্ষিণ বঙ্গের বিখ্যাত লবন চৌকি ছিল। এলাবন চৌকির নাম ছিল 'দক্ষিণ পূর্ব চৌকি বরিশাল'।[১৪] বাকেরগঞ্জের সহকারী কালেকটর বরিশাল লবন চৌকির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। বরিশাল

Dhaka University Institutional Repository

লবন চৌকির অধীনে কয়েকটি লবনচৌকি ছিল। লবন দারোগা এক একটি চৌকির দায়িত্বে ছিল। মুঘল ও সুলতানী আমল হতেই এখানে লবন উৎপাদন হত। মুঘল আমলে ব্যবসায়ীদের নিকট হতে শুল্ক আদায় করা হত। শুল্ক আদায়ের প্রধান চৌকি ছিল 'গিরদেবন্দর'। ১৬০২ সালে রাজা রামচন্দ্র মাধবপাশায় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজধানীকে কেন্দ্র করেই এই বন্দর গড়ে উঠেছিল।[১৫)] প্রথমে এখানে লবন ব্যবসায়ীরা লবন গোলাজাত করে রাখতো এবং তা বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী করতো। মুঘল ও নবাবী আমলে বনিকদের নিকট হতে শুল্ক আদায় করা হতো। লবন ব্যবসায়ীদের বড় কেন্দ্র ছিল 'গিরদেবন্দর'।

বরিশাল নামের উৎপত্তি নিয়েও মতান্তর আছে। ইউরোপীয় বনিকগণ 'গিরদেবন্দরকে' 'বড়িশল্ট' বলতো। 'বড়িশল্ট' পরিবর্তিত হয়ে বরিশাল হয়েছে এবং তা থেকে গিরদে বন্দর বরিশাল নামে পরিচিত হতে থাকে।[১৬)] অনেকের মতে 'গিরদেবন্দরকে' 'গ্রেটবন্দর' বলতো এবং 'গ্রেটবন্দর' পরিবর্তিত হয়ে বরিশাল হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন বরিশালে পূর্বে বড় বড় শাল বৃক্ষ ছিল। তাই নাম করণ হয়েছে বরিশাল। কিন্তু বরিশাল কোন সময় শাল বৃক্ষ ছিল না।[১৭)] তবে ধারণা করা হয় যে, 'বড়িশল্ট' হতে বরিশাল নামকরণ হয়েছে।

বাঙজাতি এখানে প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে জলাভূমি অবাদ করে বসতি স্থাপন করে। তারা বন্যা ও লবন পানি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল বা বাধ নির্মাণ করতো। এজন্য বাঙ জাতিকে 'বাঙালা' বলা হতো। বাঙালা পরিবর্তিত হয়ে বাকলা হয়েছে। প্রাচীনকালে বাকেরগঞ্জের উত্তরে এদের নিবাস ছিল। তাই বলা যায় বাঙাল জাতির আদি বাসস্থান বরিশাল। তাদের একটি গোষ্ঠীকে 'চন্দ্রগুপ্ত' বলা হত। এবং তাদের নামানুসারে চন্দ্রদ্বীপ নাম করন হয়। চন্দ্রদ্বীপের অধিবাসীদের বাক লাইয়া বা বাঙাল বলা হত। আজও অনেকে বরিশালবাসীদের বাঙাল বলে থাকে। সম্রাট আকবরের সময় বাকলা নাম রাজনৈতিক পরিচিতিও লাভ করে। এবং অধিবাসীরা আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলত। আগাবাকের ১৭৪০ সনে সুগন্ধার শাখা নদী খয়রাবাদের তীরে একটি গঞ্জ বা হাট প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজ নামে গঞ্জের নাম দিলেন বাখরগঞ্জ। ১৭৯৭ সনে বাকেরগঞ্জ জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রশাসনিক কাজ করবার অসুবিধার কারণে ১৮০১ সনে ১লা মে নিজামত

Dhaka University Institutional Repository

আদালত জেলা দপ্তর বাখরগঞ্জ হতে বরিশালে স্থানান্তরের নির্দেশ দেয়। বরিশালে জেলার সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এর নামেই প্রশাসনিক পাস পরিচালনা করা হয়।

এ জেলার অধিবাসীগণ বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের ন্যায় কোল ভিল ও বিভিন্ন উপজাতীয়দের পূর্ব পুরুষ। যাদেরকে অস্ট্রিক বা ভেত্তিড বলা হয়। পরবর্তীকালে বহুশ্রেণীর মানুষের আগমন ঘটে যেমন হেমো আলপাইনিজ। এই নবাগতরাই জেলার ব্রাহ্মণকায়স্থ ও অন্যান্য বাঙালী হিন্দুদের পূর্বপুরুষ। পরবর্তীতে মুঘলগণের আগমণ ঘটে যারা ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। এছাড়া আরাকান (বার্মা) থেকে বেশ কিছু সংখ্যক মঘ এই জেলায় বসতি স্থাপন করে।[১৮] ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজ শাসক, ধর্মপ্রচারক, ও অন্যান্য ব্যবসায়ী বা বসতি স্থাপন করে। এছাড়া পর্তুগীজরাও ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষ্যে এখানে আগমন ঘটে।

ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১৯৭৪ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাখরগঞ্জ জেলার মোট জনসংখ্যা ৩,৯২৮.২৫০। এই সমগ্র জনসংখ্যার প্রধান ভাষা বাংলা মাতৃভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষাভাষীগুলোকের জনসংখ্যা এ জেলায় অত্যন্ত নগন্য। পটুয়াখালী বাদে ১৯৬৯ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এক বা একাধিক প্রধান ভাষা ব্যবহারকারী জনসংখ্যা ছকে দেয়া গেল (District Census Report Bakerganj, part-62)

ভাষা- বাংলা-৩০,৬৭,৩৮০, ইংরেজি-১৭,৫৯৯, উর্দ্দু-১০,০৮৮, আরবি-১৮৭৬, ফার্সি-৭৪৭, সিন্ধি- ৩২৯, পাঞ্জাবী-৭৮, পুশতু- ৪৩ জন।

বাখরগঞ্জ জেলার ভাষার সাথে মিল আছে। এ তার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নীচে উল্লেখ করা হল। উ চারন ঃ (১) শব্দের আদিতে 'শ', 'ষ', 'স' ধ্বনি 'হ' রূপে উ চারিত হয়। যথা শিয়াল 〉 হিয়াল, শাক 〉 হাক, শাপলা 〉 হাপলা, শামুক 〉 হামুক, সকল 〉 হগল

(২) শব্দের আদিতে 'ক' 'ত' কিংবা 'ফ' ধ্বনি কখনও কখনও 'হ' ধ্বনি রূপে উ চারিত হয়। যথা তখনো 〉 হেয়নো, ফেলে দাও 〉 হালাইয়া দেও, তাহা কেন 〉 হেয়া কেন, করকি 〉 হর কি। কখনও কখনও শব্দের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যবর্তী 'ক' ধ্বনি ও 'হ' ধ্বনি রূপে উ চারিত হয়। যেমন আকাল 〉 আহাল (দর্ভিক্ষ)।

(৩) দুই বর্ণ বিশিষ্ট শব্দের শেষে 'ট' বা 'ঠ' বর্ণ থাকলে তা 'ড' রূপে উ চারিত হয়। যেমন ঃ মিঠা 〉 মিডা, পিঠা 〉 পিডা, বেটা 〉 ব্যাডা।

(৪) শব্দের আদিতে 'হ' বর্ণ থাকলে তা কখনো কখনো লোপ পায়। যেমন- হাল 〉 আল, হালি 〉 আলি, হইছে 〉 অইচে ইত্যাদি।

(৫) বিশেষ্যের শেষে 'গো' ধ্বনি যোগ করে বওবচন গঠিত হয়। যেমন- আমাদের 〉 আমাগো, তোমাদের 〉 তোমাগো, তাহাদের 〉 হেগো ইত্যাদি।

এ জেলার কয়েকটি প্রচলিত শব্দ। যেখানে 〉 হেয়ানে, এখানে 〉 এম্মে, কোথায় 〉 কোম্মে, আমি 〉 মুই 〉 মোগো (বওচন), তুমি 〉 তুই, বুঝেছো 〉 বোজ্জো ইত্যাদি।

ক্রিয়া- (৬) কোন কোন ক্রিয়া না বোধক অর্থে ব্যবহৃত হলে ক্রিয়ার অন্দে 'বুজি' বা 'বোচোন' অনুসর্গ যুক্ত হয়। যেমন- যেওনা 〉 যানবুজি অথবা যানবোচোন।

(৭) অতীতকাল- উত্তম পুরুষে যাওয়া ক্রিয়ারূপ- আমি গেলাম, মধ্যম পুরুষে- তুমি যাবা, প্রথম পুরুষে- হে যাকে ইত্যাদি।

(৮) সাধারণ অতীতকালে মূল ক্রিয়াপদের অন্তে অল্লাম, অল্লা, অল্লো অনুসর্গ যুক্ত হয়। ভবিষ্যতকালে প্রধান ক্রিয়ার অন্তে বচনও পুরুষ ভেদে 'আমি' অব এবং আব অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়। আবার কখনো মুলক্রিয়ার শেষে 'অনে' অনুসর্গ বসে, যথা- দিমুঅনে, কুমুঅনে, করামুঅনে, যামুঅনে ইত্যাদি।

(৯) স্থানীয় কথ্য ভাষায় মহাপ্রান ধ্বনি 'খ' 'ঘ' 'ছ' 'ঝ' ইত্যাদি অঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয়। যথা- ঘর 〉 গর, ধান 〉 দান, ভাত 〉 বাত ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

বাখরগঞ্জ জেলার ভাষার নমুনা- "একজন মানুষের দুগগা পোলা আছিল। তাগো মদ্যে ছোটগগা হের বাপরে কইল বাবা বিত্তের যেভাগ মুই পামু তা মোরে দেও। হেতে হে হেয়গো মধ্যে বিত্ত ভাগ হরিয়া দিল।"

আধুনিক বাংলা- "একজন মানুষের দুটি ছেলে ছিল। সম্পত্তির যে ভাগ পাব তা আমাকে দাও। সেজন্য সে (পিতা) তাদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দিল।"

দলিল বিভাজন

বাংলা পাণ্ডুলিপি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময় পাওয়া গেলেও বরিশাল মহাফেজ খানায় প্রাপ্ত দলিল দস্তাবেজগুলি এই প্রথম পাওয়া যায়। উল্লেখ করা যায় যে ১৮২২ (বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার বাখরগঞ্জ পৃঃ ২৩৪) খ্রিষ্টাব্দের ঝড়ে পুরাতন দলিলপত্রগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অতিগুরুত্বপুর্ণ ও ঐতিহ্য মণ্ডিত হলেও বরিশালের অতীত ইতিহাসের তথ্য সম্বলিত অনেক দলিল দস্তাবেজই সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। যার ফলে অনেক মূল্যবান তথ্য কালের গর্ভে হারিয়ে গিয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে যে দলিলগুলো পাওয়া গিয়েছে তা কালের অমূল্য স্বাক্ষী। যা বাংলা সাহিত্য ও ভাষাভাষীদের ক্ষেত্রে জ্ঞান অন্বেষণের সহায়ক হবে।

১৮১১-১৮১৮: এ পর্যায়ের দলিল ১৪১টি। কর্জপত্রঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭. ৪৯, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৭০, ৭১, ৭৩, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ১০০, ১০২, ১০৩, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২২, ১২৩, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩২, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮। মালজামিনী পত্রঃ ৫, ৫০, ৫১, ৫২, ৫২, ৫৩, অলিআহাদনামাঃ ৫৪, কর্জআদায়ে

Dhaka University Institutional Repository

বরাতীপত্র: ৬১, একরারপত্র: ৬৬, ৭২, ৮১, হাজীরজামিনী ও মালজামিনী পত্র: ৭৪, ৭৫, কর্জতমকস্মুকিপত্র: ৯০, ১০১, ১০৪, ১১৯, খালাষপত্র: ৭৮, কিস্তিবন্দীরুপাইয়াবাবদেকর্জপাওনাপত্র: ৯৯, ১২৫, কিস্তিবন্দীরুপাইয়া বাবদে কর্জতমকষুকিপত্র: ১৩৭, কিস্তিবন্দী খালাষপত্র: ১২৬, জমীজমা রফানামা ও একরারপত্র: ১৪০, রশীদপত্র ১৪১,

দলিলের লিপিস্থল ও রেজিস্ট্রেশনের অফিসও উল্লেখিত হয়েছে। দলিলগুলিতে বরিশাল জেলার বিভিন্ন গ্রাম, পরগনা, তপ্পা, মৌজা, সাকিন ও এলাকার নাম পাওয়া যায়। এ জেলা অসংখ্য নদী নালা আছে তাই এ দলিলে আমরা কিছু নদী ও চর এর নাম পাই। যেমন- দলিল লিপিকর এবং সাক্ষীদের ঠিকানা গ্রাম প্রত্যেকটি দলিলেই লিখিত আছে। বাংলা সন এর পাশাপাশি ইংরেজিসন ও তারিখ এবং বাংলা শব্দের নামে ইংরেজিও আরবি ফার্সি শব্দ ও সমান ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সন তারিখে লিখিত থাকায় আমরা প্রত্যেকটি দলিলকে সময়ের ক্ষেত্রে সঠিক ভাবে মূল্যায়ন করতে পারছি। যা বাংলা সমাজ, সংস্কৃতিও ভাষার ইতিহাস নির্মাণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

এ পর্যায়ের দলিল গুলির মধ্যে দলিলের ফার্সি ভাষায় ব্যবহার রয়েছে। বাকী ১ থেকে ৫২ নং পর্যন্ত দলিলে ফার্সি অনুবাদ নেই। ইংরেজি দস্তখত সহকারে রেজিস্ট্রেশনের দিন তারিখ ও স্থানের নামও উল্লেখ আছে। সাক্ষী প্রত্যেকটি দলিলেই আছে।

দলিলগুলোতে প্রাপ্ত স্থানগুলো ঐতিহাসিক ও জনগরূত্বপর্ণ। এ নামগুলো সাথে বাংলার প্রশাসনের দীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য জড়িয়ে আছে। ভূমি প্রশাসন, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, রাজনীতির উথান পতন, লোকায়ত সমৃদ্ধি খুজে পাওয়া যায়। মুঘল আমলে বাংলাকে ১৯টি সরকার ও ৬৮২টি পরগনায় ভাগ করেছিল। বাকলা তিন সরকারের মধ্যঅংশ। বাকলা সরকার পরবর্তি কালে চন্দ্রদ্বীপ নামে পরিচিত হয়। পশ্চিমাংশ খলিদাতাবাদ সরকার পর্বাংশ ফতেহাবাদ সরকার। খলিফাবাদ-সেলিমাবাদ, বাকলা সরকার-ইসমাইলপুর, শ্রীরামপুর, ইদ্দিলপুর, ফতেহাবাদ সরকার, শাহাবাজপুর মুঘল ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য পরগনাগুলির নাম আমরা এ দলিগুলোর মধ্যে পাই। যেমন- সেলিমাবাদ, ইদ্দিলপুর, শ্রীরামপুর, শাহবাজপুর,

Dhaka University Institutional Repository

সিলেমাবাদ পরগনা পরবর্তি সময় সেলিমাবাদ নামে পরিচিতি লাভ করে। সম্ভবত- সম্রাট শাহজাহান এর ডাক নাম ছিল সেলিম, তার নাম অনুসারেরই এ পরগনার নাম হয় সেলিমাবাদ।

ইদিলপুর- মুঘল আমলে বাকলা সরকার এর অন্তর্গত একটি পরগনা ছিল (১৫৫৬-১৬০৫)। (১৭২৭-১৭৩৯) এ পরগনাটি সুজাউদ্দিনখানের আমলে জাহাঙ্গীর নগর চাকলার অন্তর্গত করেছেন। (১৭৬০-৬৩) ঢাকা ভূমি রাজস্ব মীরকাসেম আলী খানের শাসনামলে-বাখরগঞ্জের অর্ন্তভূক্ত জমিদার গুলির মধ্যে ইদিলপুর একটি। সবচেয়ে বড় জমিদারি ছিল। এটি। এই জমিদারী ছিল জোড়াশাকোর ঠাকুর বংশের। ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত এ জমিদারী তাদের দখলে ছিল। ১৭৫৮-৫৯ খ্রিষ্টাব্দে (বাংলা ১১৬৫ সন) মূলমালিক ছিলেন রাজবল্লভ। ১৮১১ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা থেকে এটি বিচিছন্ন হয়।

শাহাবাজপুর- মুঘল আমলে সুজাউদ্দীন খানের ফতেহাবাদ সরকার এর অর্ন্তগত একটি পরগনা। উত্তর শাহবাজপুর এবং দক্ষিণ শাহবাজপুর নামে পরিচিত হয়।

মুসলমান শাসন আমলে দক্ষিন শাহবাজপুর (বর্তমান ভোলা) এবং মীর্জানগরের অধীনে একটি জমিদারী ছিল। এ জমিদারী ১৭৮০ এবং ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে মধ্যে বিক্রি হয়। ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে শাহবাজপুরের দ্বীপসমহ হাতিয়া এবং বলেশ্বর নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত কচুয়া। বাখরগঞ্জ জেলার অর্ন্তর্ভূক্ত ছিল। তবে বাখরগঞ্জ জেলা গঠন হওয়ার পূর্বে থেকেই দক্ষিণ শাহবাজপুর দ্বীপটি মহাকুমা হিসেবে ছিল। ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে মহাকুমারকে পৃথক করে নোয়াখালিতে যোগ করে দেয়া হয়। মহকুমাটির আয়তন ৮১৮ বর্গমাইল ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে এই মহাকুমার থানাগুলি ছিল ৯১) ভোলা (২) দৌলত খান (৩) বোরহানউদ্দিন ৯৪) তমুযুদ্দীন ১৯৭৪ সাল অনুসারে লালমোহন চরফ্যাশন ও মনপুরা যুক্ত হয়।

বোজরগউমেদপুর- বাংলা সুবেদার শায়েস্ত খানের পুত্র (১৬৬৪-৭৮) এবং (১৬৮০-৮৮) বোজরগ উমেদমান তিনি মুঘল বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন। তিনি নোয়াখালীর ভূখণ্ড থেকে আরাকানীদের বহিষ্কার করেন। ধারণা করা হয় তার নামনুসারেই এই নামকরণ করা হয়েছে। বোজরগউমেদপুর এর নাম পাই ১৭২৮ সালের গ্রান্টস তার বিবরণীতে

Dhaka University Institutional Repository

সুজাউদ্দীন খানের শাসন আমলে (১৭২৭-১৭৩৯) লিখিত বাখরগঞ্জজেলার পরগনাগুলির মধ্যে। এটি বাজুহা সরকার এর অন্তর্গত ছিল।

১৭২২ সালে বাংলার শাসনকর্তা মুর্শিদকুলি খার শাসনামলে (১৭০৩-১৭২৩ খ্রিষ্টাব্দে) নতুন ভূমি ব্যবস্থাপনায় ১৩টি চাকলা ও ১৬৬০টি পরগনায় বিভক্ত করা হয়। বাখরগঞ্জ ছিল জাহাঙ্গিরনগর চাকলায় অন্তর্গত। জেমসগ্রান্ট (১৭২৮ খ্রিষ্টাব্দে) ঢাকার রাজস্ব নিযামতের রাজস্বের বিবরণীতে বাখরগঞ্জ জেলার যে পরগনার নাম লিখেছেন তার প্রায় সবই এ পর্যায়ের দলিল গুলিতে পাওয়া যায়। যেমন- উত্তর শাহাবাজপুর, দক্ষিণ শাহাবাজপুর, সেলিমাবাদ, সোনারগাঁও, সরকার রসুলপুর, কাসিমপুর সেনপাতি, বাকলা সরকার অন্তর্গত, ইদিলপুর, বীর মোহন, বাঙ্গরোড়া, চন্দ্রদ্বীপ নাজিপুর, রামনগর, শ্রীরামপুর, সুলতানাবাদ বাজুহা সরকারের অন্ত র্গত বোজরগউমেদপুর জাফ্রাবাদ, শায়েস্তাখান।

এছাড়া বাখরগঞ্জ অন্তর্গত অন্যান্য বাণিজ্য গ্রাম, খান, জমিদার, তপ্পা ও তালুকের নাম ও এসেছে। যা সময়ের বিবর্তনে কিছু স্থানের নাম পরিবর্তন হয়েছে বরিশাল জেলা ছাড়াও কতকগুলি বিশিষ্ট স্থানের নাম এসেছে। যেমন-জিলা জয়সর, বিক্রমপুর, কলকতা, বর্ধমান জেলা। এছাড়া আরও অনেক জায়গার নাম প্রচলিত ছিল যা বর্তমানে অপ্রচলিত। যেমন- সুন্দরিবন, বনগাও, কোটালীপাড়া, বাঙ্গরোড়া।

কোটালীপাড়া- বাখরগঞ্জ জেলার উত্তরাংশের (১৮৫৪) মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত ছিল কোটালীপাড়া। কিন্তু দুইশত বছর পর্বে দলিলে নাম পাওয়া যায় 'কোটালীপাড়'। ধারনা করা যায় যে, 'কোটালীপাড়' সময়ের পরিবর্তনে 'কোটালীপাড়া' হয়েছে। বর্তমান কোটালীপাড়া গোপালগঞ্জের অন্তর্গত একটি থানা।

বাঙ্গরোড়া- এর বর্তমান নাম গৌরনদী। পর্বে ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার অর্ন্তভূক্ত ছিল পরে ১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দে বাখরগঞ্জ জেলার সীমানাভূক্ত হয়।

১৮১১-১৮ সালের দলিলেগুলিতে ১০৯টি কর্জপত্র। দলিলগুলিতে বৈশাখ, জৈষ্ঠ, চৈত্র, আষাঢ় মাসে ঋণগ্রহণের প্রবণতা বেশী তার কারণ হলো এ জেলার অর্থনীতি কৃষি নির্ভর। এ সময় ধান চাষের বিশেষ করে

Dhaka University Institutional Repository

ফাল্গুনের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে চৈত্রের শেষ সপ্তাহ আউশ ধান বোনার জন্য উপযুক্ত। চাষাবাদের জন্য কৃষকের প্রর্যাপ্ত অর্থ ও কৃষি উপকরণ থাকেনা। স্বভাবতঃ চাষাবাদ সংক্রান্ত সকল ব্যায় করতে হয় বিধায় তাকে তা সুদ যুক্ত ঋণের আশ্রয় নিতে হয়। সুদে ঋণ গ্রহনের কুফল জানা ও বোঝা সত্ত্বেও - শতকরা ১টাকা হারে তারা সুদ মেনে নিয়ে ঋণ গ্রহণ করত। অবশ্য ঋণগ্রহণ শুধু চাষাবাদই নয় অন্য বিষয়াদি রয়েছে। যেমন- উৎসব, জমি ক্রয়, পারিবারিক কোন সমস্যা ইত্যাদি। তবে কৃষকের নিকট চাষাবাদ ই ছিল প্রধান। ঋণ গ্রহণকারী শতকরা ৮০ জনই কৃষক।

বানান প্রক্রিয়া

এ পর্যায়ে দলিলগুলো বানান পক্রিয়া ও লৈখিক রূপের জটিলতা অন্যান্য বাংলা দলিল পত্রের মতই। এ দলিলের বানান ও তার জটিলতা রহস্য উন্মোচনের জন্য কতকগুলো নিয়ম মেনে চলতে হবে। এ প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মদ শাহজাহান মিয়া তার 'পাণ্ডুলিপিসমীক্ষা' গ্রন্থে বাংলা পাণ্ডুলিপির বিধৃত বানান রীতিকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করেছেন শব্দের বৃৎপত্তি অনুযায়ী বানান ও উচচারণানুগ বানান।

শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসায়ী বানান এর কারণ হল পূর্বে সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য চর্চা বেশী হত আর সংস্কৃত থেকে ভ্রষ্ঠ 'ইতর ভাষা' বাংলা শব্দের বুৎপত্তিজনিত সমস্যার জন্ম।

উচ্চারণানুগ বানান রীতির প্রচলিত ছিল প্রাচীন বাংলা পাণ্ডুলিপিতে। কথ্য ভাষার প্রচলিত ও আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব রয়েছে। এরসাথে যুক্ত হয়েছে আরবি ফার্সি শব্দের সংমিশ্রণ।

আরক জাতীয় বানাননীতি রয়েছে যা মলনীতি সঞ্চালন। ফলারূপে 'উ'কার নির্দেশক 'ব' ফলারূপে দ্বিত্ব নির্দেশক ব', ফলারূপে দ্বিত্বনির্দেশক 'ম', ফলারূপে দ্বিত্ব নির্দেশক 'ৎ', দ্বিত্ব নির্দেশকচ দ্বিত্ব নির্দেশক 'হ' এর ব্যবহার ও এসব দলিলে বর্তমান। এছাড়া মলনীতির সহায়ক হল অনুধাবন ও সহানুভূতি অনুকরণ, প্রেষণা। কোন বিষয়কে কাজ লাগাতে হলে তার বিস্তৃত বিবরণের চেয়ে সাধারণ মূলনীতিই অধিকতর মূল্যবান। এ কারণেই

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহন লিপিকার মূলনীতি সঞ্চালণের সুযোগ গ্রহণ করে লেখার গতি অনেকটাই সচছল ও স্বচছন্দ হয়ে উঠেছিল।

সাদৃশ্য গত পরিবর্তন ভাষা বিবর্তনের ক্ষেত্রেই কেবল নয় বরং লিপি বিবর্তনের ক্ষেত্রে ও একটি গুরূত্বপর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ফলে 'সাদৃশ্য' ঘটিত বাংলা লিপির পরিবর্তনগুলিকে অস্পষ্ট ও অপরিচছন্ন মনে হলেও তা অস্বীকার করবার পথ নেই। লিপিকারদের এই মনস্তাত্বিক ক্রিয়াটি সচেতন ও সজ্ঞান মানুষেরই চিরন্তন ও স্বভাবজ কৃতকর্ম।

উপর্যুক্ত আলোচনা বাংলা প্রাচীন পাণ্ডুলিপির শব্দের কৌশল ও উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা প্রায় সব বাংলা পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। প্রাচীন বাংলা দলিল দস্তাবেজগুলোও এর আওতাভূক্ত। প্রাচীনকালে বাংলাভাষার যেমন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল তেমনি ভাষাটি উচচারণের ক্ষেত্রেও বাঙালির নিজস্ব ঢঙটিও বিদ্যমান। যার স্বতস্ফূর্ত বহিপ্রকাশ রয়েছে দলিলগুলোতে। এর প্রেক্ষিতেই বরিশালের দলিল দস্তাবেজের লৈখিক ও মৌখিক রূপের আলোচনা করা গেল।

'ইতি' শব্দের ব্যবহার ও লক্ষনীয় বিষয়। বর্তমান বাংলা ভাষায় শুধুমাত্র ব্যক্তিগত চিঠি পত্রে 'ইতি' বা শেষ এর ব্যবহার রয়েছে। কিন্তু আঠার ও উনিশ শতকের দলিলগুলির গ্রাম প্রত্যেকটিতেই ইতি দিয়ে দলিল শেষ করা হয়েছে। যা বর্তমান বাংলা ভাষা ব্যবহাকারীদের নিকট অপরিচিত। সমাজের সর্বস্তরের মানুষই 'ইতি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন একই উদ্দেশ্যে। দাপ্তরিক কাগজপত্রে দলিল লেখক আবশ্যক রূপেই শব্দটি এনেছেন। বর্তমান বাংলা ভাষায় ইতি শব্দের ব্যবহার সংকুচিত হয়েছে। দলিল শুরূ হয়েছে 'ইয়াদিকির্দ্দ' বা 'লিখিতং' সম্মান সচক শব্দ দিয়ে। তবে বর্তমানে দলিলে ও 'ইয়াদীর্কিদ্দ' বা 'লিখিতং' ব্যবহৃত হয় না।

আধুনিক বাংলাভাষায় 'আপনি' ব্যবহার করে বাক্যে সম্মান বা শ্রদ্ধা ভাবটি প্রকাশ করা হয়। কিন্তু এ পর্যায়ে দলিলগলিতে ভিন্নতা লক্ষণীয় এ পর্যায়ের প্রায় সব দলিলে 'তুমি' এরকম ব্যবহার রয়েছে। আপনি এর স্থলে 'তুমি' শব্দটির এক মনোভাপন্ন ব্যবহার বর্তমান বাংলা ভাষায় গ্রহণ যোগ্য নয়। তবে 'তুমি' ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার রয়েছে। কিন্ত রাস্ট্রায়াত্ত চিঠি পত্র বা দলিল দস্তাবেজে এর ব্যবহার নেই।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন সময়ে প্রশাসন ব্যবস্থাও চিঠিপত্রের শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে। যেমন- বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রশাসন ব্যবস্থা রয়েছে। তাই রাষ্ট্রায়ত্ত চিঠি পত্রে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তেমনি আঠার ও ঊনিশ শতকে ইংরেজ শাসন ব্যবস্থাকে স্থানীয় জনগণ চিঠিপত্রে 'সাহেবের সরকার' বলে অভিহিত করছেন।

প্রত্যেকাটি দলিলেই তারিখ বা দিনক্ষণ লেখার জন্য 'ঘার' এর পূর্বে 'রোজ' শব্দটি লেখা হযেছে। 'রোজ' এর অর্থ প্রত্যেহ ফার্সি এ শব্দটি বর্তমান বাংলা ভাষা ও প্রচলিত আছে। কোন নিমন্ত্রণ পত্র সভাসমিতির স্মারকপত্র ব্যবসায়িক চিঠিপত্র, ও দলিলপত্রে এ 'রোজ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যদিও ফার্সি শব্দ তবুও বাংলা ভাষায় শত শত বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

বাংলা ভাষার আধুনিক রূপের একটি বৈশিষ্ট্য হল দাড়ি, কমা, সেমিকোলন। এছাড়া বক্যের প্রয়োজন বিশেষে বিভিন্ন চিহ্নের ব্যবহার। বরিশালের এ দলিল গুলোতে এ চিহ্নের ব্যবহার পাই না। উল্লেখ করা যেতে পারে বিদ্যাসাগর প্রথম বাংলা ভাষায় দাড়ি, কমা, ব্যবহারকে অপরিহার্য করে তুলেছেন । তাই আঠার ও ঊনিশ শতক দলিলে আমরা দাড়ি, কমার ব্যবহার পাই না। এ পর্যায়ের দলিলগুলিতে লেখাগুলি যেন "ইয়ার্দ্দি কির্দ্দ" থেকে 'ইতি' পর্যন্ত দাঁড়ি, কমা, বিহীন এক দীর্ঘ যাত্রার বাক্য। লিখন ও পঠনে যে পটু ছিল সেই সম্ভবত সঠিকভাবে বাক্যের অর্থ ও সৌন্দর্য রক্ষা করে পাঠ করতে পারতেন। উচচারণ ও পঠন পক্রিয়ার মধ্যেই এর অর্থ ও সৌন্দর্য নিহিত ছিল। যারা এ ব্যাপারে পটু ছিলেন না তারা এর সঠিক মর্মোদ্ধার ও রস আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হতেন। এছাড়া লৈখিক রূপের ক্ষেত্রে হস্তলেখা বিষয়ক জটিলতাতো ছিলই। উভয় প্রক্রিয়া এ দলিলগুলির অর্থ আস্বাদনে জটিলতম অবস্থা সৃষ্টি করেছে।

দলিলগুলিতে ধান, জমি দ্রব্যাদি মাপ ও পরিমাপের ক্ষেত্রে বাংলা দেশজ কিছু রীতি প্রচলিত ছিল। যেমন- জমি পরিমাপের ক্ষেত্রে পাখি, কানি, বিঘা, দ্রোন, কড়া ইত্যাদি জমি পরিমাপের এ মাপগুলি তখন বেশী ব্যবহৃত বেশী। প্রায় প্রত্যেকটি দলিলেই এ শব্দগুলি পাওয়া যায়। এছাড়া জমিদারি

Dhaka University Institutional Repository

পরগনা, জিলা, নগর, মফস্বল, শহর, বসতবাড়ি ভিটা, খাদ্য ইত্যাদি শব্দগুলি পাওয়া যায়।

দলিলগুলো তুলোট কাগজে লিখা। প্রত্যেকটি দলিলেই গ্রহীতা বা বিক্রেতা উভয়ই সম্মানসূচক শব্দ দিয়ে দলিল লেখা শুরু করেছেন। তাদের বিনয় ও সৌজন্যবোধ সহজেই অনুভব করা যায়। বিশিষ্ট জন, ধনী, জমিদার ও প্রতাপশালী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আরো বেশী সম্মান ও বিনয়সূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন- 'মহাশয়' ও 'বরাবরেষু' একসাথে ব্যবহার হয়েছে ৮নং ও ১৪নং দলিলে।

দলিলগুলোতে আইনগত পদ্ধতিতে সম্পাদন করা হয়েছে। সাধারণ দলিলে দু'বা তিন জন সাক্ষী নেয়া হয়েছে। তবে বড় ধরনের ঋণ শোধ, ঋণ গ্রহণ বা জমিদারি বিক্রি ইত্যাদি ক্ষেত্রে চার পাঁচ জনের অধিক সাক্ষী নেয়া হয়েছে। যেমন- ১৮১৮ সালের ৯৯নং দলিলে ৫ জন ও ৯৮নং দলিলে ৭ জন এবং ১২৯নং দলিলে ৮ জন।

দলিলে দলিল লেখকের নাম, লেখার কারণ, স্থান, রেজিষ্ট্রার করার স্থান, জায়গার নাম, দাতা ও গ্রহীতার নাম ও সময় স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি দলিলের শেষে সাক্ষীর স্বাক্ষর রাখা হয়েছে। তার নামের পাশাপাশি স্থায়ী ঠিকানারও উল্লেখ রয়েছে। দলিলের উপরের অংশে বায়ে এবং ডানে (কোন কোন দলিলের) সাক্ষীর স্বাক্ষর রাখা হয়েছে। প্রত্যেকটি দলিলেই তিনটি ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এগুলো হল- বাংলা, ইংরেজি ও ফার্সি। এ তিনটি ভাষা ব্যবহারের জন্য এ দলিলগুলোকে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্রপূর্ণ করেছে। এছাড়া যথাযথভাবেই আঞ্চলিক, দেশজ ও সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার রয়েছে। যেমন- আঞ্চলিক শব্দ 'অজ' ১১৬নং।

দলিলগুলি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, একটি দলিল কোথায়, কবে, কখন কি কারণ রেজিষ্ট্রেশন হয়েছে সবই সুন্দর করে লিখিত রয়েছে। ঐ সময়কার মানুষদের সময় ও বিষয় জ্ঞান তীক্ষ্ম ছিল। দলিলের সন, তারিখ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরেজি সন উভয়ই ব্যবহার করা হয়েছে। দুটি বাংলা সন তারিখ ও আরেকটি ইংরেজি সন তারিখ। যেদিন দলিলটি রেজিষ্ট্রেশন হয়েছে ঐদিনের সময় দিন, ক্ষণ ও সনটি সঠিক পাচ্ছি। যেন দলিল রেজিষ্ট্রেশনের মুহুর্তটি দলিলে বন্দী হয়ে আছে।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন- ১৮১২ সালের ৮নং দলিল ইংরেজি- "Registered by me at 22 minutes after 12. November Thursday the 9th day of January 1812."

ইংরেজরা আগমনের ফলে এদেশে বাংলা সন তারিখের পাশাপাশি ইংরেজি সন তারিখের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তবে বাংলা সন তারিখ দলিল দস্তাবেজে ব্যবহার অনেক পুরাতন নিয়ম বা রীতি। ইংরেজি শব্দের ন্যায় ইংরেজিসন তারিখ বাংলা দলিল দস্তাবেজে প্রবেশ করেছে কিন্তু রীতি বা নিয়ম নয়। অর্থাৎ ইংরেজিদলিল লেখার নিয়ম ও বিষয় বস্তু লেখার ষ্টাইলটি এ পর্যায়ে দলিলগুলোতে অনুসৃত হয়নি। তার একটি উদাহরন হল সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তার "বাংলাভাষাপ্রসঙ্গ" গ্রন্থের ব্রিটিশ নিউজিয়ামের "কতকগুলি বাংলা কাগজ পত্র" প্রবন্ধটিতে যে চুক্তিপত্রটির পাঠ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন সেটি প্রায় দুইশত সাতাশি বছর পূর্বের অঙ্গীকারপত্র। বাংলায় এত পুরানো চিঠি বা দলিল সহজে মেলে না। এ অঙ্গীকারপত্রে '১১০৩, ১৪' আগ্রান বাংলা সন ব্যবহৃত হয়েছে। তাই বলা যায় বাংলা সন তারিখ ব্যবহার অনেক পুরোনো।

বর্তমান দলিলপত্রে দিন, তারিখ ব্যবহার হয় কিন্তু ঘন্টার ব্যবহার নেই। ঘন্টা, মিনিট, সেকেণ্ড এভাবে ঐ তারিখের মুহূর্তটিকে দলিলে যেন রেজিষ্ট্রি হয়ে আছে। ঘড়ির সময়ের এ ব্যবহারকে ইংরেজি সময় বলে অভিহিত করেছেন অনেক দলিল লেখক। ঘড়ি অর্থ্যাৎ এই সময় নির্ধারিক যন্ত্রটি ইংরেজরাই এদেশে এনেছিল। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগত ব্যবহার থেকেই তৎকালীণ লোকদের এ ধারনার জন্ম হয় যে, ঘড়ির সময়টি ইংরেজদের সময়। দলিলে বাঙালিরাও সময় জ্ঞান সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। যেমন- ৮নং দলিলে সাল এবং তারিখের ব্যবহার- "১২২৮ সাল তেরিখ ১০ পৌষ"।

দলিলের দাতা ও গ্রহিতা একটি নির্দিষ্ট বিনিময় মল্য নির্ধারণের মাধ্যমে তাদের জমি বা দ্রব্যাদি ক্রয় বা বিক্রয় করেছেন। এর দ্বারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি সুর্নিদিষ্ট ও সুশৃখলরীতিই পরিলক্ষিত হয়। দলিল রেজিষ্ট্রি করার মধ্য দিয়ে দুইশত বছর পুরানো বরিশাল অঞ্চলের মানুষের উন্নত মানসিকতা ও আইন সচেতনতা লক্ষণীয়। দলিলে জনগণ তৎকালীণ প্রচলিত (ব্রিটিশ ও অন্যান্য জমি সংক্রান্ত আইন) আইন সম্পর্কে সাধারণ ধারনা ও ব্যবহার সম্পর্কে তারা সচেতন ছিল। যেমন- ৫১নং দলিলে ২৩৩৮৭ নম্বরে নালিশ করা হয়েছে। ৪৬নং দলিলে ৪৯ কানুনের ধারা

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ করা হয়েছে। আইন সম্পর্কে তাদের ভাল জ্ঞানও ছিল। দাতা গ্রহীতা উভয়ই আইনের সকল নিয়ম ও নীতি সর্বত্র ভাবে মেনে নিয়ে দলিল রেজিষ্ট্রি করেছেন। সাক্ষী কোর্টের র্নিদিষ্ট ফি, উকিল, দলিল লেখক ইত্যাদি বিষয়ের খরচাদিও লিখিত রয়েছে। দলিলের দাতা ও গ্রহিতা এবং সাক্ষীগণ অনেক দুর দুরান্ত থেকে কোর্টে (বরিশাল) এসেছে যা সত্যি বিস্ময়কর। এ থেকে তৎকালীণ বরিশাল অঞ্চলের মানুষদের উন্নত মানসিকতা ও সমৃদ্ধ বরিশালের সচিত্র রূপ প্রতিফলিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৮০০ সালে উইন্টল- তার (১৮০০ সনে ২ ফেব্রুয়ারী) বিবরণীতে লিখেন "স্টাম্প ফি প্রবর্তনের ফলে মামলার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। স্টাম্পের মুল্য খুব বেশী ছিল। ২ টাকা দাবী মামলার অন্য একজন অভিযোগকারীকে স্টাম্প ফি সহ ৭ টাকা ৬ পয়সা খরচ করতে হত। ওকালতনামায় মল্য ছিল ৪ টাকা। উকিলেরা মামুলীভাবে মামলা পরিচালনা করতো এবং তাদের মধ্যে প্রভাবশালী উকিল ছিল না।"

দলিলগুলোর প্রত্যেকটি কোন না কোন সম্পদের লেনদেন বিষয়ক। বিক্রিত সম্পদ, ইজারাদার, কর্জ ও কর্জশোধ, বিবাহের উপহার, জমির ইজারাদার বিভিন্ন বিষয়ই দাতা ও গ্রহিতা হস্তান্তর করেছেন র্নিদিষ্ট বিনিময় মল্য নির্ধারণ করে। যেমন- ৭১নং দলিলে ১৯০১টাকা ঋণ নিয়েছেন ১ টাকা সুদে। উল্লেখ করা যেতে পারে সমসাময়িক দলিলগুলোতে টাকার বিভিন্ন নাম পাই। যেমন- সিক্কা- ৬৩নং, কলসিক্কা-৬৪নং, টাকী- ২৮নং, টক্কা-১৭নং, রূপাইয়া-১২নং।

৭১নং দলিলে ঋণগ্রহনে একটি ব্যতিক্রম চিত্র পাচ্ছি । চন্দ্রদ্বীপ পরগনায় খাঞ্জেনুর তালুকে হিস্যাদার শ্রীখাজে সদরউল্লা ও শ্রীখাজে বদলুর। এর দুই ভাই নাবালগ ছিলেন। তাদের মাতা শ্রীবিবির ফাতি খোরপোষের জন্য চারসনের মেয়াদে ১ টাকা সুদের ১৯০১ টাকা ঋণ নিয়েছেন। পরবর্তিকালে দুইভাই বোরডের হুকুম মতে (সাবালক হলে) নাবালকি বিদায় দেন। তাদের খোরপোষের জন্য নেওয়া ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিজেরাই নিয়ে নেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৮১১ সালের ৫নং দলিলে মালজামীনিপত্রে আরেকটি চিত্র পাচ্ছি। দেন মাহরের নির্ধারণ করা হয়েছে জমিদারি দিয়ে। জনৈক সৈদ হোসনদ্দিন মাহাম্মদ চৌধুরী তার মায়ের দেনমোহরের থেকে প্রাপ্ত জমিদারি পরিচালনা করতেন। তার পূর্বে জমিদারি পরিচালনা করতেন মাতা। তৎকালীন মুসলিম সমাজে উচ্চ শ্রেনীর মধ্যে দেন মোহরের প্রচলন ছিল।

বাখর গঞ্জের জেলা গেজেটিয়ার তথ্য অনুযায়ী বরিশালের দক্ষিণ বঙ্গে বিখ্যাত লবন চৌকি ছিল এ তথ্যটির যর্থাথতা খুজে পাওয়া যায় ৭৪ ও ৭৫ নং দলিলে। ব্রিটিশ নাগরিক মেস্তরজানকিংলাক সাহেব মধ্যম জিলার নমক চৌকিয়াতের সুপ্রেন্টেডেন্ট ছিলেন।এবং ব্রিটিশ নাগরিক এসব গুরুত্বপূর্ন পদগুলোর প্রধান ছিলেন। এখানে উল্লেখ্য করা যেতে পারে, ব্রিটিশ প্রশাসনের কোন খাজাঞ্জী বা মুহরি পদের চাকুরিতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দ্বারা মাল জামানতির প্রয়োজন হত। যেমন- ৭৫নং দলিলে বর্দ্ধমান জেলার জাহাঙ্গীরাবাদ পরগনার শ্রীকালিনারায়ণ রায় এর লবন চৌকির মুহরী ছিলেন। বাকরগঞ্জ জেলার নিবাসী শ্রীরামদুল্লভ তার মালজামিনী হয়েছেন। ১২৫নং দলিলে শ্রীপ্রতাপ নারায়ণ খাজাঞ্জী ছিলেন। তার মালজামিনী- হয়েছেন শ্রীহোসনদ্দীন মোহাম্মদ চৌধুরী।

বরিশালের দলিলগুলোর আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল- দলিলগুলোর উপরিভাগের ইংরেজ মেজিস্ট্রেটের (ইংরেজিতে লিখিত) দিন, তারিখ ও স্থানের উল্লেখসহ স্বাক্ষর। বাংলা দলিল দস্তাবেজে একজন ব্রিটিশ নাগরিকের তথা ব্রিটিশ প্রশাসনের গুরুত্বপর্ণ ব্যক্তির এরকম প্রত্যক্ষ স্বাক্ষর এখানে পাওয়া গিয়েছে। যেমন- ১৮১১-১৮১৬-(১নং দলিল)

"Registered by me 12 minutes after 11 A.M. on Tuesday the 3rd of Septembre 1811." Beinary dieds ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর (নাম পাঠোউদ্ধার করা যায়নি)।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বেটি (Betty) ১৮০৭-১২ পর্যন্ত বাখরগঞ্জের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তার স্বাক্ষরিত ৪৩টি দলিল এ পর্যায়ে পাওয়া যায়।

বরিশাল মহাফেজখানার দলিলগুলো ভাষা বিন্যাস, শব্দাসম্ভার, বাক্যগঠন ও ভাবপ্রকাশের বর্তমান আধুনিক বাংলা ভাষার তুলনায় অনেক ব্যতিক্রম ধারার প্রকাশ ঘটিয়েছে। আঠার ও উনিশ শতকের ব্রিটিশ কলোনী শাসিত প্রশাসনের একটি বিশেষ প্রভাব ও রয়েছে ভাষা ব্যবহারে। দলিল

Dhaka University Institutional Repository

পঠনকালে যা তীব্রভাবেই অনুভূত হয়। আরবি ফার্সি শব্দের ব্যবহার বৃদ্ধি পায় পরবর্তী মুঘল শাসন ও অন্যান্য প্রশাসনিক অবস্থার মধ্য দিয়ে। হাজার হাজার বছর ধরে বাংলা ভাষা বিভিন্ন শব্দ ভাণ্ডার থেকে শব্দ নিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে বর্তমান আধুনিক বাংলার একটি রূপে এসে পৌঁছিয়েছে। এ দলিলগুলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের এ অঞ্চলের বাংলা ভাষার একটি রূপেরই দলিল। যা পাঠককে আনন্দ দিবে। দলিলে ব্যবহৃত শব্দের বানান আধুনিক বাংলা ভাষার রীতি বা নিয়মের মধ্যে পড়ে না।

বাংলা শব্দের পাশাপশি হিন্দি, ফার্সি, উর্দু, ইংরেজি, সংস্কৃত, আঞ্চলিক ও দেশজ শব্দের বিপুল সমহার ঘটেছে। আঠারো ও উনিশ শতকের এ দলিলগুলোতে ইংরেজি শব্দের বিপুল ব্যবহার রয়েছে। যেমন ১৮১১-১৮১৮ সালের ৫২নং দলিলে, 'কোর্ট ' (Court) = আদালত। ৭৪ ও ৭৫ নং দলিলে সুপারিন্টেনডেন্ট (Superintendent) = তত্ত্বাবধায়ক, পরিচালক। ৭৯ এবং ৮০ নং দলিলে ইংরেজি সপ্তম মাসের নাম পাই (July) 'জুলাই'। ইংরেজিশব্দের বিকৃত উচ্চারণজনিত শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন– ৪৬ নং দলিলে ডক্টর (Doctor) এর বিকৃত উচ্চারণ পাই 'ডাকতর'।

এ দলিলে প্রচুর প্রাচীন দেশজ ও আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় যেমন- ১১৬ নং দলিলে 'অজ' (নিতান্ত, খাঁটি)। ৮ ও ১৫ নং দলিলে আষ্ট (আট)। ৪, ১২, ২০, নং দলিলে 'একাজুতি' (একমতালম্বি, একত্রমিলিত)।

আরবি ফার্সি হিন্দি শব্দের বিপুল ভাণ্ডার রয়েছে এ দলিলগুলোতে। বাংলা ভাষার সাথে এ শব্দগুলো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যা আলাদা করে ফেললে বাক্যের অর্থ ও সৌন্দর্য্য উভয়ই হানি হয়। যেমন- ৫৪ নং দলিলে অছিয়ত (মনোনয়ন পত্র) ইচ্ছাপত্র, উইল (Will), [আ. রসীয়ত + ফা. নামা]। কাজিয়া (৬৬,৮০) ঝগড়া। বিবাদ (আ.)। মোকাবিলা (৫২) সামনাসামনি বোঝাপড়া (আ.)। মুদাফত (৪৮,৫৪) জমাজমির পূর্ব অধিকারি (ফা.)। দলিল লেখক আরবি ফার্সি শব্দ অনেক ভুল উচচারণে লিখেছেন। তবে কতটুকু ভুল বলা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। কারণ আরবি ফার্সি বা ইংরেজি ভাষার শব্দের সঠিক উচচারণরীতি ও তা সম্পর্কে তাদের কোন প্রশিক্ষণ ছিল না। জ্ঞান যা ছিল তা নিতান্ত অল্প। তাই বিদেশী ভাষার শব্দে জটিল ও দুরূহতাকে নিজস্ব দেশজরীতিতে সহজ ও বোধগম্য করে

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চারণ এবং ব্যবহার করেছেন। দলিলে একটি সময়ের বিশেষ অঞ্চলের ভাষাভাষীদের উচ্চারণের চিত্র পাই।

দলিলে বাক্যের মধ্যে যে কিছু চিহ্ন ব্যবহার হয়েছে যা বতর্মান সময়ে আসমঞ্জস্য বলে মনে হয়। যেমন ˘ চিহ্নের ব্যবহার। ˘ বিন্দুর ন্যায় শব্দের সাথে এটি ব্যবহৃত হয়নি। আমরা ব্যবহার করি শব্দের উচ্চারণ নির্ভূলতার জন্য যেমন-চাঁদ, ফাঁদ ইত্যাদি। এখানে ভিন্নতর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।˘ চিহ্ন দিয়ে লাইনের শূণ্যস্থানকে পুরণ করা হয়েছে। যেমন- ৪৬নং দলিলে মহাশয়কে দিলাম এর পরে ব্যবহৃত চন্দ্রবিন্দু (˘)। ˘ চিহ্নটি চন্দ্রবিন্দুর তুলনায় আকারে বড়। সত্বেরও আঠার অনেক দলিলে দস্তাবেজে এ চিহ্নটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।স্বাভাবিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে কালাঁচাদ-৮৩, খাঁ-৪৩। বলা যায় লেখকে অনিচ্ছাকৃত লেখা বাক্যের মাঝে বাক্যের শণ্য স্থানটি পরণের হাতিয়ার হল এ চিহ্ন।

পুরোনো বাংলা দলিলপত্রে বাংলা হরফ ও চিহ্নের বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় যেমন-

১) 'মকর্দ্দমা' ২৩৩৮৭ নম্বর (৫১) এখানে ব্যঞ্জনদ্বিত্বতা প্রকাশে রেফ চিহ্ন ব্যবহার হয়েছে।
২) এতদর্থে (৫১) রেফের সঠিক ব্যবহার চিহ্নিত রয়েছে। রেফের সঠিক ব্যবহার চিহ্নিত রয়েছে।
৩) (৫১) 'কর্জ্জা'- ঁ' এ চিহ্ন দ্বারা ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব প্রকাশ করছে এক '/' রেফ চিহ্নটি যথাযথ ব্যবহার হয়েছে।
৪) শ্রীপানাত্তর্ব্বা (৮১) - ব ফলা দ্বিত্ব নির্দেশ করছে।

উনিশ শতকের দলিলগুলোতে দাড়ি '।' ',' ব্যবহার ছিল না তবে '।' দাড়ির মত একটি চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। যেমন- ৪৬নং দলিলে ষুচরিতেষুর পড়ে '।' চিহ্ন ৪৮নং দলিলে বরাবরেষু পরে '।' চিহ্ন। সম্ভবত বাক্যের সৌন্দর্য্য ও সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে।

কিছু দলিলে সেমিকোলন চিহ্নের মত ':' চিহ্ন ব্যবহার হয়েছে। যেমন- ফিঃ ২৯, ২০নং দলিলে শম্মন ও ২২নং দলিলে স্যাম রাম শম্মন ':'।

উনিশ শতক পর্যন্ত পুরোনো গদ্য ছিল আরবি, ফার্সি শব্দবওল। ইংরেজ শাসনের প্রভাবে এ পর্যায়ের দস্তাবেজে ইংরেজি বাক্য ও শব্দের ব্যবহার হয়েছে। যেমন- ৭৫ ও ৭৬নং দলিলে, "মহামহিম মৈর্দ্দম জিলার নমক চৌকীয়াতের সুপ্রেন্টেণ্ডেন্ট"।

Dhaka University Institutional Repository

"আপীলান্টিয়ানের ফিশ খেসারতের " ৮১ নং দলিল বাক্যে আরবি, ফার্সি ও ইংরেজি শব্দের সংমিশ্রনে বাক্য লেখা হয়েছে। যেমন- "মজকুরের ডিগরি নারাজ হইয়া এলাকে জাহাঙ্গীনগর ক্রোট আফিল আদালতে ম্রোজা মজকুরের নামে নালিষ করিয়াছেন।"

এ সময়ের দলিলগুলিতে বিশেষ রীতি বা ষ্টাইল বর্তমান আছে। এ পর্যায়ে আরবি, ফার্সি শব্দের সাথে 'আন' বহুবাচনাত্মক ফার্সি প্রত্যয় এর ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন- (১৮১১- ১৮১১ সালেল ৫২নং দলিলে 'সাহেবান' (সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগন) (সাহবে + আন), ৮০নং দলিলে পাই সরিকান (ভাগীদার) (সরিক + আন), ১১২নং এ শাকিনান (ঠিকানা সমূহ) (শাফিন – আন)।

সংক্ষেপিত শব্দের ব্যবহার দলিলগুলোকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। আঠার উনিশ শতকে সংক্ষেপিত শব্দের বহুল ব্যবহার ছিল। যেমন- আরবি, ফার্সি, ইংরেজি বাংলা এ সকল ভাষার শব্দের সংক্ষেপিত রূপ ব্যবহৃত হয়েছে। আধুনিক বাংলায় এখনও 'ঃ' ও 'ং' যোগে সংক্ষেপিত শব্দ ব্যবহার হয়। যেমন- তাং- তারিখ, বিঃ দ্রঃ- বিশেষ দ্রষ্টব্য। দলিলগুলিতে পাওয়া যায়- ইং- (১৩১) (=ইস্তক)ঃ হতে, থেকে, অবধি, পর্যন্ত। [(হি) ইস + তক] তাং- (৪৬) তের (৬২) (=(তরিখ): তারিখ, শব্দের প্রাচীন বাংলা রূপ। পীং- (২৫) (=পিতা): জন্মদাতা, বাবা, পিতা।

এ দলিলগুলোতে প্রচুর স্থাননামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে কিছু নাম বর্তমানে প্রচলিত নেই। অনেক স্থানের নামের পরিবর্তন ঘটেছে। কিছু নাম অপরিবর্তনীয় হয়ে আছে শত শত বছর ধরে। যেমন- ঢাকা, নলচিড়া, মাধবপাশা, বরিশাল। পরিবর্তন হয়েছে বাঙ্গরোড়া > গৌড়নদী, সুন্দরিবন > সুন্দরবন, নওখালি > নোয়াখালী, দক্ষিন শাহবাজপুর > ভোলা। কিছু নাম ঐতিহাসিক চিহ্ন ও স্মৃতি বহন করে। যেমন- বাখরগঞ্জ, সেলিমাবাদ ইত্যাদি। নাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রাম মৌজা, সাকিন, কিসমত, তপপা, পরগনা, থানা, জেলা, সরকার ইত্যাদি নানা প্রশাসনিক কার্যক্রমের কেন্দ্রভূমি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যা এদেশের আঞ্চলিক ইতিহাসের পূর্ণবিন্যাস ও অধ্যায়নে এবং প্রত্নসাহিত্য-ঐতিহ্য মর্মোদ্ধারে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ বরিশাল অঞ্চলে নদী খাল, বিল জালের

Dhaka University Institutional Repository

মত ছড়িয়ে আছে। নদীর এক পাড় ভাঙ্গে আর এক পাড় গড়ে। নদীর এ গতিপ্রকৃতি অনেক হাট, বাজার, গ্রামগঞ্জ বিলীন করেছে। তেমনি নতুন জাগা চরে নতুন জনবসতিপুর্ণ গ্রাম গঞ্জ গড়ে উঠেছে। কেবল ইতিহাস বলে দিতে পারে কালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া এসব স্থান ও নাম। এ ইতিহাস উদ্ধারে দলিলপত্রে প্রাপ্ত স্থান ও নাম সাহায্য করবে বলেই বিশ্বাস।

বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি সবসময় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিহ্ন বহন করে চলেছে। তবে উৎকৃষ্ট উদাহরন হল এ দলিলগুলোতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের স্বাক্ষরিত সাক্ষীই বলে দেয় তাদের সহ অবস্থান ছিল এবং সম্পর্ক ছিল সহযোগিতামলক ও বন্ধুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকটি দলিলেই মুসলমানদের পাশাপাশি হিন্দু সাক্ষী, জোতদার, মোক্তার, দলিল লেখক রয়েছেন। তেমনি হিন্দু দলিলদাতা গ্রহীতার মধ্যেও মুসলমান সাক্ষী, মোক্তার, দলিল লেখকরাও রয়েছেন। উভয় সম্প্রদায়ই জমি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। এছাড়া ব্রিটিশ নাগরিক রা শাসক হলেও এদেশের মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে থাকবার চেষ্টা করেছেন। তবে উচ্চপদস্ত ব্রিটিশদের সঙ্গে সমাজের সাধারণ মানুষদের যোগাযোগ ও আন্তরিকতা তেমন ছিল না। বাংলার জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল প্রভুভৃত্যের মত। তাদের প্রয়োজনে সমাজে হিন্দু মুসলমানদের সঙ্গে একটি সহঅবস্থান গড়ে উঠেছিল। জর্জ ম্যাজিস্ট্রেট থেকে শুর করে ইংরেজ বনিক শ্রেণী পর্যন্ত। পলাশীযুদ্ধের পতনের পর ব্রিটিশদের ক্ষমতা দখল নিয়ে বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ তথা ইংরেজ শাসন এদেশের সুপ্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় যে বৈপরীত্য এনেছিল সেটা এ দলিলগুলো থেকেও বোঝা যায়।

এ দলিলগুলোতে (কর্জপত্র) ঋণ গ্রহণ ও প্রদানের ঘটনা অহরহ ঘটেছে। ঐ সময় সুদের কারবার তথা মহাজনী ব্যবসা ছিল রমরমা। সুদে ঋণ গ্রহণ করেছেন সমাজের নিম্নশ্রেণী গরিব থেকে উচ্চশ্রেণী ধনী প্রর্যন্ত। মহাজনী ব্যবসা করে এক শ্রেণীর মানুষ হয়েছে সম্পদশালী অন্যদিকে ঋণ প্রদানে অসমর্থ হয়ে কৃষক শ্রেণী নিঃস্ব হয়েছে। ব্রিটিশ নাগরিকরাও বাঙালি মহাজনের নিকট থেকে সুদে টাকা ধার করেছেন। টাকা ধার নিয়ে তারাও

Dhaka University Institutional Repository

দলিল করেছেন। দলিলগুলো বাংলা ভাষায় লিখিত হয়েছে। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তিন ধর্মের দুটি জাতির অদ্ভুত সংমিশ্রন তৎকালীণ সমাজে যে ছিল তারই উজ্জ্বল উদাহরন এ দলিলগুলো।

ভারতীয় উপমহাদেশে ১৭ ও ১৮ শতকের প্রচলিত ভূমি আইন ও প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিফলিত হয়েছে এ দলিলগুলোতে। বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রাচীন ভূমি আইন, ইতিহাস, প্রশাসন ব্যবস্থা ও ব্যবহার জানার একটি উৎকৃষ্ঠপন্থা হল এ দলিলগুলো এবং এ বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যাদি। ভূমি ক্রয়, বিক্রয়, নিলাম, কওলা, খাজনা, ইজারা, ঋণগ্রহণ, প্রদান, সরকারিনীতি ও আইনের বিভিন্ন ধারার ব্যবহার রয়েছে এখানে। তবে দলিলগুলোতে জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা প্রেক্ষিতে এসব আইনের ধারা ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক উথান-পতনের ও ক্রমবির্তনের প্রভাব এবং তৎদ্বারা সৃষ্ট প্রশাসনিক জটিলতার চিহ্ন বহন করছে। এ আঠার ও উনিশ শতকের দলিলগুলোতে প্রাপ্ত সমকালীন প্রশাসনিক বিভাগগুলো জানার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ অঞ্চলের সীমারেখা নানা সময় নানা কারণে সংযোজন ও বিয়োজন হয়েছে। এ ভৌগলিক সীমারেখা পরিবর্তনের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য প্রামান্য চিত্র এ দলিলগুলো। যা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

দলিল দস্তাবেজ যেহেতু মানুষের প্রয়োজনেই তৈরী, তাই অবধারিত রূপেই এখানে অসংখ্য ব্যক্তিনাম সংগ্রহ করা হয়। বিচিত্র ও বিশাল নামের ভান্ডার রয়েছে এ দলিলগুলো এ। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে সমাজের সম্পদশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের নাম। নামের মাধ্যমে একটি অঞ্চলের জনজীবনের চালচিত্র ফুটে উঠেছে। সমাজের উঁচু-নীচু উভয় পর্যায়ের লোকই বর্তমানে যেমন আছে অতীতেও ছিল। তার প্রমাণ এই দলিলগুলো। যেমন- শ্রীরাজনারায়ণ শেন-১২, শ্রীপ্রানকৃষ্ণ চক্রবর্তী-১২, শ্রীরাধাকৃষ্ণ রায়-১৩, শ্রীরামদুল্লভ শাহা-২৪, শ্রীবিষ্ণুচন্দ্ররায় চৌধুরী-৫১, শ্রীযুতদমেগুছিলবা সাহেব-১, শ্রীরামগঙ্গা শর্মা-৪৯, শ্রীরামষুলক্কর রায়সী-৪৯, শ্রীরঘুনাথ দাস-৭০, সমাজের প্রভাবশালী শ্রীবিবিরফাতি-৭২, শ্রীরামদুর্লভ-৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

জমিদার, তালুকদার, জোরদার, ইজারাদার, সুদ কারবারী, ব্যবসায়ী, ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি সমাজের উঁচু ও নীচু শ্রেণীর মানুষদের নাম পায়। এছাড়া তাঁতী, জেলে, কামার, কুমার, মাঝি, কৃষক, খানসামা এ শ্রেণীর নামও পাচ্ছি। ঐ সময়ে ব্যক্তি নামে বও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলা নামের ব্যবহারের পাশাপাশি আরবি ও ফার্সি শব্দের নামও পাওয়া যায়। ইংরেজি শব্দের নামও ব্যবহার হয়েছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাই সাধারণত বাংলা শব্দের নাম ব্যবহার করে থাকেন, তবে বাংলা শব্দে মুসলমানদেরও নামও পাওয়া যায়। আর মুসলমানদের নামে সাধারণত আরবি, ফার্সি শব্দ ব্যবহার হয়েছে। নাম দিয়ে তৎকালীণ সমাজ ও সংস্কৃতি জানার ক্ষেত্রে কম বেশী ভূমিকা রাখবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১। বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার বাখরগঞ্জ ২১ পৃষ্ঠা।

২। H. Beveridge, the District of Bakargonj Its History and statistics, লন্ডন,- ১৮৭৬, বাখরগঞ্জ, ১৯৭০, পৃষ্ঠা- ৩৭।

৩। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে 'গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান:' এ বলা হয়েছে যে (সুগন্ধিয়া) সুগন্ধ গ্রাম ঝালকাঠি মহাকুমায় অন্তর্গত নলছিটি থানার বেনোরকাঠি ইউনিয়নে অবস্থিত।

৪। District Census Report bakerganj 1974।

৫। বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার বাখরগঞ্জ 'মুখবন্ধ-৬' পৃষ্ঠা:-১।

৬। ঐ

৭। ঐ

৮। আবুল ফজল- Abul Fazal, Ain-I-Akbari ২য় খন্ড, পৃ: ১৩৬। বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার পৃ: ২৭।

৯। J. Horton Ryley, Ralph Fitch লন্ডন ১৮৯৯ পৃ: ১১৮।

১০। বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার 'মুখবন্ধ ৬'।

১১। 'বরিশালের ইতিহাস' সিরাজুল ইসলাম পৃ:- ৪৯।

১২। ঐ, ৪৭ পৃ:।

১৩। Bengal District Gazetters-Bakergonj- j>C. Jack 1918, Page - 128-129।

১৪। বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার বাখরগঞ্জ পৃ:- ২৬।

১৫। ঐ পৃ:- ৪৪।

১৬। 'সুন্দরবনের ইতিহাস'- এ.এফ এম. আব্দুল জলিল প্রাপ্ত বরিশালের ইতিহাস পৃ:- ৪৫।

১৭। ঐ পৃ:- ৪৫।

১৮। 'মুখবন্ধ ৬' বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার, বাখরগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

দলিলপত্রসমূহের তালিকা

১। কর্জপত্র : মোকাম- বরিশাল।
লিপিকাল- ৩ সেপ্টেম্বর, ১৮১১ ইংরেজি, ১৯ ভাদ্র ১২১৮ বাংলা, বেলা ১১টা ১২মি. মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

২। কর্জপত্র : মোকাম- কলসকাটি।
লিপিকাল- ৯ সেপ্টেম্বর, ১৮১১ ইংরেজি, ২১ ভাদ্র ১২১৮ বাংলা।

৩। কর্জপত্র : মোকাম- বরিশাল।
লিপিকাল- ২০ মার্চ, ১৮১১ ইংরেজি, বুধবার, ২৫ কার্ত্তিক ১২১৮ বাংলা।

৪। কর্জপত্র : সাহেব সরকার।
লিপিকাল- ২৪ জানুয়ারি, ১৮১১ ইংরেজি, সোমবার, ০৩ অগ্রহায়ণ ১২১৮ বাংলা।

৫। মালজামিনী পত্র : পরগনা- নাজিরপুর ।
লিপিকাল- ২১ ডিসেম্বর, ১৮১১ ইংরেজি, শনিবার, ২৩ অগ্রহায়ণ ১২১৮ বাংলা।

৬। কর্জপত্র : পরগনা- চন্দ্রদ্বীপ।
লিপিকাল- ২১ ডিসেম্বর, ১৮১১ ইংরেজি, শনিবার, ৪ পৌষ ১২১৮ বাংলা।

৭। কর্জপত্র : মোকাম- বরিশাল।
লিপিকাল- ৪ জানুয়ারি, ১৮১২ ইংরেজি, শনিবার, ২১ পৌষ ১২১৮ বাংলা।

৮। কর্জপত্র : পরগনা- বরিশাল।
লিপিকাল- ৯ জানুয়ারি, ১৮১২ ইংরেজি, ১০ পৌষ ১২১৮ বাংলা, বেলা ১২টা ২২মি. মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৯। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ১১ জানুয়ারি, ১৮১২ ইংরেজি, ১৫ পৌষ ১২১৮ বাংলা, শনিবার, বেলা ৩টা ৩মি. মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১০। কর্জপত্র : মোকাম- বরিশাল।
লিপিকাল- ৩ জানুয়ারি, ১৮১২ ইংরেজি, শনিবার, ১৮ মাঘ ১২১৮ বাংলা, বেলা ২টার সময় মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১১। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ১ জুলাই, ১৮১২ ইংরেজি, ১৩ চৈত্র ১২১৮ বাংলা, সকাল ১০টা ১০মি. পূর্বে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১২। কর্জপত্র : মোকাম বরিশাল।
লিপিকাল- ফেব্রয়ারী, ১৮১২ ইংরেজি, সোমবার, ২৪ আশ্বিন ১২১৮ বাংলা, সকাল ১০টা ০৫মি. রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১৩। কর্জপত্র : মোকাম বরিশাল।
লিপিকাল- ১০ মার্চ, ১৮১২ ইংরেজি, সোমবার, ০৭ চৈত্র ১২১৮ বাংলা, ৩টার সময় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১৪। কর্জপত্র : জেলা বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ১ জুলাই, ১৮১২ ইংরেজি, সোমবার, ১৩ চৈত্র ১২১৮ বাংলা, বেলা ১০টা বাজার ১০ মিনিট পূর্বে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১৫। কর্জপত্র : জেলা বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ২ এপ্রিল, ১৮১২ ইংরেজি, বৃহস্পতিবার, ৯ বৈশাখ ১২১৮ বাংলা, বেলা ১২:১০ মি. রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৬। কর্জপত্র : তপে নাজিরপুর।
লিপিকাল- ২৮ এপ্রিল, ১৮১২ ইংরেজি, মঙ্গলবার, ১২ বৈশাখ ১২১৯ বাংলা, বেলা ৪টা ২৭ মিনিটে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১৭। কর্জপত্র : মোকাম বরিশাল, বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ১৪ মে, ১৮১২ ইংরেজি, সোমবার, ২৯ বৈশাখ ১২১৯ বাংলা, বেলা ২টা ৪৫ মিনিটে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১৮। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ২০ মে, ১৮১২ ইংরেজি, শনিবার, ১৮ বৈশাখ ১২১৯ বাংলা, বেলা ১১টা ৩৪ মিনিটে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১৯। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ২৩ মে, ১৮১২ ইংরেজি, শনিবার, ০৫ জৈষ্ঠ্য ১২১৯ বাংলা, বেলা ১১টা ১০ মিনিটে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

২০। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ২৫ মে, ১৮১২ ইংরেজি, সোমবার, ১৯ বৈশাখ ১২১৮ বাংলা, বেলা ১১টা ১০ মিনিটে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

২১। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ০৭ জুন, ১৮১২ ইংরেজি, সোমবার, ২৭ বৈশাখ ১২১৯ বাংলা, বেলা ০৪টা ১২ মিনিটে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

২২। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ২৩ জুন, ১৮১২ ইংরেজি, মঙ্গলবার, ৫ আষাঢ় ১২১৯ বাংলা, বেলা ১২টা ১৫ মিনিটে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

২৩। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ২৩ জুন, ১৮১২ ইংরেজি, মঙ্গলবার, ২ আষাঢ় ১২১৯ বাংলা, বেলা ২টা ১৫ মিনিটে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

২৪। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ২ জুলাই, ১৮১২ ইংরেজি, বৃহস্পতিবার, ১৪ আষাঢ় ১২১৯ বাংলা, বেলা ১১টা ২২ মিনিটে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

২৫। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ৯ জুলাই, ১৮১২ ইংরেজি, বুধবার, ২৫ জৈষ্ঠ্য ১২১৯ বাংলা, বেলা ১টা ৮ মিনিটে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

২৬। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ১১ জুলাই, ১৮১২ ইংরেজি, শনিবার, ১৯ আষাঢ় ১২১৯ বাংলা, বেলা ১১টা ৮ মিনিটে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

২৭। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ১৪ জুলাই, ১৮১২ ইংরেজি, মঙ্গলবার, ২৯ জৈষ্ঠ্য ১২১৮ বাংলা, বেলা ১টা ১৫ মিনিটে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

২৮। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ২৯ জুলাই, ১৮১২ ইংরেজি, শনিবার, ১২ শ্রাবণ ১২১৯ বাংলা, বেলা ৯টা ৪৫ মিনিটে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

২৯। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ৪ আগষ্ট, ১৮১২ ইংরেজি, মঙ্গলবার, ৭ শ্রাবণ ১২১৯ বাংলা, বেলা ১০টা ১৪ মিনিটে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩০। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ১৩ আগষ্ট, ১৮১২ ইংরেজি, বৃহস্পতিবার, ১৫ শ্রাবণ ১২১৯ বাংলা, বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৩১। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ২৪ আগষ্ট, ১৮১২ ইংরেজি, সোমবার, ৬ ভদ্র ১২১৯ বাংলা, বেলা ৯টা ৫০ মিনিটে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৩২। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ২৮ আগষ্ট, ১৮১২ ইংরেজি, শুক্রবার, ৩০ শ্রাবণ ১২১৯ বাংলা, বেলা ২টা ৫ মিনিটে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৩৩। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ৪ অক্টোবর, ১৮১২ ইংরেজি, সোমবার, ১৫ ভাদ্র ১২১৯ বাংলা, বেলা ১২টা ৩০ মিনিটে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৩৪। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ৪ সেপ্টেম্বর, ১৮১২ ইংরেজি, ১৫ ভদ্র ১২১৯ বাংলা, বেলা ১২টা ৩০ মিনিটে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৩৫। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ৪ সেপ্টেম্বর, ১৮১২ ইংরেজি, ১৩ ভদ্র ১২১৯ বাংলা, বেলা ১২টা ৩০ মিনিটে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৩৬। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৮১২ ইংরেজি, শনিবার, ১১ শ্রাবণ ১২১৯ বাংলা, বেলা ১০টা ১০ মিনিট সময়ে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৩৭। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ১ আশ্বিন ১২১৯ বাংলা, বেলা ১২টা ৩০ মিনিটে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৩৮। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ১ আশ্বিন ১২১৯ বাংলা, বেলা ১২টা ৩০ মিনিটে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৩৯। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ৪ নভেম্বর ১৮১২। ১ আশ্বীণ ১২১৯ বাংলা, সকাল ৯টা থেকে ১০ টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৪০। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ১ আশ্বিন ১২১৯

৪১। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮১২, ৮ আষাঢ় ১২১৯, বুধবার ১০:৪৫ মিনিটে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৪২। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮১২, ৮ আষাঢ় ১২১৯, ১০:৫৫ মিনিটে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৪৩। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ১ অক্টোবর ১৮১২, ৪ শ্রাবণ ১২১৯, বৃহস্পতিবার ১০:৫৫ মিনিটে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৪৪। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ৫ নভেম্বর ১৮১২, ১৫ কার্ত্তিক ১২১৯, ৯টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪৫। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ৫ নভেম্বর ১৮১২, ২০ কার্ত্তিক ১২১৯, সকাল ৯ টার সময় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৪৬। একরার পত্র : পরগনা- বোজরগউমেদপুর, সাকিম- কলসকাটি, পরগনা- আওরঙ্গপুর। জেলা-বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ১৪ অক্টোবর ১৮১২, ২৫ অগ্রহায়ণ ১২১৯। সকাল ৯টা থেকে ১০ টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৪৭। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ২১ জুলাই ১৮১২, ৪ ভদ্র ১২১৯। বিকাল ৩টা থেকে ৪টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৪৮। মালজামিনী পত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ২১ জুলাই ১৮১৪, ১১ আষাঢ় ১২১৯, সকাল ৯টা থেকে ১০টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৪৯। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ২১ জুলাই ১৮১২, ৩০ অগ্রহায়ণ ১২১৯, সকাল ৯টা থেকে ১০টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৫০। মালজামিনীপত্র : সাকিম উজীরপুর, পরগনা- বাঙরোড়া, জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ২৮ জুলাই ১৮১২, ১১ পৌষ ১২১৯, সকাল ১০টা থেকে ১১টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৫১। মালজামিনীপত্র : সাকিম উজীরপুর, পরগনা- বাঙরোড়া, পরগনা- রত্নদীকালিকাপুর। ঢাকা জালালপুরের কালেকটরি। জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ২৪ ডিসেম্বর ১৮১২। ১১ পৌষ ১২১৯।

৫২। মালজামিনীপত্র : সাকিম উজীরপুর, পরগনা- বাঙরোড়া, জমিদারী পরগনা- রত্নদীকালিকাপুর জিলা ঢাকা জালালপুর। জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ২৪ ডিসেম্বর ১৮১২, ১১ পৌষ ১২১৯, সকাল ১০টা থেকে ১১টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৫৩। মালজামিনীপত্র : সাকিম উজীরপুর, পরগনা- বাঙরোড়া, জমিদারী পরগনা- রত্নদীকালিকাপুর জিলা ঢাকা জালালপুর। জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ২৪ ডিসেম্বর ১৮১২। ১১ পৌষ ১২১৯। সকাল ১০টা থেকে ১২টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৫৪। অলি-আহাদ নামা : সাকিম সন্তোষপুর, পরগনা- উত্তর শাহবাজপুর, পরগনা- বৈকণ্ঠপুর, পরগনা- দক্ষিণ শাহবাজপুর, পরগনা- গোপালপুর, ম্রজানগর ও পরগনা- মৌজদ্দী। জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ২৯ জুলাই ১৮১২, ৭ পৌষ ১২১৯, সকাল ৯টা থেকে ১০টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৫৫। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ৯ জুলাই ১৮১২, ১১ পৌষ ১২১৯, ১টা থেকে ২টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৫৬। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ২৪ ডিসেম্বর ১৮১২, ১৪ পৌষ ১২১৯, ১টা থেকে ২টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৫৭। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ২০ জুলাই ১৮১০, ১৫ আশ্বিন ১২১৯, ১টা থেকে ২টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৫৮। কর্জপত্র : তালুক খাজেনুর, শাকিম শালুকা, পরগনা-- চন্দ্রদ্বীপ। জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ২০ জুলাই ১৮১৩, ২৩ পৌষ ১২১৯, ১১টা থেকে ১২টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৫৯। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ২৬ জুলাই ১৮১৩, ১২ মাঘ ১২১৯, সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৬০। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ১২ মার্চ ১৮১৩, ১৪ ফাল্গুন ১২১৯। ৩টার সময় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৬১। কর্জটাকা আদায়ে বরাতীপত্র : শাকিম-ভান্ডারিয়া পরগনা-- সৈদপুর, আতরখালি জোয়ার, সিংহখালি কিসমত, জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ১২ মার্চ ১৮১৩, ২৬ ফাল্গুন ১২১৯, ৩টা থেকে ৪টার সময় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৬২। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ১৫ মার্চ ১৮১৩, ২ চৈত্র ১২১৯, ৯টা থকে ১০ টার সময় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৬৩। কর্জপত্র : সাকিনান মালওয়ার, পরগনা- রঘুনাথপুর।
লিপিকাল- ১০ মার্চ ১৮১৩, ৯ চৈত্র ১২১৯ ৮টা থকে ৪টার সময় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৬৪। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ২ মার্চ ১৮১২, ১৯ ফাল্গুন ১২১৯, ১টার সময় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৬৫। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ২ মার্চ ১৮১২, ২৭ ফাল্গুন ১২১৯, ১২টা থকে ১টার সময় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৬৬। একরারপত্র : পরগনা- সিলেমাবাদ।
লিপিকাল- ২২ মার্চ ১৮১৪, ২৭ ফাল্গুন ১২১৯, ১০টা থেকে ১২টার সময় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৬৭। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ২৪ মে ১৮১৩, ২ বৈশাখ ১২২০, ১১টা থেকে ১২টার সময় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৬৮। কস্যকর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ২৩ মার্চ ১৮১৩, ২১ চৈত্র ১২১৯, ১২টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৬৯। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ৩১ মে ১৮১৩, ১৩ জৈষ্ঠ্য ১২২০, ১০টা থেকে ১১টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৭০। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ৫ জুন ১৮১৩, ১৮ জৈষ্ঠ্য ১২২০, ১০টা থেকে ১১টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৭১। একরারপত্র : পরগনা-- চন্দ্রদ্বীপ, জোয়ার সালুকা, তালুক খাজেনুর।
লিপিকাল- ৯ জুন ১৮১৩, ২৫ চৈত্র ১২১৯, ১২টা থেকে ১টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৭২। একরারপত্র : পরগনা-- চন্দ্রদ্বীপ, জোয়ার সালুকা, তালুক খাজেনুর।
লিপিকাল- ৯ জুন ১৮১৩, ২৫ চৈত্র ১২১৯, ১২টা থেকে ১টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৭৩। কর্জপত্র : সাকিনান নলছিটি, তপে নাজীরপুর, জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ২৯ মার্চ ১৮১৩, ১৬ বৈশাখ ১২১৯, ১২টা থেকে ১টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৭৪। হাজীর জামিনী পত্র ও মাল জামিনী পত্রঃ কোটালিপাড়া , জিলা- বাখরগঞ্জ, সাকিম পিঞ্জরী, সাকিম পুর্বস্থলি, পরগনা- জাহাঙ্গিরাবাদ, জিলা-বর্দ্ধমান।
লিপিকাল- ১১জুন ১৮১৩, ২৯ জৈষ্ঠ্য ১২১৯, ১২টা থেকে ১টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৭৫। হাজীর জামিনী পত্র ও মালজামিনী পত্র : শাকিন গুলমান, পরগনে সিলেমাবাদ, জিলা-বাখরগঞ্জ, সাকিম পূর্বস্থলি, পরগণে জাহাঙ্গীরাবাদ, জিলা-বর্দ্ধমান।
লিপিকাল- ১৪জুন ১৮১৩, ১৯ জৈষ্ঠ্য ১২২০, ১২টা থেকে ১টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৭৬। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ১৪ জুলাই ১৮১৩, ২৮ জৈষ্ঠ্য ১২২০, ১০টা থেকে ১১টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৭৭। কর্জপত্র : সাকিম চেচড়ী, বরিশাল।
লিপিকাল- ১৪ জুলাই ১৮১৩, ২৫ আষাঢ় ১২২০, ১০টা থেকে ১১টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৭৮। একরার পত্র : পরগনা- সৈয়দপুর, চেচড়ী, গাজীপর, মহিষকালী, খোপখালি কিসমত।
লিপিকাল- ১৪ জুলাই ১৮১৩, ২৫ আষাঢ় ১২২০, ১০টা থেকে ১১টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৭৯। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ১৯ জুলাই ১৮১৯, ২৬ আষাঢ় ১২২০, ১০টা থেকে ১১টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৮০। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ২৬ জুলাই ১৮১৯, ১৯ জৈষ্ঠ্য ১২১৯, ১১টা থেকে ১২টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৮১। একরারপত্র : সাকিম সম্বরসপুর, পরগনা-- উত্তরশাহাবাজপুর।
লিপিকাল- ২ আগষ্ট ১৮১৩, ১২ শ্রাবণ ১২২০, ১১টা থেকে ১২টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৮২। কর্জপত্র : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ৯ আগষ্ট ১৮১৩, ১ শ্রাবণ ১২২০, ১টা থেকে ২টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৮৩। কর্জপত্র : বরিশাল মোকাম-।
লিপিকাল- ৯ আগষ্ট ১৮১৩, ১৫ শ্রাবণ ১২২০, ১টা থেকে ২টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৮৪। কর্জপত্র : পরগনা- উমেদপুর, সাকিন, চেচড়ি।
লিপিকাল- ২৩ আগষ্ট ১৮১৩, ২ আষাঢ় ১২২০, ১টা থেকে ২টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৮৫। কর্জপত্র : শাকিন উজীরপুর, পরগনা- বাঙরোড়া।
লিপিকাল- ১ সেপ্টেম্বর ১৮১৩, ১২২০, ১টা থেকে ২টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৮৬। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮১২, ৯ বৈশাখ ১২২০, ১১টা থেকে ১২টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৮৭। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮১৩, ৩ কার্ত্তিক ১২২০, সকাল ৯ এবং ৯টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৮৮। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ২৬ নভেম্বর ১৮১৩, ১ ভদ্র ১২২০, ৯টা থেকে ১০টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৮৯। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ২৯ নভেম্বর ১৮১৩, ১ শ্রাবণ ১২২১, দুপুর ১১টা থেকে ১২টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৯০। তমকবুক পত্র :
লিপিকাল- ১৫ নভেম্বর ১৮১৩, ১ আশ্বিন ১২২০, ১২টা থেকে ১টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৯১। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ৩১ জানুয়ারি ১৮১৪, ২ মাঘ ১২২০, ৩টা থেকে ৪টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৯২। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ৩১ জানুয়ারি ১৮১৪, ১৪ মাঘ ১২২০, ৩টা থেকে ৪টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৯৩। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ১১ ফেব্রুয়ারী ১৮১৪, ২৯ মাঘ ১২২০, ১১টা থেকে ১২টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৯৪। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ২১ ফেব্রুয়ারী ১৮১৪, ৫ ফাল্গুন ১২২০, ১১টা থেকে ১২টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৯৫। কর্জপত্র : শাকিম- নবকাঠি।
লিপিকাল- ২ মার্চ ১৮১৪, ১২ ফাল্গুন ১২২০, ১১টা থেকে ১২টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৯৬। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ২ মার্চ ১৮১৪, ১৫ ফাল্গুন ১২২০, ১১টা থেকে ১২টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৯৭। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ১৫ মার্চ ১৮১৪, ১৮ ফাল্গুন ১২২০, ১টা থেকে ২টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৯৮। কস্যকর্জপত্র :
লিপিকাল- ১১ মার্চ ১৮১৪, ১৪ ফাল্গুন ১২২০, ১টা থেকে ২টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৯৯। কিস্তিবন্দি রূপাইয়া বাবতে কর্জ পাওনা পত্র : মোকাম বরিশাল
লিপিকাল- ১১ মার্চ ১৮১৪, ১৯ কার্ত্তিক ১২২০, ১টা থেকে ২টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১০০। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ১৪ মার্চ ১৮১৪, ১৫ ফাল্গুন ১২২০, ৯টা থেকে ১০টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১০১। তমষক পত্র :
লিপিকাল- ১৮১৪ ইং, ২১ চৈত্র ১২২০ বাংলা, ১১টা থেকে ১২টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১০২। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ২১ এপ্রিল ১৮১৪ ইং, ১ বৈশাখ ১২২১ বাংলা, ৯টা থেকে ১০টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১০৩। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ২৬ এপ্রিল ১৮১৪ ইং, ১৮ চৈত্র ১২২০ বাংলা, ৯টা থেকে ১০টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১০৪। তমকবুকপত্র :
লিপিকাল- ২৬ এপ্রিল ১৮১৪ ইং, ২৯ চৈত্র ১২২০ বাংলা, ৯টা থেকে ১০টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১০৫। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ২৬ এপ্রিল ১৮১৪ ইং, ২৯ ফাল্গুন ১২২০ বাংলা, ৯টা থেকে ১০টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১০৬। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ৩০ এপ্রিল ১৮১৪ ইং, ২৬ চৈত্র ১২২০ বাংলা, সকাল ৮টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১০৭। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ৩০ এপ্রিল ১৮১৪ ইং, ১৬ চৈত্র ১২২০ বাংলা, সকাল ৮টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১০৮। কর্জপত্র :

Dhaka University Institutional Repository

লিপিকাল- ৪ মে ১৮১৪ ইং, ১৯ বৈশাখ ১২২১ বাংলা, সকাল ৮টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১০৯। কর্জপত্র : সাকিম চেচড়ি পরগনা- সৈয়দপুর।
লিপিকাল- ৫ মে ১৮১৪ ইং, ২১ বৈশাখ ১২২১ বাংলা, সকাল ৮টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১১০। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ৮ মে ১৮১৪ ইং, ২২ বৈশাখ ১২২১ বাংলা, সকাল ৮টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১১১। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ৯ জুলাই ১৮১৪ ইং, ৬ বৈশাখ ১২২১ বাংলা, ৯টা বাজার ১৪মি. পূর্বে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১১২। কর্জপত্র : শাকিনান আফারপাড়া, পরগনা- সাহাজাদপুর
লিপিকাল- ১৪ মে ১৮১৪ ইং, ৫ বৈশাখ ১২২০ বাংলা, সকাল ৮টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১১৩। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ১৮ মে ১৮১৪ ইং, ৯ আশ্বিন ১২২০ বাংলা, সকাল ৯টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১১৪। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ১৮ মে ১৮১৪ ইং, ১৫ আশ্বিন ১২২০ বাংলা, সকাল ৯টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১১৫। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ৩১ মে ১৮১৪ ইং, ২১ বৈশাখ ১২২১ বাংলা, সকাল ৮টা এবং ৯টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১১৬। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ৮ জুন ১৮১৪ ইং, ৭ বৈশাখ ১২২১ বাংলা, সকাল ৮টা এবং ৯টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১১৭। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ৩১ মে ১৮১৪ ইং, ২১ বৈশাখ ১২২১ বাংলা, সকাল ৮টা এবং ৯টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১১৮। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ৮ জুন ১৮১৪ ইং, ৭ বৈশাখ ১২২১ বাংলা, সকাল ৮টা এবং ৯টায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১১৯। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ১৩ জুন ১৮১৪ ইং, ১ জৈষ্ঠ্য ১২২১ বাংলা, সকাল ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১২০। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ১৮ জুন ১৮১৪ ইং, ৫ জৈষ্ঠ্য ১২২১ বাংলা, সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১২১। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ১৮ জুন ১৮১৪ ইং, ৫ জৈষ্ঠ্য ১২২১ বাংলা, সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১২২। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ১৩ জুন ১৮১৪ ইং, ১ জৈষ্ঠ্য ১২২১ বাংলা, সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১২৩। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ১৮ জুন ১৮১৪ ইং, সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১২৪। মালজামিনী পত্র :
লিপিকাল- ২১ মার্চ ১৮১৬ ইং, ২৩ আশ্বিন ১২২১ বাংলা, সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১২৫। কিস্তিবন্দি খালাষপত্র :
লিপিকাল- ১৮ জুন ১৮১৪ ইং, ৫ জৈষ্ঠ্য ১২২১ বাংলা, সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১২৬। কিস্তিবন্দি খালাষপত্র :
লিপিকাল- ১৮ জুন ১৮১৪ ইং।,২৬ বৈশাখ ১২২১ বাংলা, সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১২৭। কিস্'িবন্দি খালাষপত্র :
লিপিকাল- ২২ জুন ১৮১৪ ইং,১ আশ্বিন ১২২০ বাংলা, সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১২৮। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ২২ জুন ১৮১৪ ইং,১ আশ্বিন ১২২০ বাংলা, সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১২৯। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ২৩ জুন ১৮১৪ ইং,১ আষাঢ় ১২২১ বাংলা, সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১৩০। একরারপত্র : শাকিম রায়েরকাটি, পরগনা-- সিলেমাবাদ
লিপিকাল- ২৩ জুন ১৮১৪ ইং,১ আষাঢ় ১২২১ বাংলা, সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১৩১। কর্জতমষুকি পাওনাপত্র :
লিপিকাল- ২৫ জুন ১৮১৪ ইং,১২ আষাঢ় ১২২০ বাংলা, সকাল ৮টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১৩২। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ৭ জুলাই ১৮১৪ ইং,১৮ বৈশাখ ১২২২ বাংলা, সকাল ৯টা এবং ১০টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১৩৩। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ১১ জুলাই ১৮১৪ ইং,২৬ আষাঢ় ১২২১ বাংলা, সকাল ৯টা এবং ১০টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১৩৪। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ১৬ জুলাই ১৮১৪ ইং, সকাল ৯ টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১৩৫। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ২৮ জুলাই ১৮১৪ ইং, ২ আষাঢ় ১২২১ বাংলা, সকাল ৮টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১৩৬। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ১৫ জুলাই ১৮১৪ ইং, ৬ পৌষ ১২২১ বাংলা, সকাল ৯টা এবং ১০টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১৩৭। কর্জপত্র : পরগনা-- আওরঙ্গপুর

Dhaka University Institutional Repository

লিপিকাল- ৩০ জুলাই ১৮১৪ ইং, ১৩ শ্রাবণ ১২২১ বাংলা, সকাল ৯টা এবং ১০টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১৩৮। কস্যকর্জপত্র :
লিপিকাল- ৩০ জুলাই ১৮১৪ ইং, ১৪ শ্রাবণ ১২২১ বাংলা, সকাল ৯টা এবং ১০টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১৩৯। কর্জপত্র :
লিপিকাল- ৩ আগষ্ট ১৮১৪ ইং, ১৭ শ্রাবণ ১২২১ বাংলা, ১১টা এবং ১২টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১৪০। রফানামা ও একরারপত্র :
লিপিকাল- ২ আগষ্ট ১৮২৩ ইং, ৪ শ্রাবণ ১২২০ বাংলা, সকাল ১১টা থেকে ২টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১৪১। রশিদপত্র : সাকিন জপশা, পরগনা- বিক্রমপুর পরগনা- সিলেমাবাদ পরগনা-
লিপিকাল- ২৪ ফাল্গুন ১২২১ বাংলা।

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ০১]

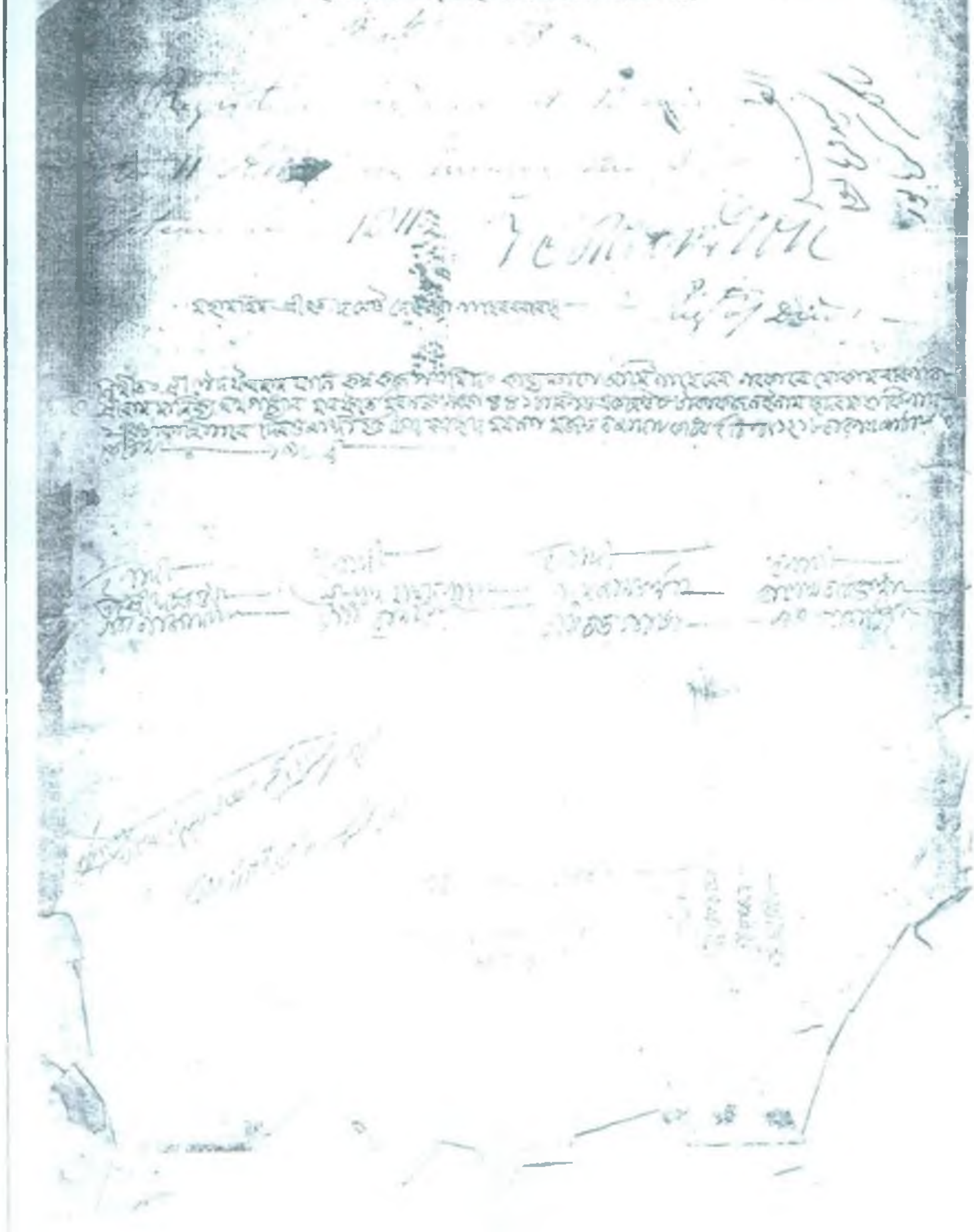

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা রয়েছে। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত ।]

মহামহিম শ্রীযুভদামেগুদেছলবা শাহেব বরাবরেষু লিখীতং শ্রীশৈদফরমানয়ালি কস্য কর্জপত্র মিদং কার্য্যাঞ্চাগে আমি শাহেবের শয়ফায়ে মোকাম বরিশাল শ্রীরামমানিক্য মুখপাধ্যায় মায়ফতে মবলকে শিককা ৪৪১ চারিশও এক চল্লিশ টাকা কর্জ লইলাম সুদরমাহা ফিশাদ ১ এক টাকা হিশাবে দিয ওআদ্দা ২৫ চৈত্র মাত্রমুদ মযলগ মজকুর আদায় করিব ইতি শন ১২১৮ বারশও আঠায় সাল তারিখ-১৯ ভাদ্র----

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীশ্রীকৃষ্ণ গুহ	শ্রীশেখমামুদ শাহা	শ্রীফেআমত খাঁ	রযিউল্লাহ
শাং শাজালপুর	শাং রামপুর	শাং বড় পাযা	গাং পোড়াটিয়া

বহি দস্তাখতের শামুজী	[আড়াআড়ি লিখিত]
শ্রীওয়াহিদ আলি	শ্রীহরি চন্দ্র গুহ
শাং চাখার	শাং হালুয়া
	পং চন্দ্রদ্বিপ

[উপরে ডানে কোনায় ফার্সি দস্তখত ।
নীচে ছোট দুই লাইন ফার্সি লেখা ।]

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ০২]

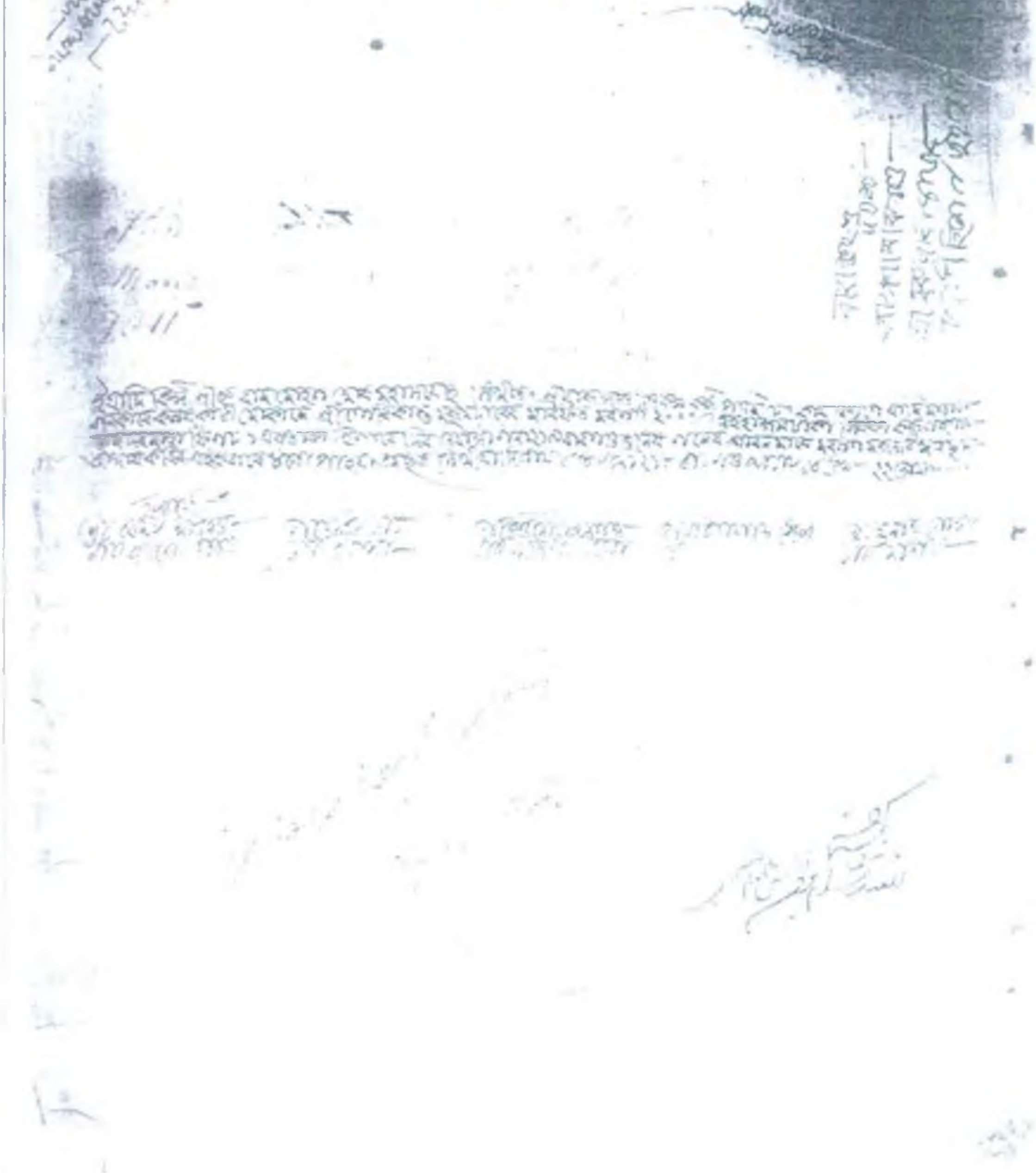

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যাঃ২]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা রয়েছে। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর ।]

ইয়াদিকির্দ্দ শ্রীযুতরামমোহন ঘোষ মহাসয়েষু লিখিতর শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্তকস কর্জ পত্রমীদং কার্য্যজ্ঞাগে য়ামি মশায়র শরকারে কলষকাটী মোকামে শ্রীগৌরিকান্ত মজুমদারের মারফত মবলগ ২০০০ দুই হাজার টাকা শিক্কা কর্জ লইলাম বুদ দরমাহা ফিশদ ১ (এক) টাকা হিসাবে দিব ওয়াদাশন ১২১৯ বারশত উনিশশনের শ্রাবন মাষে মবলগ মজকুর মএবুদ আদায় করিব এই করায়ে টাকা পাইআ তমাষুক লিখীয়া দিলাম ইতি শন ১২১৮ বারশত আঠার তারিখ ২২ ভাদ্র

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী	শ্রীরাধামোহন
শ্রীঅমরকৃষ্ণ দত্ত	শ্রীডেঙ্গর	শ্রীবিংশুনারায়ন গপ্ত	শিংহ
সাং কাশের গাও	দাস	সাং খলিসাকোটা	
	সাং জপসা		

শ্রীরঘুনাথ পোদ্দার
সাং মশায়

[উপরে ডানে] শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্তস্য সাংকামারগা তালুকদার জোয়ার

ইশাদী
শ্রীবৈদ্যনাথ শর্মা
সাং বরিশাল

হিস্যো ৵ আনি
[নীচে দুইলাইন ফার্সি লেখা]

[উপরে বায়ে]
ইশাদী
শ্রীরাধাকৃষ্ণ ঘোষ
শাং কাশীপুর ।

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ০৩]

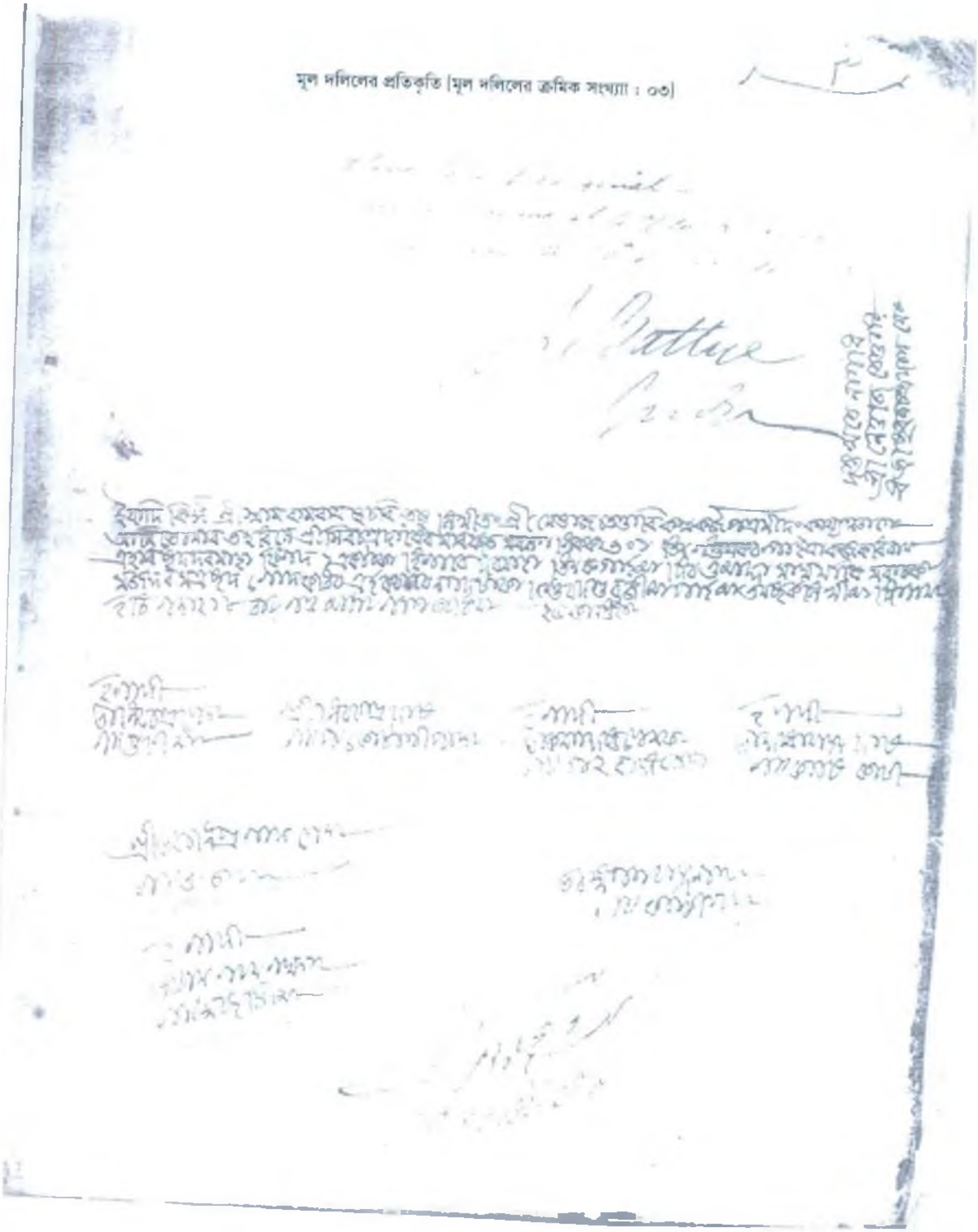

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৩]

[দলিলের [দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা রয়েছে। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদিকির্দ্দ শ্রীশ্যামরাম রায় সুচরিতেসু লিখিতং শ্রীনেওাজতেওারি কস্য কর্জপত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি তোমার তহবিলে শ্রীশীবচন্দ দাসের মারফতে মবলগ সিক্কা ৩০১ তিনশও একরূপাইয়া কর্জ করিলাম এহার যুদ দরমাহা ফিশদ ১ এক টাকা হিসাবে দরমাহা তিনরূপাইয়া দিব ওয়াদ্দা মাথ মাহে মবলগ মজকুর মএযুদ শোদ করিব এই কয়ারে নগদ টাকা দস্তবদস্ত বুঝিয়া পাইয়া তমসুক লিখিয়া দিলাম

ইতি সন ১২১৮ বার শত আঠার তারিখ ২৫ কার্ত্তিক

ইশাদী শ্রীশিবচন্দ দাস ইশাদী ইশাদী

শ্রীশিব চন্দ্র শেন সাং পং কোটালীপাড়া শ্রীকমলকৃষ্ণসেনকা শ্রীকৃষ্ণমোহন দাস

সাং গুটীয়া সাং পংবাগুরোড়া সাং কলাবাড়ী

ইশাদী শ্রী যুগলচন্দ্র নাথ

শ্রীভবানীপ্রশাদ শেন সাং কাসিপুর

সাং ও তথা সাং ও তথা

ইশাদী [নীচে দুইলাইন ফার্সি লেখা]

শ্রীরামশাম বর্ম্মন

সাং কেন্দুবির্মা

[উপরে ডানে]

দস্তখতে নাগরি

শ্রী নেওাজ তেওারি

বং যুগলচন্দ্র দাস মোং

Dhaka University Institutional Repository

মুল দলিলের প্রতিকৃতি [মুল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ০৪]

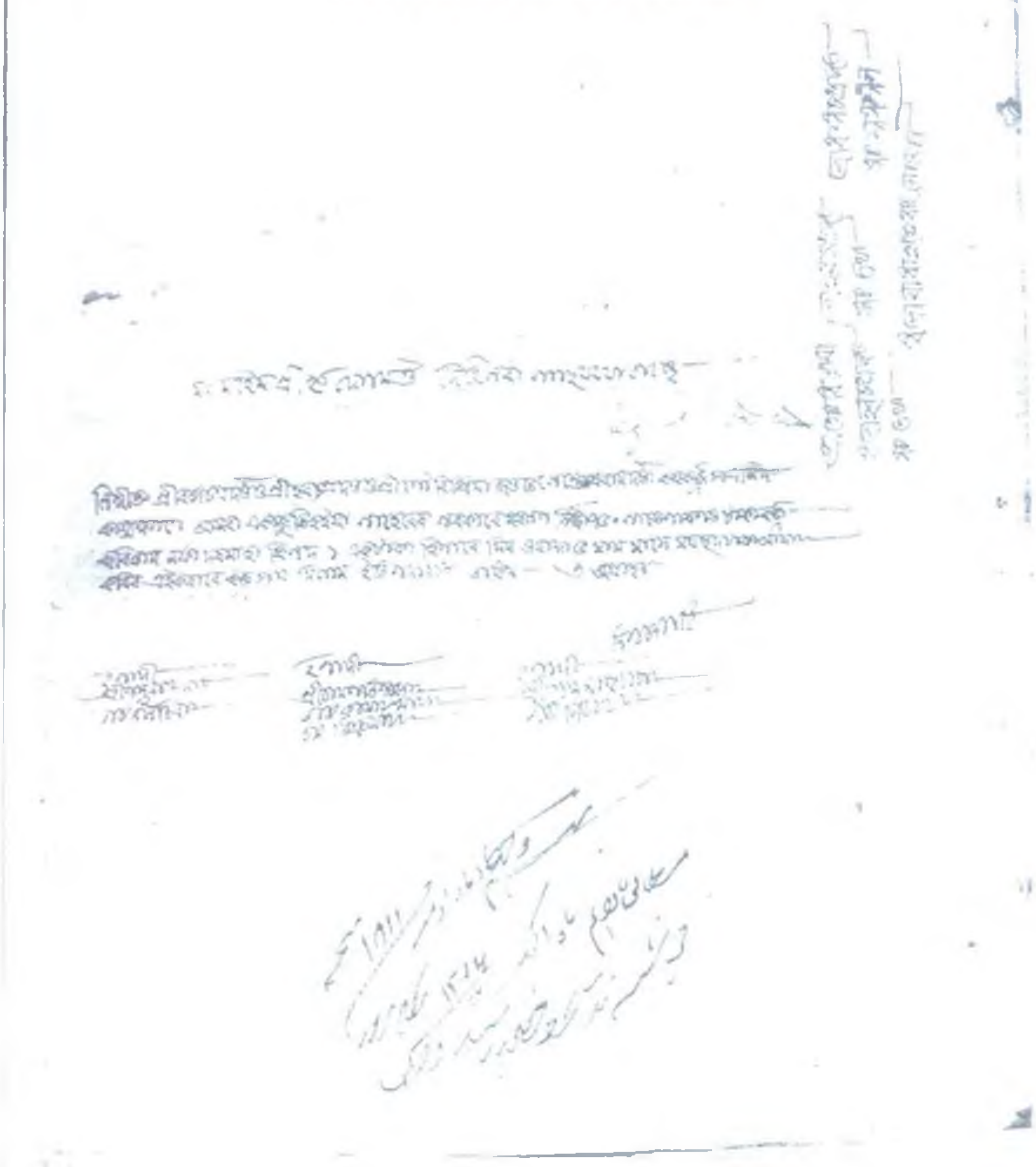

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৪]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা রয়েছে। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

মহামহিম শ্রীযুতদোমেগুদিছিলবা সাহেব বরাবরেষু-

লিখিতং শ্রীবঙ্গচন্দ্র দত্ত ও শ্রীহরচন্দ্র দত্ত ও শ্রীগোরিপ্রিয়াজত্তজেসন্তে ষেরামদত্ত কয়কর্জ পত্রমিদং কার্য্যাজ্ঞাগে আমরা একাজুতি হইয়া শাহেবের সরকারে মবলগ শিক্কা ৭৫০ সাড়ে সাত শত টাকা কর্জ করিলাম রফা দরমাহা ফিদ ১ এক টাকা হিসাবে দিব ওয়াদা ৫ মাঘ মাসে ময়ষুদ টাকা আদায় করিব এই করারে কর্জপত্র দিলাম ইতি সন ১২১৮ তারিখ ৩ অগ্রহায়ণ----

ইশাদী	ইশাদী	নিসান সহি
শ্রীসম্ভুনাথ দত্ত	শ্রীরামাগতিশর্মন	ইশাদী
শাং নলচিরা	শাং কামাখায়া	শ্রীশেকআছরাপ
	পং বিক্রমপুর	শাং শিবপুর

[উপরে ডানে]

শ্রীগৌরিপ্রিয়া	বং শ্রীহরচন্দ্র দত্ত	শ্রীবঙ্গচন্দ্র দত্ত
শ্রীহরচন্দ্র দত্ত	সাং তথা	সাং কুসংকল
সাং তথা		বং শ্রীরাধাকৃষ্ণা মোক্তার

[নীচে তিন লাইন ফার্সি লেখা।]

Dhaka University Institutional Repository

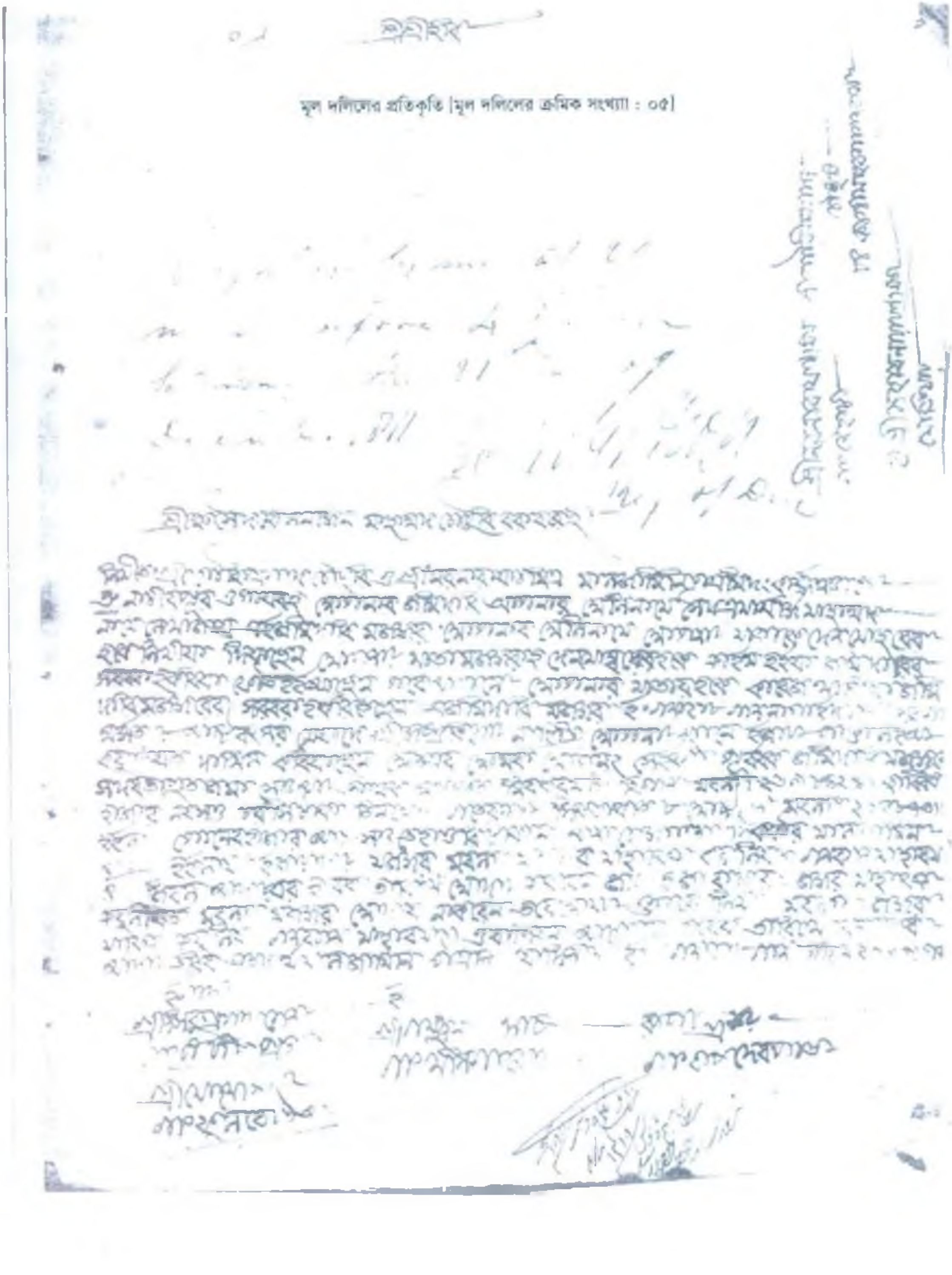

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ০৫]

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৫]

[দলিলের উপরে চার লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

শ্রীযুতসৈদহোসনদ্দিন মাহাম্মদ চৌধুরী বরাবরেষু-----

লিখিতং শ্রীগৌরিপ্রসাদ চৌধুরী ও শ্রীনরনাবায়নণ মিত্র মালজামিনি পত্রমিদং কার্য্যাঞ্চাগে-

এই নাজীরপুর ও গয়রহ আপনার জামিদারি আপনার সে নিলামে সৈদএমামদ্দি মাহাম্মদ নামে লেখা জায় এই জমিদারি মজকুর আপনার যে নিলামে আপনার মাতাকে দেনমোহরের হকে লিখিয়া দিয়াছেন আপনার মাতা মজকুরাহ দেনমোহরের হকে কাইম হইয়া জমিদারের সরবরাহ করিয়া ফৌত হইয়াছেন পরে আপনে আপনার মাতার হকে কারেজ থাকিয়া জমিদারি মজকুরের সরবরাহ করিতেছেন এ জমিদারি মজকুর ইং সন ১২২৮ শাল লাগাইত শাল ১২২৫ শাল মুদ্দত ৮ আগষ্ট বৎসর মেয়াদে শ্রীকৃষ্ণকিশোর লাহিড়ি আপনার স্থানে ইজারা পাট্টা লইয়া কবুলিয়ত দাখিল করিয়াছেন অতএব আমরা আপনার সেইৎশা পূর্বক জমিদারি মতকুরি সদর তালুক জমা সেওআ তালুক মুদাকত মিয়করিমদ্দি হিশার মবলগ ২৬৯৮৪৴৪/ ছাব্বিব হাজার নয়শও চরসি টাকা তিন আনা শতের কড়া সিককাকাত ৮ আষ্ট শয় মবলগ ২১৫৮৭৩// হইল পোনের হাজার আষ্টশও তেহাত্তরি টাকা নয় আনা চৌদ্দগন্ডা সিক্কা আমি মালজামিন হইলাম ইজরাদার মজকুর মবলগ মজকুর মাহাফিক কবুলিয়ত শনকাল মাহাবমাহ ওয়াজীবন আদায়ের হরেক তারিখে আদায় করিবেন যদি ইজারাদার মজকুর মাহাফিক কবুলিয়ত মবলগ মজকুর আদায় না করেন তবেআমরা ওপরের লিখা মবরগ মজকুর মায়েএ কবুলিয়ত শালবশাল মাহাবমাহা ওয়াজিবেন আমানত হরেকবিনা ওজর তারিখে দাওজরে আদায় করিব এতদর্থে মালজামিনিপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি শন ১২১৮ শাল তারিক ২৩ অগ্রহায়ণ

ইশাদী ইশাদী শ্রীরুপাচন্দ্রকর শ্রী
মোহনা সিংহ
শ্রীসিবুপ্রসাদশেন শ্রীশম্ভু নাথদাব শাং বাবুদেবপাড়া শাং-
ফুলরোড
সাং পং চাঁদপ্রতাপ শাং- খলিসাকোটা

[ছোট তিন লাইন ফার্সি লেখা।]

[উপরে ডানে]
শ্রীনরনারায়ণ মিত্র
শাং দেহাটী
বং শ্রীসহায়নারায়ণ শর্ম্মা মোক্তিয়ার

শ্রীগোরী প্রশাদ চৌধুরী
পং- কাশীমপুর পরগনাকস্য

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ০৬]

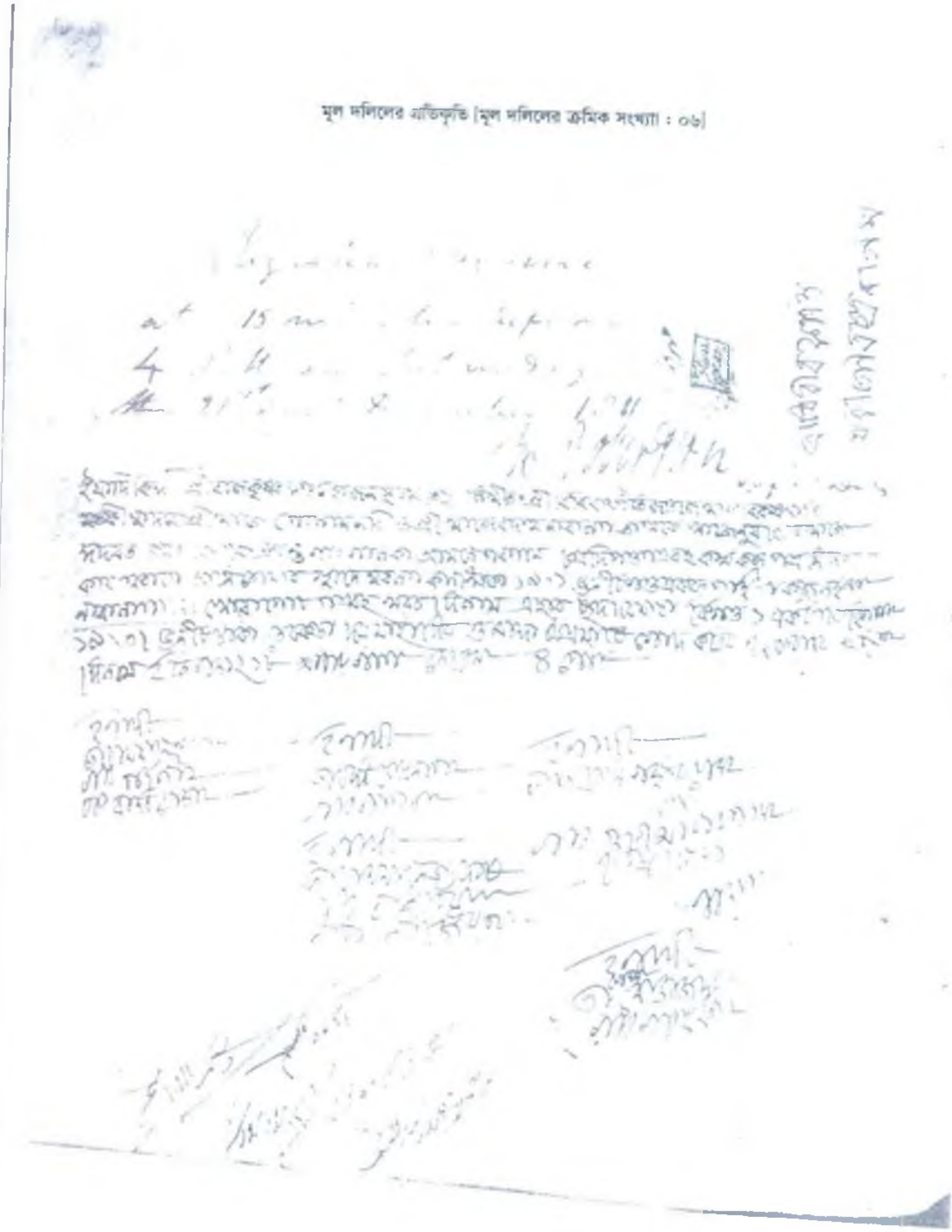

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যাঃ ৬]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা রয়েছে। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদিকির্দ্দ শ্রীরাজকৃষ্ণকুন্ড মহাজন সুচরিতেষু লিখিতং- শ্রীবিবিরায়গতিজওজে খাজে বকষআলি মতর্ফী মাদরে শ্রীখাজেগোলাম নবি ও শ্রীখাজেবদলু নাবালগ তালুকে খাজেনুর হিস্বে খাজে কুদরতউল্লাহ ৵।।১১ ক্রান্ত শাং শালুকা আমলে পরগনে চন্দ্রদিপ ও গয়রহ কস্য কর্জপত্র মিদং কার্য্যাজ্ঞাগে আমি তোমার স্থানে মবলগ কলসিক্কা ১৯০১ উনিশশও এক রুপাইয়া কর্জ্জ লইয়া নাবালগানের খোয়পোষ গয়রহ খরচ দিলাম তাহার সুদ দরমাহা কিশও এক টাকা হিসাবে ১৯৷৵। উনিশ টাকা তেরকড়া দরমাহা দিব ওআদ্দা চৈত্র মাসে শোধ করিব এই করারে তমসুক দিলাম ইতি শন ১২১৮ বার শন আঠার শন তারিখ ৪ পৌষ

ইশাদি	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীরামমানিক্য দাষ	শ্রীবঙ্গচন্দ্রনাগ	শ্রীভবানি শঙ্কর শেন ত্তাজী
সাং গইলা	সাং শালুকা	সাং গুঠীয়ামাধবপাষা
পং বাগুরোড়া		চন্দ্রদিপ
ইশাদী		ইশাদী নিশান সহী
শ্রী রামমানিক্য দাস		শ্রীশেখ ষেওাজদ্দী
সাং রাজাপুর		সাং শালুকা
তপে নাজিরপুর		
		শ্রীবিবিরায়গতি
		বং শ্রীগৌরচন্দ্র নাগ মং

[নিচে ছোট তিন লাইন ফার্সি লেখ।]

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ০৭]

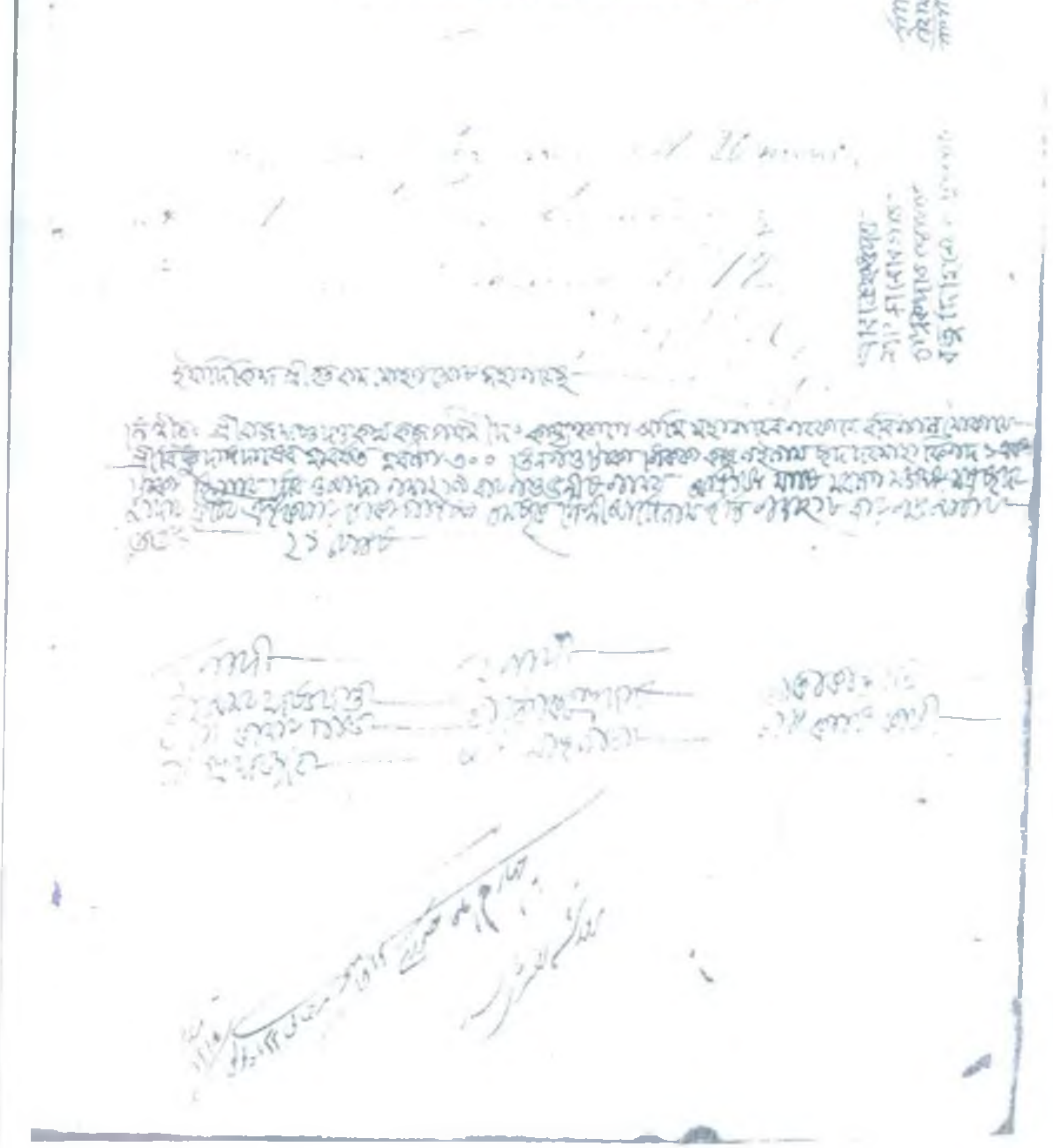

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা: ৭]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা রয়েছে। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদিকিদ্দ শ্রীযুতরাম মোহনঘোষমহাশয়েষু----

লিখিতং শ্রীরাজ কৃষ্ণ দত্ত কস্য কর্জ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি মহাশয়ের শরকারে বরিশাল মোকামে শ্রীবিষ্ণুদাঙ্গদাসের মারফত মবলগ ৩০০ (তিনশত) টাকা শিক্কা কর্জ লইলাম যুদ দরমাহা ফিশদ ১ টাকা হিসাবে দিব ওয়াদ্দা সন ১২১৯ বারশও উনিশ সালের অগ্রহায়ণ মাষে মবলগ মজকুর মত্রযুদ আদায় করিব এই করারে টাকা পাইয়া তমশুক লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২১৮ বারশওশ আঠার তেরিখ ২১ পৌষ–

ইশাদী	ইশাদী	শ্রীকান্ত দত্ত
শ্রীঅমরকৃষ্ণ দত্ত	শ্রী তিলকচন্দ্র দাস	শাং কলষকাটী
সাং কামার গাও	সাং মাইলাড়া	সাং কামারগাও
সাং গ্রদবন্দর		

[উপরে ডানে]

শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত

তালুকদার জোয়ার	[ছোট দুইলাইন ফার্সি লেখা।]
রত্ম দিছিলের ৵ দুই আনি	সহি
ইশাদী	শ্রীরাম প্রসাদ দাস
শ্রীরাম লোচন গুহ	সাং বিলজীয়ার
সাং শারম্বিনা	

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ০৮]

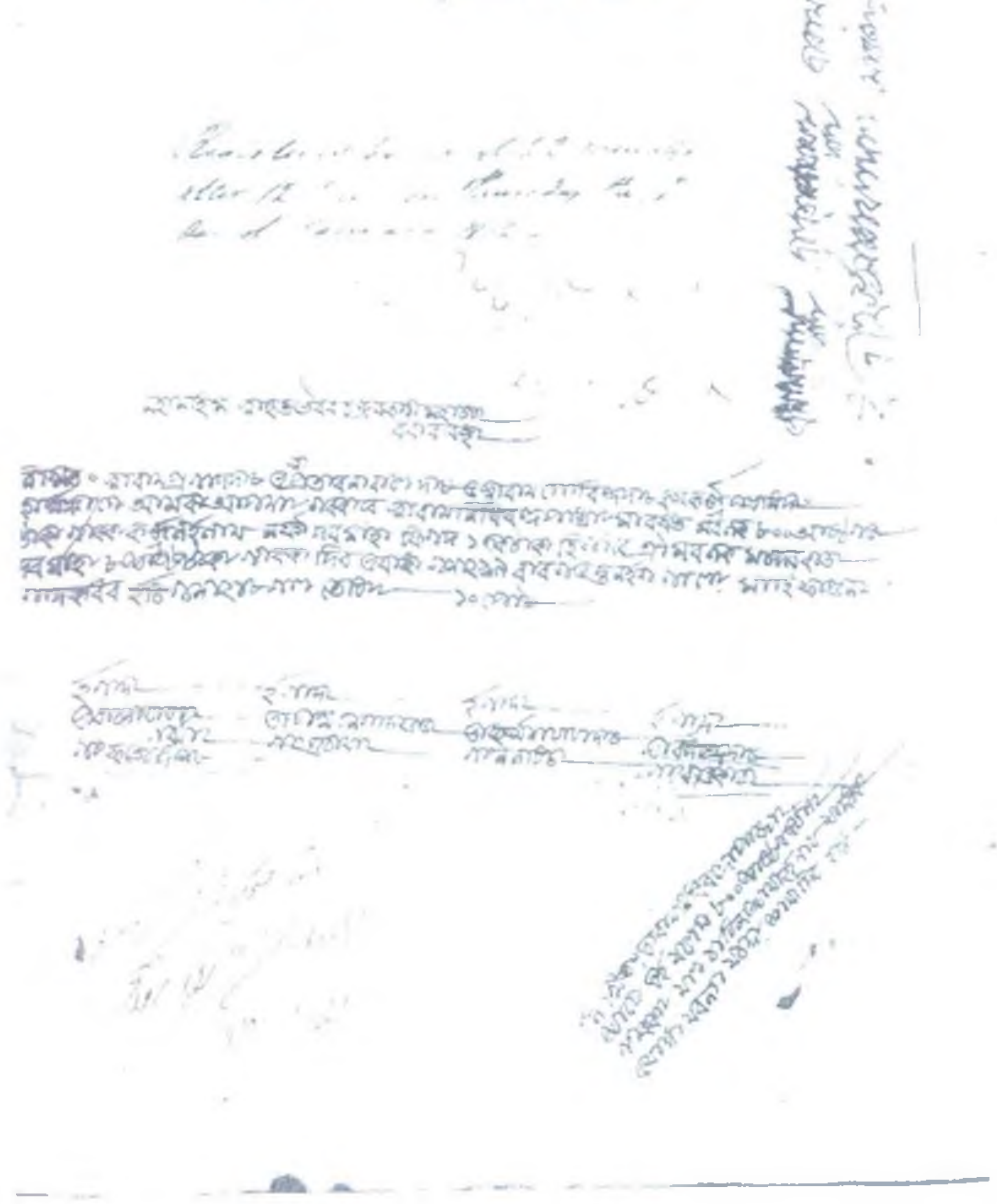

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৮]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

মহানহিম শ্রীযুতভৈরবচন্দ্র বকশী মহাশয় বরাবেষু---

লিখিতং শ্রীরামপ্রসাদদাষ ও শ্রীপ্রতাবনারায়ণদাষ ও শ্রীরামগোবিন্দ দাস কয়কর্জ পত্রমিদং কার্য্যাঞ্চাগে আমরা আপনার শরকারে শ্রীরামনিধি বন্দোপাধ্যায় মারফত মবলক ৮০০ আষ্টশও টাকা সিক্কা কর্জ লইলাম রফা দরমাহা ফিশদ ১ এক টাকা হিসাবে ঐ মবলক মজকুর কাত দরমাহা ৮ আষ্ট টাকা শীক্কা দিব ওয়াধা সন ১২১৯ বারশও উনইশ সালের মাহি ফাল্গুন শোধ করিব ইতি সন ১২১৮ বার শাল আঠার) শালের তেরিখ ১০ পৌষ–

ইশাদী শ্রীরাজনারায়ণশর্ম্মা সাং ফতোদীপুর

ইশাদী শ্রীপদ্ম প্রসাদগুপ্ত সাং গুঠীয়া

ইশাদী শ্রীমুর্য্যনারায়নদাষ সাং নলচিয়া

ইশাদী শ্রী বঙ্গচন্দ্র দাস সাংবাওকাটী

লিখিতং শ্রীরামনিধি বন্দোপাধ্যায় আগে এই মবলগ ৮০০ আষ্টশও টাকা শিক্কার মালজাবিন আমী হইলাম মাফিক ওয়াদ্দা মবলগ মজকুর আমা দিব ইতি

[উপরে ডানে] [বাম়ে ছোট তিনলাইন ফার্সি লেখা।]

শ্রীরাম প্রসাদ দাস শ্রী প্রতাবনারায়ণ দাস শ্রী রাম গোবিন্দ দাস

বং শ্রী মুর্য্যনারায়ণ দাশ মোক্তার

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ০৯]

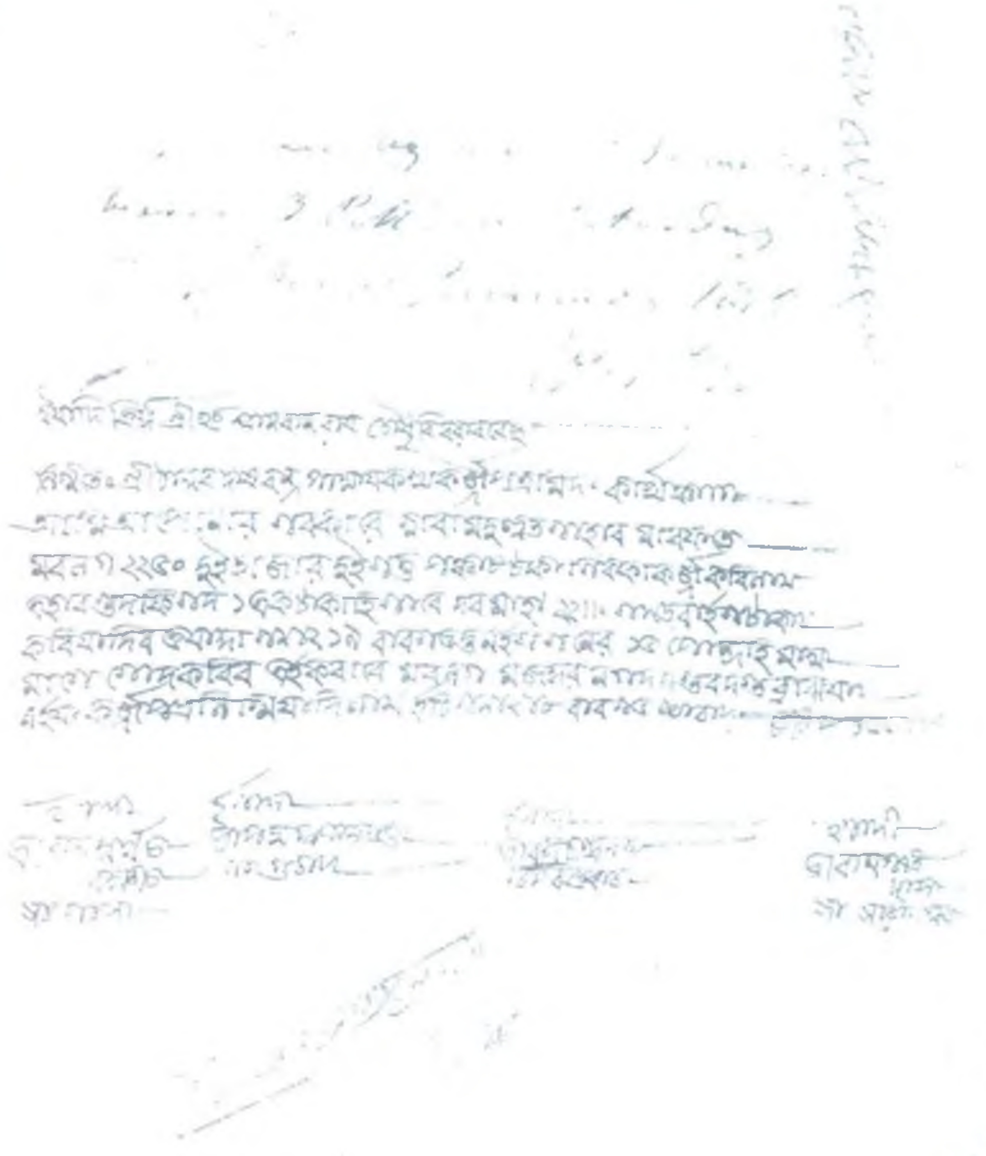

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৯]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা রয়েছে। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদি কির্দ্দ শ্রীযুত শ্যামরামরায় চৌধুরী বরাবরেষু-
লিখিতং শ্রীঠাঙ্গরদাস বন্দোপাধ্যায় কস্যকর্জ পত্রমিদং কার্য্যাজ্ঞাগে আমি আপনার সরকারে শ্রীরামদুর্লভ শাহার মারফত মবলগ ২২৫০ দুই হাজার দুইশও পঞ্চাশ টাকা শিক্কা কর্জ করিলাম কর্জ এহাব শুদ ফিশদ ১ এক টাকা হিসাবে দরমাহা ২২||০ সাড়ে বাইশ টাকা করিয়া দিব ওয়াদ্দা সন ১২১৯ বারশও উনইশ শনের ১৫ পোন্দরহি মাঘ মাসে শোদ করিব এই করারে মবলগ মজকুর নগদ দস্তবদস্ত বুঝিয়া লইয়া কর্জ পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২১৮ বারশও আঠার তেরিখ ১৫ পৌষ–

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীরামদুর্লভ রক্ষীত	শ্রীপদ্ম প্রসাদ গুপ্ত	শ্রীবঙ্গচন্দ্র দাস
সাং পাংসা	সাং গুঠীয়া	সাং বাউকাটী

ইশাদী
শ্রী রামগাতি দাস
সাং সাজাদপুর

[ছোট দুইলাইন ফার্সি লেখা।]

[উপরে ডানে] শ্রীঠাঙ্গরদাষ বন্দোপাধ্যায়।

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১০]

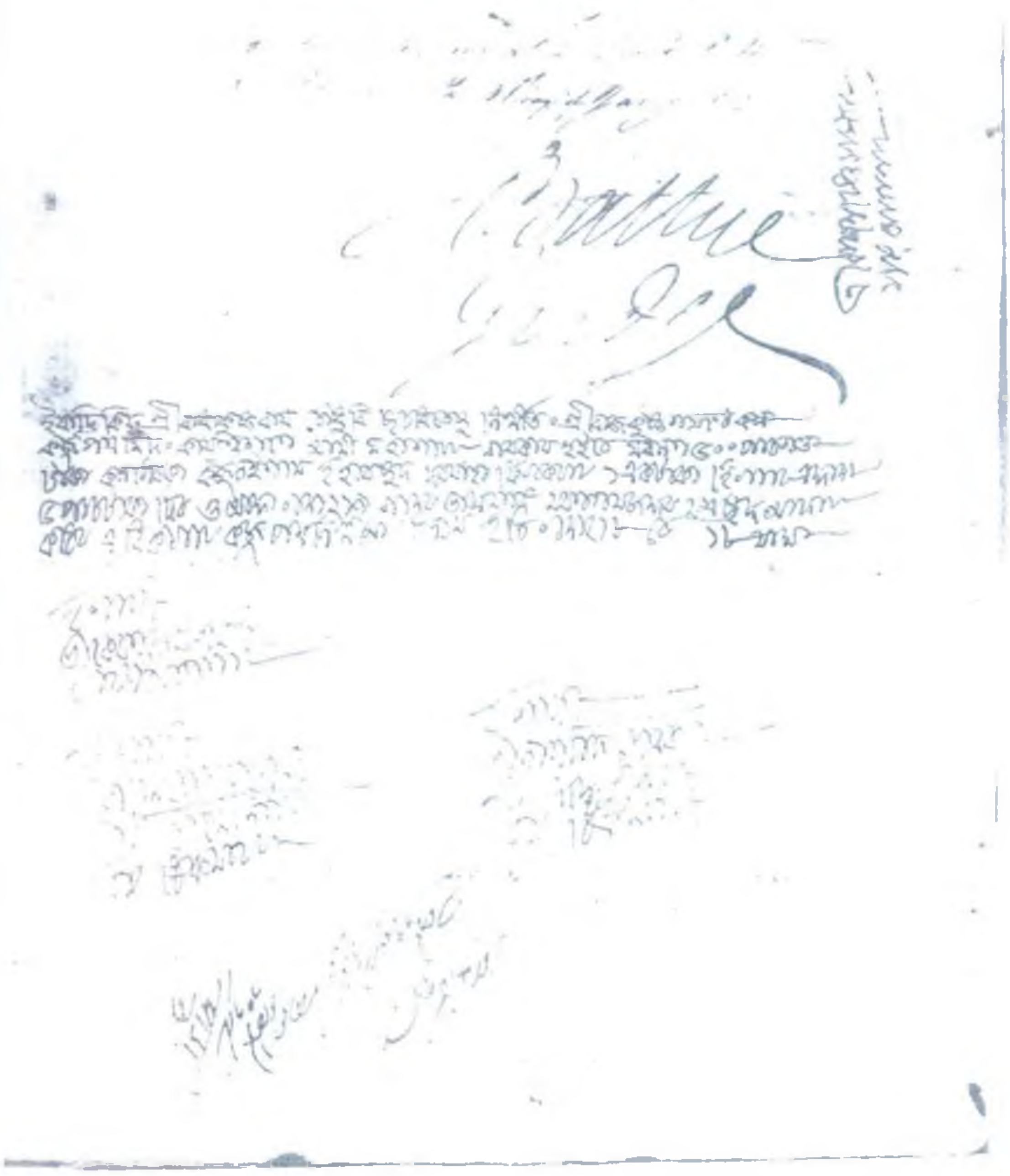

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১০]

[দলিলের উপরে দুই লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদিকির্দ্দ শ্রীরাধাকৃষ্ণরায় চৌধুরী সুচরিতেষু লিখিতং শ্রীরাজকৃষ্ণ শর্ম্মন কর্জ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি মহাশয়ের সরকার হইতে মবলগ ৫০০ পাচশও টাকা কল সিক্কা কর্জ লইলাম ইহার সুদ দরমাহা ফিশকরায় ১ এক টাকা হিসাবে এন্দায়া ৫ পাঁচ টাকা দিব ওয়াদ্দা সন ১২১৯ সালের ভাদ্র মাষে মবলগ মজকুর মএষুদ আদায় করিব এহি করারে কর্জ পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২১৮ তে ১৮ মাঘ–

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীকেবলকৃষ্ণশর্ম্মন	শ্রীলালচাদশেনক	শ্রী রামগোপাল শেন
সাং আগলা	শাং উদ্ধশিলা	শাং পদ্মোনগর
	পং বিক্রমপুর	পং বিক্রমপুর

[উপরে ডানে]

শ্রীরাজকৃষ্ণ শর্ম্মর্ন

সাং আগলা

[দলিলের নিচে ছোট দুই লাইন ফার্সি লেখা।]

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১১]

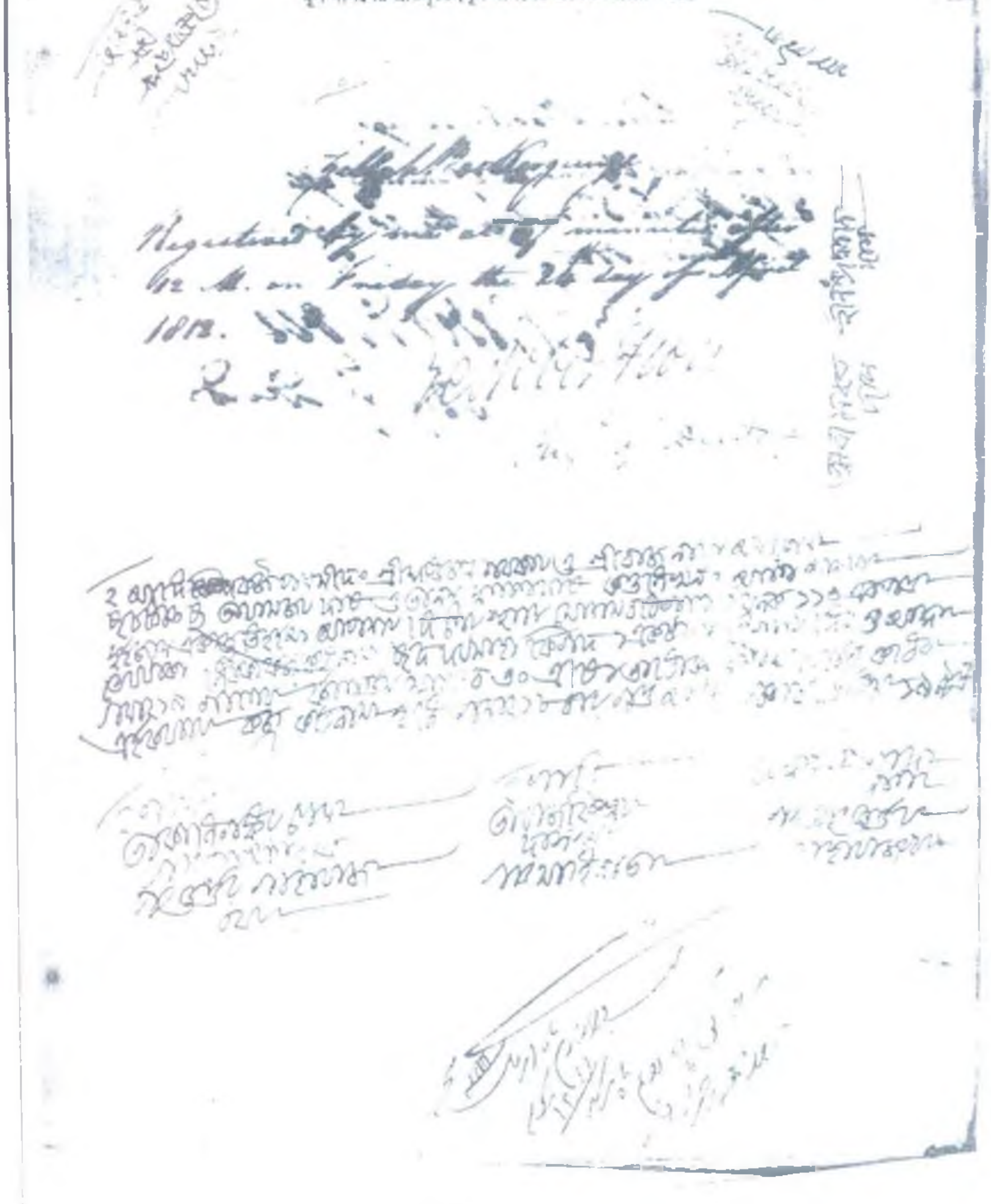

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যাঃ১১]

[দলিলের উপরে দুই লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইআদি কর্জপত্র মিদং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সরকার ও শ্রীরাজনারাঅণসেন–
সুচরিতেষু শ্রীরামজয় দাষ ও শ্রীনন্দদুলাল দাষ কওা লিখনং আগে আমরা দুইজনে একাজুতি হইয়া আপনারদিগের স্থানে মোকাম বরিশাল মবলক ১১৩ একশও তের টাকা সিক্কা কর্জ করিলাম সুদ দরমাহা ফিশদ ১ এক টাকা হিসাবে দিব ওয়াদ্দা সন ১২১৯ সালের ফাল্গুন মাষের ৩০ ত্রিষা তারিখে টাকা মৌদ্দ সোদ করিব এই করারে কর্জ করিলাম ইতি সন ১২১৮ বার শও আঠার শন তেরিখ ১৯ চৈত্র–

ইশাদী
শ্রীকালিশঙ্গর শেন
শাং গোং আসবিপুর
পং উত্তর শাহাবাজপুর

ইশাদী
শ্রীরাজকিস্বর দাসস্য
শাং মাহিলাড়া

শ্রীদূর্গাপ্রশাদ নাগ
শাং পং উত্তর শাহবাজপুর

[ছোট তিন লাইন ফার্সি লেখা]

[উপরে ডানে] শ্রীরামজয় দাস
শ্রীনন্দদুলাল দাস

ইশাদী
শ্রীরামগতী শর্ম্মন
শাং গৈলা

ইশাদী
শ্রীজগন্নাথ সেন
শাং বাওকাঠী

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১২]

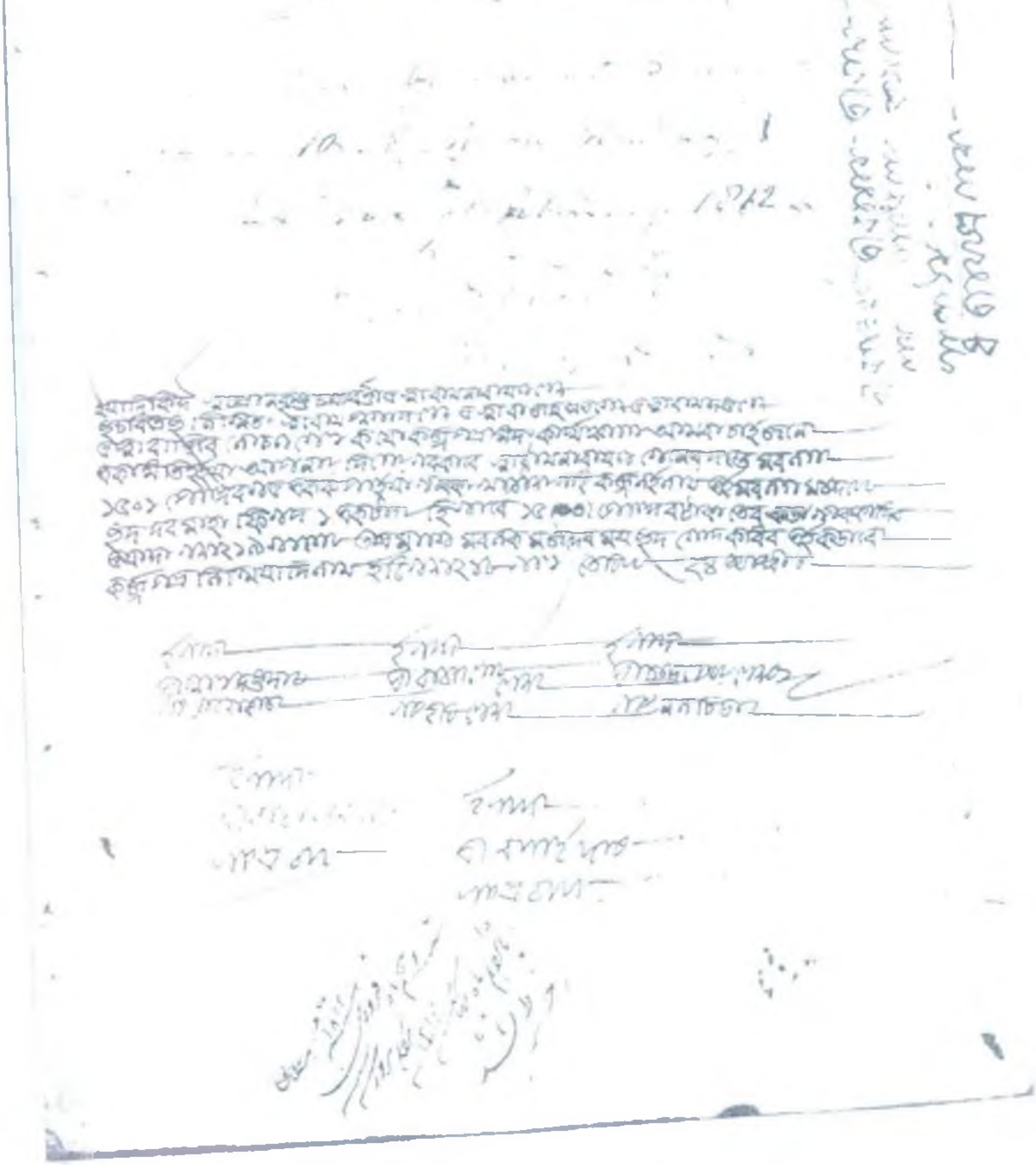

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যাঃ১২]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদিকির্দ্দ শ্রীপ্রানকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীরামণারায়ণ সেণ–
সুচরিতেষু লিখিতং শ্রীরামপ্রসাদ সেণ ও শ্রীরাজদুর্লভ সেণ
ও শ্রীরামকৃষ্ণ সেণ ও শ্রীরাজিবলোচন সেণ কয়োকর্জ্জ পত্রমিদং কার্য্যাঞ্চাগে আমরা চার জনে একাবৃতি হইয়া আপনার দিগের শরকারে শ্রীরামনারায়ণসেণের দাত্ত মবলগ ১৫০১ পোন্দর শও এককরূপাইয়া শীক্কা খাজনা শহি কর্জ লইলাম এই মবলগ মাজকুরের সুদ দরমাহা ফিশদ ১ এক টাকা হিসাবে ১৫ ৵। পোন্দ টাকা তের কড়া শিক্কা দিব ওয়াদা সন ১২১৯ সালের ভাদ্র মাসে মবলক মজকুর ময়সুদ শোধ করিব এই কড়ারে কর্জপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২১৮ তারিখ ২৪ আশ্বিণ-

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রী প্রানকৃষ্ণ দাষ	শ্রীরাজ কিশোর শেণ	শ্রীচন্দ্রশেখর শেণ
সাং সোনাকাত	সাং ইষিশেন	শাং নল চিড়া
	ইশাদী	ইশাদী
	শ্রীরাজয়ামদে	শ্রী রূপাই দাস
	সাং উবাদ	সাং উবাদ

[ছোট তিনলাইন ফার্সি লেখা।]

[উপরেডানে] শ্রীরাজদুলর্ভ শেণ শ্রীরাজীবলোচন শেণ শ্রীরামকৃষ্ণ শেণ শ্রীরামপ্রশাদ শেণ সাং পাঠক-
বং শ্রীজয়চন্দ্র শেণ

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১৩]

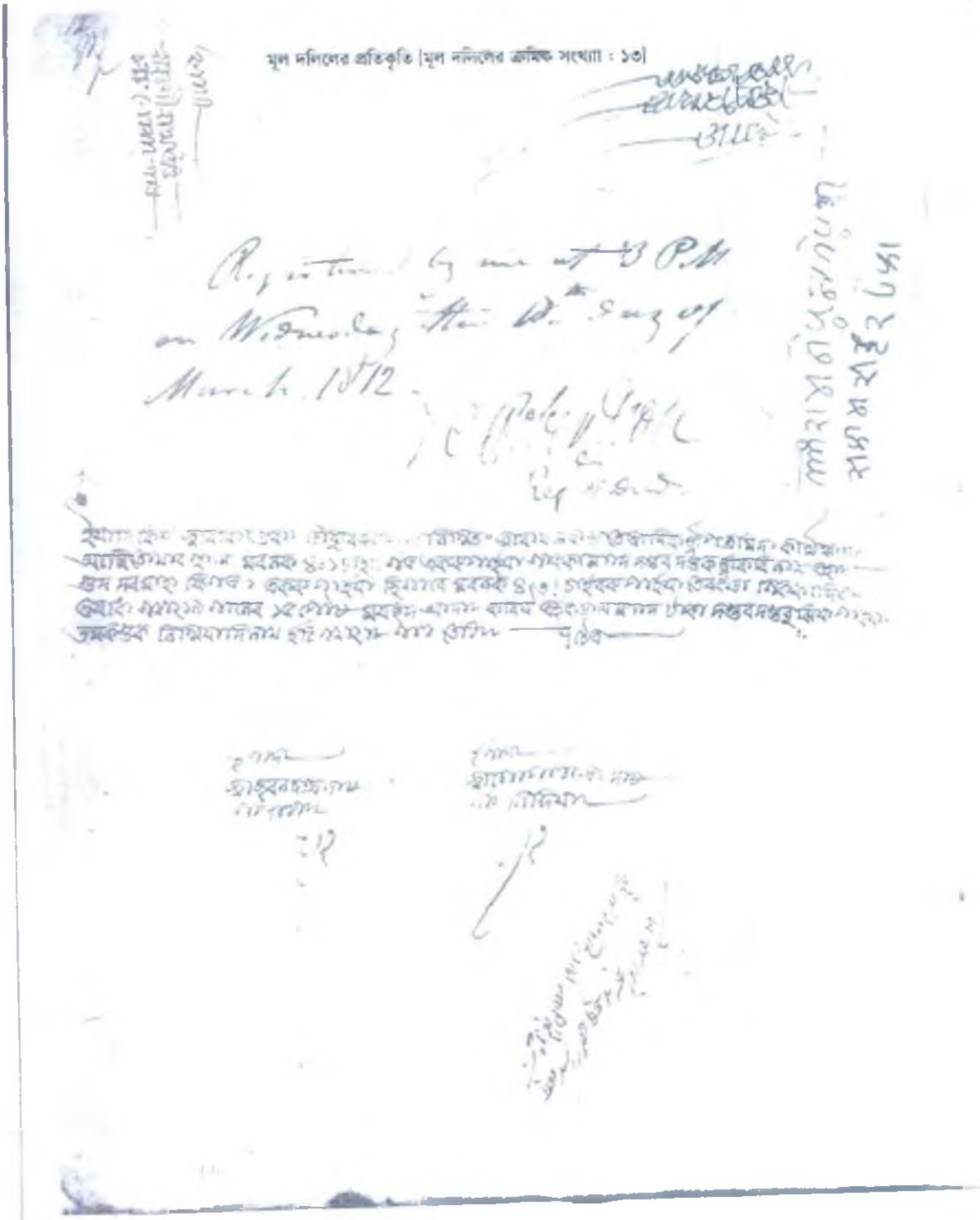
Registered by me at 3 P.M on Wednesday the 6th day of March 1872.

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১৩]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদিকির্দ্দ শ্রীরাধাকৃষ্ণরায় চৌধুরী বরাবেরবু লিখিতং শ্রীরামনেওাজ তেওারী কির্জপত্র মিদং কার্য্যাজ্ঞাগে আমি তোমার স্থানে মবলক ৪০১ চাইর শও এক রূপাইয়া শীক্কা নগদ দস্তবদস্তর কর্জ করিলাম এহার শুদ দরমাহা ফিশও ১ একক রূপাইয়া হিসাবে মবলক ৪ ৩। চাইরূপাইয়া তের কড়া শিক্কা দিব ওয়াদা সন ১২১৯ শালের ১৫ পৌষ ময়সুদ আদায় করিব এই কড়রে নগদ টাকা দস্তবদস্ত বুঝিয়া পাইয়া তমকষুক লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১১১৮ সাল তারিখ ৭ চৈত্র-

ইশাদী	ইশাদী
শ্রীষুবলচন্দ্র দাস	শ্রীগোপালচন্দ্র দাস
শাং কাশীপুর	সাং শিন্দিয়া
[উপরে ডানে] ইশাদী	ইশাদী
শ্রীকাশীনাথ দত্ত	শ্রীকাশীনাথ গুহ
সাং পং চন্দ্রদীপ	সাং সোনার গাও

[ডানে আড়াআড়ি করে ছোট দুই লাইনে লিখিত (?)]
[নিচে ছোট দুই লাইন ফার্সি লেখা।]

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১৪]

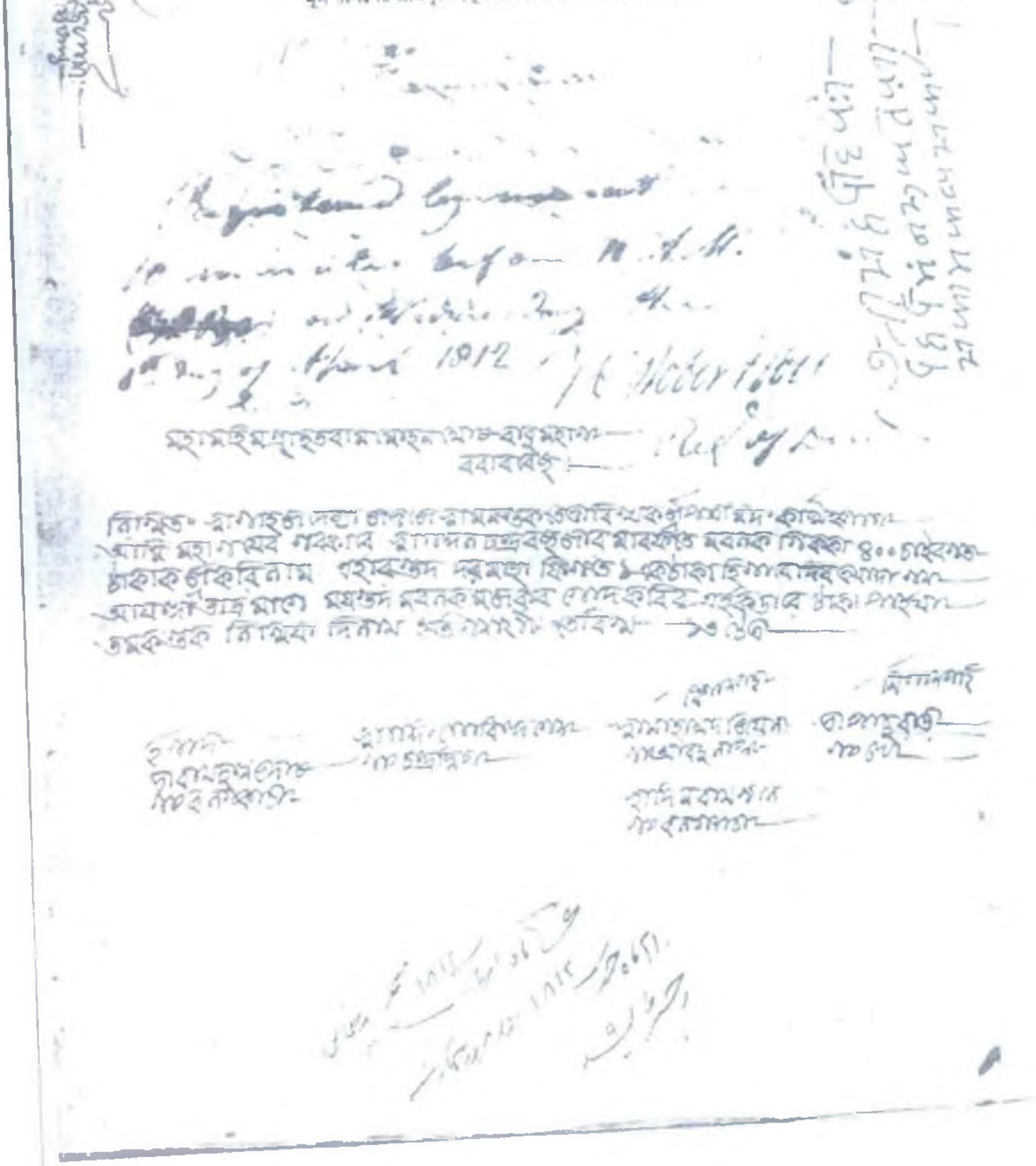

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১৪]

[দলিলের উপরে চার লাইন ইংরেজি লেখা ।ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর ।]

মহামহিম শ্রীমুতরামমোহন ঘোষ বাবু মহাশয় যরাবরেষু-
লিখিতং শ্রীশাহজ দেব্যা জওজে শ্রীমনশুক তেওয়ারি কস্য কর্জপত্র মিদং কার্য্যাজ্ঞাগে আমি মহাশয়ের সরকারে শ্রীগকুলচন্দ্র বসুজার মারফত মবলক শিক্কা ৪০০ চাইর শত টাকা কর্জ করিলাম এহার শুদ দরমাহা ফিশত ১ এক টাকা হিসাবে দিব ওয়াদা সন আয়ন্দা ভাদ্র মাসে ময়শুদ মবলক মজাকুর শোধ করিব এই কড়ারে টাকা পাইয়া তমকশুক লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২১৮ তেরিখ ১৩ চৈত্র–

ইশাদী
শ্রীরামদুল্লভ দাষ
সাং কলশকাটী
নিসানসহী
শ্রীমাহাম্মদ জিয়ন
সাং আবদুল্লাহপুর
শ্রীদিনরাম শীল
শাং কলশকাটী

ইশাদী
শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ সেন
সাং চন্দ্রদিপ
নিসানসহী
শ্রী পাচুরাড়ী
সাং তথা

[নীচে তিনলাইন ফার্সি লেখা ।
উপরে তিনলাইন বোঝা যায়নি ।]
[দলিলের উপরে বায়ে কোনায়] ইশাদী শ্রীরামজয় শর্ম্মা শাং কৃষ্ণকাটী

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১৫]

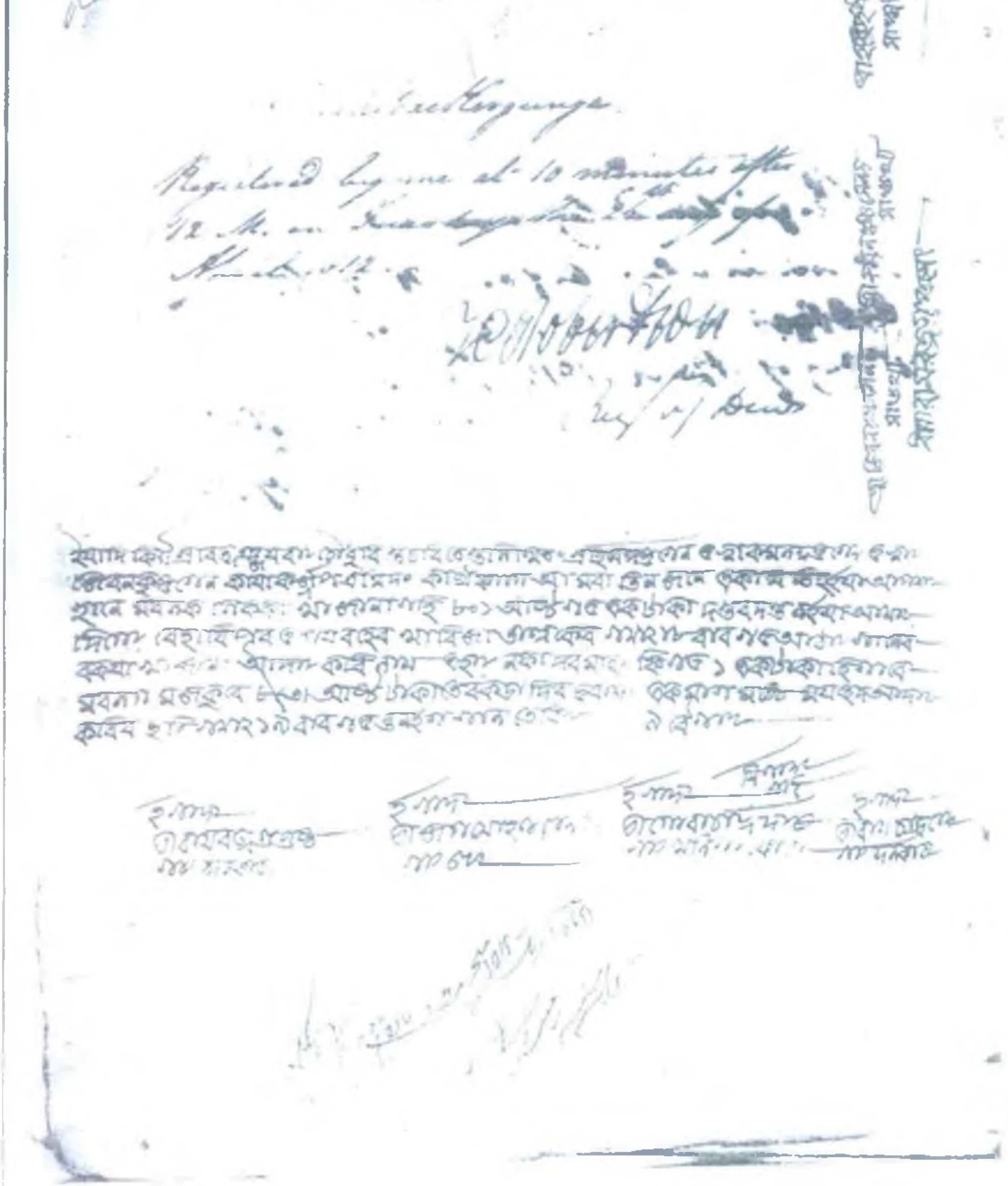

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১৫]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা রয়েছে। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত।]

ইয়াদিকির্দ্দ শ্রীরত্নঞ্জয়রায় চৌধুরী শুচরিতেশু লিখিতং শ্রীহরেকৃষ্ণ শেন ও শ্রীকমলকৃষ্ণ শেণ ও শ্রীজিবনকৃষ্ণ শেন কায়া- কর্জ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা তিনজনে একাযুতি হইয়া আপনার স্থানে মবলক সিক্কা খাজনা সহি ৮০১ আষ্টশও এক টাকা দস্তবদস্ত লইয়া আমারদিগের বেহারিপুর ও গয়রহের খারিজা তালুকের সন ১২১৮ বারশও আঠার সালের বকেয়া খাজনা আদায় করিলাম এহার রফা দরমাহা ফিশদ ১ এক টাকা হিসাবে মবলগ মজকুর ৮ ৩। আষ্ট টাকা তের কড়া দিব ওয়াদা এক মাশ মধ্যে ময়ঝুদ আদায় করিব। ইতি সন ১২১৯ বার শও উনইশ সাল তেরিখ-৯ বৈশাখ-

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীরামরত্ন গুপ্ত	শ্রীজগমোহন সেনস্য	শ্রীগোয়াচান্দ দাষ
সাং কুলকাঠী	সাং তথা	সাং খলিশাকোটা

ইশাদী

শ্রীরামচন্দ শেন

সাং কুলকাঠী

শ্রীরামরত্নগুপ্ত মোব

[নীচে ছোট দুইলাইন ফার্সি লেখা।]

শ্রীজিবনকৃষ্ণ সেনস্য	শ্রীকমলকৃষ্ণ সেনস্য	শ্রীহরেকৃষ্ণ সেনস্য
সাংতথা	সাং তথা	সাংখলিসাকোটা

বং শ্রীরামরত্ন গুপ্ত মোং

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা ঃ ১৬]

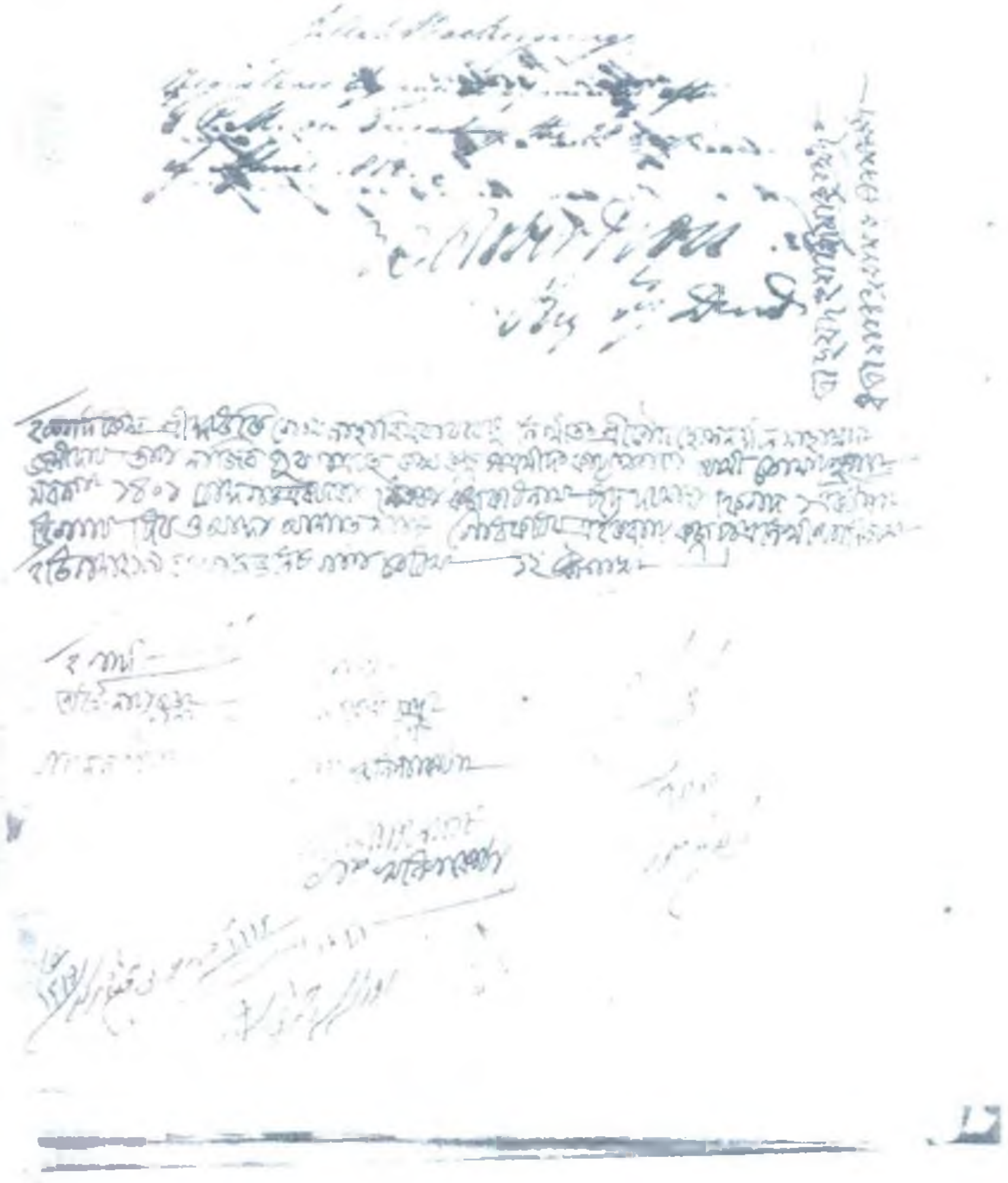

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১৬]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা রয়েছে। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত।]

ইয়াদিকির্দ্দ শ্রীকৃষ্ণকিশোর লাহারি বরাবরেষু লিখিতং শ্রীশৈদহোসেনদ্দীন মোহাম্মদ জমিদার তপে নাজিরপুর গএরহ কস্য কর্জ্জ পত্র মিদং কায্যাঞ্চাগে আমি তোমার শরকারে মবলগ ১৪০১ চৌদ্দ শও একটাকা সিক্কা কর্জ্জ করিলাম বুদ দরমাহা ফিশদ এক টাকা হিসাবে দিব ওয়াদ্দা আষাড় মাষে শোধ করিব এই করারে কর্জ্জপত্র লিখীয়া দিলাম ইতি শন ১২১৯ বারসত উনিষশাল তেরিখ ১২ বৈশাখ-

ইশাদী
শ্রীধর্ম্মারায়ণ শেণ
শাংনলচিরা

ইশাদী
শ্রীকিত্তীচন্দ্র দাষ
শাংখালিসাকোটা
শ্রীরামগোপাল দাস
শাং খলিশাকোটা

[দুইলাইন ফার্সি লেখা ও দস্তখত।]
[উপরে ডানে] শ্রীছয়দ হুষাদ্দিন মাহাম্মদ
বং শ্রীরাজনন্দ রায় উকীল মফবরী

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১৭]

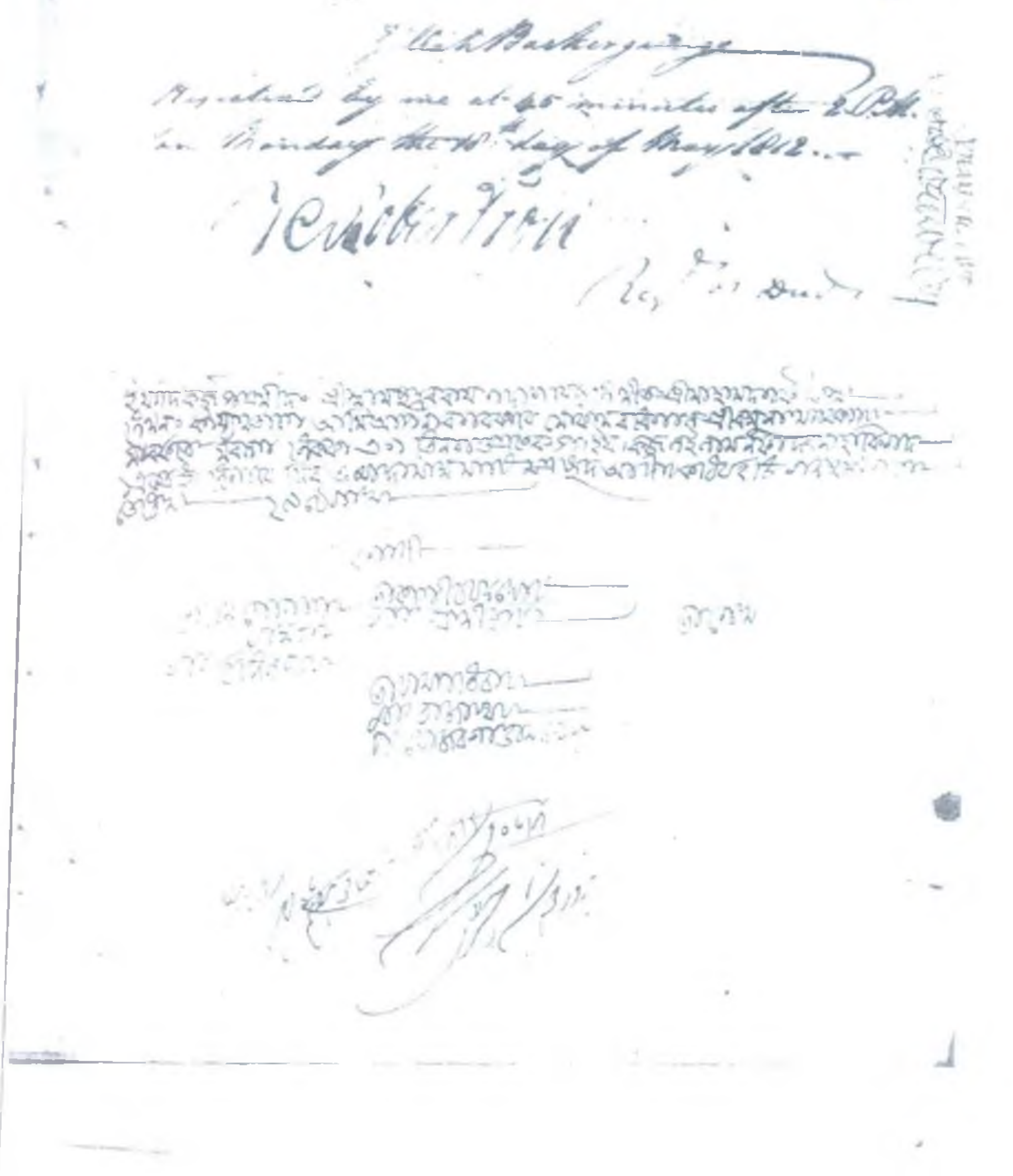

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১৭]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা রয়েছে। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত।]

ইয়াদিকর্জ্জ পত্রমীদং শ্রীশ্যামসুন্দর রায় শদাশয়েষু লিখীতং শ্রীমাহাম্মদশফী কস্য লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমি আপনার শরকারে মোকাম বরিশাল শ্রীরঘুনাথ শরকার মারফতে মবলগ সিক্কা ৩০১ তিন শও এক রূপাইয়া কর্জ্জলইলাম রফাদর মাহাফিশদ ১ এক তঙ্কা হিশাবে দিব ওয়াদ্দা মাঘ মাঘে মএবুদ আদায় করিব ইতি শন ১২১৯ শাল তেরিখ ২৯ বৈশাখ–

ইশাদী

শ্রীরাম গোপাল শর্ম্মন

শ্রীরামাগতি রায়

শাং রাজাপুর

পং বোজরগউমেদপুর

[উপরে ডানে] শ্রীমাহাম্মদ শেক

সাং দুর্গাপুর

ইশাদী

শ্রীকাশীচরন ঘোষ

শং নামীছাট

[ছোট দুই লাইন ফার্সি লেখা।]

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১৮]

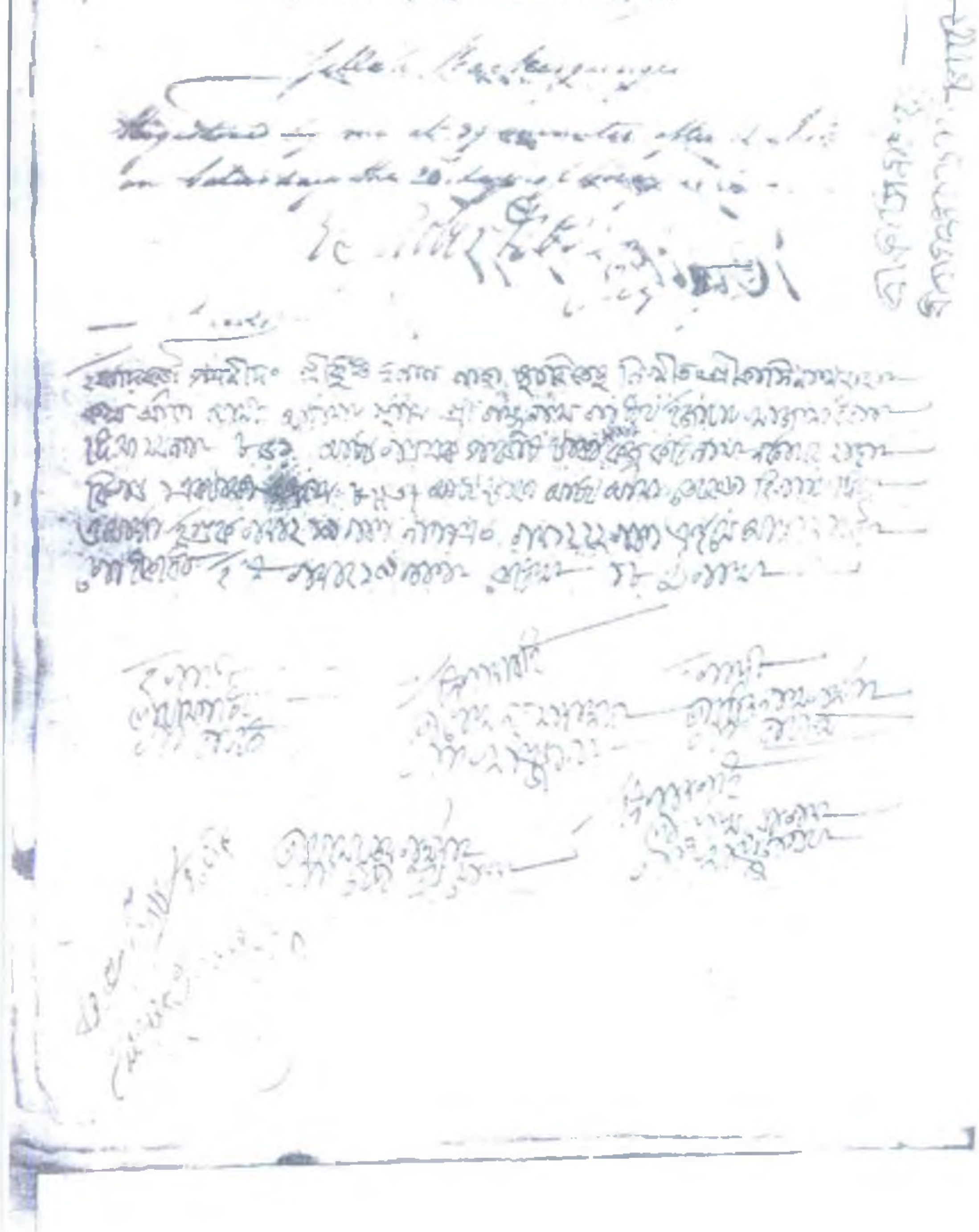

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মুলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১৮]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা রয়েছে। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত।]

ইয়াদিকর্জ্জ পত্রমীদং শ্রীকৃষ্ণদুলাল শাহা ষুচরিতেষু লিখীতং শ্রীকাসিনাথ বাসু কর্স্য আগে আমী আপনার স্থানে শ্রীশম্ভুনাথ শাধুর ইজারার খাজনা বরাত দিয়া মবলগ ৮৫১ আষ্ট শও এক পঞ্চাষ টাকা সিককা কর্জ্জ করিলাম নফাদর মাহা ফিশও এক টাকা এফুলে আষ্ট টাকা আষ্ট আনা তেরকড়া হিশাব দিব ওআদ্দা ইস্তক শন ১২১৯ শাল লাগাএত শন ১২১২ শাল এই যে আদামাদ্দা শোধ করিব ইতি শন ১২১৯ শন তেরিখ ১৮ বৈশাখ–

ইশাদী — নিসানসহি
শ্রীরামগতিযো — শ্রীশেখনুরমোহাম্মদ
শাং রায়তি — শাং খাজ্জাপুর

ইশাদী
শ্রীদিননাথ শর্ম্মন — নিসান সহি
শাং বাভাল — শ্রীশেখ রোশন
শ্রীরামচরন শর্ম্মন — শাং খাজ্জাপুর
শাংতপে বিরমোহন

[উপরে ডানে]
শ্রীকাসিনাথ বাসু
বং শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তি

[দলিলের নীচে ছোট দুই লাইন ফার্সি লেখা।]

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১৯]

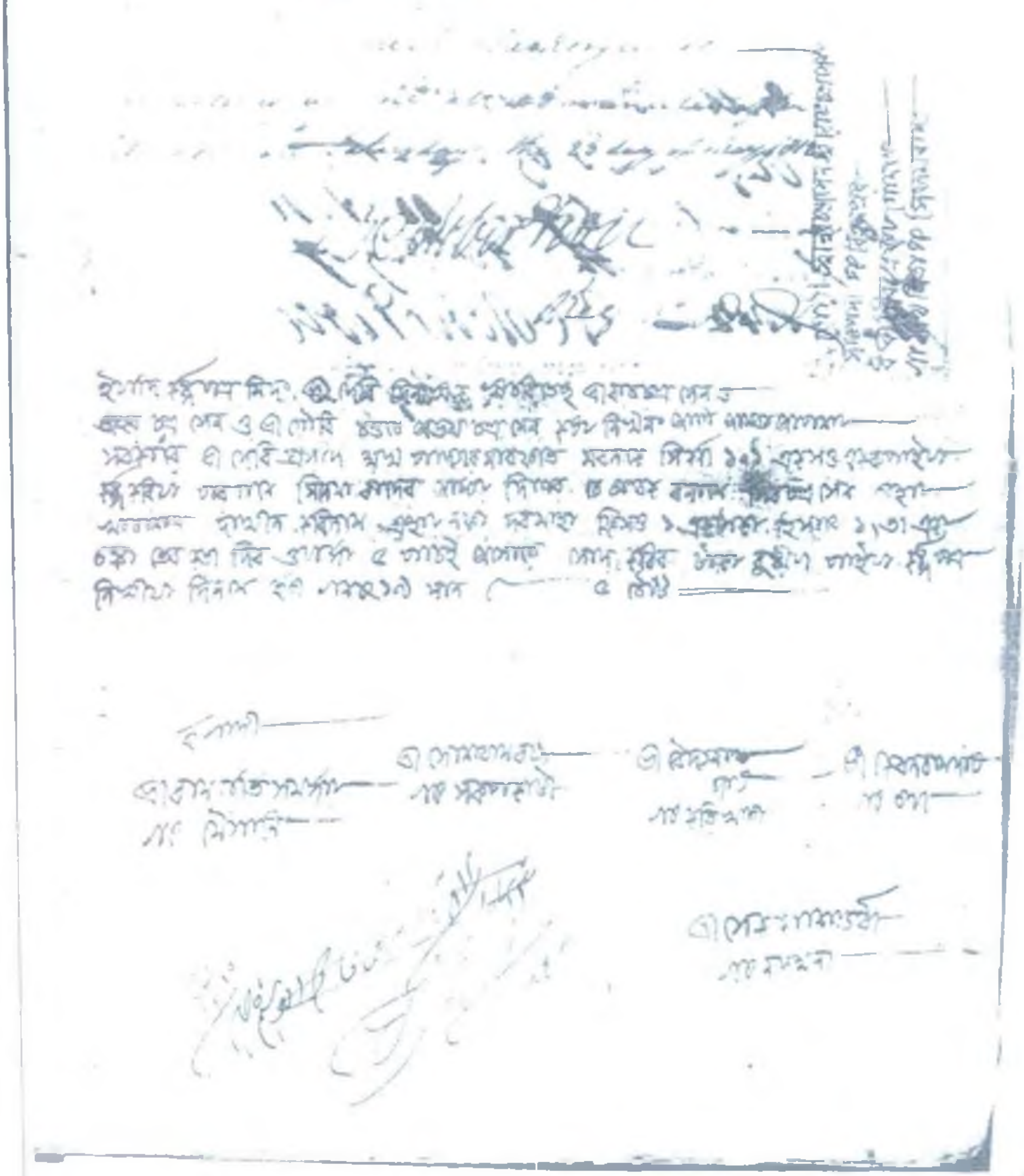

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১৯]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা রয়েছে। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত।]

ইয়াদি কর্জপত্র মিদং শ্রীদেবিদিলযুক্ত যুচরিতেষু শ্রীরাজচন্দ্র সেন ও-----
শ্রীহরচন্দ্র সেন ও শ্রীগৌরি জওজে অভয়চন্দ্র সেন কষ্য লিখনং আগে আমরা আপনার সয়ফরে শ্রীদেবিপ্রসাদ মুখপাদ্যায় মারফতে মযলকে সিককা ১০১ একসও এক রূপাইয়া কর্জ করিয়া পরগনে সিলমাবাদের আমারদিগের জে তাল্লুক বনামে সিযচন্দ্র সেন তাহার খাজানাএ দাখীল করিলাম এহার রফা দরমাহা ফিসও ১ এক টাকা হিসাবে এক তঙ্কা তের বড়া দিব ওর্য়াদ্দা পাচই আষাড়ে সোদ করিব টাকা বুজীয়া পাইয়া কর্জপত্র লিখীয়া দিলাম ইতী সাল ১২১৯ সাল ৫ জৈষ্ট-

ইশাদী	শ্রীসোনারাম বসু	শ্রীবৈদ্য নাথ দাস
শ্রীরামগতি সর্মদ্দার	শাং সরূপকাটী	শাং কড়িখাড়া
শাং মৈসালি	শ্রীকেবলরাম দায	শ্রীপানাউল্লা
	শাং তথা	শাংনদমুলা

[উপরে ডানে] শ্রীগৌরী শ্রীহরচন্দ্র সেন শ্রীরাজচন্দ্র সেন
সাং জপশা পং বিক্রমপুর
বং শ্রীশিবচন্দ্র রায় গোমস্তা
শাং পিষ্যলিতা পং সিলেমাবাদ

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ২০]

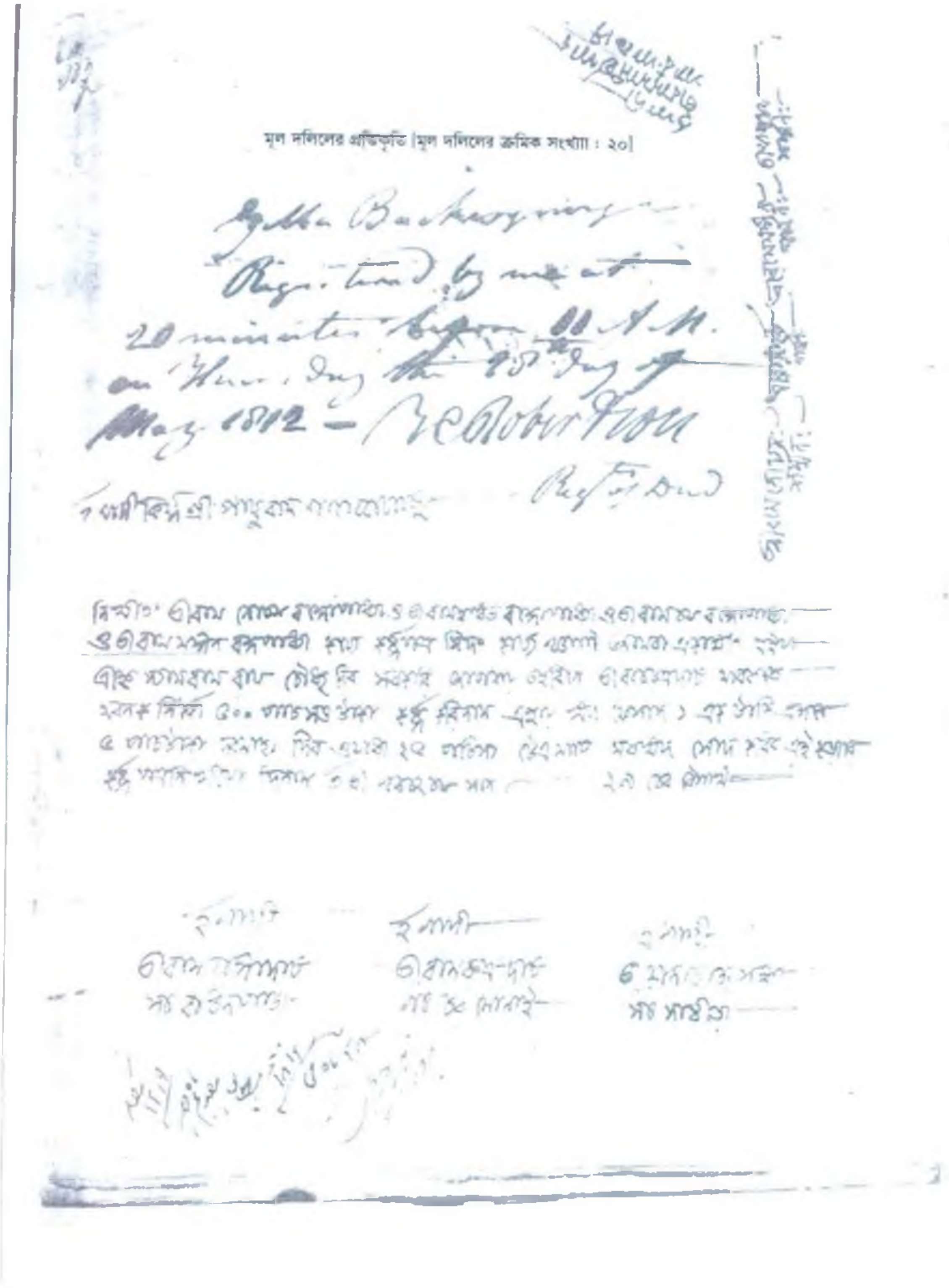

Registered by me at 20 minutes before 11 A.M. on Thursday the 15th day of May 1812 — R. Robertson

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:২০]

[দলিলের উপরে পাঁচ লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত।]

ইয়াদীকির্দ্দ শ্রীপাচুরাম শাহা বরাবরেষু---

লিখিতং শ্রীরামলোচন বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীরামদুল্লভ বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীরামজয় বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীরামসশ্বীল বন্দোপাধ্যা কাস্য কর্জ্জপত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা একাযুতি হইয়া শ্রীযুত স্যামরাম রায় চৌধুরির সরকারি আপনার তহবিলে শ্রীরাজচন্দ্র দাষ মারফতে মবলগ সিক্কা ৫০০ পাচশও টাকা কর্জ্জ করিলাম এহার ষুদ ফিসদে ১ এক টাকি একুলে ৫ পাঁচ টাকা দরমাহা দিব ওয়াধা ২৫ পচিসা চৈত্রমাষে ময়ষুদ সোদ করিব এই কড়ারে কর্জ্জপত্র লিখীয়া দিলাম ইতি শন ১২১৮ সাল ২৯ তের বৈশাখ---

ইশাদী
শ্রীরামগঙ্গা দাষ
সাং বাধনপাড়া

ইশাদী
শ্রীরামরুদ্র দাষ
শাং চরমোনাই

ইশাদী
শ্রীকালাচান্দ সর্ম্মা
সাং সাজীড়া

[দলিলের উপরে]
ইশাদী
শ্রীরামমানিক্য শেন
সাংবংপাতেলি

[ছোট ছোট লাইনে ফার্সি লেখা।]

[উপরে ডানে] শ্রীরামলোচন শর্ম্মনঃ শ্রীরামষুর্য শম্মন

শ্রীরামসশ্বীল শর্ম্মনঃ শ্রীরামজয় শম্মনঃ

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ২১]

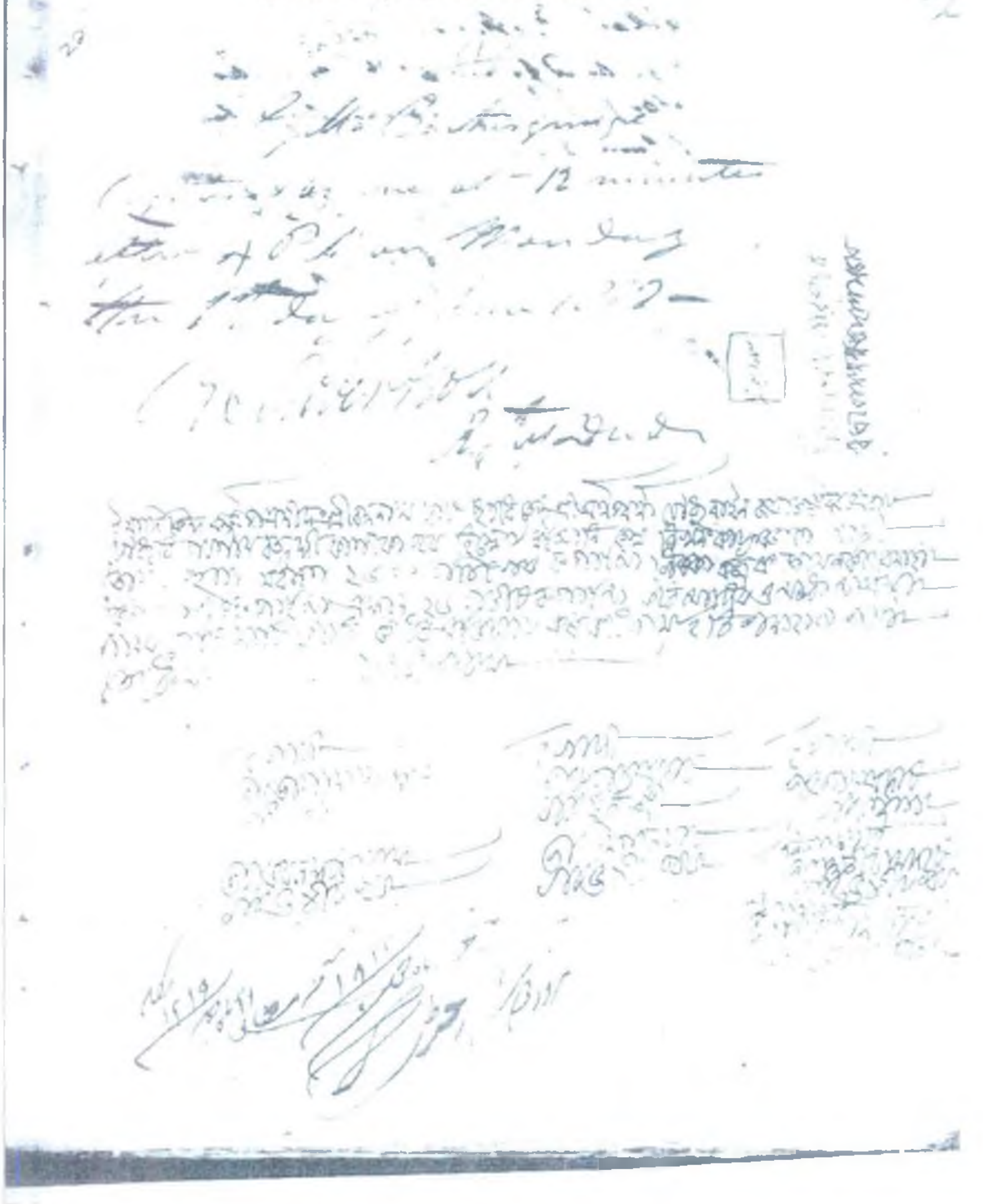

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:২১]

[দলিলের উপরে চার লাইন ইংরেজি লেখা।ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত।]

ইয়াদি কির্দ কর্জপত্র মিদং শ্রীরঘুনাথ দাষ ষুচরিতেষু শ্রীঅর্ন্নপূর্ণা চৌধুরাইন জওজে ভৈরবচন্দ্ররায় চৌধুরি পরগনা রত্নদী কালিকাপুর হিস্যে ৵ দুইআনি কথা লিখনং কার্য্যাঞ্চাগে আমী তোমার স্থানে মবলগ ২৫০০ পচিষশও রুপইয়া শিককা কর্জ করিলাম রফা দরমাহা ফিশদ ১ এক রুপাইয়া একুলে ২৫ পচীষ রুপাইয়া করিয়া দিব ও আধা আয়ন্দা শালের পৌষ মাষে শোধ করিব এই করারে কর্জ করিলাম ইতি শন ১২১৯ শাল তেরিখ ২৭ বৈশাখ---

ইশাদী
শ্রীভোলানাথ দাষ
সাং গৈলা
শ্রীকেবলকৃষ্ণ শেন
পং উজীরপুর

ইশাদী
শ্রীরূপচন্দ্র দাষ
সাং ফুলশ্রী
শ্রীরামগতি দাষ
সাং উজীরপুর

ইশাদী
শ্রীরুপচন্দ্র দাষ
সাং গৈলা
নিসান মহি
শ্রীগন্মুতি রাম দাষ
শাং উজীরপুর
নিসানসহী
শ্রীগঙ্গারাম দাষ
শাং উজীরপুর
[নীচে ছোট একলাইন ফার্সি লেখা।]

[উপরে ডানে]
শ্রীঅন্নপূর্ণা চৌধুরাইন
বং শ্রীরামদুলর্ভ দাষ মক্তার

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ২২]

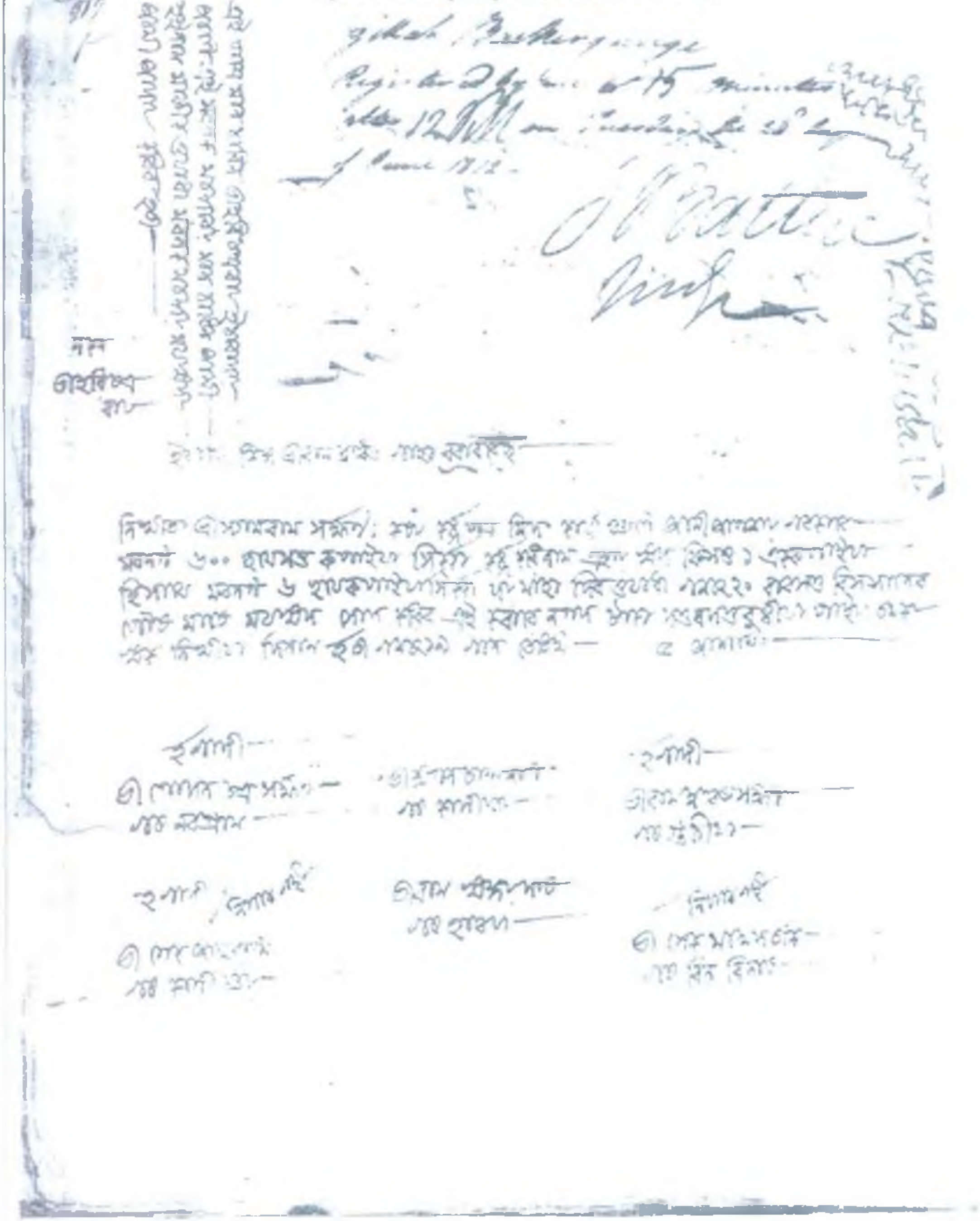

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:২২]

[দলিলের উপরে চার লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত।]

ইয়াদি কির্দ্দ শ্রী, রামদুর্লভ শাহা বরাবরেষু---

লিখীতং শ্রীশ্যামরাম শর্ম্মনঃ কস্য কর্জপত্র মিদং কার্যাঞ্চাগে আমী আপনার সরকারে মবলগ ৬০০ ছয়েসও রূপাইয়া সিক্কা কর্জ করিলাম এহার সুদ ফিসও ১ এক রুপাইয়া হিসাবে মবলগ ৬ ছয় রূপাইয়া সিক্কা দরমাহা দিব ওয়াধা শন ১২২০ বারশও বিশ শালের পৌষ মাষে ময়যুদ শোদ করিব এই কয়ায়েনগদ টাকা দস্তবদস্ত বুজীয়া পাইয়া তমকষুক লিখীয়া দিলাম ইতি শন ১২১৯ সাল তেরিখ ৫ আশাড়---

ইশাদী

শ্রীগোকুল চন্দ্র সর্ম্মন	শ্রীযুগলচান্দ নাগ	শ্রীরামদুর্ল্লভ সর্ম্মন
শাং নবগ্রাম	শাং কাসীপুর	শাং গুবীয়া

শ্রীসেক আস্থরাপ

শাং কাসীপুর

শ্রীরাম সুন্দর দাষ

শাং হালুকা

[উপরে ডানে] শ্রীস্যামরাম শর্ম্মন (আড়াআড়ি) ইশাদী রামষুন্দরউপাধায়।

[বামে উপরে]

এই পত্রে মালজাবিন শ্রীহরিচন্দ্র রায় ইজাদার আগে এই মবলগ মজকুরের মালজাবিন আমী হইলাম মাফীক ওয়াধা মবলক মজকুর ময়যুদ আমী আদায় করিব ইতি নকল শ্রীহরিচন্দ্র রায়

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ২৩]

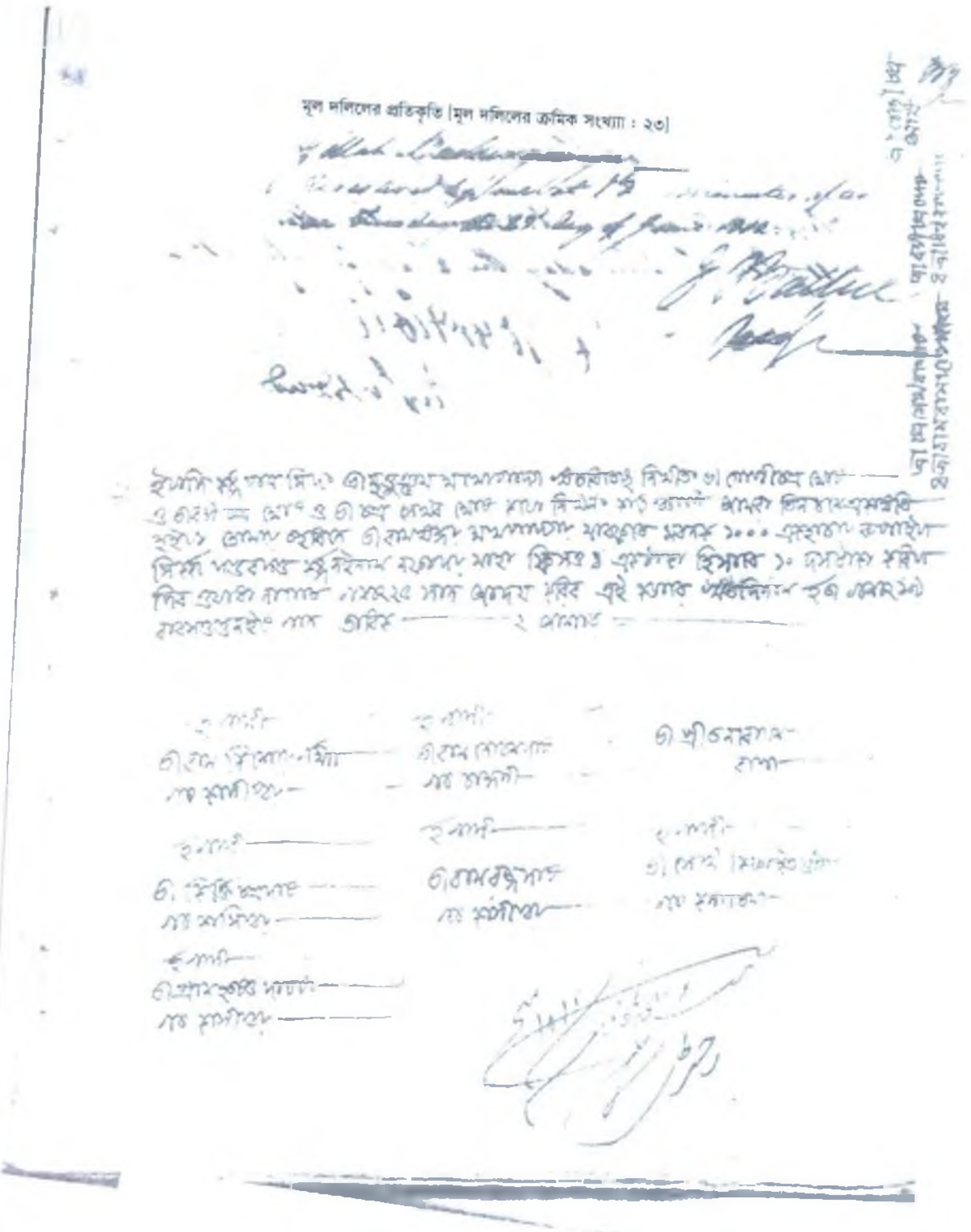

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:২৩]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত।]

ইয়াদি কর্জপত্র মিদং শ্রীমৃতুঞ্জয় মুখোপাদ্যা সুচরিতেষু লিখীতং শ্রীগোপীচন্দ্র ঘোষ-- ও শ্রীবঙ্গচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীচন্দ্রসেখর ঘোষ কয়ো লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমরা তিনজনে একাজুতি হইয়া তোমায় তহবিলে শ্রীরামসুন্দর মুখপাদ্যায় মারফতে মবলক ১০০০এক হাজার রুপাইয়া সিককা দস্তবদস্ত কর্জ লইলম রয়াদরমাহা ফিসও ১ এক টাকা হিসাবে ১০ দস টাকা করিয়া দিব ওয়াধা লাগাত শন ১২২৫ সাল আদায় করিব এই করারে খতদিলাম ইতী শন ১২১৯ বারশও উনইশ শাল তারিখ ২ আশাড়---

ইশাদী
শ্রীরাম কিশোর শর্মা
শাং কাশীপুর

ইশাদী
শ্রীরামলোচণ দাস
শাং চান্দসী

শ্রীপ্রীতনারায়ণ বশো

ইশাদী
শ্রীকির্ত্তিচন্দ্র দাষ
শাং কাসিপুর

ইশাদী
শ্রীরামরত্ন দাষ
শাং কাসীপুর

ব্রিটিশ সাব কাসীপুর
শ্রীশৌছোচন্দ্র ঘোষ

ইশাদী
শ্রী সেখ কিফাইত উল্লাহ
শাং কলাডেয়া

[ছোট একলাইন ফার্সি লেখা।]

[উপরে ডানে]
শ্রীচন্দ্র সেখর ঘোষ
বং শ্রীরামরামদাশ মকবর

শ্রীবঙ্গচন্দ্র গোষ
বং শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ

শ্রীগোপীচন্দ্র ঘোষ

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ২৪]

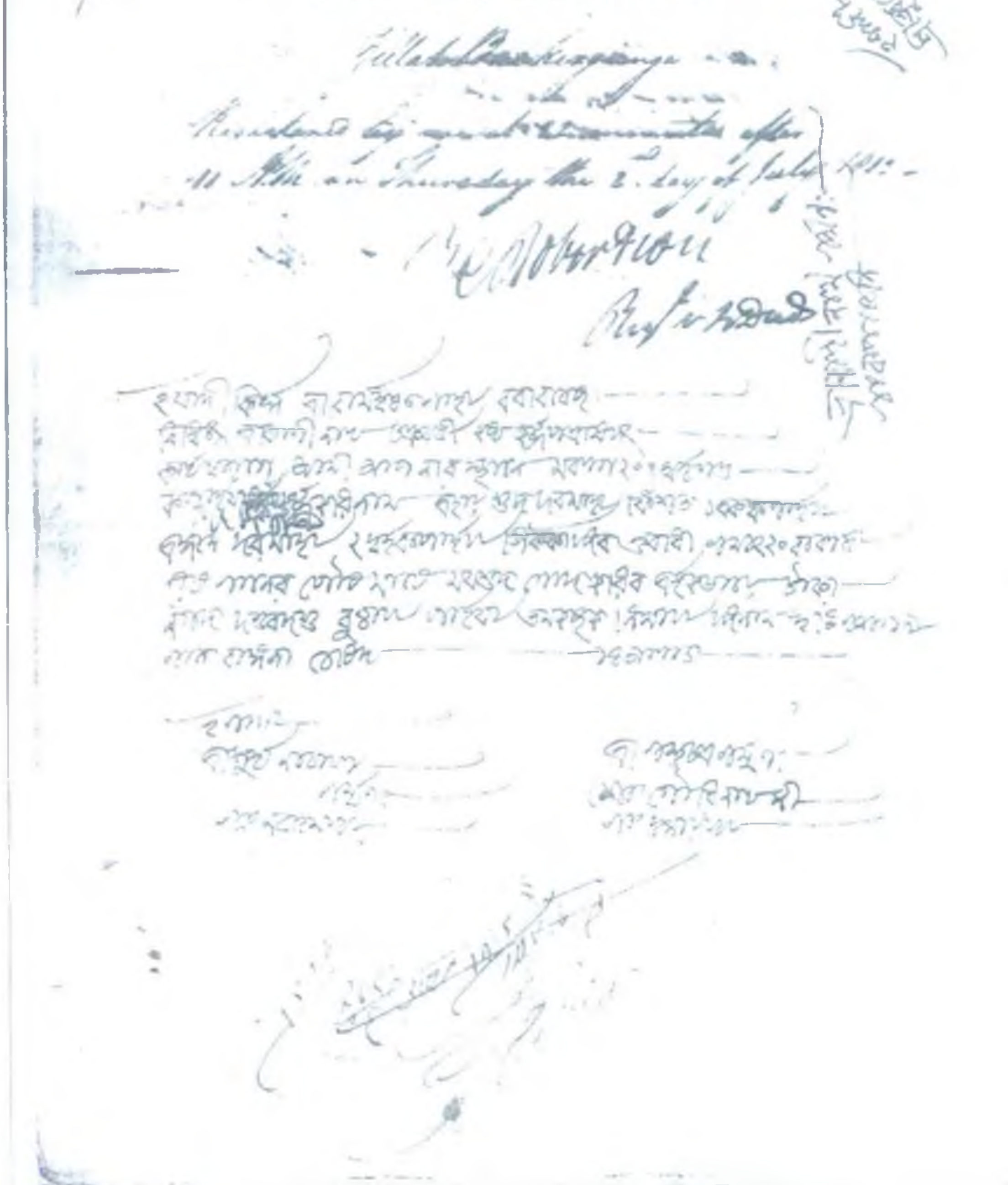

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:২৪]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা ।ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্ত খত ।]

ইয়াদিকির্দ্দ শ্রীয়ামর্দুল্লভ শাহা বরাবরেষু----

লিখিতং শ্রীকাশীনাথ চক্রবর্ত্তী কস্য কর্জপত্র মিদং-----
কার্য্যঞ্চাগে আমী আপনার স্থানে মবলগ ২০০ দুইশও রুপাইয়া সিককা কর্জ করিলাম এহার শুদ দরমাহা ফিশত ১ এক রুপাইয়া এক্কুনে দরমাহা ২ দুই রুপাইয়া সিককা দিব ওয়াধা শন ১২২০ বারশও বিষ সালের পৌষ মাষে ময়শুদ শোদ করিব এই কড়ারে টাকা নগদ দস্তবদস্ত বুজীয়া পাইয়া তমকষুক লিখীয়া দিলাম ইতি সন ১২১৯ শাল বাঙলা তেরিখ ১৪ আষাঢ়---

ইশাদী
শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মন
শ্রীগুর্য্য ণারায়ন শর্ম্মণ
মোং গৌরিনাথ সী
শাং নবওমপুর
শাং উজীরপুর

[এক লাইন ফার্সি লেখা ও ফার্সি দস্তখত]

[উপরে ডানে]
ইশাদী
শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণ
শ্রীভুবনেশ্বর ঘোষ
শাং রূপাতলি

Dhaka University Institutional Repository

মুল দলিলের প্রতিকৃতি [মুল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ২৫]

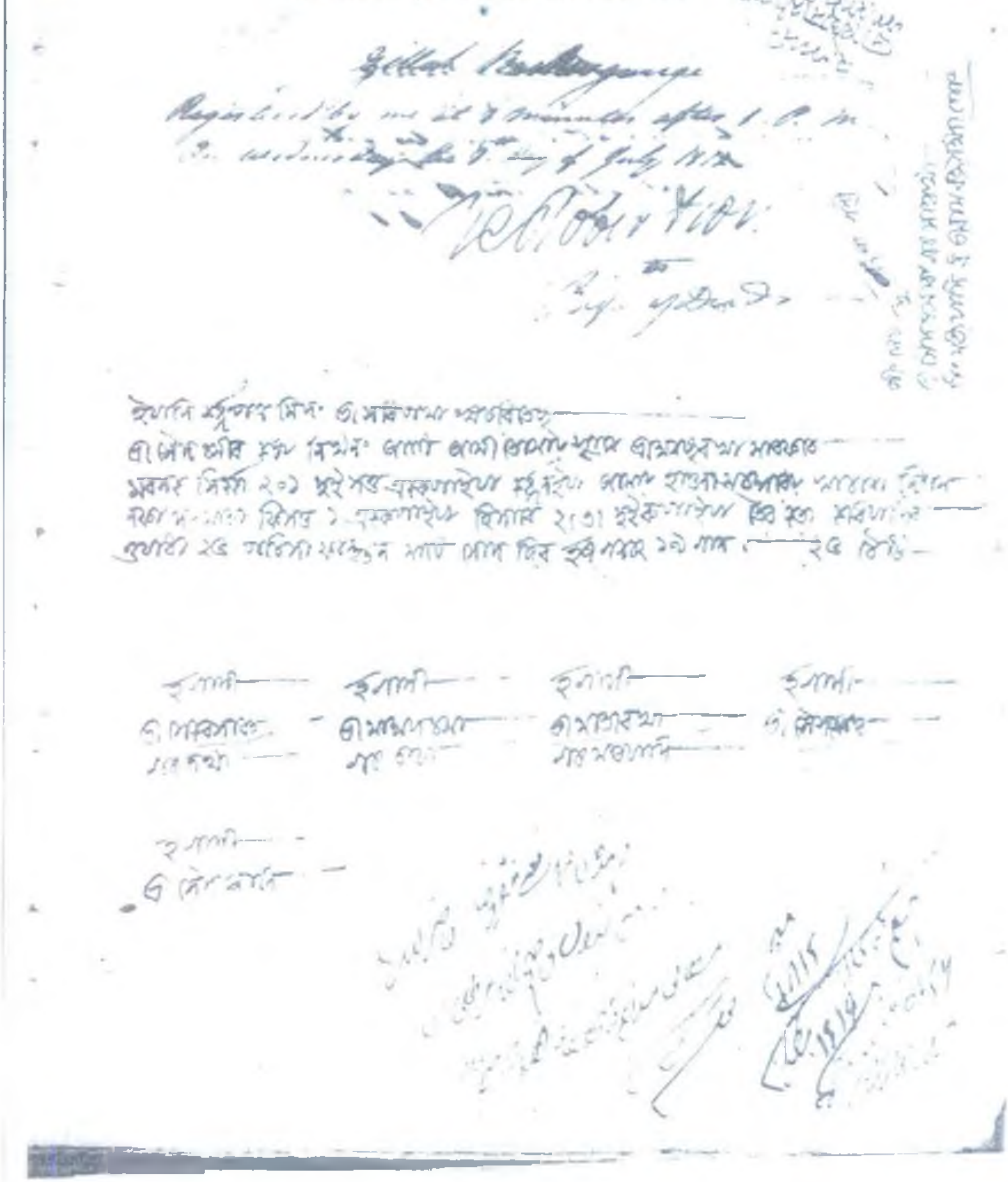

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যাঃ২৫]

[দলিলের উপর তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্ত খত।]

ইয়াদি কর্জপত্র মিদং সুচরিতেষু----

শ্রীসৈদজমীর কস্য লিখনং আগে আমি তোমার স্থানে শ্রীমনষুর খা মারফতে- মবলগ সিক্কা ২০১ দুইশও এক রূপাইয়া কর্জ লইয়া আমার হাওলা মজকুরের খাজানা দিলাম রফা দয়মাহা ফিসও ১ এক রূপাইয়া হিসাবে দুই রূপাইয়া তের কড়া করিয়া দিব ওয়াধা ২৫ পচিসা ফাল্গুন মাবে সোদ দিব ইতী শন ১২১৯ শাল ২৫ জৈষ্ঠ---

ইশাদী ইশাদী ইশাদী ইশাদী

ইশাদী

শ্রীসেক বসায়ত শ্রীমাসুদ জমা শ্রীমাতাব খা শ্রীসৈদজদু শ্রীসৈদ আলী

সাংতথা সাংতথা শাং মলুয়াদী

নিশানসহী

[উপরে ডানে আড়াআড়ি লিখিত]

পীং সৈদজদু

শ্রীসৈদজমীর সাংসালুখা

কিংমধ্যয়াদি বং শ্রীরামরত্ন সর্ম্মন গোং

ইশাদী

শ্রীবৈদ্যনাথ দাব

শাং কোটালীপাড়া

[নীচে ফার্সিতে ছোট ছয়লাইন লেখা]

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ২৬]

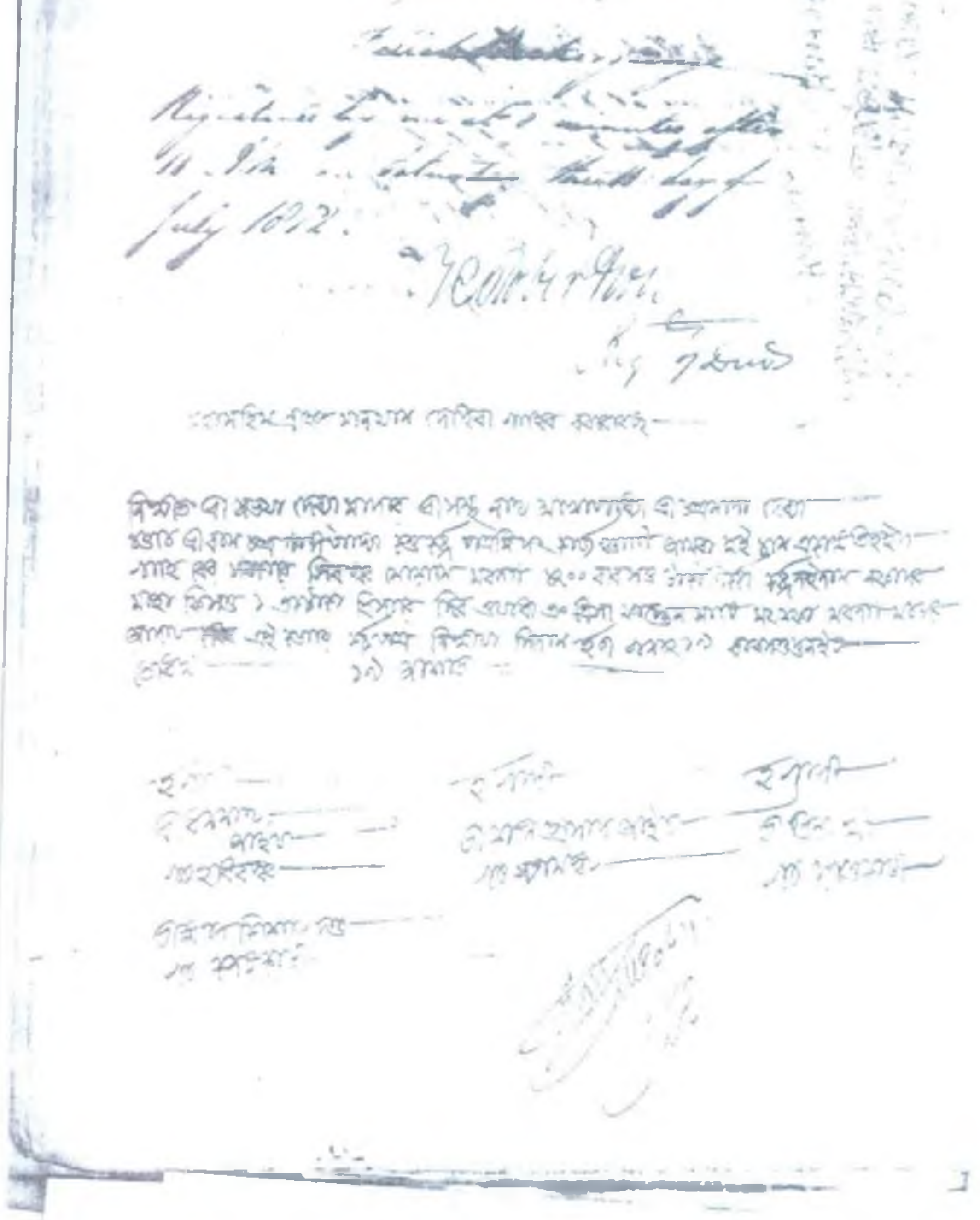

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যাঃ২৬]

[দলিলের উপরে তিনলাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত।]

মহামহিম শ্রীযুত মালয়ান দেছিবা শাহেব বরাবরেষু---

লিখীতং শ্রীঅভয়াদেব্যা মাদরে শ্রীসম্ভুনাথ মুখোপাধ্যা শ্রীচন্দ্রমালা দেব্যা---

জত্তজে শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গোপাদ্যা কওকর্জ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা দুই জনে একাজুতি হইয়া শাহেবের সরকারে শিবপুর মোকামে মবলগ বারসও টাকা সিক্কা কর্জ লইলাম রফাদর মাহা ফিসও ১ এক টাকা হিসাবে দিব ওয়াদা ৩০ ত্রিসা ফাল্গুন মাষে ময়রফা মবলগ মজকুর আদায় করিব এই কড়ারে কর্জপত্র লিখীয়া দিলাম ইতি শন ১২১৯ বারসও উনইষ তেরিখ-------- ১৯ আশাড়---

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীধণণাথ আইচ	শ্রীকালি প্রসাদ আইচ	শ্রীতিতা খাঁ
শাং হরিরপুর	শাং শ্যামপুর	শা দাত্তকাটী

শ্রীযুগল কিশোর দত্ত [ফার্সি দস্তখত]

শাং কলষকাটী 466904

[উপরে ডানে]

নিশানসহী নিশানসহী

চন্দ্রমালাদেব্যা শ্রীঅভয়া দেব্যা

বং শ্রীগোকুলচন্দ্রবন্দ্যো মোক্তার

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিলিপি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ২৭]

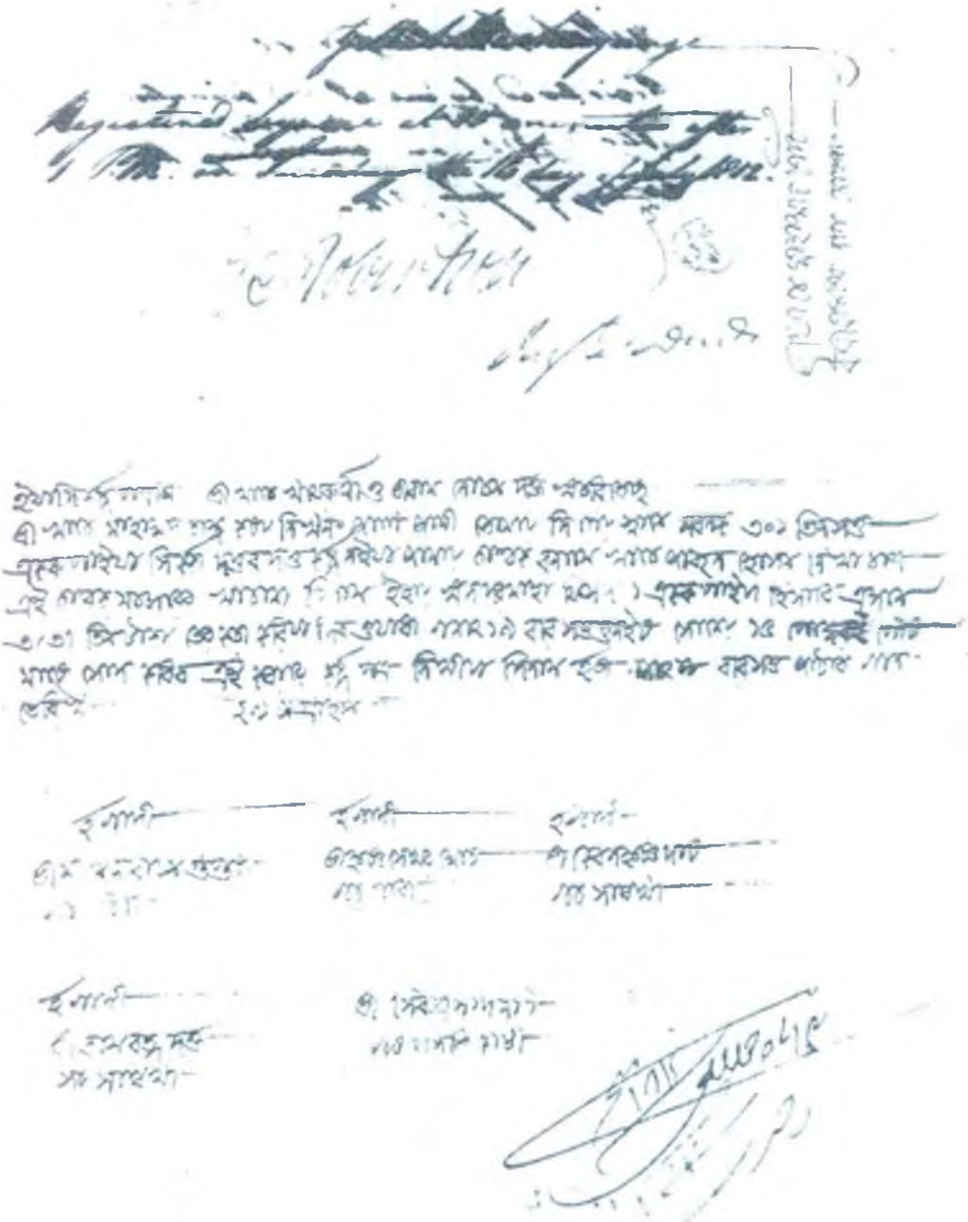

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যাঃ২৭]

[দলিলের উপরে তিনলাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত।]

ইয়াদি কর্জ পত্রমিদং শ্রীখাজেখায়রুল্ল্যা ও শ্রীরামলোচন দত্ত সুচরিতেষু---
শ্রীখাজামাহাম্মদচান্দ কষ্য লিখনং আগে আমী তোমার দিগের স্থানে মবলক ৩০১ তিনসও একক রূপাইয়া সিকা দস্তবদস্ত কর্জ লইয়া আমার তালুক বনামে খাজেআবুলহোসন লিখাজাএ এই তালুক মজকুরের খাজানা দিলাম ইহার সুদ দরমাহা ফিসদ ১ এক রূপাইয়া হিসাবে একুলে তিন টাকা তের কড়া করিয়া দিব ওয়াধাশাল ১২১৯ বার সও উনইষ সোনের ১৫ পোন্দরই পোষ মাষ সোদ করিব এই করারে কর্জপত্র লিখীয়া দিলাম ইতী সন ১২১৮ বারসও আঠার শাল তেরিখ----- ২৯ সে অগ্রাহাণ-----

ইশাদী
শ্রীমদননারায়ণগুপ্তষ্য
শাং গৈলা

ইশাদী
শ্রীরামরত্ন দত্ত
সাং সালুখা

ইশাদী
শ্রীকৃষ্ণসেখর ঘোষ
শাং গারা

শ্রীসবপ্রসাদ নাগ
শাং-পাসরিকাঠী
(নিচে ফার্সি দস্তখত)

ইশদী
শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাস
শাং সালুকা

[উপরে ডানে]
শ্রীখাজেমাহাম্মদচাঁদ
বংশ্রীরাজচন্দ্র নাগ মোক্তার

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিলিপি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ২৮]

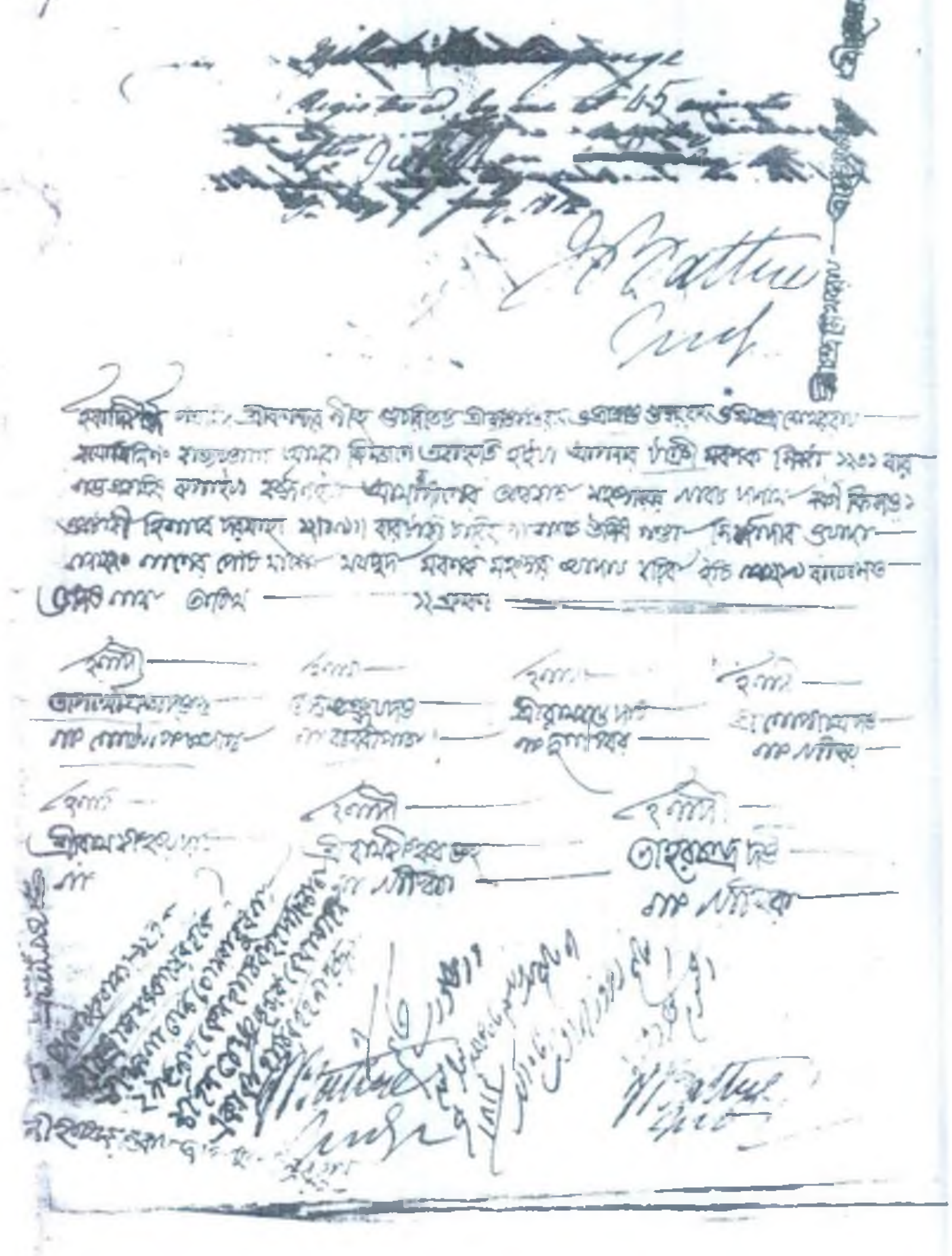

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যাঃ২৮]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদি কির্দ্দ পত্রমিদং শ্রীকলন্দর সীংহ সুচরিতেষু শ্রীকৃষ্ণকান্ত রায় ও শ্রীকৃষ্ণগুন্দর রায় শ্রীচন্দ্রশেখর রায়---

কয়ো লিখিণং কার্জ্যাঞ্চাগে আমরা তিনজনে একাযুতি হইয়া আপনার ঠাএী মবলক সিককা ১২৩১ বারশও একত্রিষ রূপাইয়া কর্জ লইয়া আমার দীগের তালুকাত মজকুরের খরচ দীলাম রফা কিসও ১ এক টাকী হিসাবে দরমাহা বার টাকা চারিআনা শারে উনিশগন্ডা সিক্কা দিব ওয়াদা শন ১২২০ সালের পৌষ মাশে ময়ষুদমবলক মজকুর আদায় করিব ইতি শন ১২১৯ বারোশও উনিশ শাল তারিখ---- ------২২ শ্রাবন----

ইশাদী	ইশাদী
শ্রীপদ্দোপ্রশাদ গুপ্ত	শ্রীনৃত্যুঞ্জয় দত্ত
শাং শোটেয়া পং চন্দ্রদীপ	শাং- বাবরীপাষা
ইশাদী	ইশাদী
শ্রীরামকান্ত দাষ	শ্রীগোপীচন্দ্র দাষ
সাং দুর্গাপুর	শাং- শ্রীপুর
	শ্রীপুর
ইশাদী	ইশাদী
শ্রীরামকীঙ্কর দাষ	রামকীংঙ্কর গুহ
সাং-	শাংশ্রীপুর
	ইশাদী
[উপরে ডানে]	শ্রীহরচন্দ্রদত্ত
	শাং শ্রীপুরা
শ্রীচন্দ্রসেখর রায়	১. আশওবার ৮১২ইং
শ্রীকৃষ্ণ সুন্দর রায়	শ্রীচন্দ্রসিখর ও গয়রহকে শ্রীকলা শেন তোমরা বুধবার ২৯ইং নাই কেন? হাজির হইয়াছিলা না কহিল যে কৃষ্ণসুন্দর বেরাখালি একায়ন হাজির হইলা
শ্রীকৃষ্ণকান্ত রায়	
শ্রীকৃষ্ণসুন্দর রায়	[তিন লাইন ফার্সি লেখা নীচে ইংরেজি দুইটি দস্তখত।]

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ২৯]

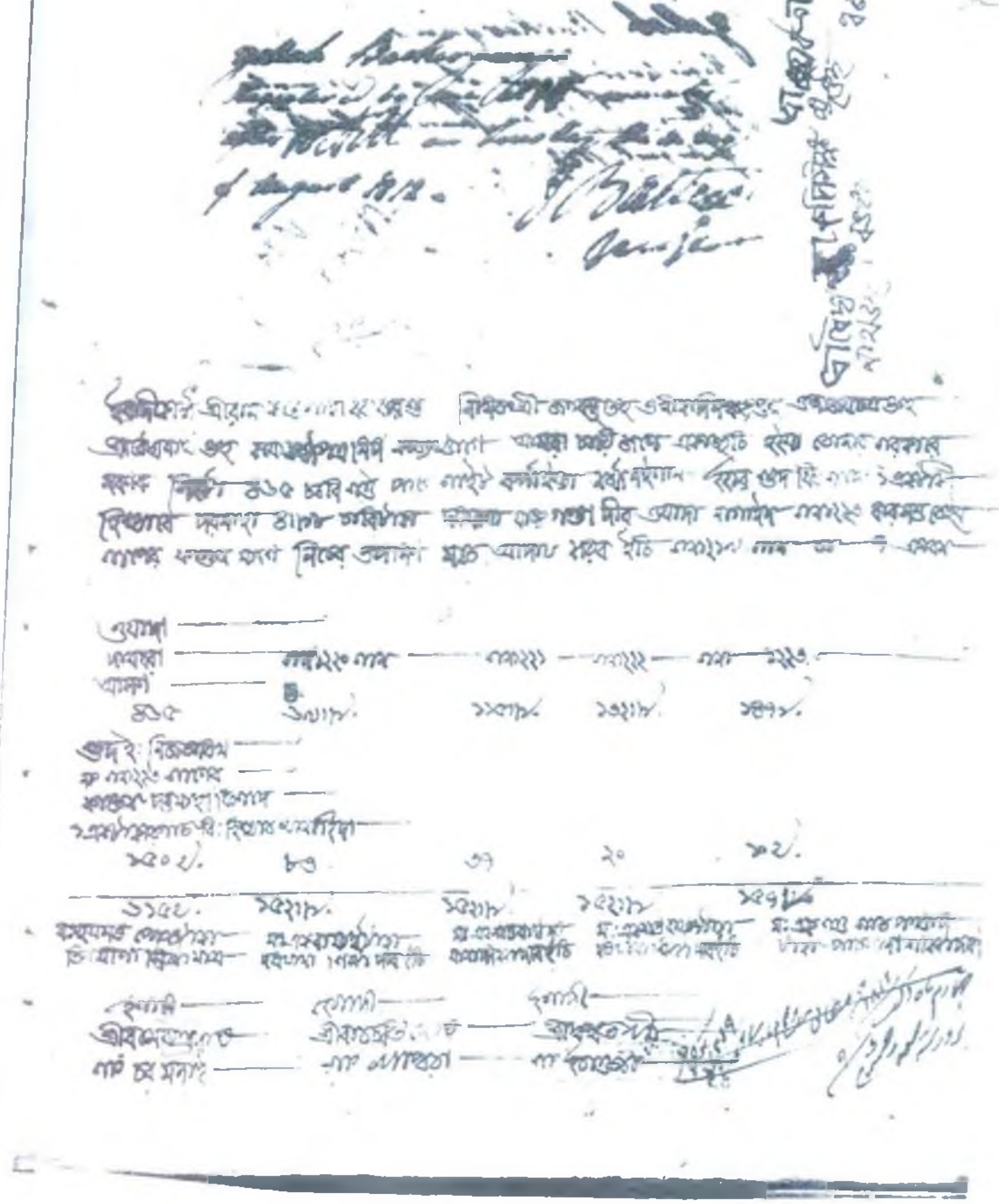

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:২৯]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদী কির্দ্দ শ্রীরামকান্ত শাহা বরাবরেশু লিখিত জগবন্ধুগুহ ও শ্রীকালিশঙ্কর গুহ ও শ্রীজয়চন্দ্র গুহ শ্রীবৈদ্যনাথ গুহ কয়োকর্জপত্রমিদং কার্জ্যাঞ্জাগে আমরা চারিজনে একাজুতি হইয়া তোমার শরকারে মবলক সিককা ৪৬৫ চারিশত্ত পাচ শাইট রূপাইয়া কর্জ লইলাম ইহার শুদ ফিঃ শদে ১ এক টাকী হিস্যাবে দরমাহা ৪ ১৮ চারিটাকা দষয়ানা য়াষ্ট গন্ডা দীব ওয়াদা লাগাইদ শন ১২২৩ বারশও তেইস শালের ফালগুন মাশে নিচের তফসিল সাত আদায় করিব ইতি শন ১২১৯ সাল তা ৭ শ্রাবন---

ওয়াদা				
দায়ধরা ১২২০ শাল-		শন ১২২১-	শন ১২২২ -	শন ১২২৩
আমন				
৪৬৫	৬	১১৫ ১৯	১৩২	১৪৭
গুনইং নিজতারিখ				
লাং শন ১২২৩ সালের				
ফালগুন দরমাহা ফিশদে				
১ এক টাকা রগবতে বিঃ হিসাবে আলাহিদা				
১৫০	৮৩	৩৭	২০	১০
৬১৫	১৫২১	১৫২	১৫২	১৫৭

মং ছয়শও পোনর টাকা তিন আনা শিক্কা মাত্র	মুল একষায়ান্নটাকা দশ আনা সিককা দারইতি	মং একশওষান্ন দষয়ানা সিক্কা দারইতি	মং একশওয়ায়ান্ন টাকা দশয়ানা সিককা দায় ইতি মং, একশও সাত পঞ্চাশ টাকা পাচয়ানা সিককা দারইতি
ইশাদী শ্রীরামরুদ্র দাষ শাং- চরমনাই	ইশাদী শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ শাং শ্রীপুর	ইশাদী শ্রীদুষ্মন্ত খা শাং ইচাগুড়া	[ফার্সি দুইলাইন লেখা]

[উপরে ডানে] শ্রীবৈদ্যনাথ গুহ, শ্রীকালিসঙ্কর গুহ, শ্রীজয়চন্দ্র গুহ, শ্রীজগবন্ধু গুহ বং

[দুই লাইন ফার্সি]

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৩০]

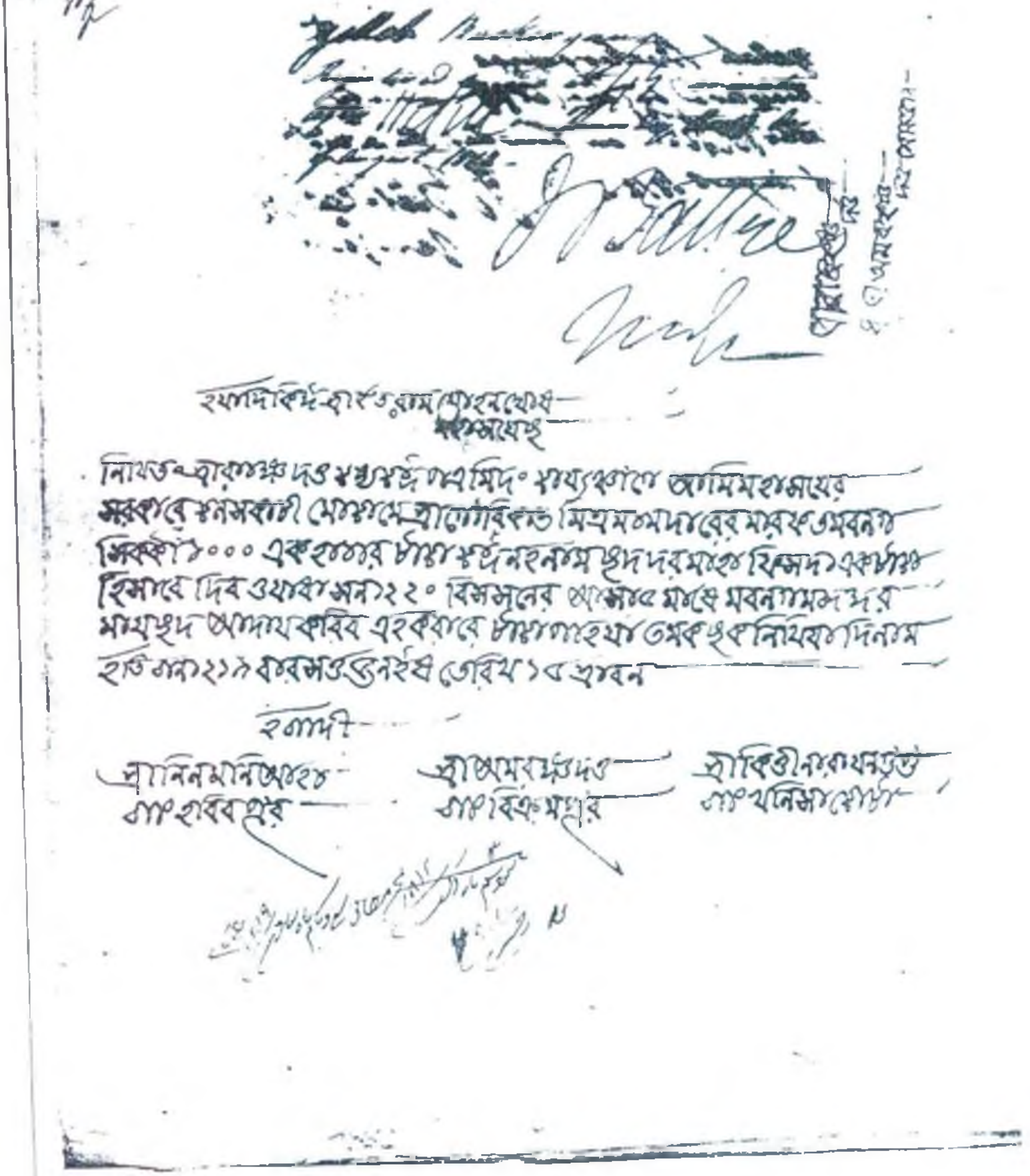

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৩০]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদি কির্দ্দ শ্রীযুত রামমোহনঘোষ মহাসয়েষু----
লিখিতং শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত কষ্য কর্জ্জ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি মহাশয়ের সরখরে কলসকাঠী মোকামে শ্রীগৌরিকান্ত মিত্র মজুমদারের মারফত মবলগ সিককা ১০০০ এক হাজার টাকা কর্জ্জ লইলাম যুদ দর মাহা ফিশদ এক টাকা হিসাবে দিব ওয়াধা সন ১২২০ বিসসনের আশাঢ় মাষে মবলগ মজকুর ময়যুদ আদায় করিব এই করারে টাকা পাইয়া তমকযুক লিখিয়া দিলাম ইতি শন ১২১৯ বারশও উনইষ তেরিখ ১৫ শ্রাবন-

ইশাদী

শ্রীনিলমনি আইচ	শ্রীঅমরকৃষ্ণ দত্ত	শ্রীক্ষিত্তীনারায়ণ গুপ্ত
শাং হরিরপুর	শাং- বিক্রমপুর	শাং-খলিসাখোটা

[উপরে ডানে] শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত

বং শ্রীঅমরকৃষ্ণ দত্ত মোকত্তার

[এক লাইন ফার্সি লেখা]

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৩১]

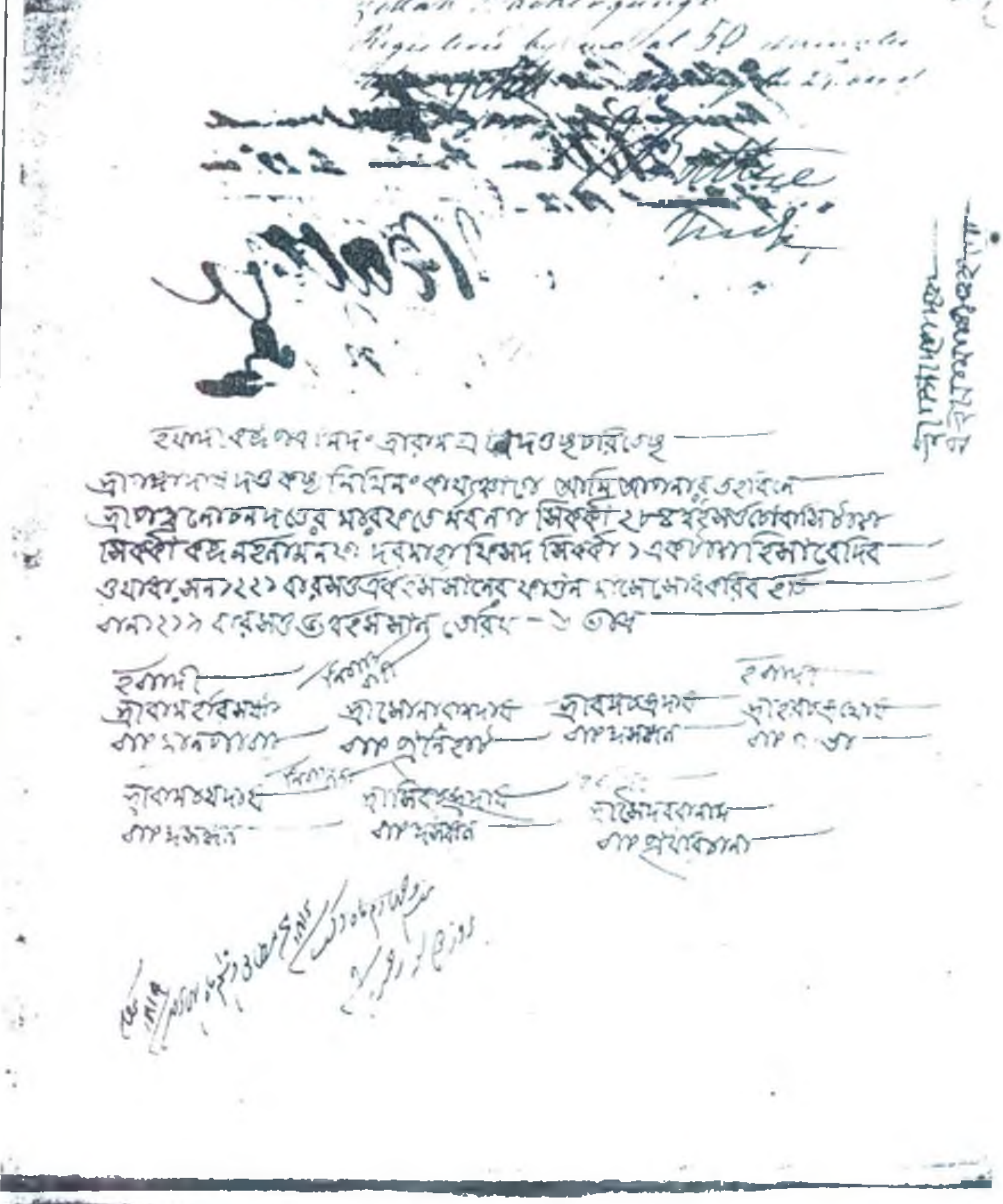

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৩১]

[দলিলের উপরের তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদী কর্জ পত্রমিদং শ্রীরামপ্রান দত্ত যুচরিতেষু----
শ্রীগঙ্গাদাষ দত্ত কষ্য লিখিনং কায্যঞ্চাগে আমি আপনার তহবিলে----
শ্রীপদ্মলোচন দত্তের মারফতে মবলক সিক্কা ২৮৪ দুইসত্ত চৌরাসি টাকা--
সিক্কা কর্জ লইলাম রফা দরমাহা ফিসদ সিক্কা ১ একা টাকা হিসাবে দিব--
ওয়াদা সন ১২২১ বারসত্ত একইস সালের ফালগুন মাসে সোধ করিব ইতি---
শন ১২১৯ বারসত্ত উনইস সাল তেরিখ ৬ ভাদ্র------

ইশাদী	ইশাদী
শ্রীরামহরি সর্ম্মন	শ্রীসোনারাম দাষ
শাং মালপাশা	শাং-পুন্নিহাট
	ইশাদী
শ্রীবঙ্গচন্দ্র দাষ	শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ
শাং- কুসঙ্কল	শাং-গাভা
	শ্রীরামজয় দাষ
	শাং-কুসঙ্কল
[উপরে ডানে]	
শ্রীসম্ভুদাষ দত্ত	নিসানসহী-
বং রামগতি গুহ গোং	শ্রীসিবচন্দ্র দাষ
	শাং- কুসঙ্কল
[দুই লাইন ফার্সি লেখা]	ইশাদী
	শ্রীসৈদবরানঙ্গ
	শাং- পুখরিজানা

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৩২]

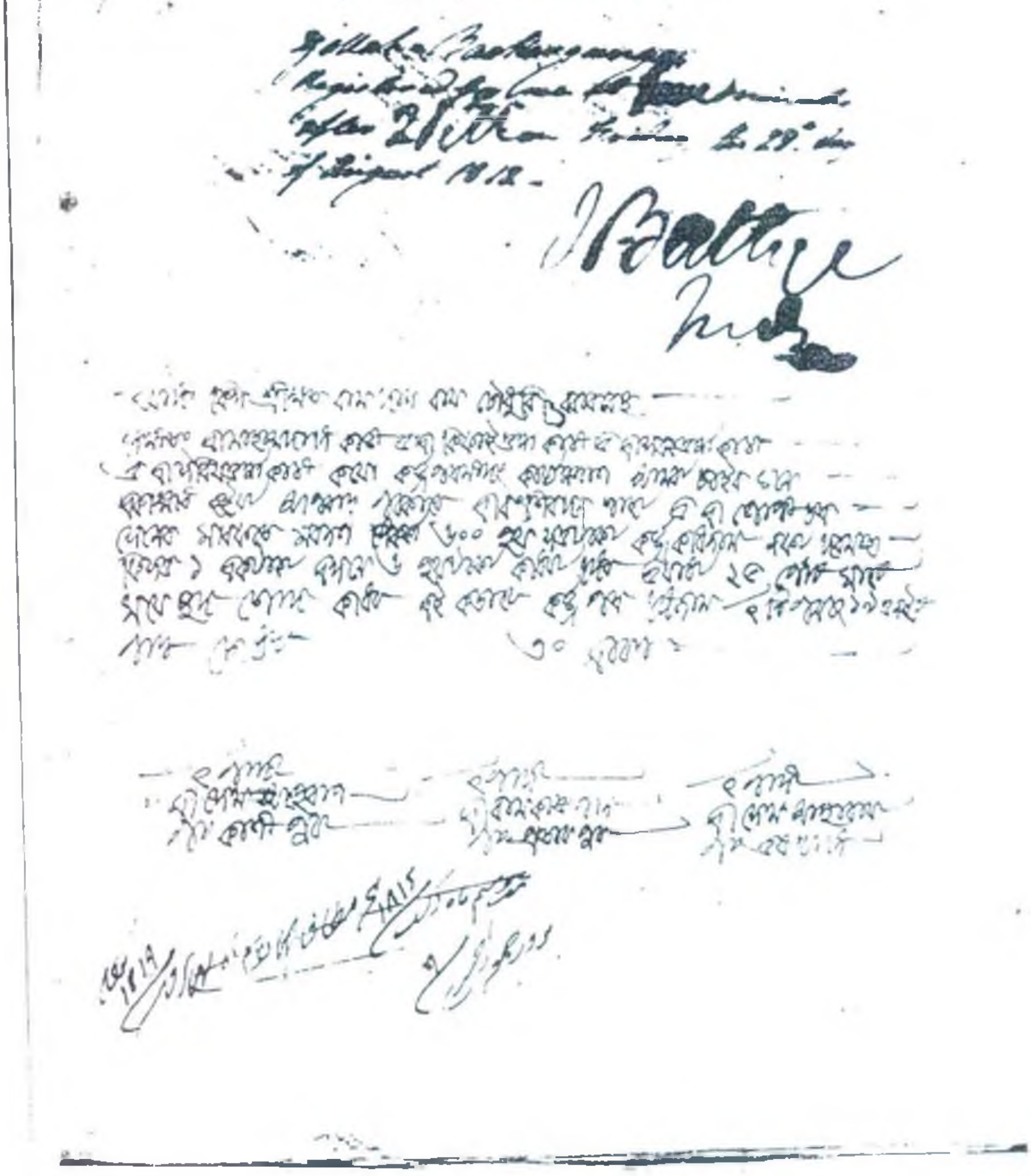

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৩২]

[দলিলের উপরে চার লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদিকির্দ্দ শ্রীতুতরানন্দদাস রায়চৌদুরী বরাবরেষু-----
লিখিতং শ্রীমাহাম্মাদালি কাজী ও শ্রীকিফাইওউল্ল্যা কাজী ও শ্রীসরকওল্ল্যা কাজী---
ও শ্রীকবিরউল্ল্যা কাজী কয়োকর্জ্জপত্র মিদং কার্য্যাঞ্চাগে আমরা চাইর জনে--
একাযুতি হইয়া আপনার শরকারে শ্রীবংশিবদন শাহা ও শ্রীগোপীচন্দ্র----
সেনের মারফতে মবলগ সিক্কা ৬০০ ছয়শও টাকা কর্জ করিলাম রফা দরমাহা----
ফিসও ১ এক টাকা একুলে ৬ ছয় টাকা করিয়া দেব ও ওয়াদা ২৫ পৌষ মাহে----
মায়েষুদ শোদ করিব এই কড়ারে কর্জ্জপত্র দিলাম ইতি সন ১২৯৯ ওনইষ---
শাল তেরিখ----- ৩০ শ্রাবন-----

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীশেখআষারাপ	শ্রীরামরাউ পাল	শ্রীসেকআছরাফ
শাং কাশীপুর	শাং- প্রতাপপুর	শাং ওযখালি

[দস্তখতসহ এক লাইন ফার্সি লেখা]

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৩৩]

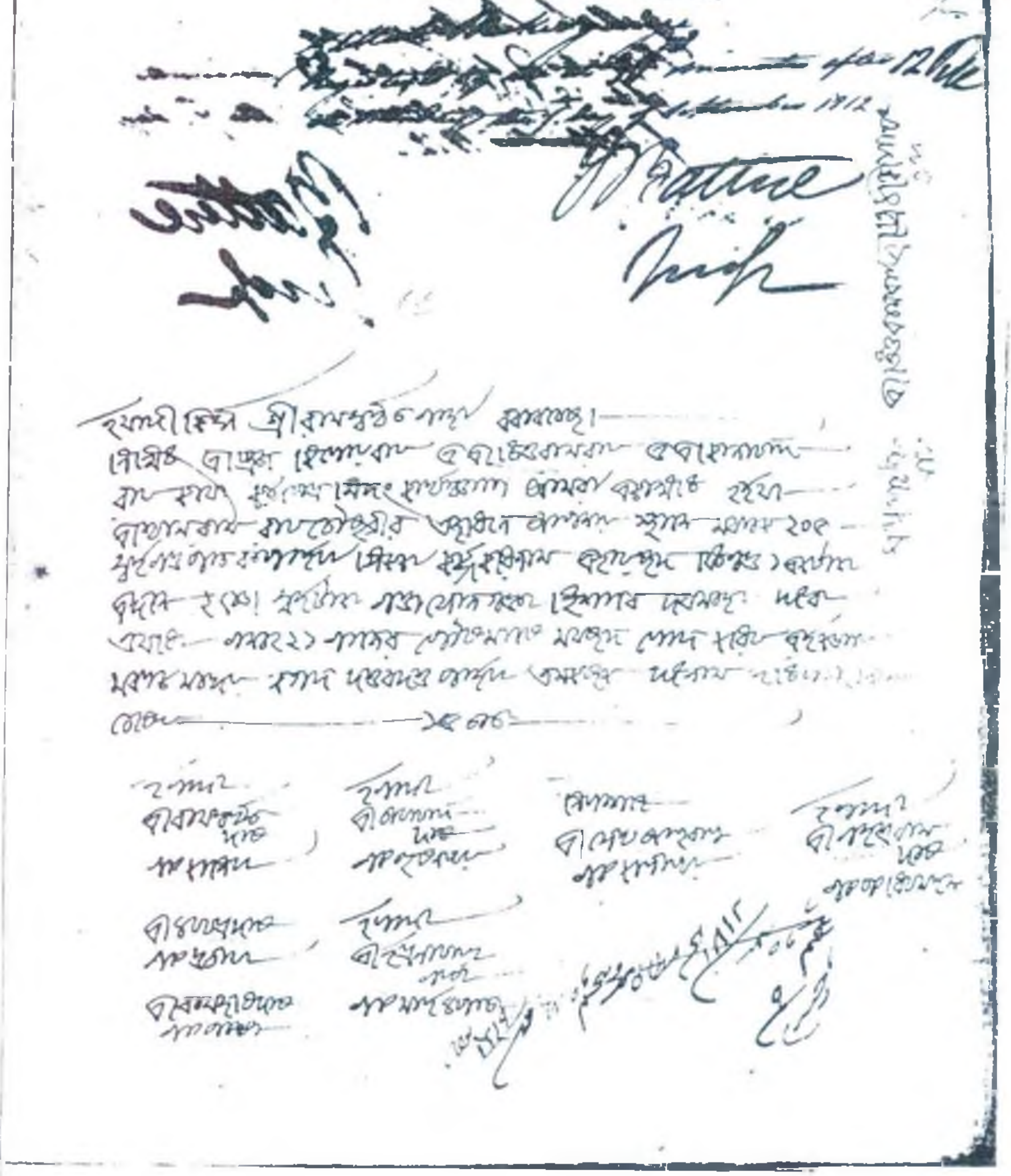

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৩৩]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদী কির্দ্দ শ্রীরামদুর্ল্লভ শাহা বরাবরেষু---

লিখিতং শ্রীব্রজকিশোর রায় ও শ্রীচিত্তরাম রায় ও শ্রীকালাচাঁদ---

রায় কস্যে কর্জপত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা একযুতি হইয়া---

শ্রীশ্যামরাম রায়চৌধুরীর তহবিলে আপনার স্থানে মবলক ২০৫---

দুইশওপাচ রূপাইয়া সিক্কা কর্জ করিলাম এহার সুদফিশও ওয়াদা ১ এক টাকা--

একুলে দুই টাকা গন্ডা ষোল গন্ডা হিশাবে দরমাহা দীব---

ওয়াদা শন ১২২১ সালের পৌষ মাষে ময়ষুদ শোদ করিব এই কড়ারে---

মবলগ মজকুর নগদ দস্তবদস্ত পাইয়া তমকষুক দিলাম ইতি শন ১২১৯ শন----

তেরিখ------------ ১৫ ভাদ্র-----

ইশাদী	ইশাদী	নিশান শহি	ইশাদী
শ্রীরামদুলর্ভ দাষ	শ্রীতারাচাঁদ দাষ	শ্রীসেখআছরাপ	শ্রীশহস্রবাম দাশ
শাং- কালিয়া	শাং- ছুবণপুর	শাং কাশীপুর	শাং- পং বিরমহল
	ইশাদী		
শ্রীজয়চন্দ্র দাষ	শ্রীইন্দ্রনারায়ন শর্মা		
শাং-গুটীয়া	শাং-মাইজপাড়া		
শ্রীরামহরি দাষ			
শাং-পাংষা			
	[উপরে ডানে]	শ্রীচিত্তরাম রায়	শ্রীব্রজকিসোর রায়
	শ্রীকালাচান্দ রায়		

[ছোট দুইলাইন
ফার্সি লেখা]

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৩৪]

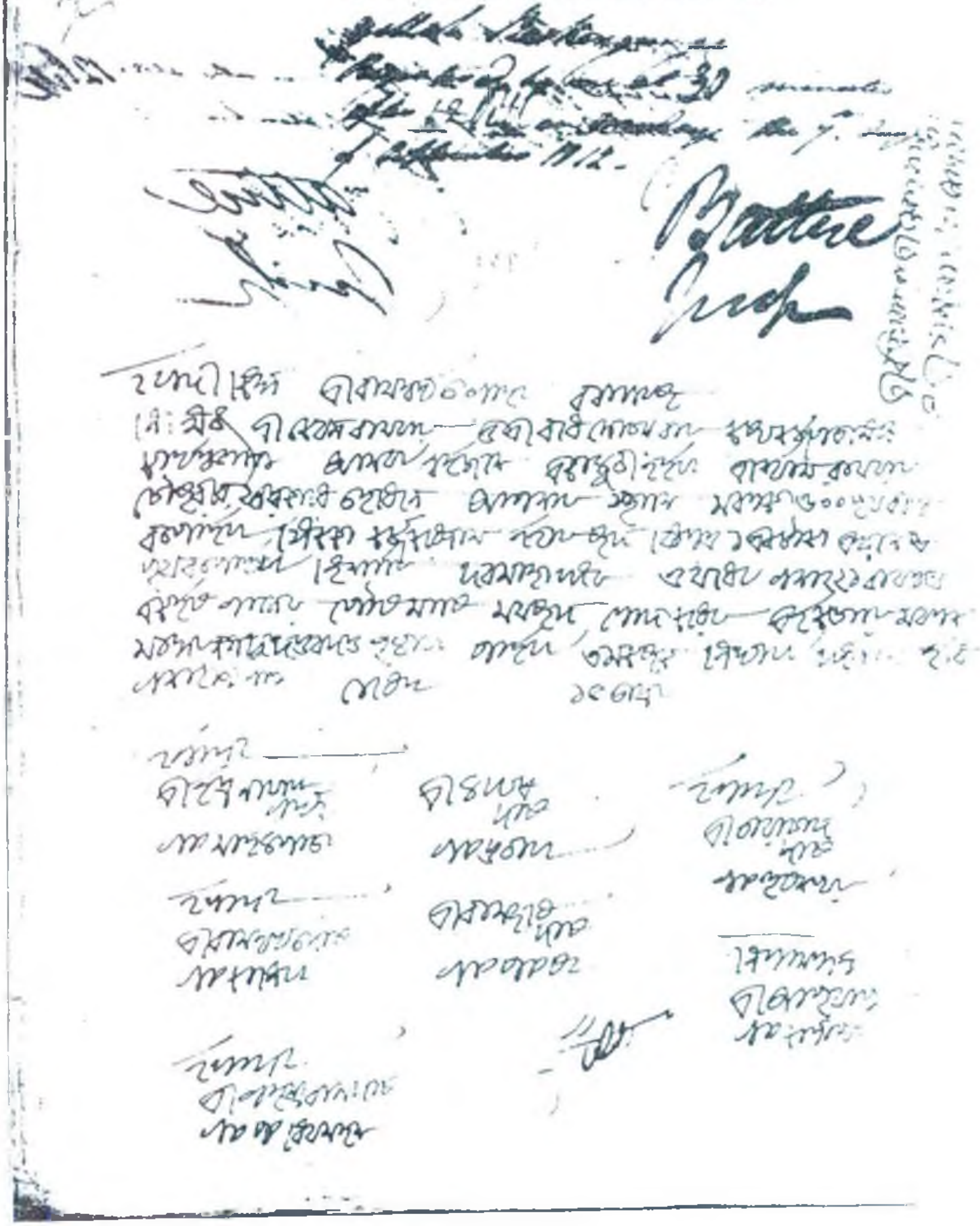

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৩৪]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদি কির্দ্দ শ্রীরামদুর্ল্লভ শাহা বরাবরেষু---
লিখিতং শ্রীকেবলরাম রায় ও শ্রীরবিলোচন রায় কস্য কর্জপত্র মিদং---
কার্য্যঞ্চেগে আমরা দুইজনে একাযুতি হইয়া শ্রীশ্যামরামরায়---
চৌধুরীর সরকারি তহবিলে আপনার স্থানে মবলক ৬০০ ছয়শওও---
রূপাইয়া সিক্কা কর্জ করিলাম ইহার যুদ ফিশও ১ একটাকা একুলে---
৬ ছয় রূপাইয়া হিশাবে দরমাহা দিব ওয়াধা শন ১২২১ বায়সও---
একইষ শালের পৌষ মাসে ময়যুদ শোধ করিয় এই কড়ারে মবলক---
মজকুর নগদ দস্তবদস্ত বুঝিয়া পাইয়া তমকবুক লিখিয়া দিলাম ইতি ---
সন ১২১৯শাল তেরিখ--- ১৫ ভাদ্র

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীইন্দনারায়ন শর্ম্মা	শ্রীজয়চন্দ্র দাষ	শ্রীতারাচাদ
শাং- মাইজপাড়া	শাং- গুঠীয়া	শাং-ভুষণপুর
ইশাদী		নিসানসহী
শ্রীরামদুলর্ভ দাষ	শ্রীরামছবি দাষ	শ্রীআছবাপ
শাং কালিয়া	শাং পাংষা	শাং কালীয়া
ইশাদী		
শ্রীমহশ্ররাম দাষ		
শাং-পং বিরমহল		

[উপরে ডানে] শ্রীরবিলোচন শ্রীকেবলরাম রায়
বং শ্রীসম্ভুনাথ রায় মোক্তার [ছোট ফার্সি দস্তখত]

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৩৫]

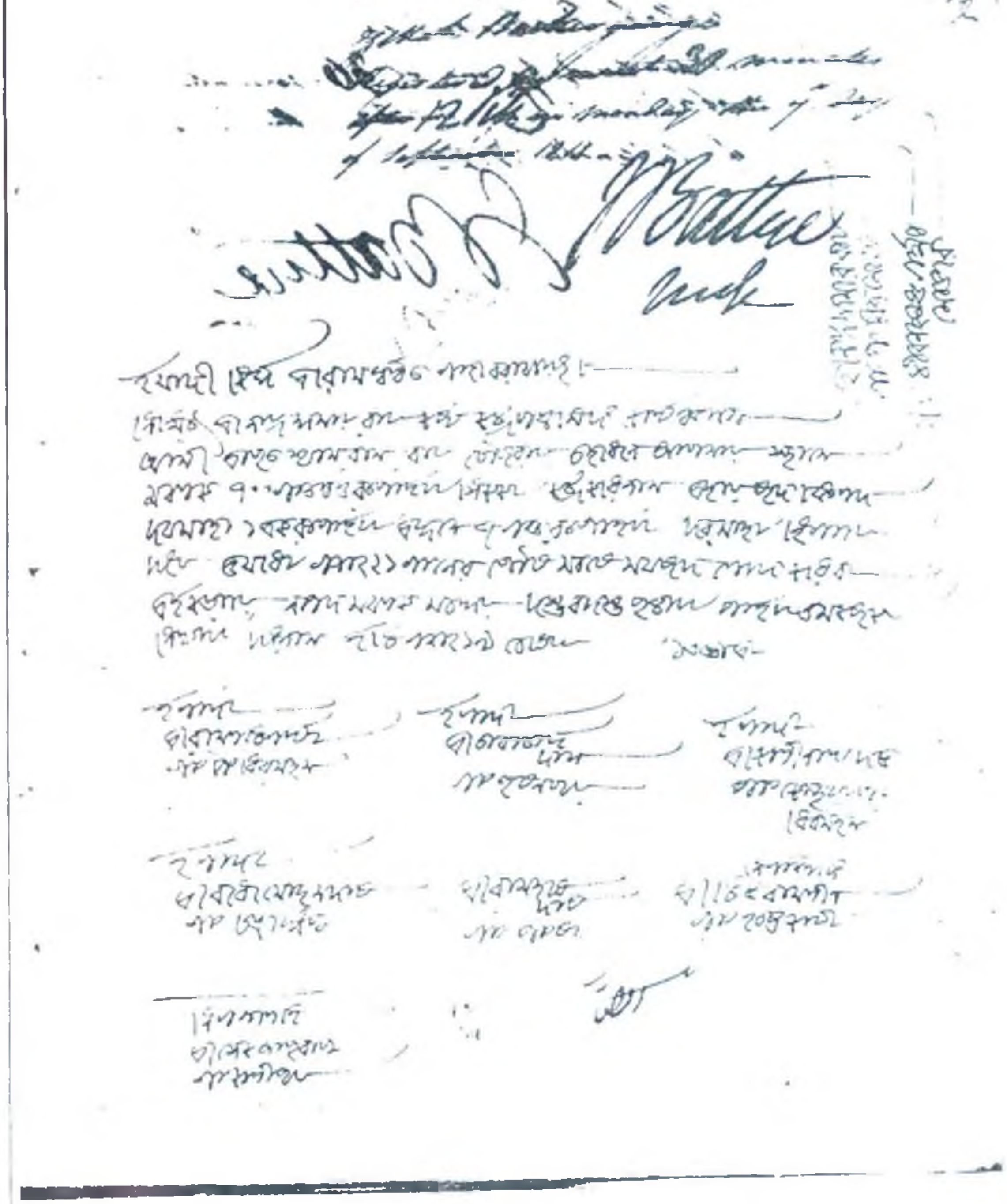

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যাঃ৩৫]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদি কির্দ্দ শ্রীরামদুল্লভ শাহা বরাবরেষু----

লিখিতং শ্রীনান্দকুমার রায় কষ্য কর্জপত্রমিদং কায্যঞ্চাগে---

আমি শ্রীযুতশ্যামরামরায় চৌধুরীর তহবিলে আপনার স্থানে--

মবলক ৭০০ শাতশও রূপাইয়া সিক্কা কর্জ করিলাম এহার সুদ কিশদ---

দরমাহা ১ এক রূপাইয়া একুলে ৭শ্ত রূপাইয়া দরমাহা হিশাবে-------------------

দিব ওয়াধা শন ১২২১ সালের পৌষ মাষে মরসুদ শোদ করিব-----

এই কড়ারে নগদ মবলক মজকুর দস্তবদস্ত বুঝিয়া পাইয়া তমকযুক------

লিখিয়া দিলাম ইতি শন ১২১৯ তেরিখ-১৩ ভাদ্র----

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীরামগতি শর্ম্মা	শ্রীতারাচন্দাদ দাস	শ্রীকালীনাথ দত্ত
শাং পং- বিরলমহল	শাং- ইবনপুর	শাং-কেন্দুয়াপ
		বিরমহল
ইশাদী		নিসানসহী
শ্রীরাধামোহন দাষ	শ্রীরামহরি দাষ	শ্রীচিত্তরাম শীল
শাং- চন্দ্রদিপ	শাং-পাংষা	শাং-কৃষ্ণকাঠী

নিসানসহী

শ্রীসেখআছরাপ

শাং- কাশীপুর

[ছোট ফার্সি দস্তখত]

]উপরে ডানে] শ্রীনন্দকুমার রায় শাং বিরমোহন বং শ্রীজবনকৃষ্ণ শর্ম্মন মোক্তার

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা: ৩৬]

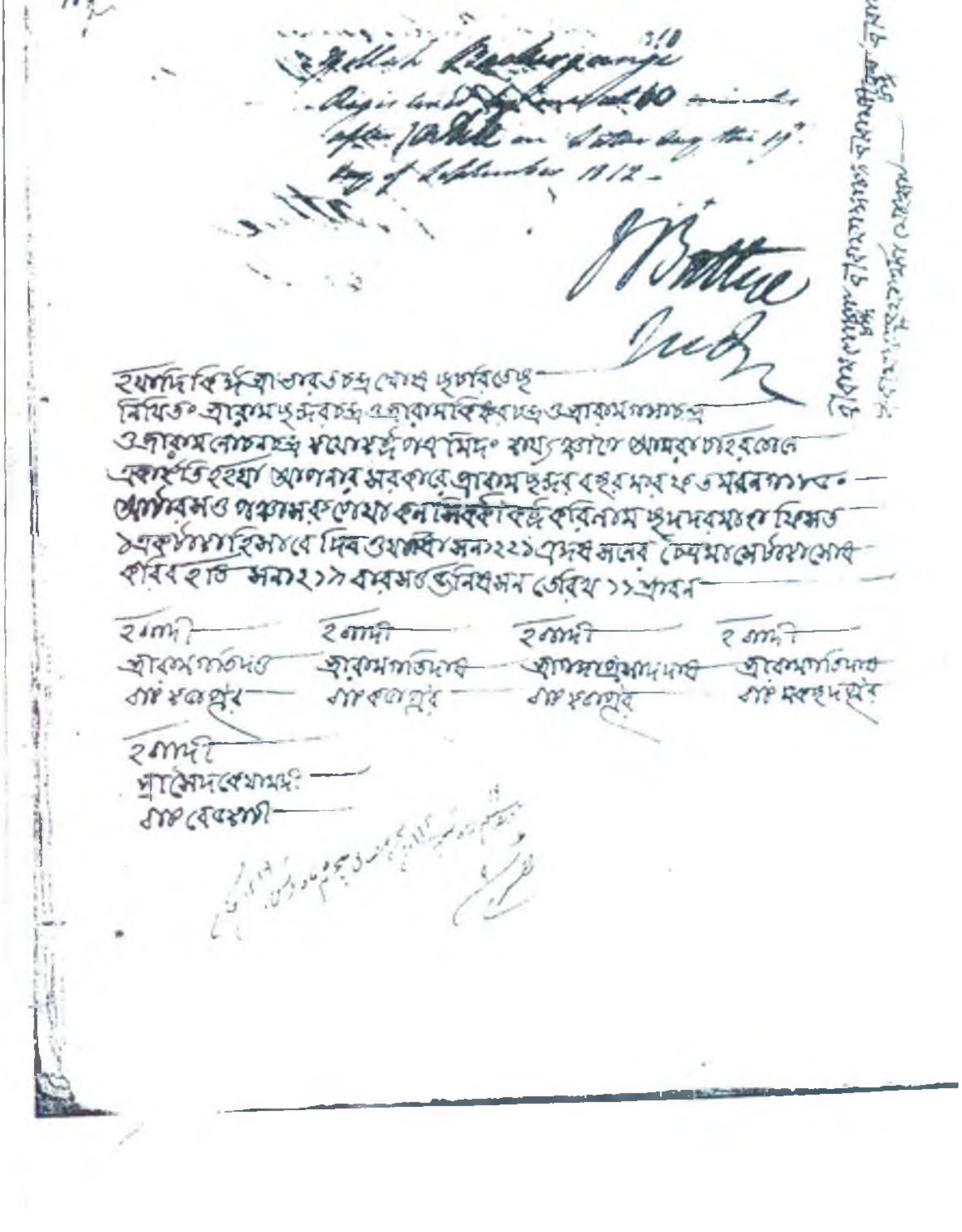

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৩৬]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদি কির্দ্দ পত্রমিদং শ্রীভরতচন্দ্র ঘোষ যুচরিতেষু------

লিখিতং শ্রীরামষুন্দরচন্দ্র ও শ্রীরামকিঙ্করচন্দ্র শ্রীরামগঙ্গাচন্দ্র------

শ্রীরামলোচনচন্দ্র কয়ো কর্জপত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা চাইরজোনে---

এক্কাযুতি হইয়া আপনার সরকারে শ্রীরামযুন্দরবষুর মারফত মবলগ ১৮৫০---

আটারসও পঞ্চাস রূপাইয়া কল্দা সিক্কা কর্জ করিলাম যুদ দরমাহা ফিসত----

এক টাকা হিসাবে দিব ওয়াধা সন ১২২১ এক্কুশ সনের চৈত্রমাসে টাকা সোধ----

করিব ইতি সন ১২১৯ বায়সও উনিষ তেরিখ ১১ শ্রাবন-------

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীরামগতি দত্ত	শ্রীরামগতি দাষ	শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ দাষ	শ্রীরামগতি দাষ
শাং কড়াপুর	শাং-কড়াপুর	শাং-কড়াপুর	শাং-মকযুদপুর
ইশাদী			
শ্রীসৈদকেয়ামদ্দী			
শাং-বেড়কাঠী			

[একলাইন ফার্সি লেখা
ও দস্তখত]

[উপরে ডানে] শ্রীরামলোচনচন্দ্র, শ্রীরামগঙ্গাচন্দ্র; শ্রীরামকিঙ্করচন্দ্র, শ্রীরামসুন্দরচন্দ্র, টবনি বং শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মন মোক্তার

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৩৭]

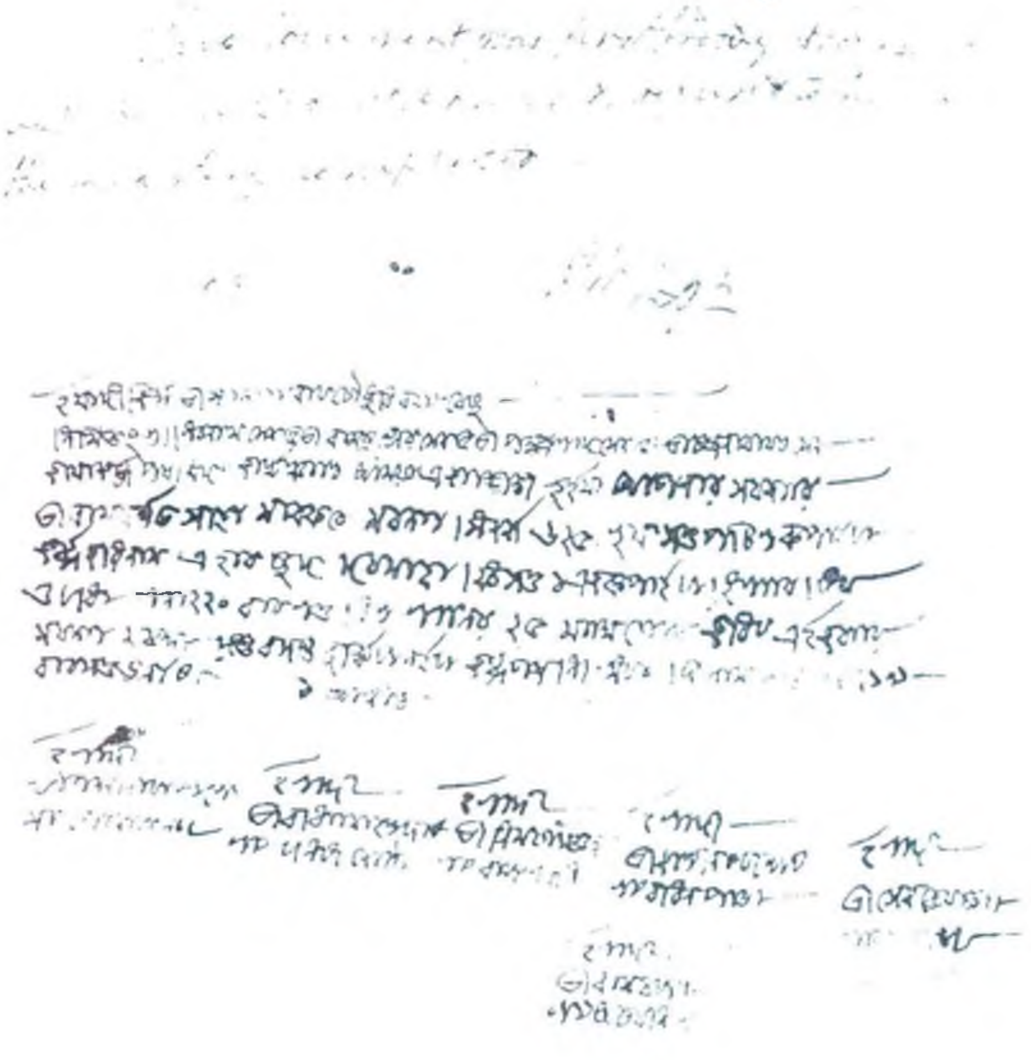

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৩৭]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদি কির্দ্দ শ্রীশ্যামরায়ময়ায় চৌধুরী বরাবরেষু-

লিখিতং শ্রীসিবনাথ সেন ও শ্রীরামসুন্দর সেন ও শ্রীপদ্মপ্রসাদ সেন ও শ্রীচন্দ্রনারায়ন সেন---

কায়া কর্জ পত্রমিদং কর্য্যঞ্চাগে আমরা একাজুতী হইয়া আপনার সরকারে---

শ্রীরামদুর্ল্লভ শাহা মারফতে মবলক সিক্কা ৬২৫ ছয়সও পচিশ রূপাইয়া---

কর্জ করিলাম এহার সুদ দরমাহা ফিসও এক রূপাইয়া হিশাবে দিব---

ওয়াধা শন ১২২০ বারসও বিশশালের ২৫ মাঘে শোধ করিব এই করারে---

মবলগ মজকুর দস্তবদস্ত বুজিয়া লইয়া কর্জপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি শন ১২১৯---

বারসও উনইষ--- ১ আশ্বীন------

ইশাদী	ইশাদী
শ্রীগঙ্গানারায় শেন	শ্রীরাধামোহন দাষ
শাং- পোনাবালিয়া	শাং- খলিষাকোটা
	ইশাদী
	শ্রীকাশীনাথ ঘোষ
ইশাদী	শাং- বাধনপাড়া
শ্রীনিমচন্দ্র গুহ	ইশাদী
শাং- বারইকরণ	শ্রীসেফজেয়াউল্লা
	শাং- জাগুরা
	ইশাদী
	শ্রীরামজয় শেন
	শাং- অজয়বিল

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৩৮]

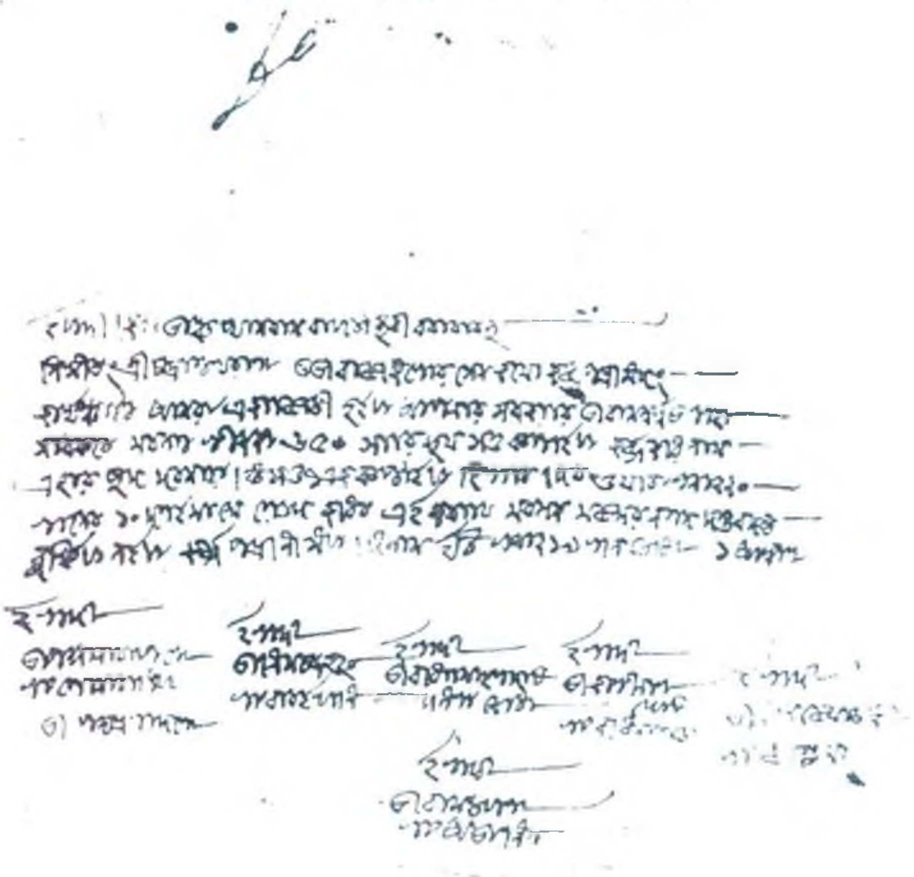

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৩৮]

ইয়াদি কির্দ্দ শ্রীযুতশ্যামরামরায় চৌধুরী বরাবরেষু----
লিখিতং শ্রীচন্দ্র শেখর ও শ্রীরাজকিশোর সেন কয়ো কর্জপত্র মিদং----
কার্য্যঞ্চাগে আমরা একজুতী হইয়া আপনার সরকারে শ্রীরামদুল্লর্ভ শাহা----
মারফতে মবলগ শীক্কা ৬৫৯ সারে ছয সও রুপাইয়া কর্জ করিলাম---
এহার ষুদ দরমাহা ফিসও ১ এক রুপাইয়া হিশাবে দিব ওয়াধা শন ১২২০----
শালের ১০ দশই মাসে শোদ করিব এই করারে মবলক নকজুর নগদ দস্তবদস্ত----
বুঝিয়া লইয়া কর্জপ্রত্র লিখিয়া দিলাম ইতি শন ১২১৯ শাল তেরিখ ১ আশ্বীন

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীগঙ্গানারায়ণ	শ্রীসিবচন্দ্র গুহ	শ্রীরাধামোহন দাষ	শ্রীকাশীনাথ ঘোষ
শেন	শাং- বাবইখালি	শাং-খলিসাকোটা	শাং- ষবিলপাড়া
শাং- পোনাবালিয়া			
ইশাদী	ইশাদী		
শ্রীসেকজেয়াউল্লা	শ্রীবামজয় শেন		
শাং-জাগুয়া	শাং-অজয়বিল		

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৩৯]

Registered on acknowledgement [illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৩৯]

[দলিলের [দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। । ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদি কির্দ্দ শ্রীশ্যামরামরায় চৌধুরী বরাবরেষু-----

লিখিতং শ্রীরূপচন্দ্র সেন ও শ্রীশদাশিব সেন কায়া কর্জ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে----
আমরা একাযুতি হইয়া আপনার শরকারে শ্রীরামদুল্লর্ভ শাহা মারফতে- মবলক শীক্কা ----

৭০০ সাতসও রূপাইয়া কর্জ করিলাম এহার মুদ দরমাহা ফিসও ১ এক রূপাইয়া ---

হিসাবে দিব ওয়াধা শন ১২২০ সালের ১৫ সালের মাঘে শোদ করিব কড়ারে মবলগ---

মজকুর নগদ দস্তবদস্ত বুঝিয়া লইয়া কর্জপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি- সন ১২১৯ সন---

তারিখ ১ আশ্বীন------

ইশাদী	ইশাদী
শ্রীগঙ্গানারায়ণ শেন	শ্রীচন্দ্রশেখর শেন
শাং-পোনাবালিয়া	শাং-পোনাবালিয়া
ইশাদী	ইশাদী
শ্রীনিমচন্দ্র গুহ	শ্রীরাধামোহন দাষ
শাং-বারইখালি	শাং-খলিষাকোটা
[উপরে ডানে]	ইশাদী
শ্রীশদাসীব সেন শ্রীরূপচন্দ্র সেন	শ্রীকাশীনাথ দাস
	শাং- বাধণপাড়া

এলাইন ফার্সি লেখা।

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিলিপি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৪০]

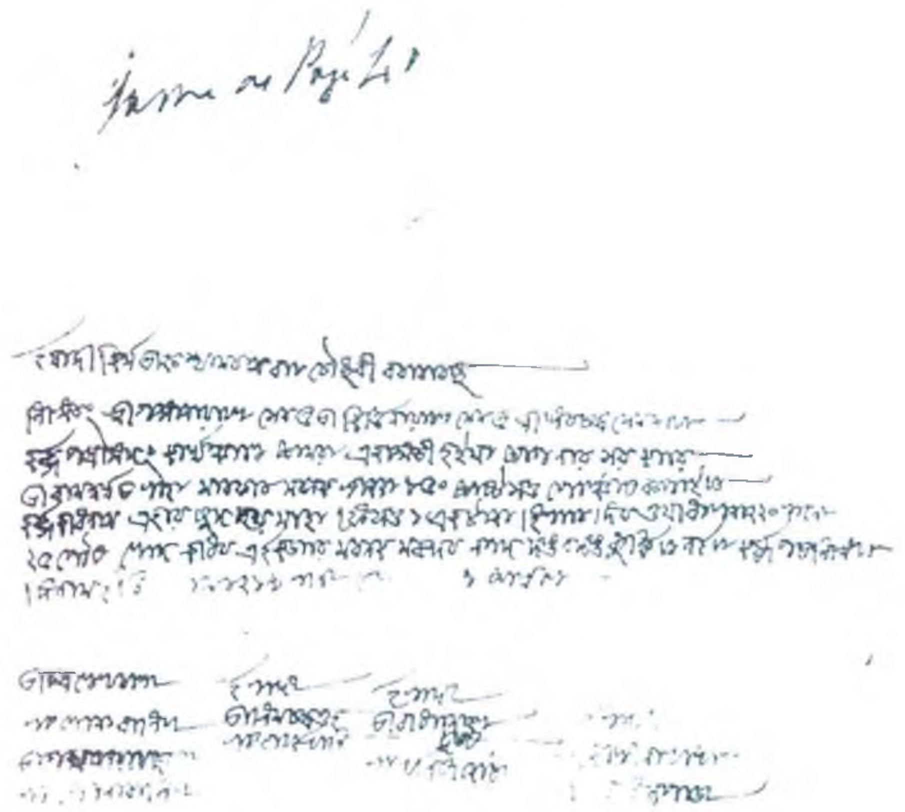

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৪০]

[দলিলের [দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। । ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদি কির্দ্দ শ্রীযুতশ্যমরামরায় চৌধুরী বরাবরেষু---------------

লিখিতং শ্রীগঙ্গানারায়ণ সেন ও শ্রীকির্ত্তিনারায়ণ সেন ও শ্রীসিবচন্দ্র সেন কায়্যো-----------

কর্জ্জ পত্রমিদং কায্যঞ্চাগে আমরা একজুতি হইয়া আপনার সরকারে----------

শ্রীরামদুল্লর্ভ শাহা মারফত মবলক সিক্কা ৮৫০ আষআটসও পোঞ্চাষ রূপাইয়া--------

কর্জ্জ করিলাম এহার সুধ মরমাহা ফিসও ১ একটাকা হিসাষ দিষ ওয়াধা শন ১২২০ সালে------

২৫ পৌষ শোদ করিব এই কড়ারে মবলক মজকুর নগদ দস্তবদস্ত বুঝিয়া লইয়া কর্জ্জপত্র লিখিয়া------

দিলাম ইতি শন ১২১৯ সন------- তে-------- ১ আশ্বীন--------

ইশাদী	ইশাদী
শ্রীচন্দ্রশেখর শেন	শ্রীনিমচন্দ্র গুহ
শাং- পোনাবালিয়া	শাং-বাষইখালি
শ্রীপদ্মপ্রশাদ দাশ	ইশাদী
শাং- পোনাবালিয়া	
ইশাদী	শ্রীকাশিনাথ ঘোষ
শ্রীরাধামোহন দাষ	শাং- ববিলপাড়া
শাং- খলিষাকোটা	

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৪১]

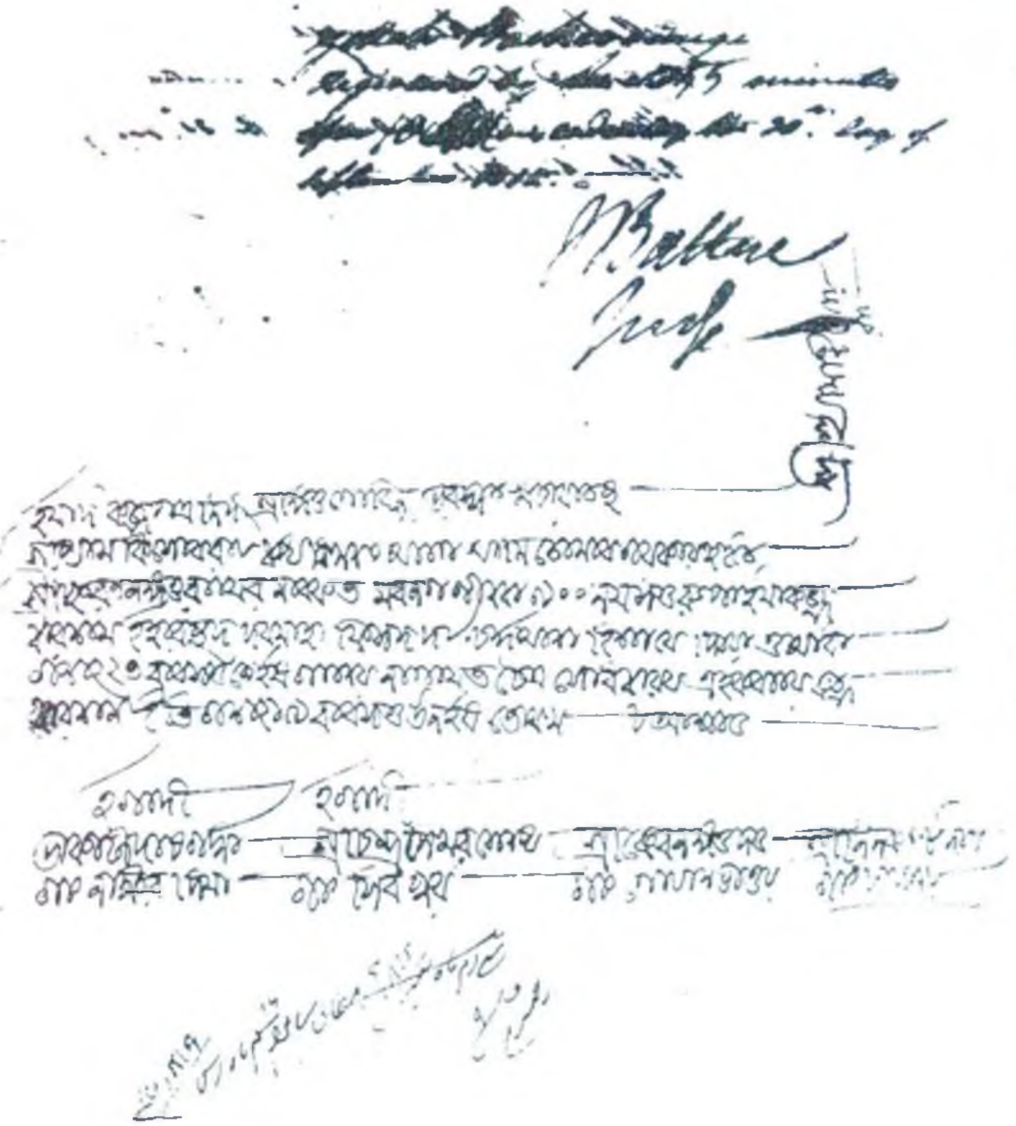

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৪১]

[[দলিলের উপরে চার লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদি পত্রমিদং শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দভরন্দাত সুচরিতেষু-----------
শ্রীশ্যামকিশোর রায় কস্য লিখনং আগে আমি তোমার সরকার হইতে----------
শ্রীযুতরতনকৃষ্ণও রায়ের মারফত মবলগ শীক্কা ৯০০ নয়সও রূপাইয়া কর্জ--------
করিলাম ইহার সুধ দরমাহা ফিসদ চন্দ আনা হিসাবে দিয়া ওআধা---------
শন ১২২৩ একন্দা বারসত্ত তেইশ শালের লাগায়ত চৈত্র সোধ করিব এই কম্নারে কর্জ-------
করিলাম ইতি শন ১২১৯ বারসও উনইষ তেরিখ-------- ৮ আশাড়----------

ইশাদী	ইশাদী
শ্রীকালিদাশ শর্মা	শ্রীচন্দ্রশেখর শেনষ্য
শাং- লক্ষিয় দিয়া	শাং- সিবপুর
শ্রীকেবলকৃষ্ণ দত্ত	শ্রীনিলকণ্ঠ দাস
শাং-গোয়ালভাওর	শাং- দাদপুর

[নীচে দস্তখত সহ এক লাইন ফার্সি লেখা।]

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৪২]

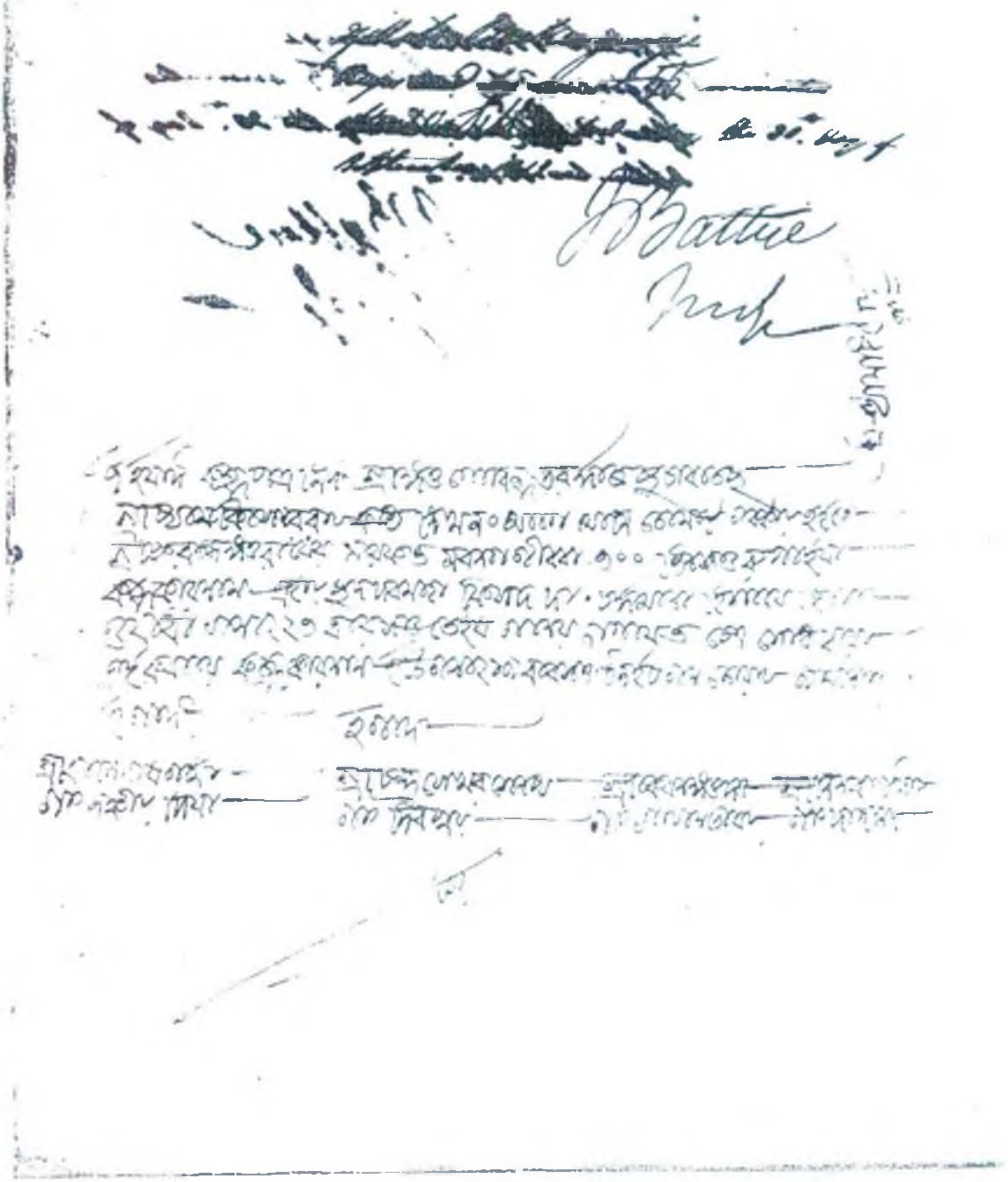

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৪২]

[দলিলের উপরে চার লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদি কির্দ্দ কর্জ পত্রমিদং শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ভরদ্দাজ ছুচরিতেষু-----

শ্রীশ্যামকিশোর রায় কস্য লেখনং আমি তোমার সরকার হইতে---

শ্রীযুতরতনকৃষ্ণ রায়ের মারফত মবলক শীক্কা ৩০০ তিনসও রূপাইয়া ----

কর্জ করিলাম এহার ছুদ দরমাহা ফিসদ চর্দ্দয়ানা হিসাবে দিবা--------

ওয়াধা শন ১২২৩ বারশও তেইষ সালের লাগায়াত চৈত্র সোধ করিব-----

এই করারে কর্জ করিলাম ইতি শন ১২১৯ বারসও উনইষ সাল তেরিখ- ৯ আশাড়

ইশাদী	ইশাদী
শ্রীকালিদাষ শর্ম্মা	শ্রীচন্দ্রশেখর সেণযা
শাং- লক্ষীরদিয়া	শাং-সিবপুর
শ্রীকেবলকৃষ্ণ দত্ত	শ্রীনিলকন্ট দাষ
শাং- গোয়ালভাওর	শাং-দাদপুর

[উপরে ডানে] শ্রীশ্যামকিশোর রায়

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৪৩]

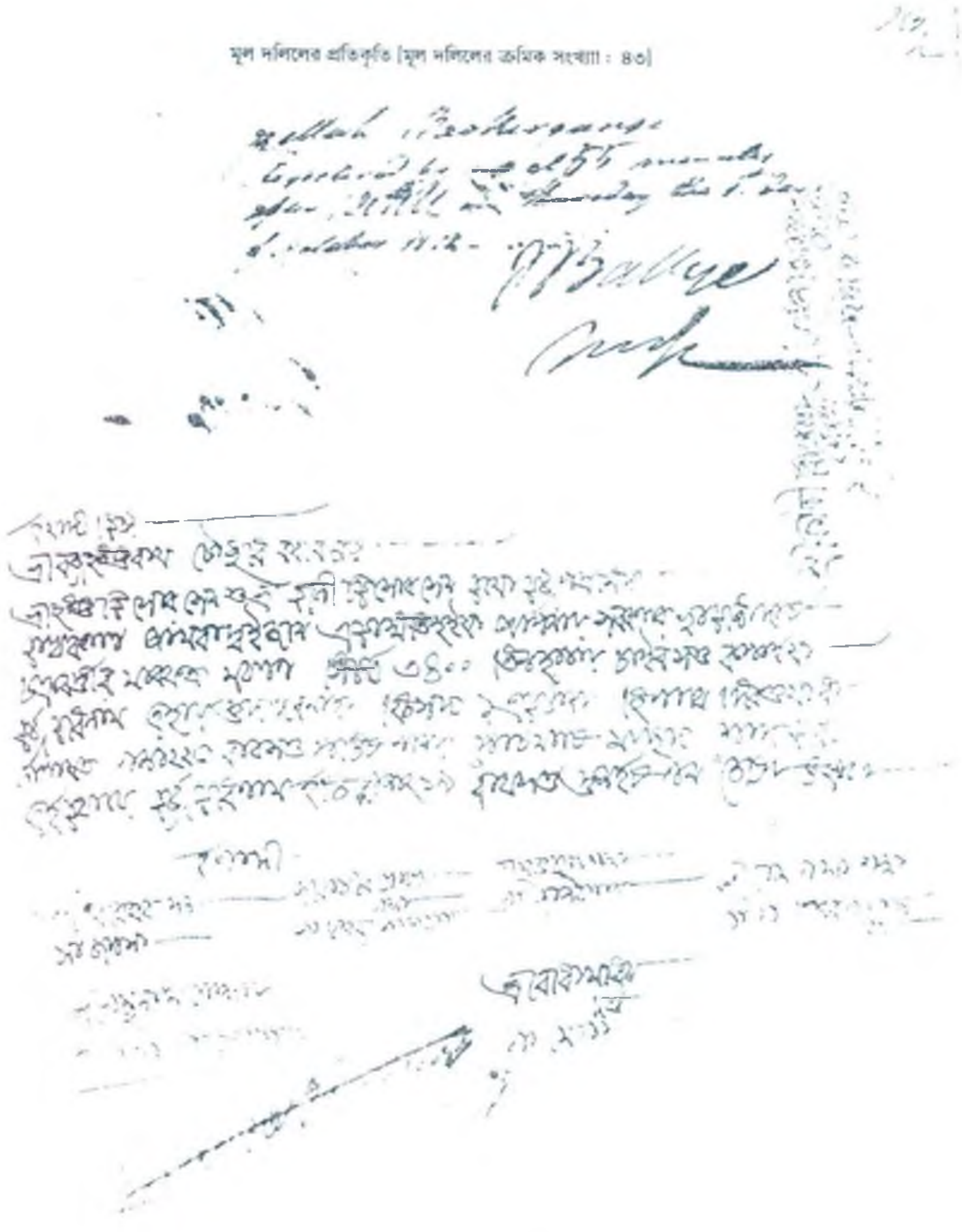

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যাঃ৪৩]

[দলিলের উপরে চার লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।

ইয়াদি কির্দ্দ-----

শ্রীরত্নকৃষ্ণরায় চৌধুরী বরাবরেষু-----

শ্রীকৃষ্ণকিসোর সেন ও শ্রীকালিকিসোর সেন কায়েো কর্জপত্র মিদং----

কার্য্যঞ্চাগে আমরা দুইজনে একায়ুতি হইয়া আপনার সরকারে শ্রীকালি দাষ----

চক্রবর্তীর মারফত মবলগ সিক্কা ৩৪০০ তিনহাজার চাইর সও রূপাইয়া----

কর্জ্জ করিলাম এহার শুদ দরমাহা ফিসদ ১ এক টাকা হিসাবে দিব ওয়াধা----

লাগায়ত ১২২৫ বায়সও পচিষ শনের পৌষমাষে ময়যুদ শোদ করিব---

এই করারে কর্জ্জ করিলাম ইতি শন ১২১৯ বারসও উনইষ শন তেরিখ ৪ শ্রাবন

ইশাদী

শ্রীবিশ্বেশ্বর সেন	শ্রীরাজীবিলোচন শর্ম্মান	শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা	শ্রীরামগঙ্গা শর্ম্মা
শাং-জপশা	শাং- উত্তর শাহাবাজপুর	শাং-কাশেরগাও	শাং- উত্তর শাহবাজপুর

শ্রীশম্ভুনাথ পোদ্দার শাং উত্তর শাহাবাজপুর	শ্রীরাধামাধব দত্ত শাং- মেগা

[উপরে ডানে] শ্রীকালিকিশোর সেণষ্য শ্রীকৃষ্ণকিশোর সেণষ্য বং শ্রীশিবজা শার্ম্মন গোং

[ছোট দুই লাইন ফার্সি লেখা]

Dhaka University Institutional Repository

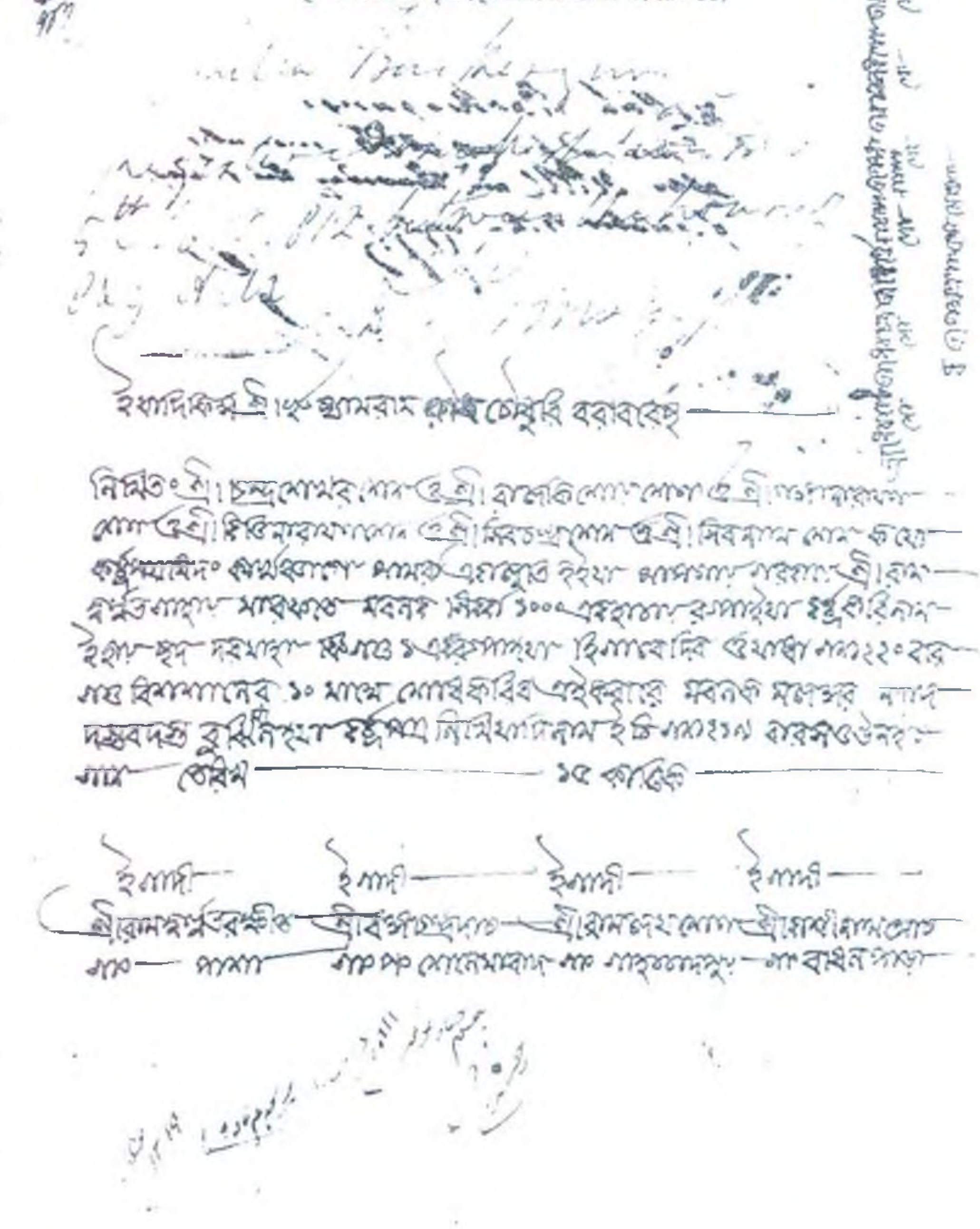

ইথাদিকির্দ শ্রী।৺ শ্যামরাম রায় চৌধুরি বরাবরেষু

নিমতং শ্রী। চন্দ্রশেখর সেন ও শ্রী। রাজকিশোর সেন ও শ্রী। [illegible] সেন ও শ্রী। হরিনারায়ণ সেন ও শ্রী। [illegible] সেন ও শ্রী। শিবরাম সেন কস্য কর্জ্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা এহালের হইয়া আপনার সরকার শ্রী। [illegible] মারফত মবলগ সিক্কা ১০০০ এক হাজার রুপাইয়া কর্জ্জ করিলাম ইহার সুদ [illegible] ১ এক পয়সা হিসাবে দিব ও ময়াদ সন ১২২০ বার সত বিশ সালের ১০ মাঘে শোধ করিব এতদর্থে মবলগ মজকুর [illegible] দস্তবদস্ত বুঝিয়া পাইয়া কর্জ্জপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২১৯ বারশঅউনিশ সাল তেরিখ ১৫ কার্ত্তিক

ইসাদী — ইসাদী — ইসাদী — ইসাদী

শ্রী রামধর্ম [illegible] — শ্রী [illegible] — শ্রী রামদেব সেন — শ্রী [illegible] সেন

সাং [illegible] — সাং [illegible] — সাং [illegible] — সাং [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৪৪]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদি ফির্দ্দ শ্রীযুতশ্যামরামববি চৌধুরী বরাবরেষু--------
লিখিতং শ্রীচন্দ্রশেখর সেন ও শ্রীরাজকিশোর সেন ও শ্রীগঙ্গানারায়ন সেন---
ও শ্রীখিত্তিনারায়ণ সেন ও শ্রীসিবচন্দ্র সেন ও শ্রীসিব নাথ সোম ফিয়ো---
কর্জপত্রমিদং কার্য্যাঞ্চাগে আমরা একাযুতি হইয়া আপনার সরফারে শ্রীরাম ---
দুর্ল্লভশরকারে মারফতে মবলক সিক্কা ১০০০ এক হাজার রূপাইয়া কর্জ করিলাম ---
ইহার মুল দরমাহা ফিশও ১ এক রূপাইয়া হিসাবে দিব ওয়াধা শন ১২২০ ---
যার শও বিশশালের ১০ মাষে শোধ করিব এই করারে মবলক মজকুর নগদ -----
দস্তবদস্ত বুঝিয়া লইয়া কর্জপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি শন ১২১৯ বারসও ইনইষ---
সাল তেরিখ--------　　　১৫ কার্ত্তিক-----

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীরামজল্লব	শ্রীবঙ্গচন্দ্র দাষ	শ্রীরামজয় ঘোশ	শ্রীকাশীনাথ ঘোষ
রক্ষীত	শাং- পং	শাং- শাহাজাদপুর	শাং- বাধনপাড়া
শাং- পাশা	সোলিমাবাদ		
[উপরে ডানে]			

শ্রীশিবনাথ সেন শ্রীশিবচন্দ্র সেন শ্রীকিত্তিনারায়ণ সেন শ্রীগঙ্কানরায়ন সেন,
শ্রীরাজকিশোর সেন শ্রীচন্দ্রশেখর সেন বং শ্রীপদ্মপ্রসাদ সেন মোক্তার
[দস্তখতসহ ছোট এক লাইন ফার্সি লেখা।]

Dhaka University Institutional Repository

[illegible]

ইয়াদিকির্দ শ্রী। শ্যাম রামরায় চৌধুরি বরাবরেষু

লিখিতং শ্রী। রামচন্দ্র ঘোষ ও শ্রী। পদ্মলোচন ঘোষ ও শ্রী। চন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
কস্য কর্জ্জপত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা কিস্তিবন্দি এক্তালুকে হইয়া আপনার
সরকারে শ্রী। রামবল্লভ [illegible] মারফতে সবনক এবং তিন সও পচিশ রূপাইয়া
লইয়া খর্চ্চ করিলাম ইহার সুদ দরমাহা মবলগ ১ এক রূপাইয়া হিসাবে দিব
ওয়াদা সন ১২২০ বাঙ্গলার চৈত্র মাসে আসল শোধ করিব এই করারে সবল
মনে নাবালগ মন্তব্যে খুসিয়া পাইয়া কর্জ্জপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২১৯ বাং
[illegible] তেরিখ —— ২০ কার্ত্তিক ——

ইসাদি —— ইসাদি —— ইসাদি ——

শ্রী রামচন্দ্র [illegible] — শ্রী। জগমোহন — শ্রী। কাশীনাথ ঘোষ — শ্রী। গঙ্গারাম [illegible]
সাং — পাবনা — সাং পানাকালিয়া — সাং — বাঘিলপাড়া — সাং পানাকালিয়া —

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৪৫]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদি কির্দ্দ শ্রীষ্যামরামরায় চৌধুরী বরাবরেষু----------

লিখিত শ্রীরামযুন্দর সেন ও শ্রীপদ্মপ্রসাদ দাস ও শ্রীচন্দ্রনারায়ণ সেন-----

কয়ো কর্জপত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা তিনজনে এক্কাযুত্তি হইয়া আপনার---

সরকারে শ্রীযুতরামদুল্লর্ভ শাহার মারফতে মবলগ ৩২৫ তিনসত্ত পচিষ রূপাইয়া----

সিক্কা কর্জ করিলাম ইহারে যুদ দরমাহা কিশও ১ এক রূপাইয়া হিশাবে দিব----

ওয়াধা শন ১২২০ বারসত্ত বিশ সালের মাঘ মাশে সোধ করিব এই কয়ারে মবলক----

মজকুর নগদ দস্তবদস্ত বুঝিয়া পাইয়া কর্জপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২১৯ বারসওে---

উনইষ সাল তেরিখ------ ২০ কার্ত্তিক-------

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীরামদুল্লভ রক্ষীত	শ্রীজগমোহ	শ্রীকাশীনাথ ঘোষ
শাং-পাশা	শাং- পনাবালিয়া	শাং- বাধনপাড়া
		শ্রীগঙ্গানারায়ণ ঘোষ
		শাং-পোনাবালিয়া
[উপরে ডানে]	শ্রীপদ্মপ্রসাদ শেন	শ্রীরামশুন্দর সেনাত
শ্রীচন্দ্রনারায়ণ সেন,		

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৪৬]

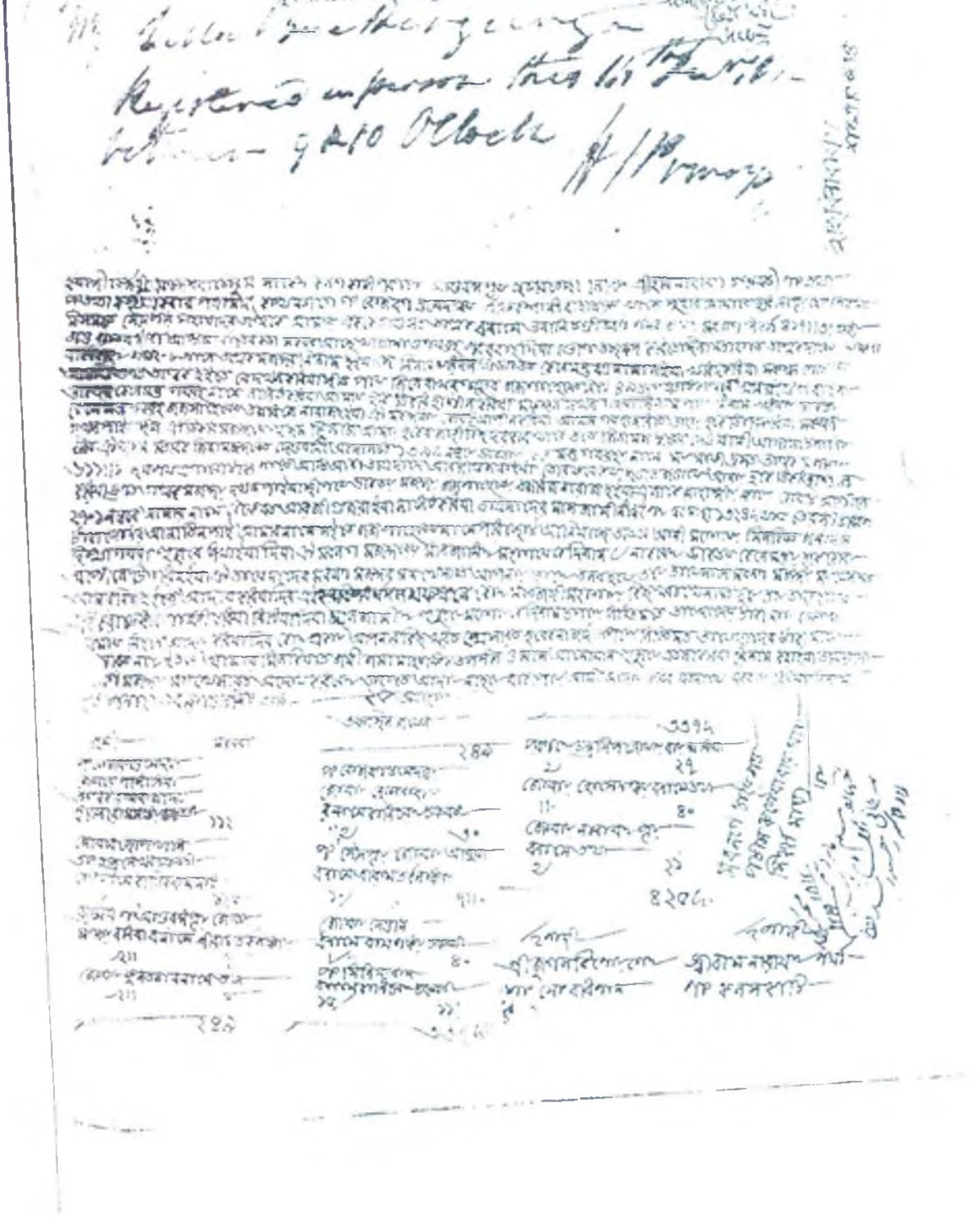

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৪৬]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদিকির্দ্দ শ্রীপ্রানকৃষ্ণরায় চৌধুরী সাকিন কলশকাঠী পরগনে আওরঙ্গপুর যুচরিতেযু- লিখিতং শ্রীহরিনারায়ণ চক্রবর্ত্তী শাং তথা পাং তথা কস্য একরার পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে পং বোজরগ উমেদপুর শ্রীযুতকমপানী বাহাদুরের খালে সুইরি জোয়ারে হরিদেবপুর হোগলবনিয়া কিলমতে সৈদপীরমাহাম্মদের তালুকে আমার একক্তেতাওসত তালুক বনামে তথাদি চণ্ডী চরন শদরজমা মবলক সিক্কা ৪১৭ চাইনও শাতর টাকা আষ্টআনাতের কড়া মফস্বর আছে খাজানা ও গয়রহ শরফদার দিয়া ভোগ দখল করিতে ছিলা মতাগেত তালুকদাররের খাজানা বাকী কারন শন ১২০৮ সালে তালুক মজকুর নিলাম হইয়াছি নিলাম খরিদার শ্রীডাকতর কেলেমন্ত বএনামা লইয়া খরিদ করিয়া মফস্বল পৌছিয়া আমাকেও শত তালুক হইতে বেদখল করিয়াছিল পরে জিলে বাখরগঞ্জের জজশাহেবের নিকট ৪৯ উনপঞ্চাশ কানুনে আরজি গুজরাইয়া ডাকতর কেলেমন্ত গয়রহ নামে নালিশ করিয়া আমার হকে ডিকরি হাসীল করিয়া মফস্বল দখল পাইয়া ছিলাম পরে নিলাম খরিদার ডাকতর কেলেমন্ত গয়রহ জজ সাহেবের তজবিজে নারাজ হইয়া ঐ মকোদ্দমা কোরট আপীল করিয়া আমার গরহাজিবিতে তাহার হকে ডিকরি করিয়া মফস্বল দখল পাইয়া ছিল ঐ ডিকরি মজকুর হুকুম ছিলজে আমার হক্কের জদি কিছু দরকার থাকে তবে জিলা মজকুরের দেওয়ানী আদালতে নালিষ করিব ঐ হুকুম মতাবক জিলা মজকুরের দেওয়ানী আদালতে ১৩৯৯ নম্বরে ডাকতার কেলেমন্ত গয়রহর নামে ময় মুলফা উসত তালুক মজকুরের ৬১১/১০ ছয়শও এগারো টাকা সাড়ে আষ্টআনা তাএদাদে আরজী গুজরাইয়া ভোগ দখলের হওয়াল জওয়াবে আমার হকে ডিকরি হাসীল করিয়া উসত তালুক মজকুর দখল পাইয়াছি পরে ডাকতর মজকুর জজ সাহেবের তজবিজে নারাজ হইয়া এলাকে জাহাঙ্গীর নগরের কোরট আপীলে ২৭০১ নম্বরে আমার নামে কৈফয়ত আরজী গুজরাইয়া নালিষ করিয়া তাএদাদের মাল জামীনী দুই সন দুই মাহা ১৩২৪ হক তেরশও চব্বিশ টাকা পোনর আনা তিন পাই আমার নামে লইতে জজসাহেবের নামে পরিছোট আসিয়াছে অতএব আমি মহাশয়ের মিলকিয়ত জমীদারী হিস্যা গয়রহ হুজুরে লিখাইয়া দিয়া ঐ মবলক মজকুরের মালজামিন মহাশয়কে নিলাম না করেন ডাকতর কেলেমন্তর হকে কোরট আপিলে ডিকরি পাইয়া ঐ তাএদাদে মবলক মজকুর ময়খেসারত আপনার স্থানে তলব হয় তার তাএদাদে মবলক মজকুর ময়খেসারত আমার নিজ হইতে আদায় করিয়া দিব এই কর বিশবর্ষদার মফস্বলে কোনমতে জদী মহাশয়ের কিছু খরচ খেসারত হয় তবে তাকেহ দিব এই করারে ধর্ম শাক্ষী করিয়া লিখিয়া দিয়া মালজামিন হুজুরে মহাশয়কে নিলাম উপরের লিখেত মতে তায়েদাদের টাকা ময় খেসারত আমার নিহাত আদায় করিয়া দিব কোন প্রকার আপনার কিছু খরচ খেসারত হবেকজদী উপরের লিখিত মত তায়েদারের টাকা সারে খেসারত না দেই তবে আমার মিলকিয়াত জমীজমা মাহাফিক তফসীল ও মাল আমোয়ান হুজুরে এতলা করিয়া নিলাম করাইয়া তাএদাদে মবলগ মজকুর ময়খেসারত আদায় করিবেন তাহাতে আদায় না হয়ে বাকী পরে আমি আদায় করিব এতদার্থে একরার লিখিয়া দিলাম ইতি শন ১২১৯ বারসত উনইষ তারিখ ২৫ আগ্রায়ণ

জমী মফস্বল তফসিল জয়েন

২৪৯

পং বোজরগওমেদপুর
জোয়ার পাঙ্গালীয়া
তালুক রামরাজাদত্ত
হাওলা রামসঙ্কর চক্রবর্ত্তী ১১২
জোয়ার ছোপখালি
তাং চন্দ্রসেখর চক্রবর্ত্তী
হাং বনামে কান্তিকরাম দাষ ১২৫

ব্রক্ষ্ম পং আওরঙ্গপুর জোয়ার
মাদাব বনিয়া বনামে শ্রীরামতর্কালঙ্কর ৭
জোয়ার ফুলতলা বনামে তথা- ৫
২৪৯

৩৩৭
পরগনে চন্দ্রদিপ জোয়ার রায় মুবিয়া
২৭
জোয়ার হোসেনপুর বনামে তথা
৪০
জোয়ার নারায়নপুর বনামে তথা
২১
৪২৫

মবলগে চারশও পচীশ রূপাইয়া বারআনা সিককা মাত্র।

পং বোজরগউমেদপুর
জোয়ার হোসনাবাদ
বনামে কালিচরণ চক্রবর্ত্তী

পঃ সেলিমপুর জোয়ার আবুয়া বনামে
শ্রীরামতর্কালঙ্কার

জোয়ার দেওনি বনামে
রামশঙ্কর চক্রবর্ত্তী ৪০
পং সিলিমাবাদ বনামে
কালিচরণ চক্রবর্ত্তী ১১
৩৩৭

[উপরে ডানে] শ্রীহরিনারায়ণরায় শর্ম্মা চক্রবর্ত্তী
ইশাদী ইশাদী
শ্রীযুগলকিশোর শেন শ্রীরামনারায়ন শর্ম্মা
শাং- মং বরিশাল শাং- কলসকাঠি

[দলিলের উপরে]
ইশাদী
শ্রীচন্দ্রমনীদাস পাঁক্দার
শাং- মং বরিশাল

[ছোট তিন লাইন ফার্সি লেখা]

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৪৭]

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৪৭]

[দলিলের উপরে দুই লাইন ইংরেজী লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।
ইয়াদী কির্দ্দ শ্রীরত্নকৃষ্ণরায় চৌধুরী বরাবরেষু----

শ্রীহরমোহন সেণষ্য কর্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আপনার সরকারে---

শ্রীকালিদাষ চক্রবর্ত্তীর মারফতে মবলগ সিকর্কা ৩৪০০ তিন হাজার চাইরসও রূপাইয়া-----

কর্জ করিলাম এহার ষুদ দরমাহা ফিসদ ১ এক টাকা হিসাবে দিব ওয়াধা লাগাএত-------

সন ১২২৫ বারসও পচিশ শালে পৌষ মাসে ময়ষুদ সোদ করিব ইতি সন ১২১৯ বারশও উনইষ

তেরিখ----　　　　৪ ভাদ্র-----

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীরামরত্ন সিংহ শাং- তেতলিয়া পং উত্তর শাহাবাজপুর	শ্রীরাজীবলোচন শর্ম্মা শাং- উত্তরশাহবাজপুর	শ্রী জীবনকৃষ্ণ শেন শাং- কোকাআইড় পং জালালপুর	শ্রীখোসালমামুদ শাং- আবদুল্লাপুর
শ্রীকালাচাঁদ ঘোষ শাং- চন্দ্রদ্বীপ	শ্রীরাধামাধব দত্ত শাং- মেগা	নিজসহী শ্রীবাখর মামুদ শাং- দাদপুর পংউত্তরশাহাবাজপুর	নিশানশাহী শ্রীপারানবাড়ি শাং- আবদুল্লাহপুর

[উপরে ডানে]

শ্রীহরমোহন সেনস্য

বং শ্রীশিবজয় শর্ম্মন

বন্দোপাধ্যায় মোক্তার

[দস্তখত সহ ফার্সি দুই লাইন লেখা]

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৪৮]

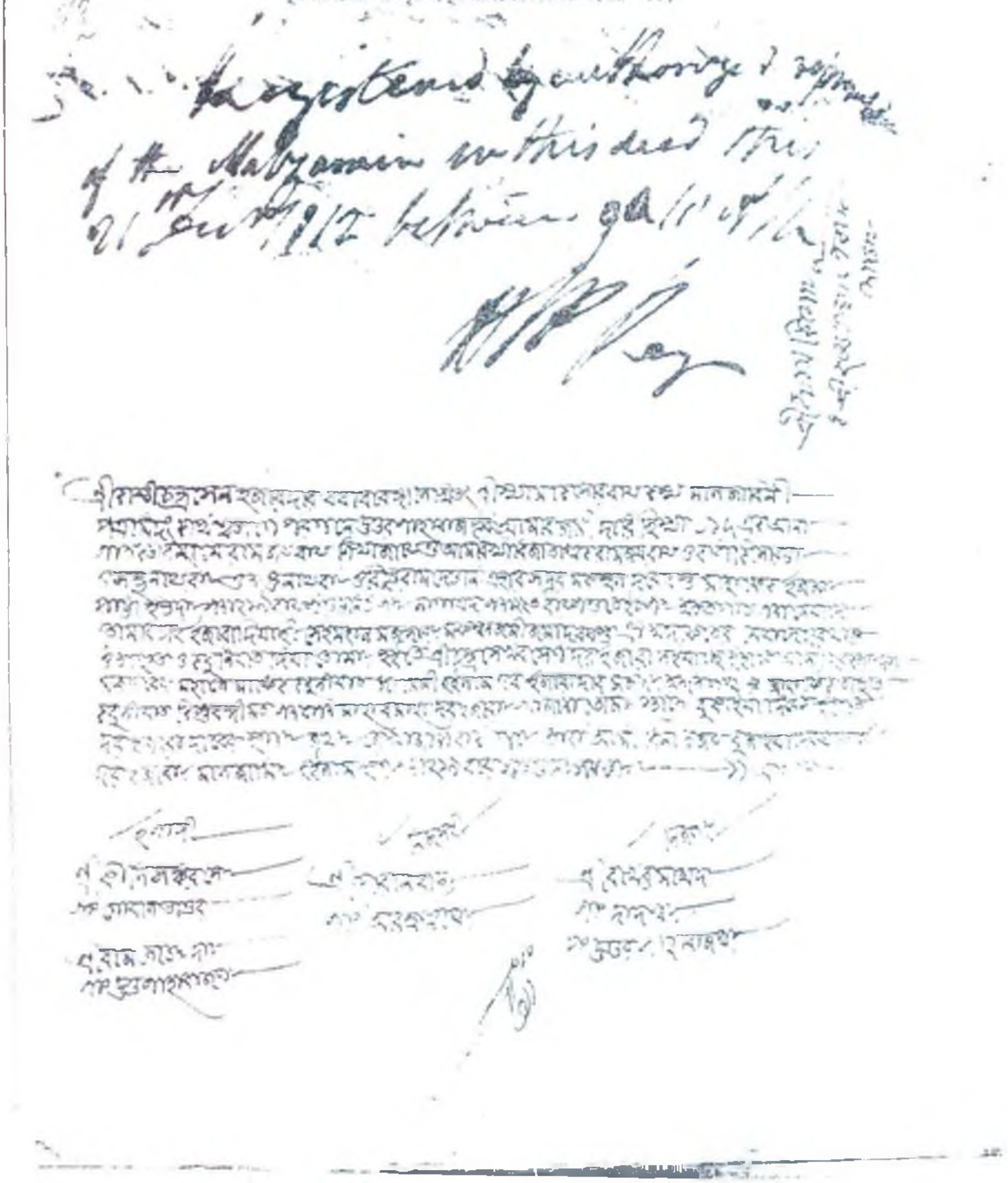

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৪৮]

[দলিলের [দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। । ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।

শ্রীকাশীচন্দ্র সেন ইজরাদার বরাবরেষু লিখিতং শ্রীশ্যামকিশোর রায় কস্য মালজাবিনী--- পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে পরগনে উত্তর শাহাবাজপুর আমার জমীদারী হিস্যা ১ এক আনা ---- সাত কড়ার নামে রামজয়রায় লিখাজায় ও আমার খারিজাতালুক রামজয় রায় ও রাধাকিসোর রায় ---ও সম্ভুনাথ রায় ও কৃষ্ণনাথ রায় ও বিষ্ণুরাম দেওান এহায় সদর মফস্বল দরেবস্ত্র মাহাফিক ইজারা--- পাট্টা ইত্তাদা শন ১২১৯ বারশও উনিশ শন লাগাএদ শন ১২২৩ বারশও তেইশ শন মুন্দত পাচ শনা মেয়াদে তোমার ঠাই ইজারা দিয়াছি সেই মহালল মজকুরের মফস্বল জমীজমা দরবস্ত ঐ মুদাফতেরমেয়াদে দরখাস্ত ও তাওত ও কবুলিয়াত দিয়া তোমার হইতে শ্রীচন্দ্রশেখর শেন দর ইজারা লইয়াছে ইহাতে আমি দর ইজারাদার মজকুরের মহালে মাফিক কবুলিয়ত জামিনি হইলাম দর ইজারাদার মুর্দ্দত পত্র ও মাহাফিক তাহুত কবুলীয়ত কিস্তবদীমত শনবসন মাহাবমাহা দরইজারা খাজানা তোমার স্থানে বুঝাইয়া দিবেক ইহাতে দর ইজারাদারের স্থানে জখন জে খাজানা বাকী পরে তাহা আমি বিনা উজর বুঝাইয়া দিব এদদার্থে দর ইজারার মালজামিন হইলাম শন ১২১৯ বারসও উনিশ তেরিখ-------- ১১ আষাড়-------

ইশাদী	নিজসহী	নিজসহী
শ্রীকালিসঙ্কর সেন	শ্রীপরান রাড়ী	শ্রীবাখরমামুদ
শাং- গোয়লভাওর	পং- আবদুল্লাপুর	শাং- দাদপুর
		পং উত্তর শাহাবাজপুর
শ্রীরামলোচন দাষ	[উপরে ডানে]	
পং উত্তর শাহবাজপুর	শ্রীশ্যামকিশোর	
	বং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়	
	মোক্তার	

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৪৯]

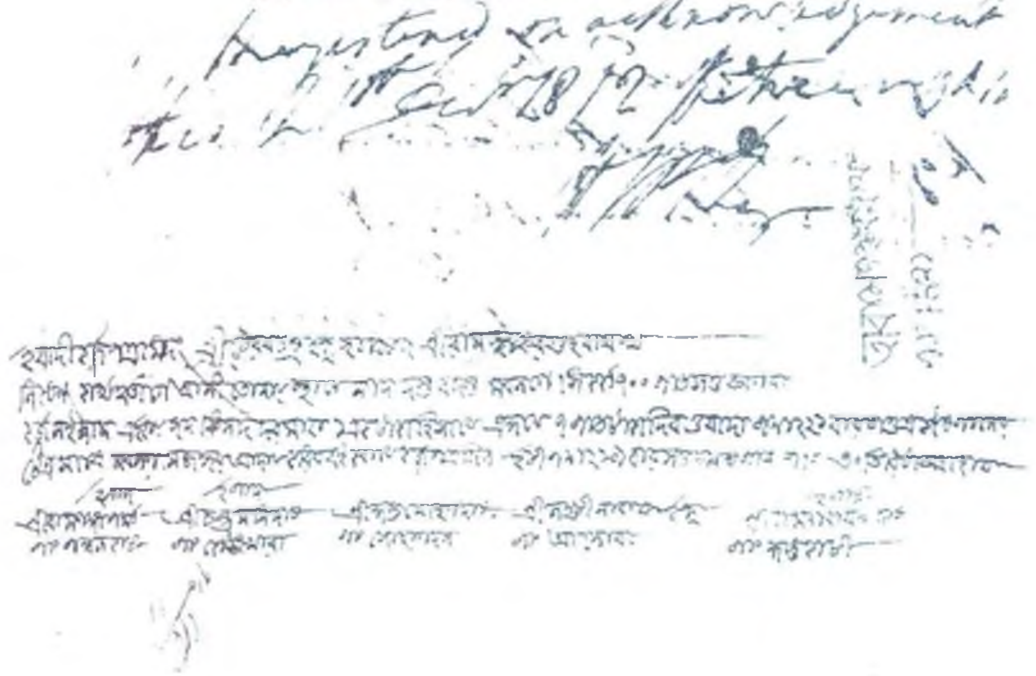

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৪৯]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। । ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।

ইয়াদী কির্দ্দ শ্রীভৈরবচন্দ্রইন্দু যুচরিতেষু শ্রীরামষ্ণুলঙ্করগুহরায়স্য-----

লিখিতং কার্য্যঞ্চাগে আমি তোমার স্থানে নগদ দস্তবদস্ত মবলগে সিক্কা ৭০০ শাতসও রূপাইয়া--- কর্জ লইলাম এই হায় যুদ কিসদ দরমাহা ১ এক টাকা হিসাবে একুলে ৭ সাত টাকা দিব ওয়াদা শন ১২২১ বারসও একুইশ শালের চৈত্র মাষে মবলগ মজকুর আদায় করিব এই কন্নায়ে কর্জপত্র দিল ইতী শন ১২১৯ বারসও উনিশ সাল তাং ৩০ তিরিষা

অগ্রহায়ণ--------

ইশাদী
শ্রীরামগঙ্গা শর্ম্মা
শাং- শম্বনকাঠী

ইশাদী
শ্রীচন্দ্রমনি দাষ
শাং- কোড়ীখাড়া

ইশাদী
শ্রীকৃষ্ণমোহান দাস
শাং সোহাগদল

শ্রীকৃষ্ণমোহন দাস
শাং- সোহাগদল

শ্রী লক্ষীনারায়ণ ইন্দু
শাং- আসোয়া

ইশাদী
শ্রীরামনারায়ণ দাষ
শাং- কৃষ্ণকাঠী

[উপরে ডানে] শ্রীরামলঙ্কর রায়
শাং বিন্না

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৫০]

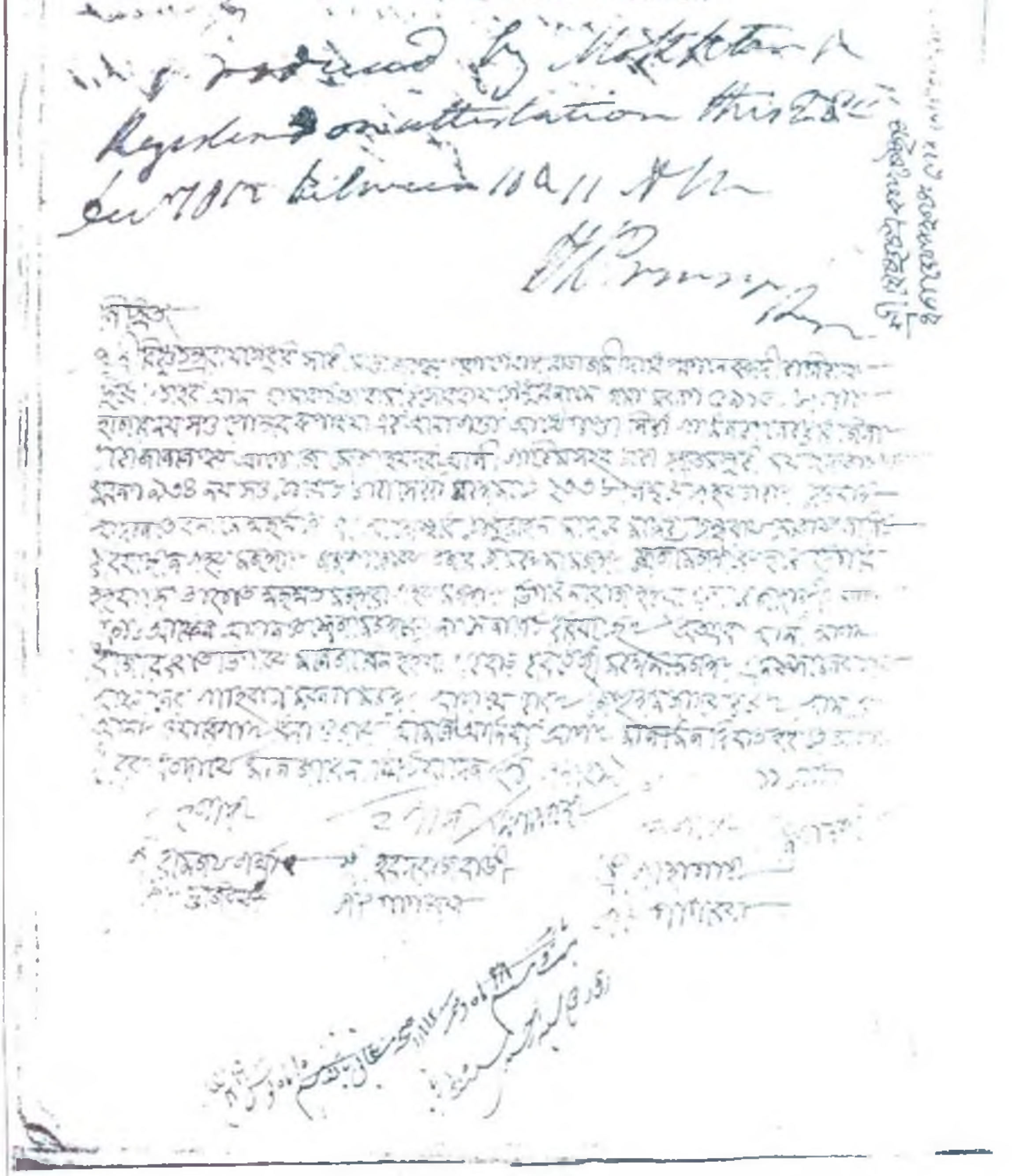

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৫০]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। । ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।

লিখিতং------

শ্রীবিষ্ণুচন্দ্ররায় চৌধুরী সাকীম উজিরপুর পরগনে বাঙ্গরোড়া জমীদারী পরগনে রত্নদীকালিকাপুর হিস্যে.... চাইর আনি আমার পিতা রামকিশোররায় চৌধুরী নামে জমা মবলগ ৫৯১৫ পাচ হাজার নয়সও পোন্দর রূপাইয়া এক আনা শওা গন্ডা আষ্টগন্ডা সিককা শামিল কালেকটরি জিলা ঢাকা জালালপুর আগে জে মৌজা হয়দর আলী সাকিম শহর ঢাকা কর্জতমসুকী নয়নুদ তায়েদাদ মবলগ ৯৩৪ নয় সও চৌত্রিষ টাকা সিককা মকর্দ্দমাতে ২৩৩৮৭ নম্বরে শহর ঢাকার দেওয়ানী আদালতে বনামে মুর্ছমতে শ্রীআন্দেস্বরি চৌধুরাইন মাদরে মানিক্যচন্দ্র রায় মোতাফা নালিষ করিয়াছিল শহর মজকুরের জজ সাহেবের তজবিজে মকদ্দর্মা মজকুর ম্রোজা মজকুরের হকে ডিগরি হইয়াছে তাহাতে মুছম্মত মজকুয়েন্ন শহর মজকুয়েন্ন ডিগরি নারাজ হইয়া এলাকে জাহাঙ্গীর নগর ক্রোটী আফিল আদালতে ম্রোজা মজকুরের নামে নালিষ করিয়াছে অতএব আমি আপন রাজী রকমতে ডিগরির মলি জামিন হইয়া একরাড় করিতেছি মকর্দ্দমা মজকুর এ লকসানের পর আফীলের শাহেবান মবলগ মজকুর আদায় করেন জেওকুম ছাদর করেন আমি ও আমার ওয়ারীশান বিনা ওজরে আমলে আনিয়া আপন মাল মিলকিয়াত হইতে আদায় করিব এতদার্থে মালজামিনী লিখিয়া দিল ইতি শন ১২১৯ তে----

১১- পৌষ-------

ইশাদী	ইশাদী /নিশানসহী	ইশাদী /নিশানসহী
শ্রীরামজয় শর্ম্মা	শ্রীনুরদরাজরাড়ী	শ্রীশাহাগাজী
শাং- উজিরপুর	শাং- গাগরিয়া	শাং- গাগরিয়া

[উপরে ডানে]
শ্রীবিষ্ণুচন্দ্ররায় চৌধুরী
বং শ্রীকেবলকৃষ্ণ সেন মোক্তার

[ছোট দুই লাইন ফার্সি লেখা।

Dhaka University Institutional Repository

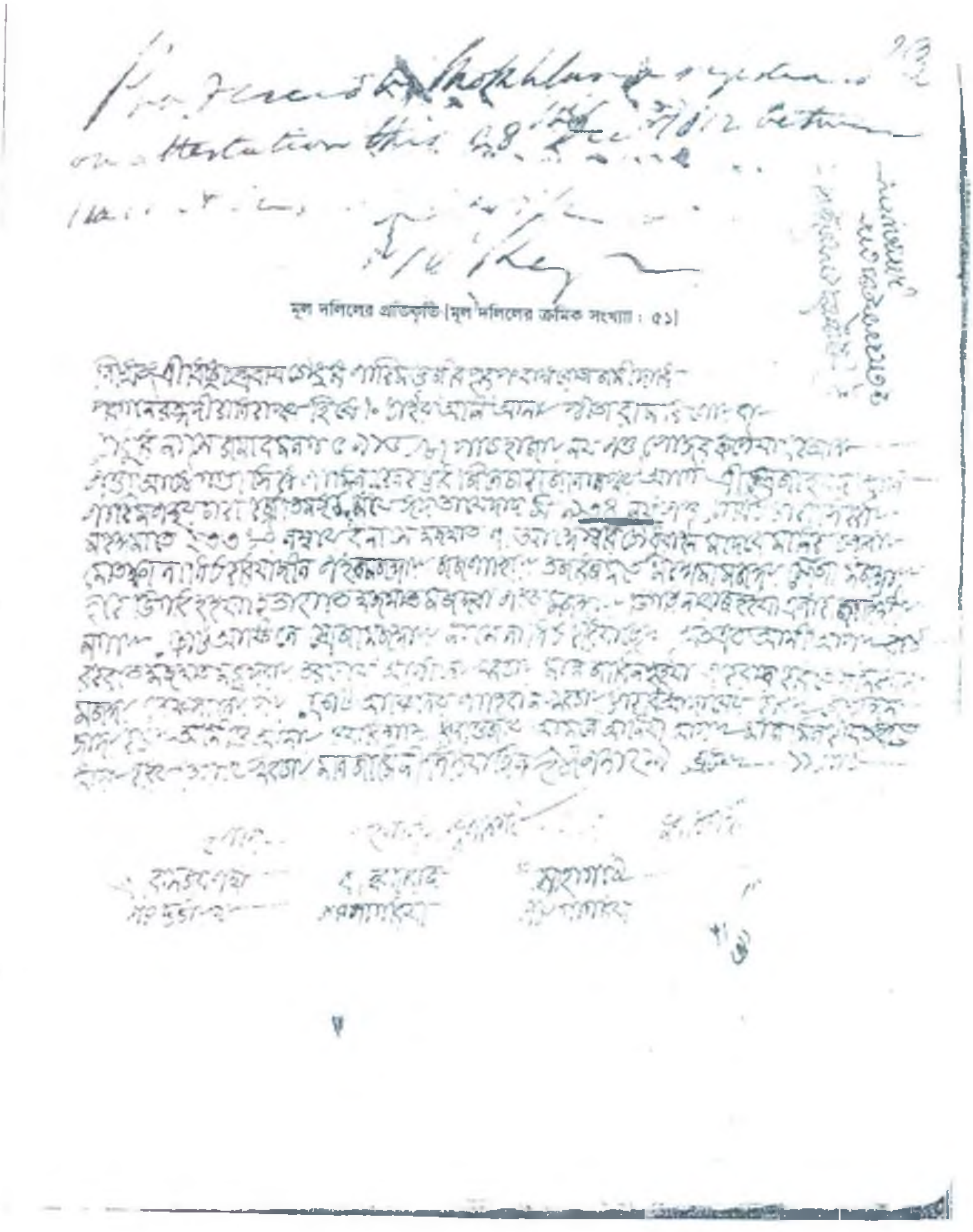

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৫১]

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৫১]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। । ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর ।]

লিখিতং শ্রীবিষ্ণুচন্দ্ররায় চৌধুরী সাকিম উজিরপুর পং বাঙ্গরোড়া জমীদারি----
পরগনে রত্নদীকালিকাপুর হিস্যে ঢাইর আনী আমার পিতা রামকিশোররায়---
চৌধুরী নামে জমা মবলগে ৫৯১৫ পাচ হাজার নয়সও পান্দর রূপাইয়া এক আনা---
সোয়া আষ্ট গন্ডা সির্স্তা সামিল কালেকটরি জিলে ঢাকা জালালপুর আগে শ্রীম্রেজাহয়দ আলী সাকিম শহর ঢাকা ৰ্ফজ তমষুকী ময়েয়ুদ তায়েদাদ নং ৯৩৪ নয়শত চৌত্রিশ ঢাকা সিক্কার মকদ্দমাতে ২৩৩৮৭ নম্বরে বনামে মছম্মাত শ্রীআন্দেশ্বরীচৌধুরাইন মাদরে মানিক্য চন্দ্ররায় মোতফা নালিষ করিয়াছিল শহর মজকুরের জজ সাহেবের ও তজবিজমতে মকদ্দমা মজকুর ম্রেজা মজকুরার হকে ডিগরি হইয়াছে তাহাতে মুছমাত মজকুরা শহর মজকুয়ার ডিগরি নারাজ হইয়া এলাকা জাহাঙ্গীর নগরের ক্রোট আফিলে আদালত ম্রেজা মজকুরের নামে নালিষ করিয়াছেন অতএব আমী আপন রাজী রকবতে মছম্মাত মজকুরেরর তরপের আপীলের খরচার মালজাবিন হইয়া একরার করিতেছি মকৰ্দ্দমা মজকুর ইনক সালের পর ক্রোট আফীলের শাহেবান খরচার টাকা আদায়ের কারণ জেহুকুম হাদর করেন আমি ও আমার ওয়ারিশান বিনাওজারের আমলে আনিয়া আপন মাজমিয়কিয়ত হইতে আদায় করিব এতদার্থে খরচার মালজাবিনীল ইতি শন ১২১৯ তেরিখ------ ১১ পৌষ

ইশাদী	ইশাদী /নিসানশহী	ইশাদী/ নিসানশহী
শ্রীরামজয় শর্মা	শ্রীনুরদারাজ	শ্রীসাহা গাজী
শাং- উজীরপুর	শাং গাগরিয়া	শাং- গাগরিয়া

[উপরে ডানে] শ্রীবিষ্ণুচন্দ্ররাম চৌধুরী
বং শ্রীকেবলকৃষ্ণ শেন মোক্তার

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৫২]

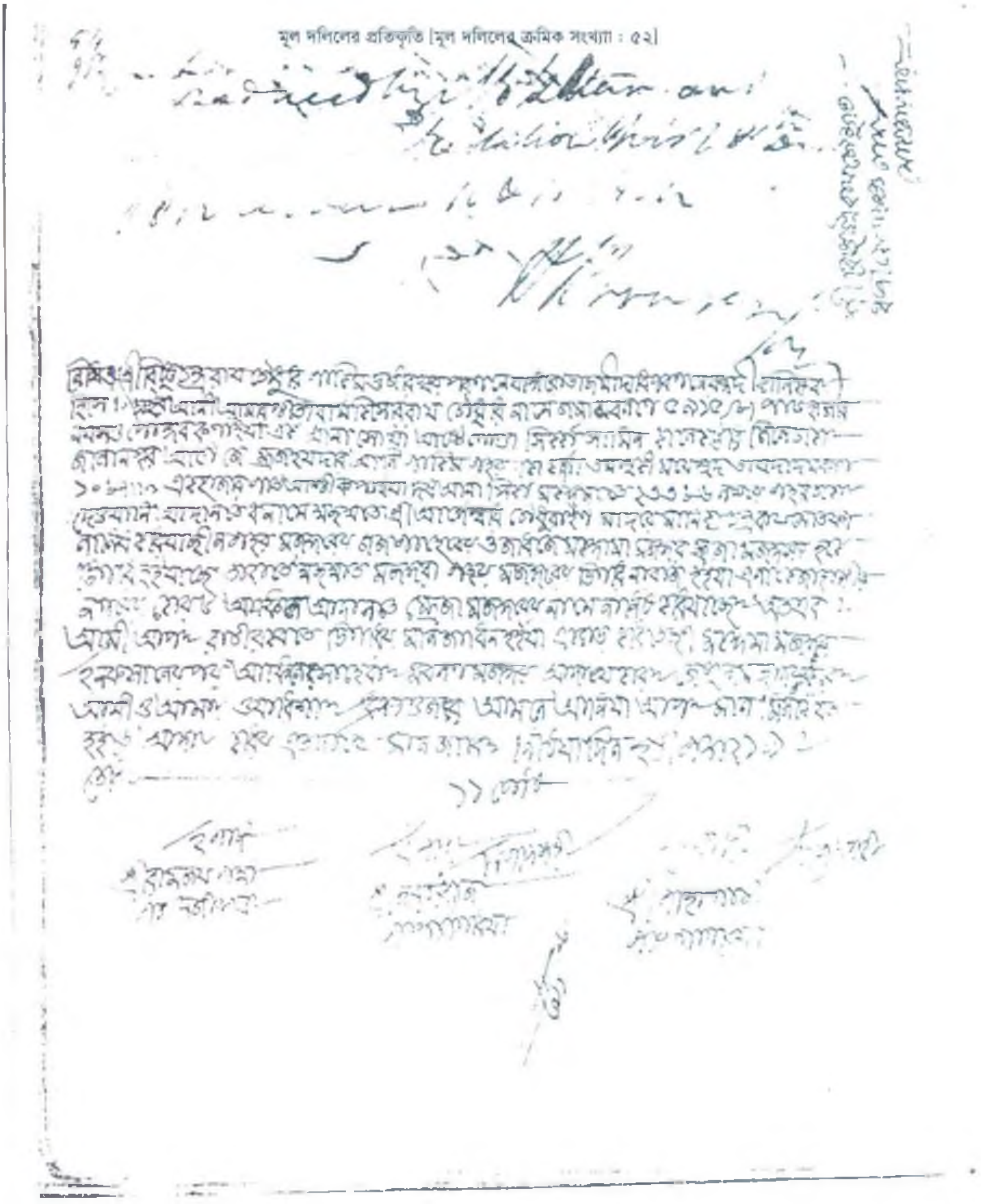

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যাঃ ৫২]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। । ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

লিখিতং শ্রীবিষ্ণুচন্দ্ররায় চৌধুরী সাকিম উজিরপুর পরগনা বাঙ্গরোড়া জমীদারি----

পরগনে রত্নদীকালিকাপুর হিস্যে   চাইর আনী আমার পিতা রামকিশোররায়---

চৌধুরী নামে জমা মবলগে ৫৯১৫   পাচ হাজার নয়সও পান্দর রূপাইয়া এক আনা---

সোয়া আষ্ট গোন্ডা সিক্কা সামিল কালেক্টরি জিলে ঢাকা জালালপুর আগে শ্রীম্রেজাহয়দার আলী সাকিম শহর ঢাকা কর্জ তমস্বুকী ময়েষুদ তায়েদাদ মবলক ১০৮৭ একহাজার শাতআশী রূপাইয়া দষ আনা সিক্কা মকদ্দমাতে ২৩৩৮৬ নম্বরে শহর ঢাকার দেওয়ানি আদালতে বনামে মছম্মাত শ্রীআদ্দেশ্বরী চৌধুরাইন মাদরে মানিক্য চন্দ্ররায় মোতফা নালিষ করিয়াছিল শহর মজকুরের জজ সাহেবের তজবিজে মকদ্দর্মা মজকুর ম্রেজা মজকুরার হকে ডিগরি হইয়াছে তাহাতে মুছম্মাত মজকুরা শহর মজকুরার ডিগরি নারাজ হইয়া এলাকে জাহাঙ্গীর নগরের ক্রোর্ট আফিলে আদালতে ম্রেজা মজকুরের নামে নালিষ করিয়াছেন অতএব আমী আপন রাজী রকবতে ডিগরির মালজাবিন হইয়া একরাড় করিতেছি মকর্দ্দমা মজকুর ইনক সালের পর আফীলের শাহেবান মবলগ মজকুর আদায়ে র কারন যে হুকুম ছাদর করেন আমি ও আমার ওয়ারীশান বিনা ওজরে আমলে আনিয়া আপন মাল মিলকিয়াত হইতে আদায় করিব এতদার্থে মালজাবিন লিখিয়া দিল ইতি শন ১২১৯ তেরিখ --

১১-   পৌষ-------

ইশাদী	ইশাদী /নিসানশহী	ইশাদী/ নিসানশহী
শ্রীরামজয় শর্মা	শ্রীনুরদারাজ	শ্রীসাহা গাজী
শাং- উজীরপুর	শাং গাগরিয়া	শাং- গাগরিয়া

[উপরে ডানে] শ্রীবিষ্ণুচন্দ্ররাম চৌধুরী

বং শ্রীকেবলকৃষ্ণ শেন মোক্তার

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৫৩]

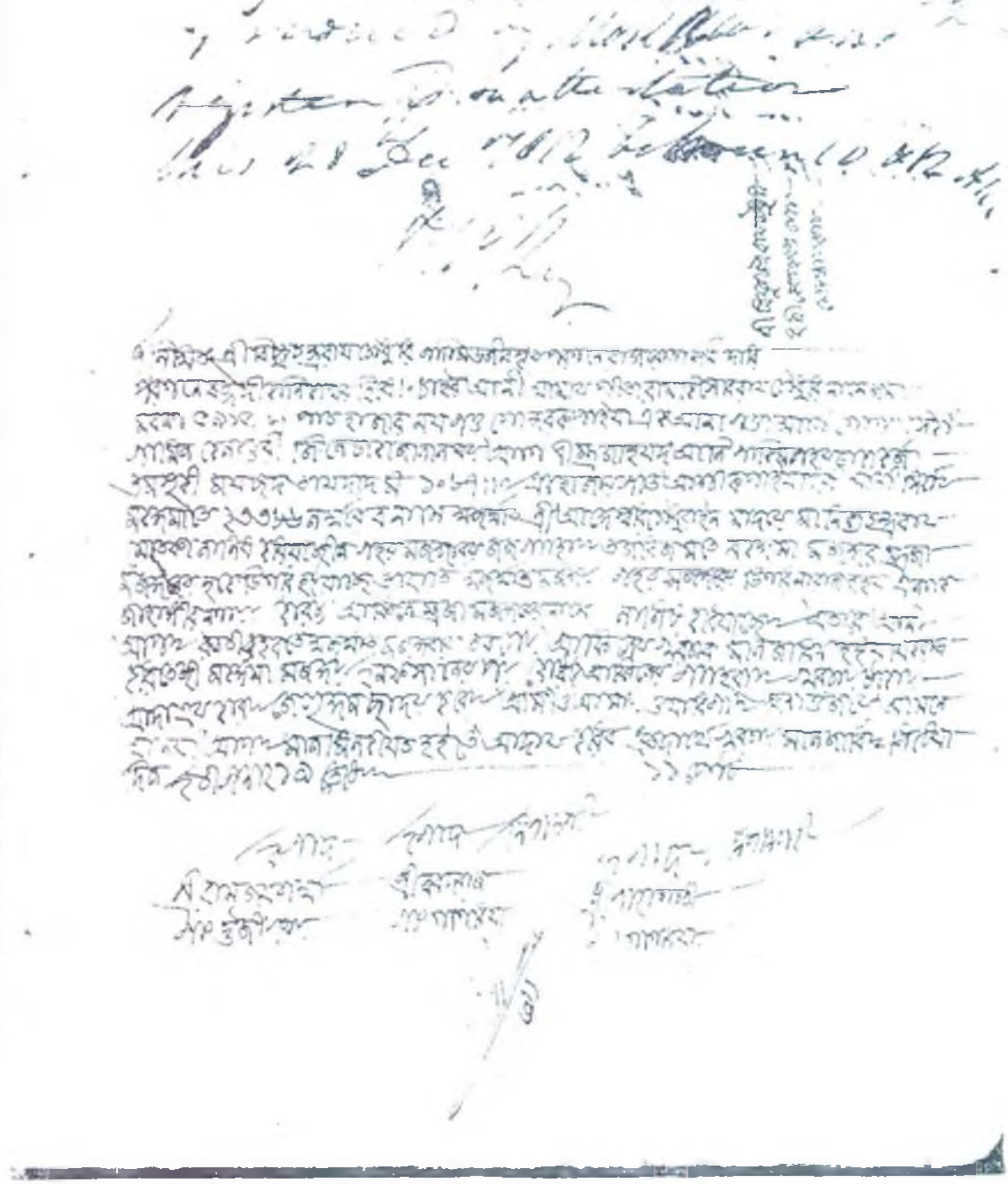

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যাঃ৫৩]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। । ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।

৭ লিখিতং শ্রীবিষ্ণুচন্দ্ররায় চৌধুরী সাকিম উজীরপুর পরগনে বাঙ্গরোড়া জমীদারী----
পরগনে রত্নদী কালিকাপুর হিস্যে চাইর আনী আমার পিতা রামকিশোররায় চৌধুরী নামে জমা মবলগে ৫৯১৫ পাঁচ হাজার নয়শও পোন্দর রুপাইয়া এক আনা সোয়া আস্টে গোন্ডা সির্কা সামিল কালেক্টরী জিলে ঢাকা জালালপুর আগে শ্রীব্রজহয়দার আলী সাকিম শহর ঢাকা কর্জা তমসুকী ময়েযুদ তায়াদাদ মং১০৮৭ এক হাজার শাত আশী রুপাইয়া দশ আনা সিকর্কা মকর্দ্দমাতে ২৩৩৮৬ নম্বরে শহর ঢাকার দেওয়ানী আদালতে বনামে মুছম্মতে শ্রীআদ্দেশ্বরি শ্রীরিচৌধুরাইন মাদরে মানিক্যচন্দ্র রায় মোতফা নালীশ করিয়াছিল শহর মজকুরের জজ শাহেবের তজবিজে মকর্দ্দমা মজকুর ম্রজা মজকুরের হক্কে ডিগরি হইয়াছে তাহাতে মুছম্মাত মজকুরী শহর মজকুরের ডিগরী নারাজ হইয়া এলাকে জাহাঙ্গীর নগরের কোরট আফিলে ম্রেজা মজকুরের নামে নালিষ করিয়াছে অতএব আমি আপনার রাজী রগবতে মুছম্মাত মজকুরার তরফের আফিলেরইয়া একরাড় করিতেছি মকর্দ্দমা মজকুর ইনকসালের পর আফীলের সাহিবান মবলগ মজকুর আদায়ে করেন। জে হুজুম ছাদর করেন আমি ও আমার ওয়ারিশান বিনাওজরে আমলে আনিয়া আপন মালমিলকিয়ত হইতে আদায় করিব এতদার্থে মালজাবিন লিখিয়া দিল ইতি শন ১২১৯ তেরিখ- ১১ পৌষ

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীরামজয় শর্ম্মা	শ্রীনুরদরাজ	নিসানশহী
শাং- উজিরপুর	শাং-গাগরিয়া	শ্রীশাহা গাজী
		শাং- গাগরিয়া

[উপরে ডানে]

শ্রীবিষ্ণুচন্দ্ররায় চৌধুরী

বং শ্রীকেবলকৃষ্ণ শেন

মোক্তার কাম-

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৫৪]

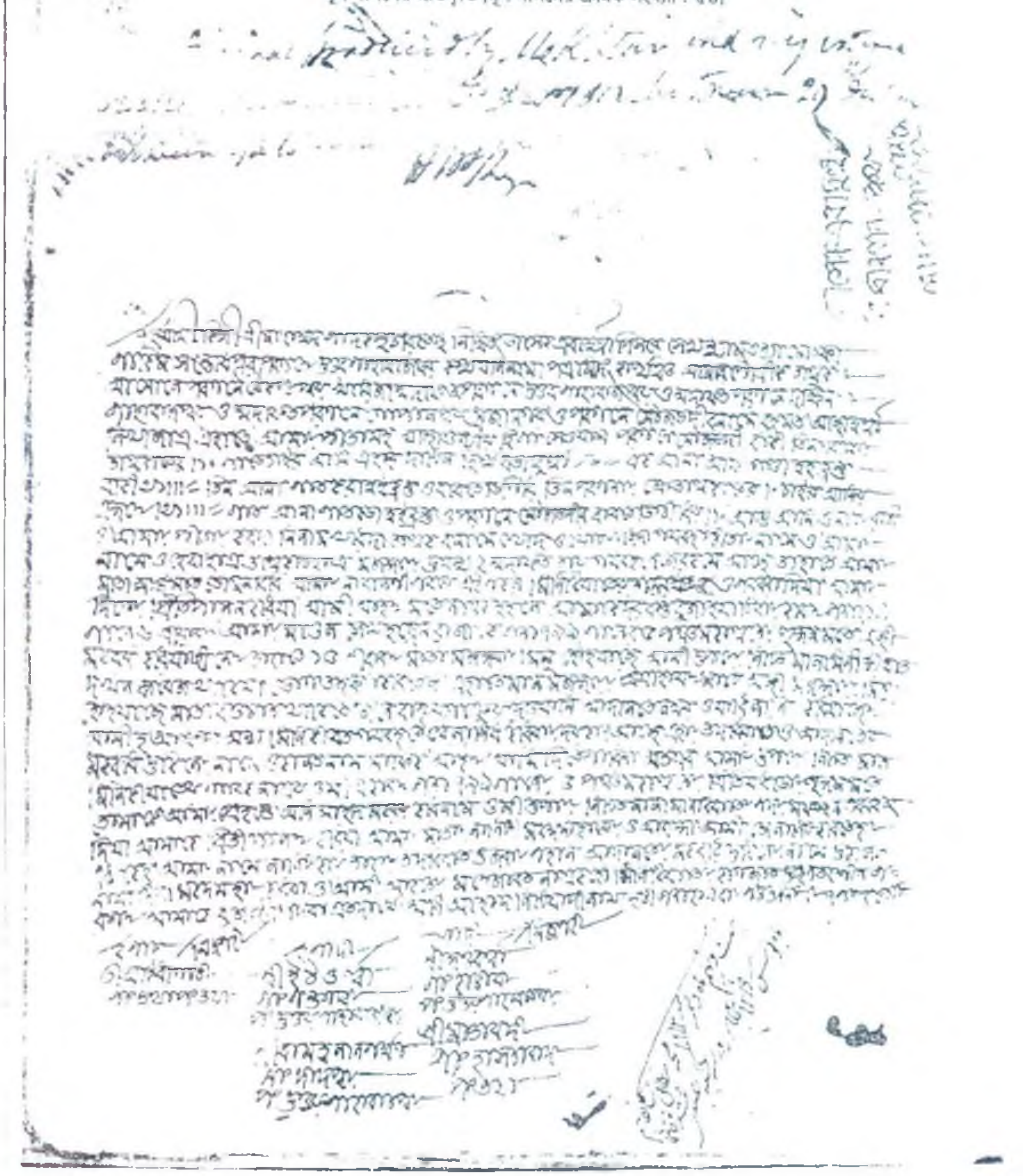

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৫৪]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। । ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।

৭ ইয়াদী কির্দ্দ শ্রীমাহাম্মদসাদক সুচরিতেষু-

লিখিতং শ্রীশেকএবাদুল্লা পিসরে সেকন্যামওল্যামোতফা সাকি সন্তোষপুর পরগনে উত্তর শাহাবাজপুর কস্য য়লিনামা পত্রমিদং কার্যঞ্চ আমার পৌত্রিক তালুক আমোলে পরগনে বেকন্ঠপুর খারিজা মুদাফত পরগনে উত্তর শাহাবাজপুর ও মুদাফতপরগনে দক্ষিণ শাহাবাজপুর মুদাফত পরগনে গোপালপুর ব্রেজা নগর ও পরানে মৌজড়েদী বনামে রহমত আছানদুল্লা লিখা জাত্র এহাতে আমার পিতামহ আছাওল্যার হিসা সেওয়াত্র পরগনে মৌজুড়া বাকী তিনপরগনার তালুকাতের ১১০ সারে চাইর আনি এহার দাখিল হিস্যা এক আনা আষ্ট গন্ডা দুই কান্ত বাবতে ডিগরি তিন পরগনার শ্রীতালুকাতে ৭০ চাইর আনির একুলে ৯১।। সাত আনা সাতকড়া দুই ক্রান্ত বাকী তিনতগনাশাতকড় দুই ক্রান্ত বাবতে ডিকরি ও পরগনে মৌজদ্দীর আষ্ট আনি ওলাখেয়াজী ও আমার পিতার কয়দা নিলাম খরিদা তালুক বনামে খোদ ও খোষ খারিদা গয়হয় পীতার নামে ও আমার নামে ও হেবাহাত্র তালুকাত হাত্রমজকুরের উঘন্য ২ মুদাফত হায় গয়বহ জেজে বকমে আছে তাহাতে আমার ম্যা মুছমাতডোমলবিবি আমার নাবালগী শবরে এই নকল মিলিকয়াতের শমর হুকুম ও শরবরাদিয়া আমার দিগের প্রিতিপালন করিয়া আমী আইন মতে না এক হইলে আমাকে দরবস্ত বুঝাইয়া দিবায় কারণ শন ১২১৯ সালে শ্রীরাসন আমার মাওল সেখ হছেন রাজাকে শন ১৭৯৯ সালের ও পঞ্চশ কান্দুনের হুকুমতে অছী মকবর করিয়াছিলেন তাহাতে ১৫ শ্রীরাবন মাতা মজকুরা মৃত্যু হোইয়াছে আমি উপরের মালমিলকীয়াত দখল কারেজ থাকিয়া ভোগ তছরুপ করিতেছি এহাতে মাল মজকুরের অগ্রাহায়ন মাষে অছী মজকুরের মিত্ত্ব হইয়াছে মাতা বর্তমান থাকিতে জিলে বাখরগঞ্জের দেওয়ানি আদালতে নম্বর ওয়ারি নালিষ করিয়াছেন। আমী ২ আত্রন্দা অদ্য মিলিকীয়ত গহরহ জেন্যে নালিষ করিবার দরকার আছে এহয় তদবিরবাতে ও আদালতের মকবরি উকিলের নামে ওকালত নাম মাফিক আইন আমি দিতে পারিনা অতএব আমার উপরের লিখিত মাল মিনিকীয়াতের সাবেক নাএবমী তুমি এ কারণ শন ১৭৯৯ শালে ৫ পঞ্চম কালগুনের ত্রিতিসধারার ধরোব হুকুম মতে তোমাকে আমার প্রেহস্তে অনিআহাদ মকবর করিলাম তুমী উপরের লিখিত মালমিলকিয়াতের মদর মফস্বল শরবরাহ দিয়া আমাকে পিতী পালন করিয়া আমার মাতায় নালিষী মকর্দ্দমা হায়ের ও আএন্দা আমী জে নালিষ করিতেছে এবং কেহ আমায় নামে নালিষ করে তাহার তদবিরাত ও জবাব শহাল আদালতের মকবরি উকিলের নামে উকীলত নামাদিয়া মদেমহা করিবা ও আমী আইনের মতে জাযত না একহৌ মিলিকিয়াতের কাগজাত উছল তহশীল বাদ শন আমাকে বুজাইয়া দিবা এতদার্থে অলি আহাদ লিখিয়া দিলাম ইতী শন ১২১৯ বারসও উনবিষ শাতই পৌষ।

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীআইব গোজী	শ্রীইজওল্যা	শ্রীকুদরল্লা নিজশাহী
শাং- তথাপংতমা	শাং- শন্তশপুর	শাং কাটীয়া
	পং ভয় শাহাবাজাপুর	পং উত্তরশাহাবাজপুর
উপরে ডানে	শ্রীয়ামদুলাল শর্ম্মন	শ্রীমাতাবদী
	শাং- উত্তরশাহাবাজপুর	শাং-হাসনাবাদ
		পং তথা
শ্রীসেক এবাদুল্ল্যা		উপরে দুই লাইন ফার্সি
বং শ্রীকালিশঙ্কর শেন		লেখা

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৫৫]

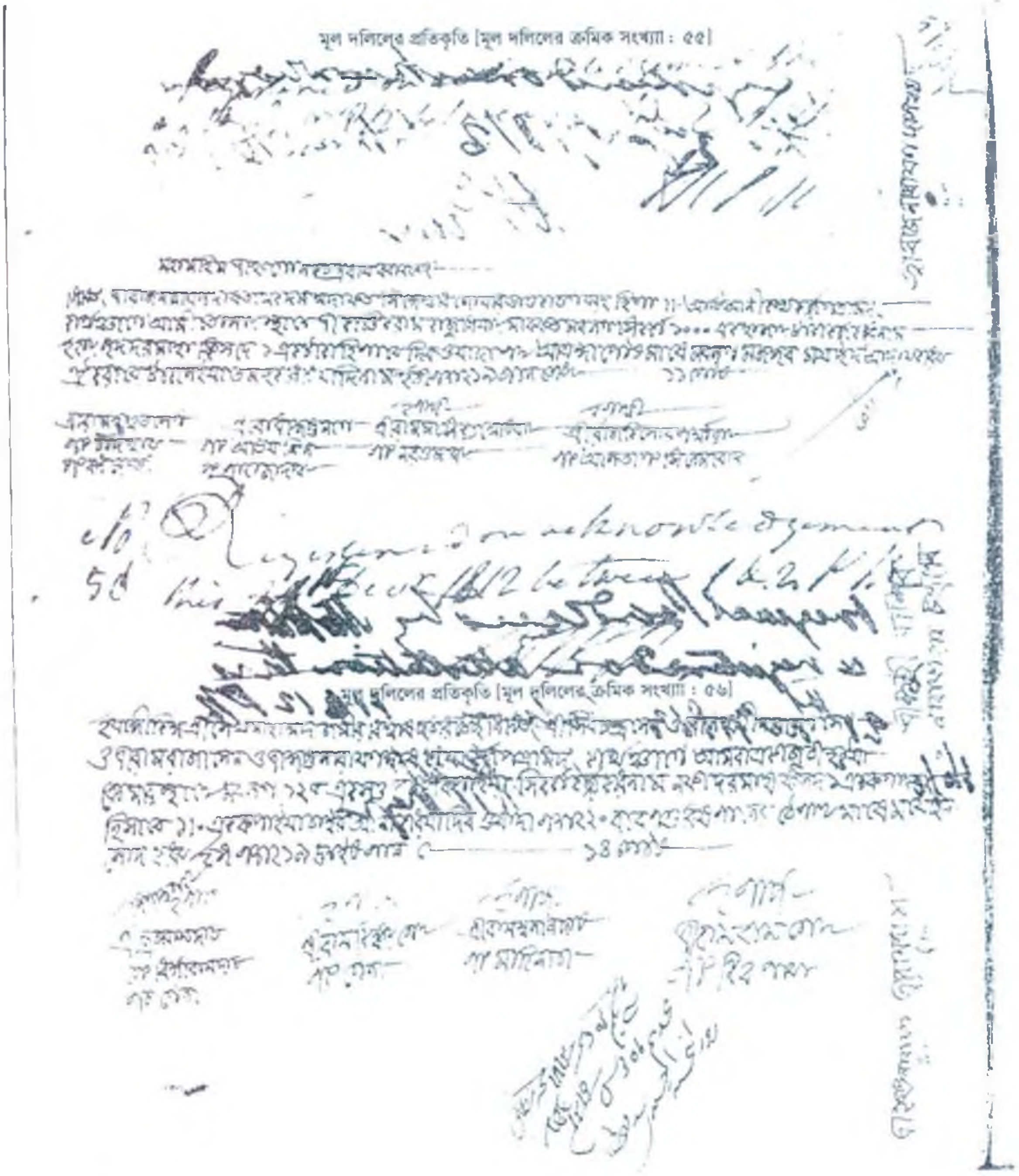

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৫৬]

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৫৫]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। । ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।

মহামহিম শ্রয়ুিতগোলকচন্দ্ররায় বরাবরেষু-

লিখিতং শ্রীরাজনারায় দাষ তালুকদার মুদাফত সির্দ্দেস্বরি জোয়ার ডাওকাওগয়রহ হিশ্যা। আষ্ট আগী কস্য কর্জপত্রমিদং কার্য্যাঞ্চগে আমী তোমায় স্থানে শ্রীফাত্তিকরাম কাজুনিয়াও মায়ফত মবলগ সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকা কর্জ করিলাম ইহায় যুদদরমাহা ফিসদে ১ এক টাকা হিসাবে দিয ওয়াদা শুদ আত্রন্দা পৌষ মাহে মবলগ মজকুর ময়যুদ আদায় করিব এই কয়ারে টাকা লইয়া তমযুক লিখিয়া দিলাম ইতী শন ১২১৯ সাল তেরিখ ১১ পৌষ-

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীরামদুল্লভ সেন	শ্রীরাধাকৃষ্ণ নাগ	শ্রীরামমানিক্যঘোষ রায়
শাং-চানপুর	শাং- আড়য়ানিল	শাং- নরওমপুর
পং- মসরোড়া	পং শাহবাজপুর	

ইশাদী

শ্রীরাজকিসোরশর্ম্মা রায়

শাং- আলতা পং সিলেমাবাদ

উপরে ডানে

শ্রীরাজনারায়ন দাসকস্য

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৫৬]

[দলিলের উপরে দুই লাইন ইংরেজী লেখা। ব্রিটিশ প্রশাসকের স্বাক্ষর।

ইয়াদী কির্দ্দ শ্রীসেখমাহাম্মদজমীর বিশ্বাষ শুচরিতেষু

লিখিতং শ্রীসিবচন্দ্র সেন ও শ্রীলক্ষীনারায় সেন ও শ্রীরামরাজা সেন ও শ্রীকৃষ্ণনারায়ন দাষ কায়া কর্জ পত্রমিদং কার্য্যাঞ্চাগে আমরা একজুতী হইয়া তোমার স্থানে মবলগ ১২৫ একশও পচিস রূপাইয়া সিক্কা কর্জ করিলাম রফা দরমাহা ফিসদ ১ এক রূপাইয়া হিসাবে ১ এক রূপাইয়া চাইর আনা করিয়া দিয ওয়াধা শন ১২২০ বায়শও বিষ শালের বৈশাখ মাহে মায়যুদ শোদ করিব ইতি শন ১২১৯ উনইষ শাল ১৪ পৌষ

নিশানসহী	ইশাদী	ইশাদী
ইশাদী		
শ্রীব্রজারাম দাষ	শ্রীরামকিঙ্কর শেন	শ্রীরামদুলাল দাষ
পেং- বিন্দারাম দাষ	শাং- গৈলা	শাং- মাহিলারা
শাং- গৈলা		
ইশাদী		
শ্রীরামরাম শেন	আড়াআড়ী	শ্রীরামরাজ শেন
শাং- বিবশায়া		

উপরে ডানে

শ্রীলক্ষী

শ্রীশিবনারায়নচন্দ্র সেষ

ছোট তিন লাইন ফার্সি লেখ।

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা: ৫৭]

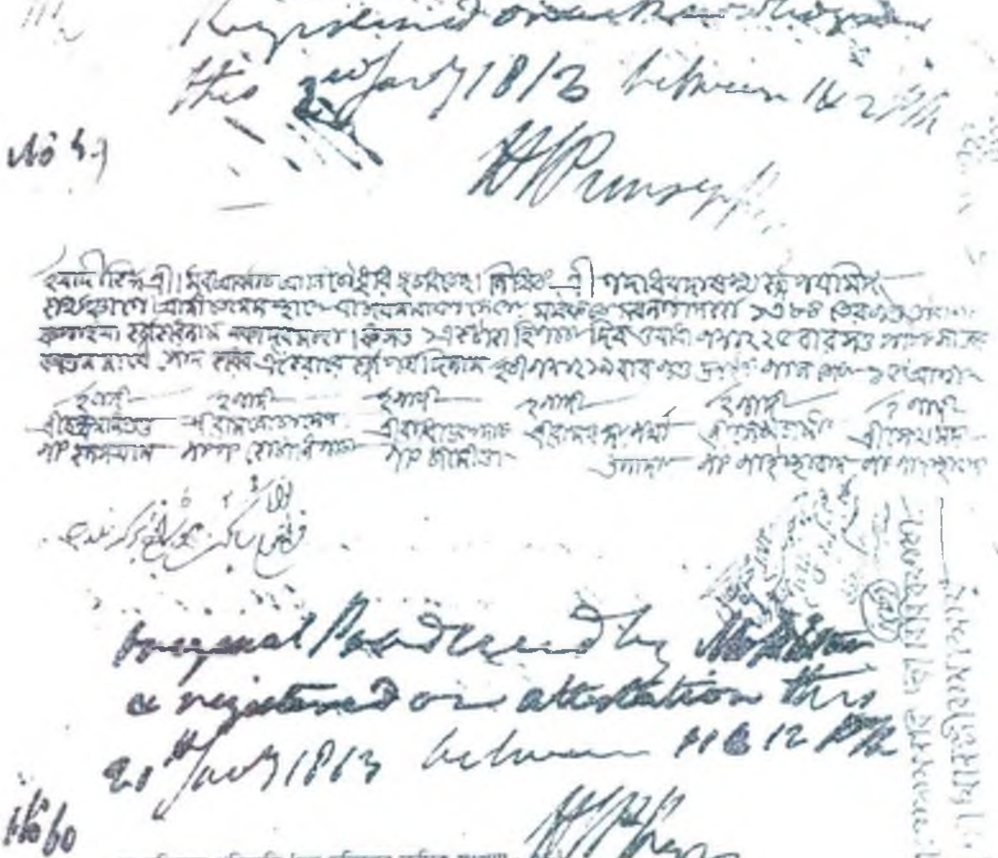

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা: ৫৮]

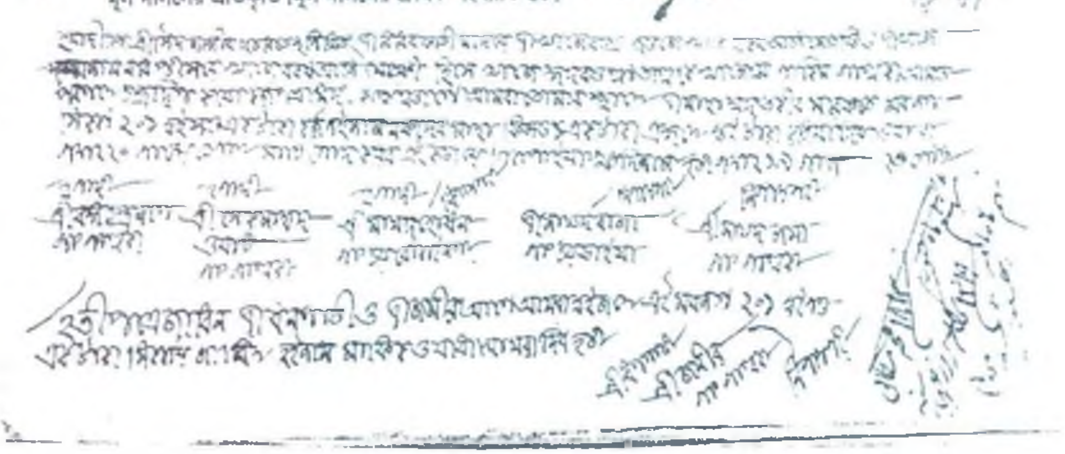

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৫৭]

[দলিলের উপরে দুই লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ]জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।

ইয়াদী কির্দ্দ শ্রীমিরআববাচআলী চৌধুরী ষুচরিতেষু-

লিখিতং শ্রীগদাধরদাষস্য কর্জপত্রমিদং কার্য্যাঞ্চাগে আমি তোমার স্থানে শ্রীজয়নারায়ন সেনের মারফতে মবলগ সিককা ১৩৮৪ তেরশও চৌরাশি রূপাইয়া কর্জ করিলাম নফাদর মাহা ফিসও ১ এক টাকা হিশাবে দিব ওয়াধা শন ১২২৫ বারসও পচিষ সালের ফালগুন মাষে সোদ করিব এই করারে কর্জপত্র দিলাম ইতি শন ১২১৯ বারসও উনইষ সাল তেরিখ ১৫ আশ্বীন

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীচন্দ্রমনি গুপ্ত	শ্রীরামলোচন সেন	শ্রীরাধাচরন দাষ
শাং- কলসগ্রাম	সাং কোটালিপাড়া	শাং- জামীওা
ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীরামসুন্দর শর্ম্মা	শ্রীসেখজমীর	শ্রীসেকমদন
উপাদার	শাং- শাইস্থাবাদ	শাং- সাইস্তাবাদ
উপরে ভাগে		
শ্রীগদাধর দাষস্য		

ছোট তিন লাইন ফার্সি লেখা

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৫৮]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। । ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।

ইয়াদী কির্দ্দ শ্রীসৈদজাঙ্গীর ষুচরিতেষু-

লিখিতং শ্রীবিবিরফাতীমাদরে শ্রীখাজেবদুলু জওজে খাজেবকস আলি মোতফি ও শ্রীখাজেগোলামনবি পীসরে খাজে বকষআলি মোতফী হিসে কাজে ফুলদরউলখা তালুকে খাজেনুর সাকিম শালুকা আমলে পরগনে চন্দ্রদিব কয়ো কর্জ পত্রমিদং কার্য্যাঞ্চাগে আমরা তোমার স্থানে শ্রীমাহামদ তকীর মারফতে মবলগ সিকর্কা ২০১ দুইসও এক টাকা কর্জ লইলাম রফাদরমাহা ফিসও ১ এক টাকা এ কুলে দুই টাকা করিয়া দিব ওয়াধা শন ১২২০ সালের বৈশাখ মাষে শোদ করিব এই কড়ারে টাকা পাইয়া খত দিলাম ইতি শন ১২১৯ সাল ২৩ পৌষ-

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীবঙ্গচন্দ্র নাথ	শ্রীসেকমামুদ ওসাধ	শ্রীমামুদ হোসেন
শাং- সালুকা	শাং- সালুকা	শাং- চরবোকাইনগর
	নিসানসহী	
নিসানসহী	শ্রীমামদজমা	
	শাং- শালুকা	
শ্রীমামুদরাজা		
শাং- চবডাইয়া		

ইতি পত্রে জাবিন শ্রীধন গাজী ও শ্রীজমীর আগে আমরা দুই জনে এই মবলগ ২০১ দুইসত্ত এক টাকা সিককায় জাবিন হইলাম মাফিক ওয়াধা আমরা দিব ইতি-

শ্রীধন গাজী
শ্রীজমীর
শাং- শালুকা [ছোট তিন লাইন ফার্সি লেখা]
নিসানসহী

[উপরে ভাগে]
শ্রীগোলামরবি শ্রীবিবিরিফাতী
বং শ্রীআবন্দীরাম ঘোষ

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৫৯]

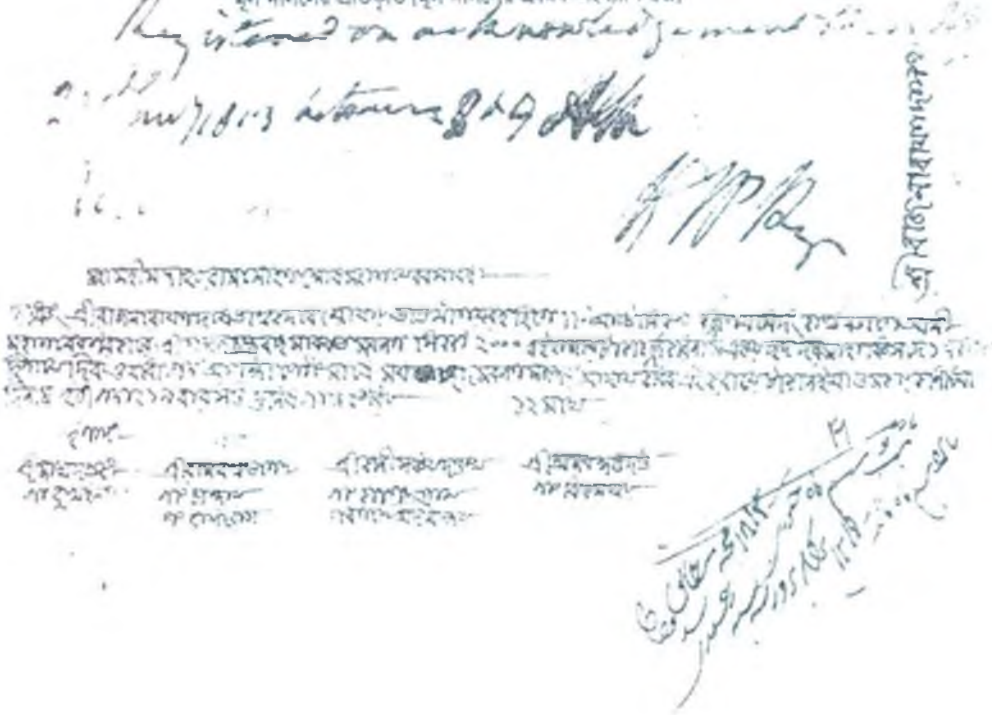

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৫৯]

[দলিলের উপরে দুই লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষরসহ।

মহামহীম শ্রীযুতরামমোহন ঘোষ মহাশয়ে বরাবরেষু-

লিখিতং শ্রীরাজনারায়ন দাষ তালুকদার শ্রীয়োবার ডাওখা গয়রহ হিস্যে ।। আষ্টানি কস্য কর্জ্জ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমী মহাশয়ের শরকারে শ্রীগকুলচন্দ্র বষু মারফত মবলগ সিকর্কা ২০০০ দুই হাজার টাকা কর্জ করিলাম এহারষুদ দরমাহা ফিসদে ১ এক টাকা হিসাবে দিব ওয়াধা শন আএন্দা পৌষ ময়ষুদ মবলগ মজকুর আদায় করিব এই করারে টাকা লইয়া তমকসুক লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২১৯ বারসত্ত উনিশ শাল তেরিখ- ১২ মাঘ-

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীমামুদতকী	শ্রীরামবল্লভ শেণ	শ্রীকালিশঙ্করদাওস্য
শাং- বুষইনগর	শাং- ঢান্দায়	শাং- কালীগ্রাম
	পং বাঙ্গয়োড়া	পরগনে গ্রদবন্দর
শ্রীঅমরকৃষ্ণ দত্ত	উপরে ডানে	
শাং- বিক্রমপুর	শ্রীরামনারায়ন দাসস্য	

নীচে ছোট দুই লাইন ফার্সি লেখা।

Dhaka University Institutional Repository

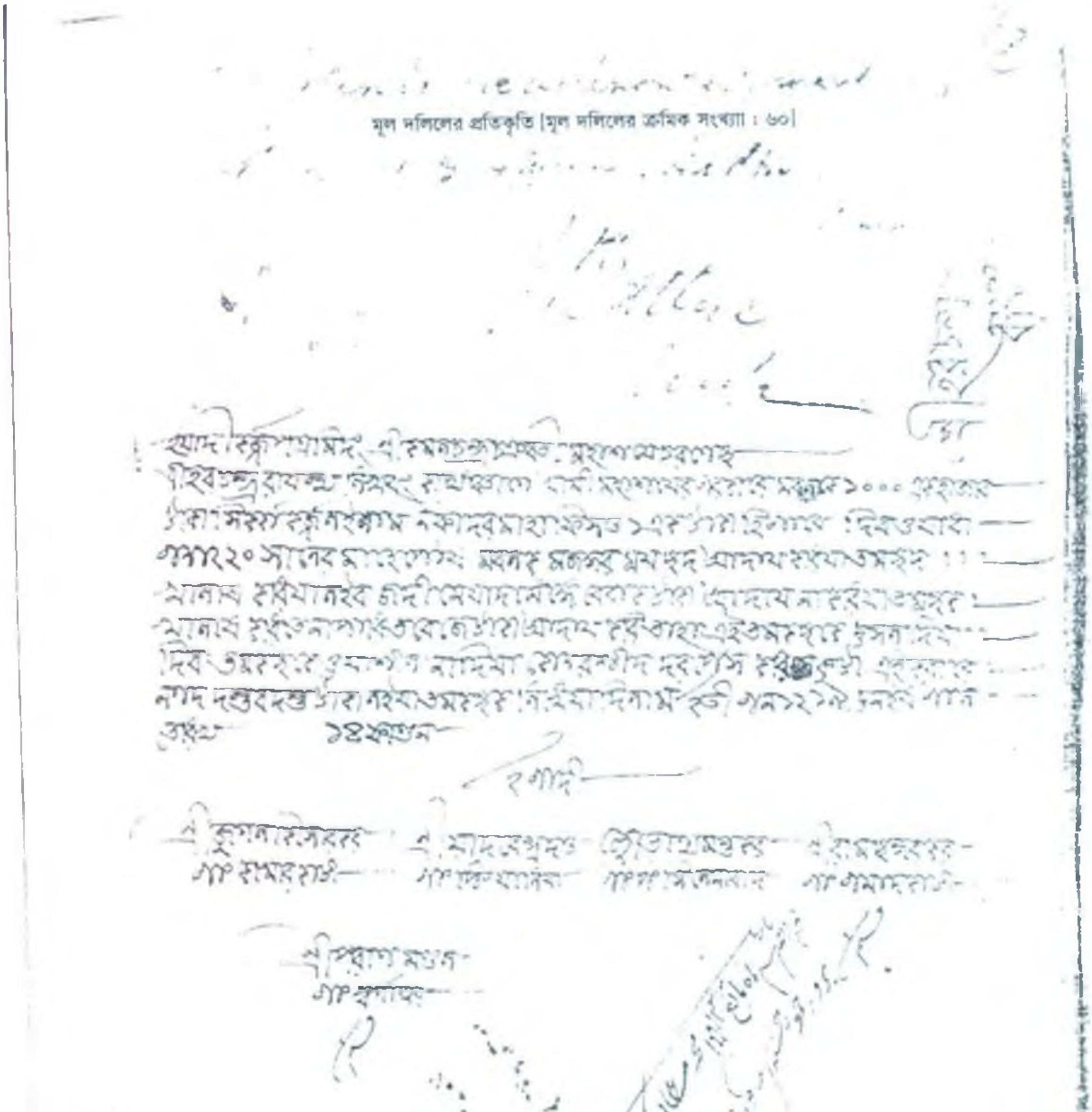

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৬০]

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৬০]

[দলিলের উপরে দুই লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষরসহ

ইয়াদী কর্জপত্রমিদং শ্রীকমলচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ে চরনেষু-

শ্রীহরচন্দ্ররায়স্য লিখিত কার্য্যাঞ্চাগে আমী মহাশয়ের সরকারে মবলকে ১০০০ এক হাজার টাকা সিকর্কা কর্জ লইলাম রফাদর মাহাফিসও ১ এক টাকা হিসাবে দিব ওয়াধা শন ১২২০ সালের মাহে পৌষ মবলক মজকুর মরবুদ আদায় করিয়া তমষুদ খালাস করিয়া লইব জদী মেয়াদ মেদ্দে বেবাক টাকা আদায় না করিয়া তামষুক খালাষ করিতে না পারি তবে জে টাকা আদায় করি তাহা এই মকষুকে উসল দিয়া দিব তমষুকে ওয়াশীল নাদিয়া কোনরশীদ দরপেশ করিলে ঝুটা এই কয়ারে নগদ দস্তবদস্ত টাকা লইয়া তমযুক লিখিয়া দিলাম ইতি শন ১২২৯ উনইষ শাল তেরিক ১৪ ফালগুন-

ইশাদী	ইশাদী
শ্রীজুগলকিসোর কর	শ্রীয়াদবেন্দ দত্ত
শাং- কামারকাঠী	শাং- পিং য়ালিয়া
শ্রীভাগ্যমন্ত কর	শ্রীরামষুন্দর কর
শাং- পং সিলেমাবাদ	শাং- শমাদকাটী
উপরে ডানে	শ্রীপরান মন্ডল
শ্রীহরচন্দ্র রায়স্য	শাং- দুর্গাপুর

দুই লাইন ফার্সি লেখা

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৬১]

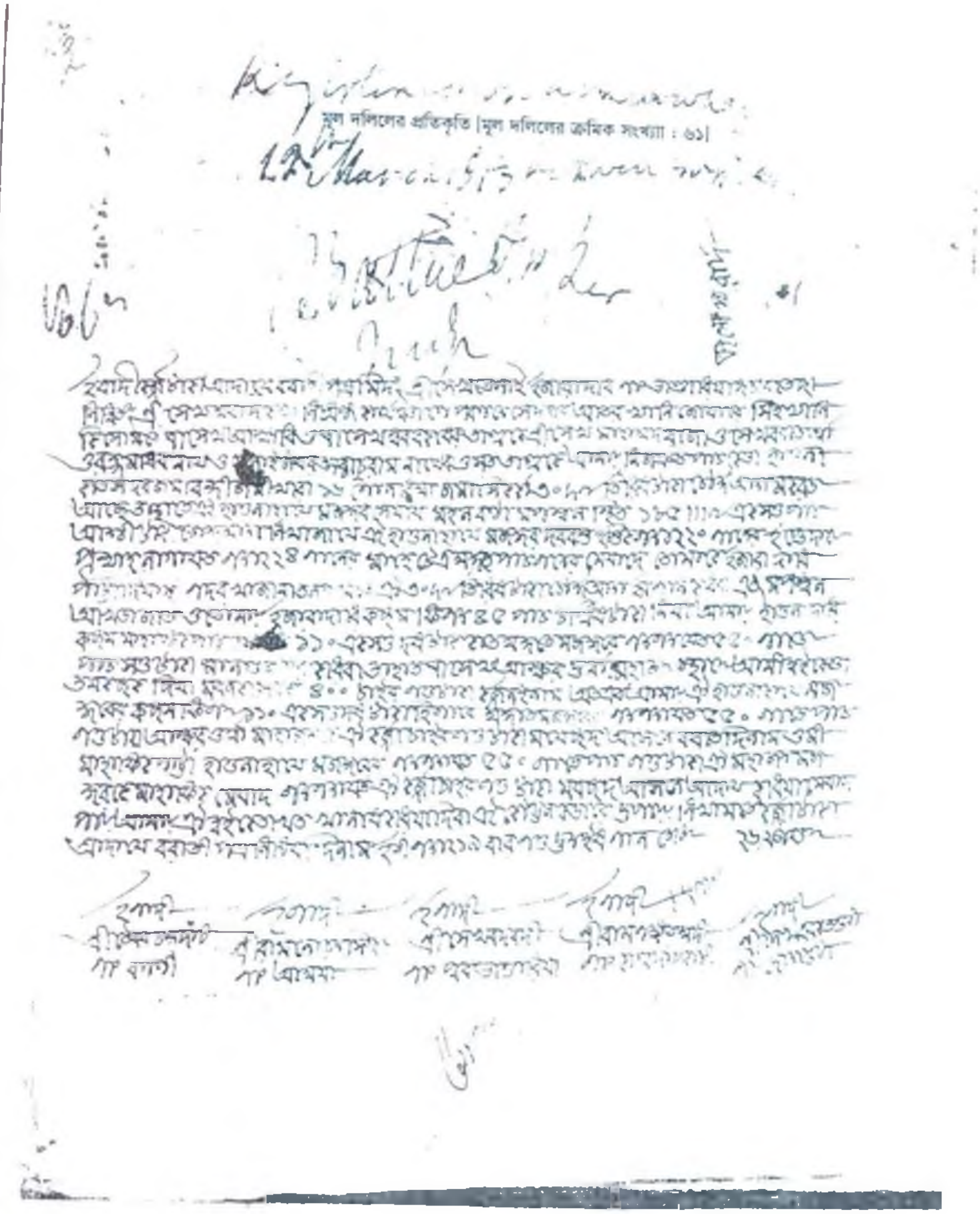

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৬১]

[দলিলের উপরে দুই লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষরসহ

ইয়াদী কর্জ টাকা আদায়ে খরাতী পত্রমিদং শ্রীসেখভেলাই ইজারাদার শাং ভান্ডারিয়া সুচরিতেষু-

লিখিতং শ্রীসেখমুরাদ কস্য লিখিতং কার্য্যাঞ্চাগে পরগনে মেদপুর আতর খালি জোয়ারে সিংহখালি কিসোমতে শ্রীসেকআম্মরি ও শ্রীসেখনুরমফরের তালুকে শ্রীসেখমাহাম্মদরাজা ও সেখববাতউল্লা ও রত্নামাধব নাথ ও কানাইজয়রত্নবাচুরাম নাথের ওসত তালুকে আমার নিজ ক্রত পাচ কেত্তা হাওলা কাত সদয় জমাবন্দী-জমী খারা ১৬ ষোল বিঘা জমা সিক্কা ৩০ তিরিষ টাকা চৌদ্দ আনা মফমত্ব আছে তাহাতে এই হাওলহায় মজকুর সেহায় মহল বর্গা মফস্বল স্থিত ১৮৫ .. এক সও পাচ আশী টাকা চৌদ্দ আনা লিখা যায় এই হাওলা হায়ে মজকুর দরবত ইতিক সন ১২২০ ইপ্তেদায়ে পূণ্যাহ লাগায়ত শন ১২২৪ সালের মাহে চৈত্র মুদ্দত পাচশনের মেয়াদে তোমাকে ইজারাদারি পাট্টা দিয়াছি শদয় খাজানা তলপ মতে ঐ ৩০. তিরিষ টাকা চৌদ্দ আনা ইরশান করিবা এই মফস্বল আখড়াজাত ও তোমার ইজারাদারি কবুল ফিশন ৪৫ পাচচল্লিশ টাকা দিয়া আমার হাওলাদারি কষম মাহাফিক পাট্টা ফিশদ ১১০ একশও দষ টাকা কাত মুদ্দতে মজকুরে শনশন য়েত ৫৫০ শাড়ে পাচশও টাকা মালগুজারি করিবা তাহাত শ্রীসেখ আস্কর উল্লা মহাজন স্থানে আমি দুই কেত্তা তমফখুস দিয়া মবলক সিক্কা ৪০০ চাইর সও টাকা কর্জ লইলাম অতএব আমার ঐ হাওলাহায়ে মজকুরের কষম ফিশন ১১০ এক সও এক টাকা হিশাসে মুর্দ্দাত মজকুরের শনশনায়েত ৫৫০ সারে পাচশও টাকা আকর ওল্লা মহাজন ঐ কর্জ চাইর শও টাকা মায়েযুদ আসরে বরাত দিলাম তুমি মহাফিক পাট্টা হাওলা হায়ে মজকুরের শনশনায়ত ৫৫০ সারে পাচ সও টাকা ঐ মহাজন মজকুরকে মহাফিক মেয়াদ শনশনায়ত ঐ কর্জ চাইর শও টাকা মরবুদ আসলে আদায় করিয়া মেয়াদ পায় আমার ঐ দুই কেতাখত খালাষ করিয়া দিবা এই কেউন কড়ারে উপরের লিখামতে কর্জ টাকা আদায় খরাতী পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি শন ১২১৯ বারশও উনইষ সাল তেরিখ ২৬ ফালগুন-

ইশাদী

শ্রীভৈরবচন্দ্র দাস

শাং- বগগী

ইশাদী

শ্রীসেখরদরদী

শাং- পুর্ব ভান্ডারিয়া

ইশাদী

শ্রীসেখবরকতউল্লাহ

শাং- ছোলাওটা

ইশাদী

শ্রীরামলোচন সিংহ

শাং- আমুয়া

ইশাদী

শ্রীরামশঙ্কর মুন্সী

শাং- কালুদাষবাটী

[উপরে ডানে] শ্রীসেকমুরাদ

[ফার্সি দস্তখত]

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৬২]

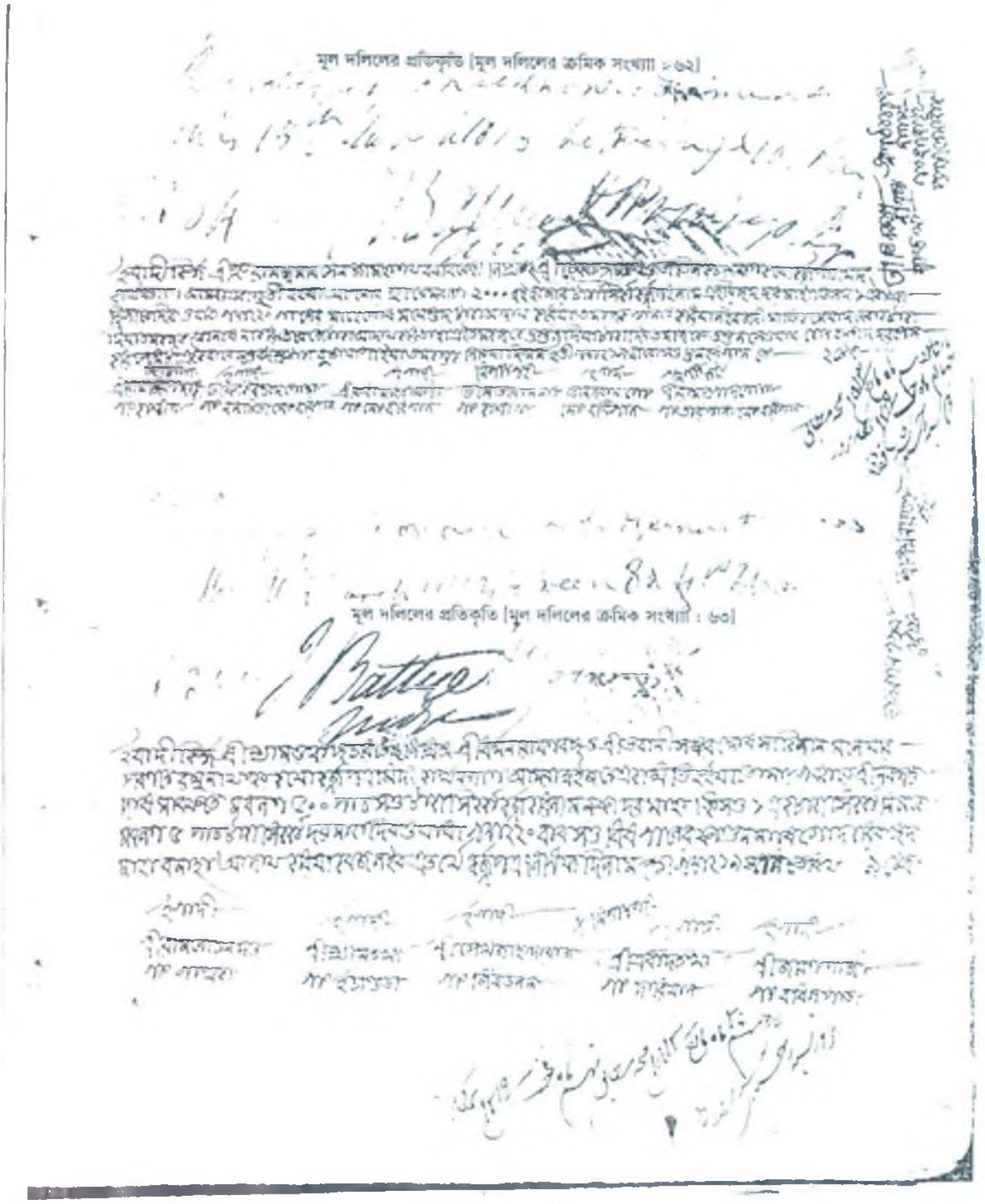

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৬৩]

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৬২]

[[দলিলের উপরে দুই লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষরসহ]

ইয়াদী কির্দ্দ শ্রীযুতরামকুমার সেনজী মহাশয় বরাবরেষু-

লিখিতং শ্রীভৈরবচন্দ্র নাগ ও শ্রীতিলকচন্দ্র নাগ কস্যো কর্জপত্রমিদং কার্য্যাঞ্চাগে আমরা একযুতী হইয়া আপনার স্থানে মবলগ ২০০০ দুই হাজার টাকা সিকর্কা কর্জ লইলাম এহার মুল দয়মাহা ফিসদ ১ এক টাকা হিসাবে দিব ওয়াধা শন ১২২০ শালের মাহে পৌষময়েযুদ টাকা আদায় করিয়া মকবুক খালাষ করিয়া লইব জদী মাফিক মেয়াদ বেবাক টাকা দিয়াত মকবুল খালাষ না করি তবে জে টাকা আদায় করি তাহা এই তামকমুকে উসুল দিয়া টাকা দিব মকযুকের উঁমুল সেওয়ায় কেনিরশীদ দরপেস করি সেঘুটা এই কয়ারে দস্তবদস্ত টাকা বুজীয়া পাইয়া তমকবুক লিখিয়া দিলাম ইতি শন ১২১৯ বায়োসত্ত উনইষ শাল ২ চৈত্র-

ইশাদী
শ্রীরামজীবন দাষ
শাং- কাশীপুর

ইশাদী
শ্রীরাধামাধব আইচ
শাং- মোং বরিশাল
শ্রীরামপ্রসাদ গোশ
শাং- তারপাসা মোং বরিশাল

ইশাদী
শ্রীফকিরচাদ পোদ্দার
শাং- লাচিড়া মোং
বরিশাল

ইশাদী
শ্রীমিজারাম দাষ
শাং- কাশীপুর
শ্রীভৈরবচন্দ্র নাগষ
শাং- বদিরপুর

শ্রীভৈরবচন্দ্র নাগষ্য
শাং- ধানিপুর
পং- সেলিমাবাদ

ইশাদী
নিশানশহী
শ্রীসেভারাম দাষ
শাং- কাশীপুর

ইশাদী
শ্রীবলরাম পোং
মোং বরিশাল

উপরে ডানে
শ্রীতিলকচন্দ্র নাগষ্য
[দলিলের নীচে ডানে কোনায় ফার্সি ছোট তিন লাইন লেখা]

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৬৩]

[দলিলের উপরে দুই লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষরসহ]

ইয়াদী কির্দ্দ শ্রীন্যামওল্লা যুচরিত্তেষু-

লিখিতং শ্রীধর্মনারায়ন বসু ও শ্রীভবানীসঙ্কর ঘোষ সাকিনান মালয়ার পরগনে রঘুনাথপুর কস্যো কর্জপত্রমিদং কার্য্যাঞ্চাগে আমরা দুইজনে একযুতি হইয়া তোমার শরকারে শ্রীনবকৃষ্ণ দাষ মারফতে মবলগ ৫০০ পাচশও টাকা সিককা কর্জ করিলাম। নফাদর মাহা ফিসও ১ এক টাকা সিক্কা দিবেকে মবলগ ৫ টাকা সিক্কা দর মাহে দিব ওয়াধা শন ১২২০ বায়শও বিস শালের ফালগুন মাষে সোদ করিব যুদমাহাবমাহা আদায় করিয়া করজ রাইষ এতর্থে কর্জপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি শন ১২২৯ তেরিখ ৯ চৈত্র-

ইশাদী
শ্রীরামলোচন দত্ত
শাং শালুকা

ইশাদী
শ্রীসেকজাহাদায়াজ
শাং- জিবডলন

ইশাদী
শ্রীজীবন গাজী
শাং- ববিলপাড়া

ছোট দুই লাইন ফার্সি লেখা।

ইশাদী
শ্রীন্যায়মতখা
শাং- ইচাগুড়া

নিসানসহী

ইশাদী
শ্রীএবাদতখা
শাং- দারিয়াল
(উপরে ডানে)
শ্রী ভবানিশঙ্কর ঘোষ

শ্রীধর্মনারায়ন বসু

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৬৪]

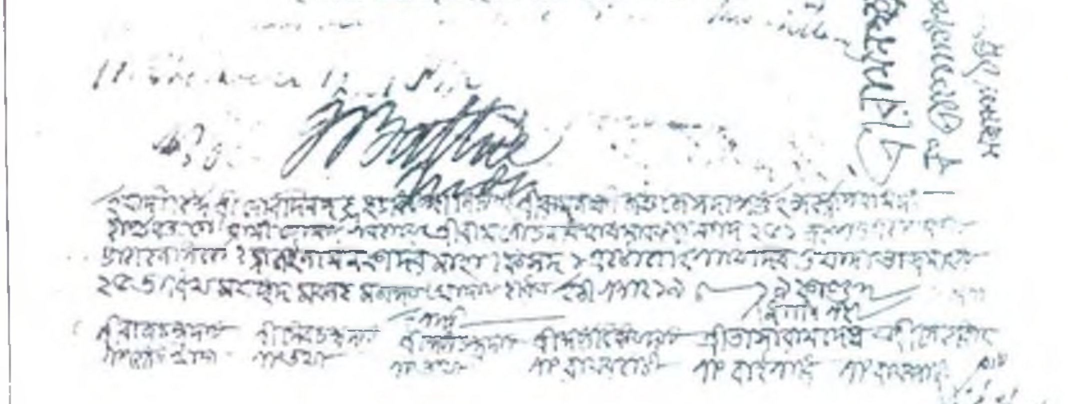

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৬৫]

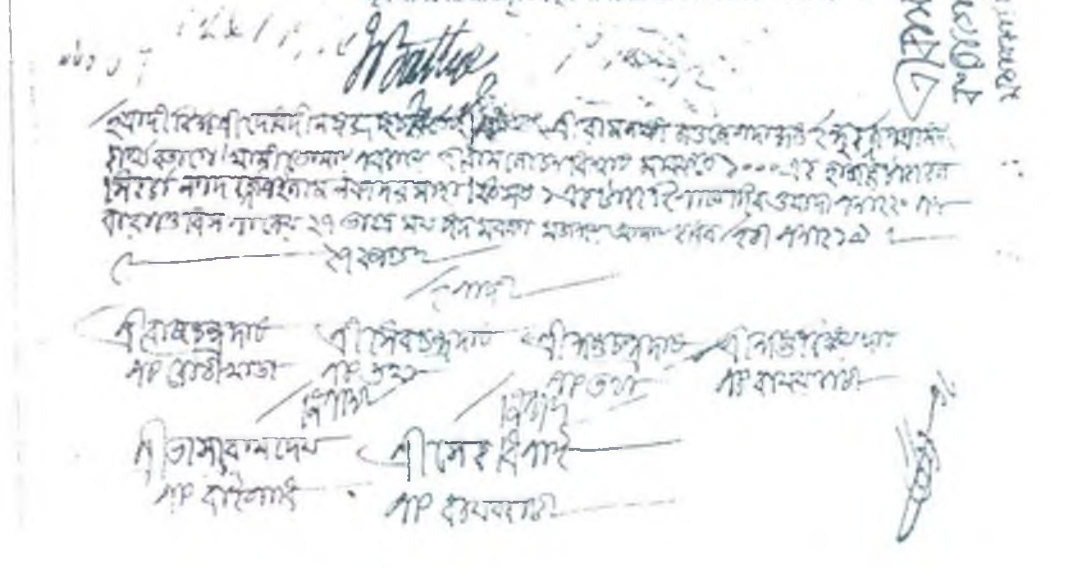

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৬৪]

[[দলিলের উপরে দুই লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষরসহ]

ইয়াদী কির্দ্দ শ্রীদোবদিলযুক্ত যুচরিতেষু-

লিখিতং শ্রীরামলক্ষী জওজে জেসদাকৃষ্ণ ইন্দ কর্জপত্রমিদং কার্য্যাঞ্চাগে আমি তোমার শরকারে শ্রীরামলোচন বিশ্বাষ মারফতে নগদ ২৫১ দুইশও একপ্পাশ টাকা কল সিককা কর্জ লইলাম রফাদরমাহাফিসদ ১ এক টাকা হিশাবে ওয়াদা ভাদ্র মাষের ২৫ তারিখ ময়যুদ মবলগ মজকুর আদায় করিব ইতি শন ১২১৯ তেরিখ ১৯ ফালগুন।

ইশাদী
শ্রীরাজচন্দ্র দাষ
শাং- কৌড়ি খাড়া
শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর দাষ
পং রায়েরকাটী
উপরে
শ্রীরামলক্ষী

ইশাদী
শ্রীসিবচন্দ্র দাষ
শাং- তথা
নিসানসহী
শ্রীভাসারামদেয
শাং- বাইশারি

ইশাদী
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাষ
শাং- তথা
শ্রীসেকবিশাই
সাং- রায়েরকাটী

বং শ্রীগোপীচন্দ্রকার
মোক্তার টবনি

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৬৫]

[দলিলের উপরে দুই লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষরসহ।]

ইয়াদী কির্দ্দ শ্রীদেবীদীল যুক্ত যুচরিতেষু-

লিখিতং শ্রীরামলক্ষী জওজে মশদাকৃষ্ণইন্দু কর্জপত্রমিদং কার্য্যাঞ্চাগে আমি তোমার শরকারে শ্রীরামলোচন বিশ্বাস মারফতে ১০০০ এক হাজার টাকা কল সিকর্কা নগদ কর্জ লইলাম রফাদর মাহা সিফত ১ টাকা হিসাবে দিব ওয়াদা শন ১২২০ শন বারশও বিস শালের ২৭ ভাদ্র মায়সুদ মবলক মজকুর আদায় করিব ইতি শন ১২১৯ তেরিখ- ২৭ ফালগুন

ইশাদী
শ্রীরাজচন্দ্র দাষ
শাং- বোজীখাড়া
শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর দাষ
শাং- রায়রকাটা

উপরে ডানে
শ্রীরামলক্ষ্যা
বং শ্রী গোপীচন্দ্র কার
সরয়বারে টবনি

ইশাদী
শ্রীসিবচন্দ্র দাষ
শাং- তথা
নিশান
শ্রীভাসারামদেয়
শাং- বাইশারি

ইশাদী
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাষ
শাং- তথা
নিসান
শ্রীসেকবিশাই
শাং- রায়েরকাটী

[ফার্সি দস্তখত]

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৬৬]

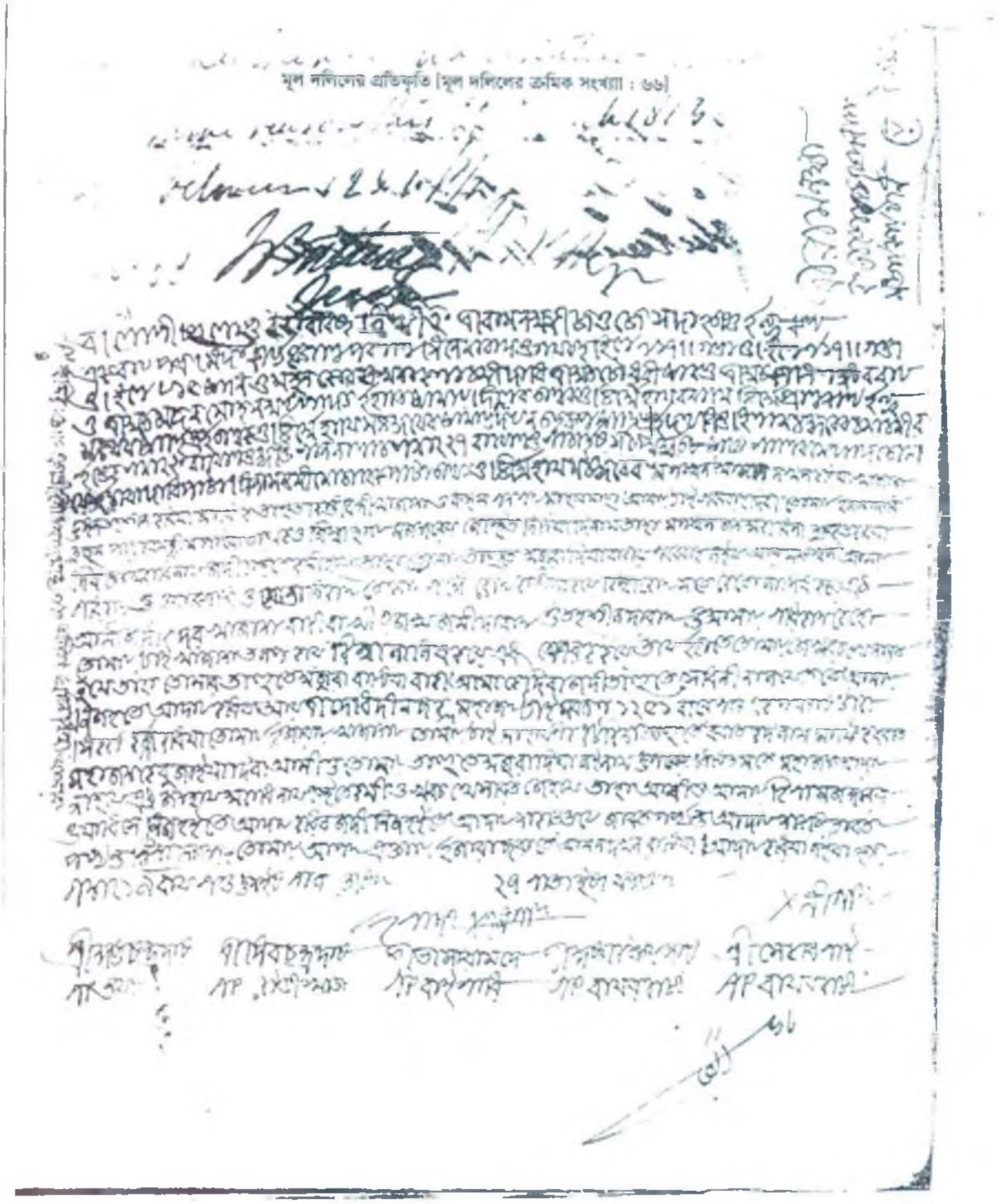

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৬৬]

[[দলিলের উপরে দুই লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

শ্রীগোপীচন্দ্র গোপ্ত বরাবরেষু লিখিতং শ্রীরামলক্ষী জওজে সদাকৃষ্ণইন্দুকসা একরার পত্রমিদং কার্য্যাঞ্চাগে পরগনে সিলেমাবাদ ও গায়হ হিস্যে গন্ডা ও হিস্যে ১৭ গন্ডা ও হিসে ১৫ আনি মহল ফেরাকী মুনাকফা জমীদারী শ্রীযুতচৌধুরী আরও শ্রীযুকালিশঙ্কর রায় ও শ্রীযুতমদনমোহন মুখপাদ্য ইহাতে আমার দিগের তালুক ও জিম্মে হায় বনামে জিন্মে প্রাননাথ ইন্দ্র মকবর আছে এই তালুক ও জিম্মে হায়ে আমার দখল তহকপ আছে এইনখলিও হিস্যা মজকুরের জমাজমীর ইত্তেক শন ১২২০ বারোশও কুড়ি সাল লাগাত শন ১২২৭ বারোশও শাতাইষ । মুদ্দত ৮ আট সালের মেয়াদ তোমায়ে ইজারাদারিপাটা দিলাম তুমি মোতাবেক পাটা তালুক ও জিম্মে হায় মজকুরের মফস্বল আমন দখল করিয়া খাজানা উসুর তহশিল করিয়া মাহাফিক তাহত কিস্তবন্দী খাজানা ও রুসম মথশন মাহাবমাহা আমার ঠাঁই শররহবাহ দিব তোমায় রুযম পাট্রা যমতীম পাইবা তালুক ও জিম্বা হায় মজকুরের জেহিত লিখিয়া দিলাম তাহা মফস্বল জন মকবিলা তাহত করিয়া দিব জন মকাবিলায় জদী হিতে কমী হায়ে তাহা তোমার তালুতে মজুরা দিয়া বাকীর শরবরাহ লইব আর মফস্বল আমার শরিকান ও ওয়ারিশান ও মোলিকান তোমায় সসে কোন কাজীয়াকয়ে কিম্বাকোন মতে কেহো নালিষ করে এবং আমি জদী শদর কাজানা বাকী রাখী এজন্য জমীদারন ও তহশীল দারান ও আমার শরিকান কেহো তোমার ঠাঁই খাজানা তলপ করে বিনা নালিষ করে এবং ক্রারক করে তবে ইহাতে তোমার জে খরচ খেসারত হয় তাহা তোমায় তাহতে মজুরা রাখিয়া বাকী আমাকে দিবা জদী তাহতে সোধিনী নাল যেত তবে আমার নিজ হতে আদায় করিব আর দেবিদনিযুক্ত মহাজন ঠাঁই মবলগ ১২৫১ বারোসও এক পঞ্চাশ টাকা সিকর্যা কর্জ করিয়া তোমায় ইজারায় খাজানায় তোমায় ঠাঁই মাহাকীক কটকিনী তাহতে বরাত দিলাম মাফিকবরাত মহাজনকে বুজাইয়া দিবা আমি ও তোমার তাহতে মজুরা দিয়া লইলাম উপরের লিখিত মতে মাহাজন আদায় না হয়ে মকাবিলায় হিতে কমি ও খরচ খেসারত সে হায় তাহা আমি ও আমার হিশা মজকুরের ওয়ারিসে আদায় করিব নিজ হইতে আদায় না করি তবে জাবত পর্যন্ত ও আদায় করিতে তাবত পর্যন্ত হিস্যা মজকুর তোমার আপন এক্তায় ইজারাঘুষাতে আমল দখল রাখিয়া আদায়ে করিয়া লইবা ইতি শন ২১১৯ বারসও উনইষ সাল তেরিখ ২৭ শাতাইষ ফালগুন-

ইশাদী	ইশাদী / নিশানশাহী	ইশাদী / নিশানশাহী
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাষ শাং- তথা	শ্রীসিবচন্দ্র দাষ শাং- বোজীখাড়া	শ্রীভাষারাম দে শাং- বাইশারি
শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্কর দাষ শাং- রায়রকাটী	নিশানশাহী শ্রীসেকবিশাই শাং- রায়রকাটী	[উপরে ডানে] শ্রীরামলক্ষ্যা বং শ্রীগোপীচন্দ্রযান ---- টবনি

[উপরে দলিলের বামপার্শ্বে আড়াআড়ি লিখিত] স্বমির ক্রান্তী হিস্যা তাহার মধ্যে আড়াইআনি হিস্যা আমার

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৬৭]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৬৭]

[দলিলের উপরে দুই লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদী কির্দ্দ মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় বরাবরেষ-

লিখিত শ্রীমদননারায়ন রায় ও শ্রীগোপীরমন রায় কস্য পত্রমিদং কার্য্যাঞ্চাগে আমরা আপনার স্থানে মবলক সিকর্ক্কা চলনসহী ৮২২ আষ্ট সত্ত বাইষ টংক্কা কর্জ লইলাম বফাদরমাহা ফিসদ ১ এক টাকা হিশাবে দিব ওয়াধা একমাষ মধ্যে সোদ করিব এই কর‍্যারে কর্জপত্র লিখিয়া দিলাম ইতী শন ১২১৯ বারসত্ত উনইষ শাল তেরিখ ২১ একইষ চৈত্র।

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীরামমানিক্য দাষ	শ্রীনবকৃষ্ণ দাষ	শ্রীরত্নকৃষ্ণ শেন
শাং- বায়ইকরণ	শাং- কুলকাটী	শাং- দেউনী
শ্রীনিলকন্ট দাষ	শ্রীরামসুন্দর দাষ	শ্রীসেকসোনাউল্লা
শাং-কুলকাটী	শাং- ফুলকাটী	শাং- দুদুবা
ইশাদী		
শ্রীসেকচাঁদশরিপ		
শাং- অনুয়ী		

[উপরে ডানে]	[ফার্সী এক লাইন লেখা]
শ্রীগোপীরমন রায়স্য	শ্রীমদনারায়ন রায়

Dhaka University Institutional Repository

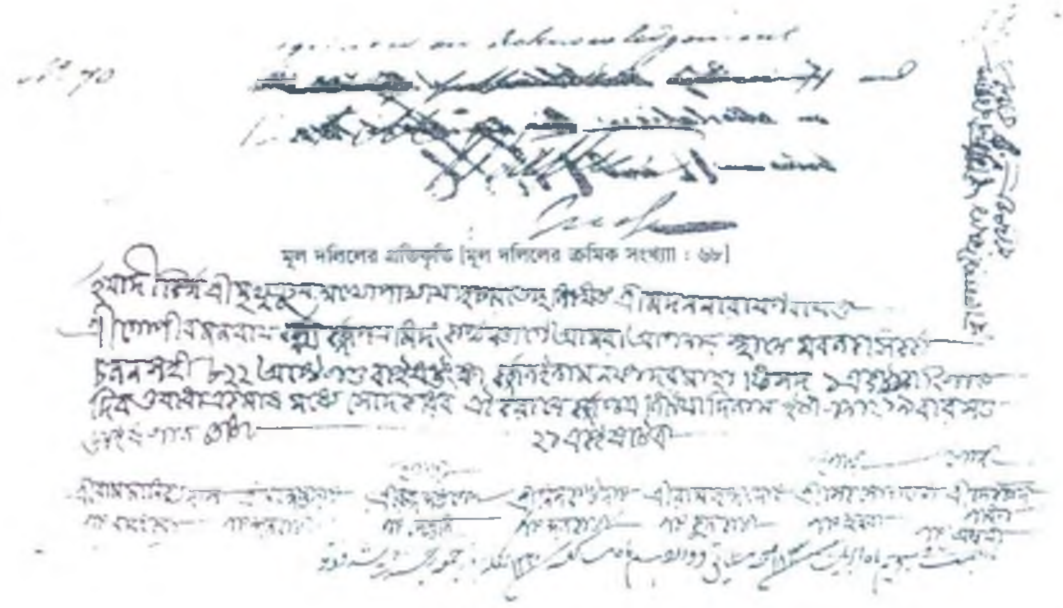

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৬৮]

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৬৮]

[দলিলের উপরে দুই লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদী কির্দ্দ মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় সুচরিতেষু-

লিখিতং শ্রীমদননারায়ণ রায় ও শ্রীগোপীরমন রায় কস্য কর্জপত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা আপনার স্থানে মবলক সিক্কা চলনসহী ৮২২ আষ্ট সও বাইষ টংঙ্কা কর্জ লইলাম রফাদরমাহা ফিসদ ১ এক টাকা হিশাবে দিব ওয়াধা একমাষ মধ্যে সোদ করিব এই কররারে কর্জপত্র লিখিয়া দিলাম ইতী শন ১২১৯ বারসত্ত উনইষ শাল তেরিখ ---------------- ২১ একইষ চৈত্র

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীরামমানিক্য দাষ	শ্রীনবকৃষ্ণ দাষ	শ্রীরত্নকৃষ্ণ শেন
শাং- বারইকরণ	শাং- কুলকাটী	শাং- দেউন্দী
শ্রীনিলকন্ট দাষ	শ্রীরামসুন্দর দাষ	শ্রীসেকসোনাউল্লা
শাং-কুলকাটী	শাং- কুলকাটী	শাং- দুদুয়া
ইশাদী		
শ্রীসেকচাঁদশরিপ		
শাং- অন্নয়ী		

[উপরে ডানে] [ফার্সি এক লাইন লেখা]

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৬৯]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৬৯]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদী ফির্দ্দ শ্রীশ্যামরাম রায় বরাবরেষু-

লিখিতং শ্রীকাশীনাথ সেনস্য কর্জ্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি আপনার শয়কারে শ্রীরামদুর্লভ শাহার মায়ফতে মবলগ ৭৫০ শাতশও পঞ্চাষ রূপাইয়া সিককা কর্জ্জ করিলাম রফাদরমাহা ফিসদ ১ এক টাকা হিশাবে ৭।। সারে শাত টাকা দিব ওয়াধা ফালগুন মাবে সোদ করিব এই করায়ে মবলগ মজকুর নগদ দস্ত বদস্ত সোমজিয়া পাইয়া তমকযুক লিখিয়া দিলাম ইতী শন ১২২০ বায়সও বিষসাল তেরিখ--- ১৩ তেরই জৈষ্ঠ্য

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীতারাচাদ দাষ	শ্রী পদ্যপ্রসাদ শেন	শ্রীবঙ্গচন্দ্র দাষ
শাং- হুষনপুর	শাং- পোনাবলিয়া	শাং- বাউকাটী
ইশাদী		
শ্রীরামদুল্লভ রক্ষীত		
শাং- পাংসা		

[একলাইন ফার্সি লেখা]

[উপরে ডানে] শ্রীকাশীনাথ সেনস্য শাং পোনাবলিয়া
পংহাং বিলিসিলেমাবাদ

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৭০]

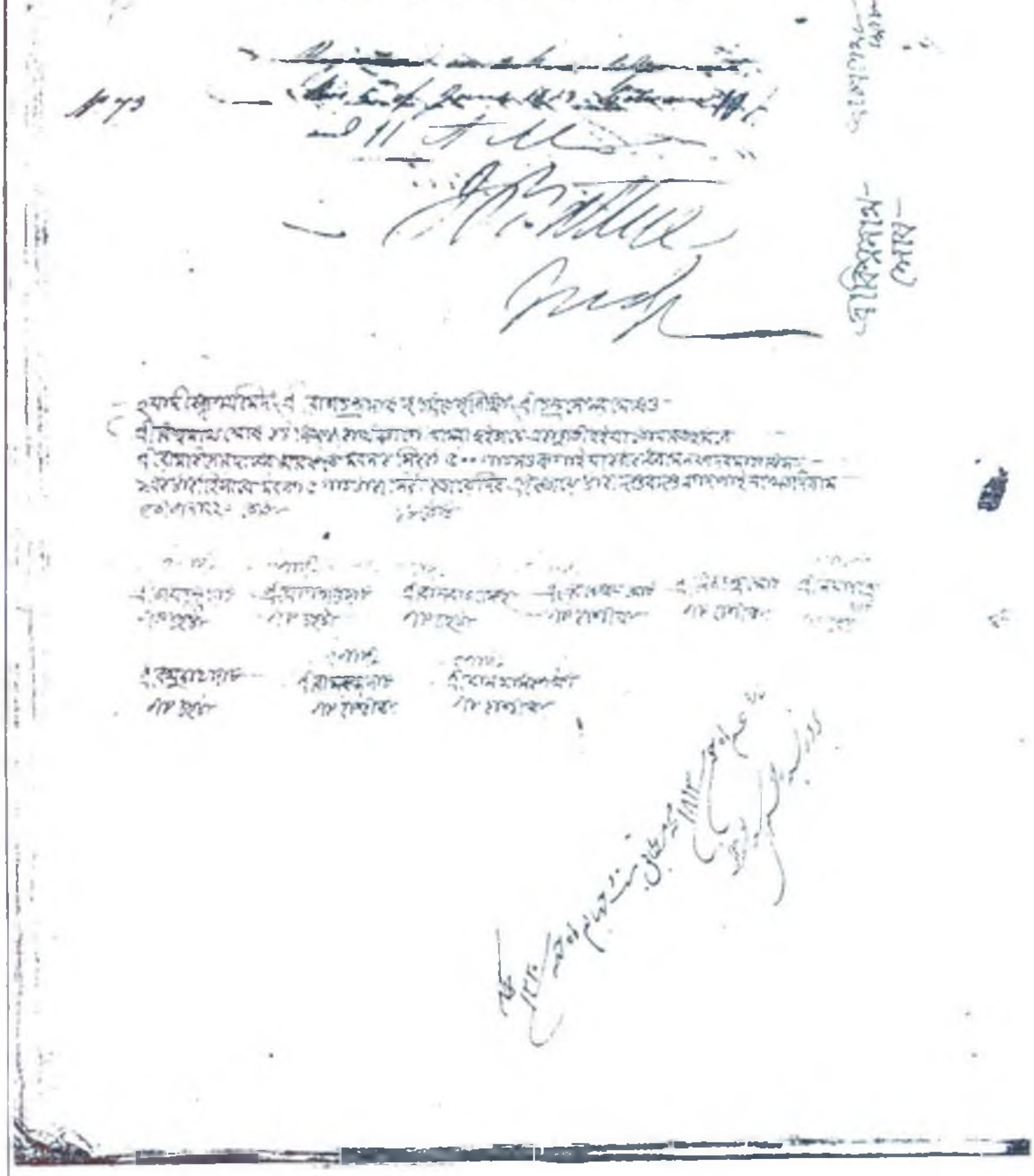

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যাঃ৭০]

[দলিলের উপরে দুই লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদী কির্দ্দ শ্রীরাজচন্দ্র দাষ যুচরিষু-

লিখিতং শ্রীচন্দ্রশেখর ঘোষ ও শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ কও---

কর্জপত্রমিদং কার্য্যাঞ্চাগে আমরা দুইজন একাযুতি হইয়া তোমার তহবিলে ----

শ্রীরামকিশোর রায়ের মারফতে মবলক সিক্কা ৫০০ পাশও রূপাইয়া কর্জ করিলাম---

রফলয়মাহ্য ফিসদ ১ এক টাকা হিসাবে মবলগ ৫ পাঁচ টাকা সিক্কা কড়ারে দিব এই কড়ায়ে

টাকা দস্তবদস্ত নগদ পাইয়া খত দিলাম ইতী শন ১২২০ তেরিখ-------- ১৮ জৈষ্ঠ্য

ইশাদী
শ্রীজয়চন্দ্র দাষ
শাং- চইটা

ইশাদী
শ্রীপ্রানকৃষ্ণ দাষ
শাং- চইটা

ইশাদী
শ্রীরামরাজ সিংহ
শাং-চইটা

ইশাদী
শ্রীভুবনেশ্বর ঘোষ
শাং- কাশীপুর

শ্রীনিলচন্দ্র ঘোষ
শাং- কাশীপুর

ইশাদী
শ্রীনরাণচন্দ্র দাষ
শাং-চইটা

শ্রীরঘুনাথ দাষ
শা- চইটা

ইশাদী
শ্রীরামরত্ন দাষ
শাং- কাশীপুর

ইশাদী
শ্রীরামমানিক শর্ম্মণ
শাং- কাশীপুর

[উপরে ডানে]
শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ শ্রীচন্দ্রশেখ
ঘোষ

[ছোট দুইলাইন ফার্সি লেখা।]

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৭১]

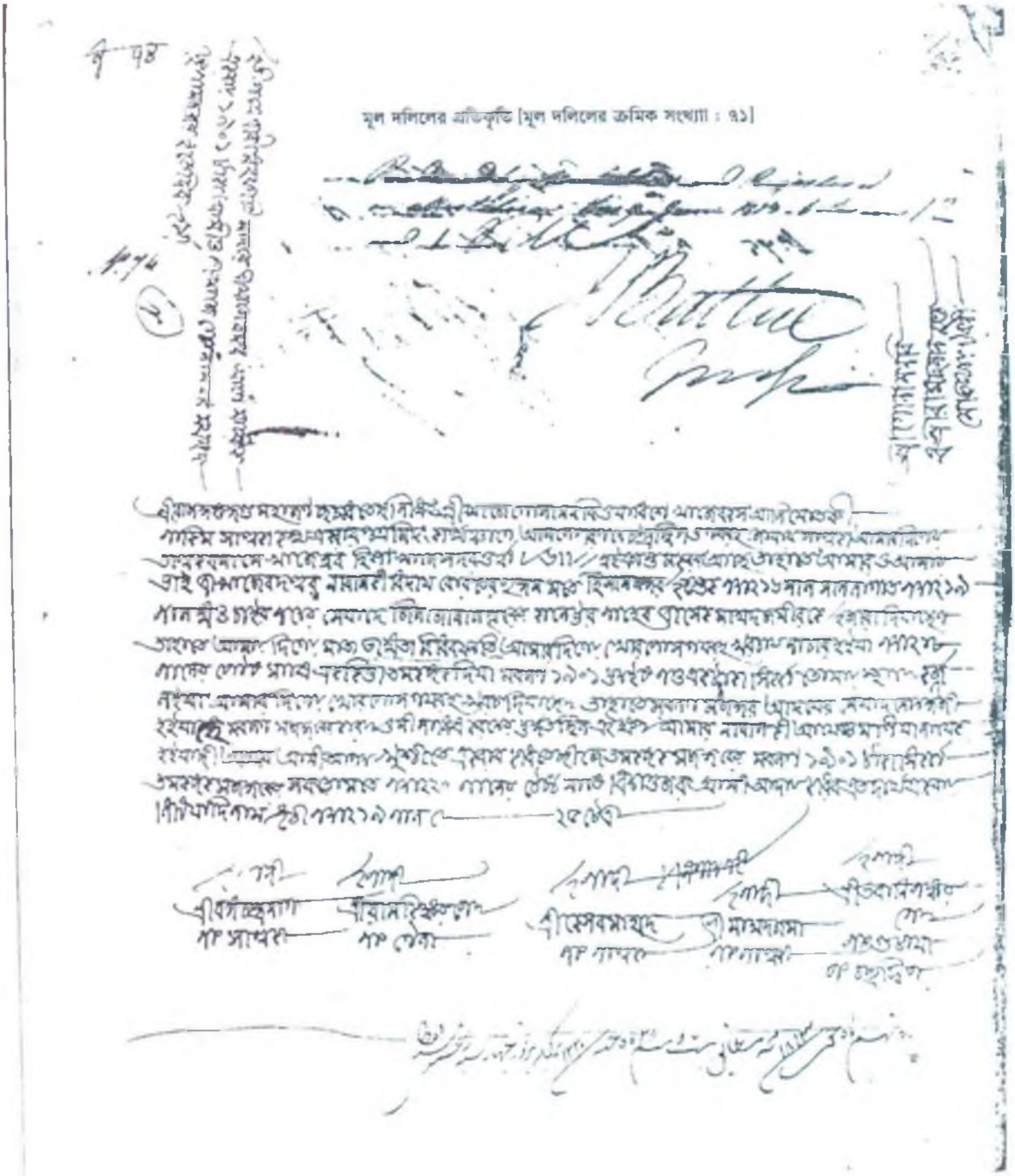

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৭১]

[দলিলের উপরে দুই লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

শ্রীরাজকৃষ্ণবুস্ত মহজন মুচরিতেষু-

লিখিত শ্রীখাজোগোলামনবি ওয়ারিশে খাজে বকস আনি মোতবকী- সাকিম সালুকা কস্য এককরারপত্র মিদং কার্য্যাঞ্চাগে আমলে পরগনে চন্দ্রদিপ ও গয়রহ জোয়ার সালুকা আমার দিগের তালুক বনামে খাজেনুর হিসা খাজেসদরওল্লা দুই ক্রান্ত মকদর আছে তাহাতে আমার ও আমার ভাই শ্রীখাজেবদলুর নাবালকী বিদায় বোরডের হুকুম মতে হিসামজকুর ইস্তেক শন ১২২৬ সাল সনে নাগাত শন ১২১৯ শাল মং ৪ চাইর শনের মেয়াদে জিলা জালালপুরের কালেক্টরীর শাহেব শ্রীসেক মামুদ জমীরকে ইজারা দিয়াছেন তাহাতে আমার দিগের মাতা শ্রীযুতাবিবিরফাতী আমার দিগের খোরপোস গয়রহ খরচায় নাচার হইয়া শন ১২১৮ শালের পৌষ মাহে এককিস্তা তমকযুক দিয়া মবলগ ১৯০১ উনইষ শও একটাকা সিক্কা তোমার হাসে কর্জ লইয়া আমার দিগের খোরপোষ গয়রহ খরচ দিয়াছেন তাহাতে মবলগ মজকুর আদায়ের মেয়াদ মোসকুজী হইয়াছে মবলগ মজকুরের কারণ তুমি নালিষ করনের উদ্দতছিল এই ক্ষণ আমার নাবালকী আয়েস্ত মানিয়া লায়েক হইয়াছী অতএব আমি আপন খুশীতে এককরার করিতেছি জে তমকষুক মজকুরের মবলগ ১৯০১ টাকা সিক্কা তমকযুক মজকুরের সরতোমতে শন ১২২০ শালের জৈষ্ঠ্য মাহে বিনাওজর আমী আদায় করিব এতদার্থে এককরার লিখিয়া দিলাম ইতী শন ১২১৯ সাল ২৫ চৈত্র-

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীবঙ্গচন্দ্র নাগ	শ্রীরামকিঙ্কর শেন	শ্রীভবানী শঙ্কর শেন
শাং- সালুকা	শাং- গৈলা	শাং- গুটিয়া
		পং চন্দ্রদ্বিপ
ইশাদী	ইশাদী	
শ্রীকেসরমাহাদ	শ্রীমামুদজমা	
শাং- সালুকা	শাং- সালুকা	

[একলাইন ফার্সি লেখা ।] [উপরে ডানে আড়াআড়ি লিখিত] শ্রীগোলামনবি

বং শ্রীরামদুলাল গুপ্ত

মোক্তার টবনি-

[উপরে বায়ে] আড়াআড়ি লিখি ইতিপত্রে শ্রীবীবিরফাতি মাদরে শ্রীখাজেবদলু আগে মাফিক এককরার আমিও শ্রীখাজে গোলাম নবি ময়যুদ হিশা মজকুর ইতে দিব ইতী

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা ঃ ৭২]

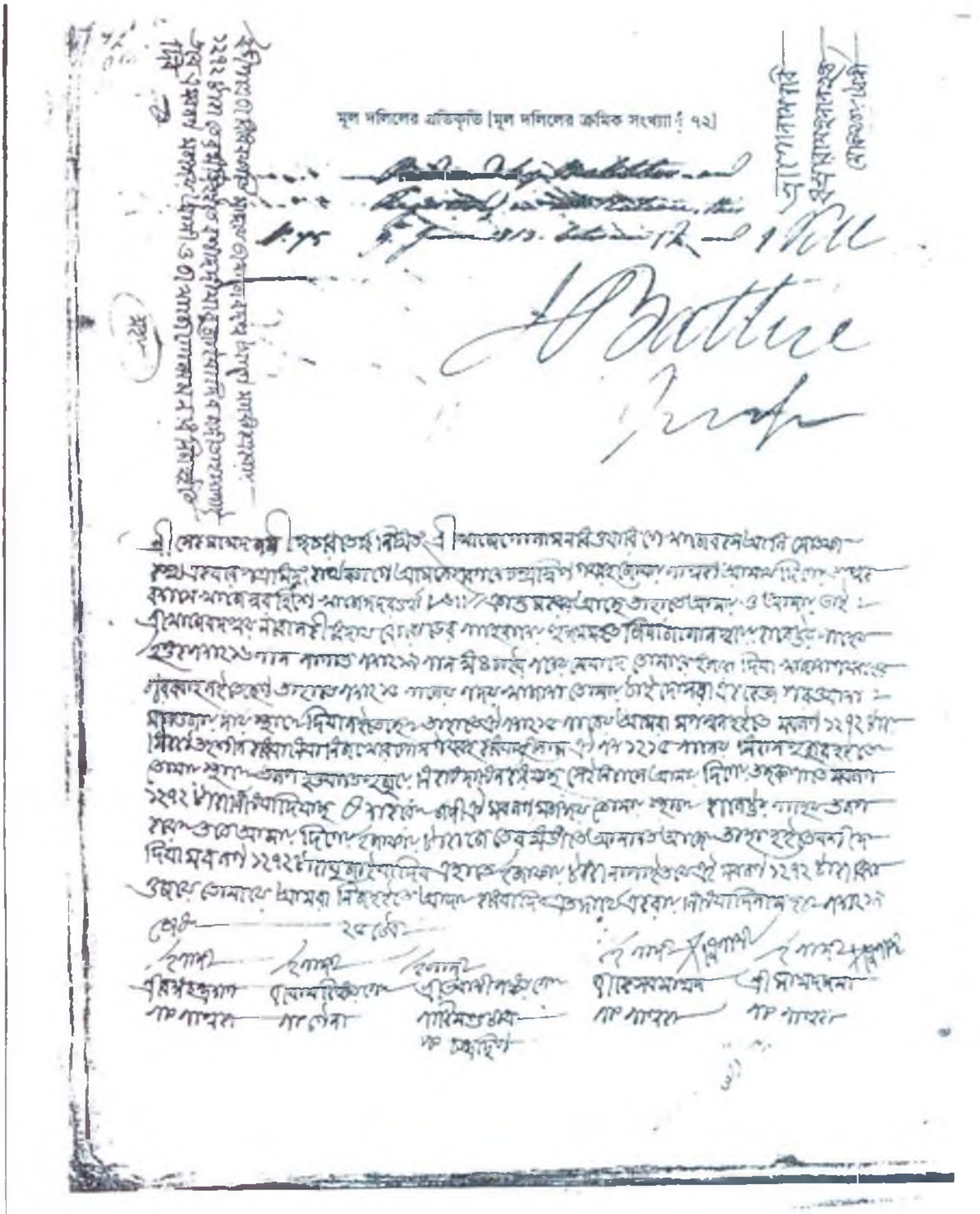

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৭২]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

শ্রীসেকমামুদজমী যুচরিতেষু লিখিতং শ্রীখাজেগোলামনবি ওয়ারিশে খাজে বকস আলি মোতফা কস্য একরার পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমলে পরগনে চন্দ্রদিপ গয়রহ জোয়ায় সালুকা আমায় দিগের তালুক বনামে খাজেনুরহিশে খাজেকুদরল্লা ক্রান্ত মকবর আছে তাহাতে আমার ও আমার ভাই শ্রীখাজেবদাংর নাবালকী বিদায় বোরোডের সাহিবানের হুকুম মতে জিলা জালালপুরের কালেক্টর সাহেব ইত্তেক শন ১২১৬ শাল লাগাত শন ১২১৯ সাল মুং ৪ চাইর শনের মেয়াদে তোমারে ইজারা দিয়া খাজানা গয়রহের শরবরাহ লইতেছেন তাহাতে শন ১২১৫ সালের শদর খাজানা তোমায় ঠাই দোসরা এক কেত্তা পরওয়ানা মালগুজার দায় স্থানে দিয়া লইতেছেন তাহাতে ঐ শন ১২১৫ সালের আমরা মপস্বল হইতে মবলগ ১২৭২ টাকা সিক্কা তহশীল করিয়া নিয়া নিজ খরপোস গয়রহ করিয়াছিলাম ঐ শন ১২১৫ সালের নিকাস হজুর হইতে তোমার স্থানে তলপ হওয়াগত হজুরে নিকাষ দাখিল করিয়াছ সেই নিকালে আমার দিগের তহুক পাতে মবলগ ১২৭২ টাকা লিখিয়া দিয়াছে বলাকরে জদী ঐ মবলক মজকুর তোমার স্থানে কালেকটর সাহেব তলপ করেন তবে আমার দিগের ইজারাকার টাকা জে তের মুত্তীতে আমানত আছে তাহা হইতে রশীদদিয়া মবলগ ১২৭২ টাকা বুজাইয়াদিব এহাতে ইজাকার টাকা না পাই তবে এই মবলগ ১২৭২ টাকা বিনা ওজরে তোমারে আমরা নিজ হইতে আদায় করিয়া দিব এতদর্থে একরার লিখিয়া দিলাম ইতি শন ১২১৯ তেরিখ ২৫ চৈত্র।

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীবঙ্গচন্দ্র নাগ	শ্রীরাম কিঙ্কর শেন	শ্রীভবানী শঙ্কর শেন
শাং- শালুকা	শাং- তোলা	শাং- গুটিয়া
ইশাদী নিশানী	ইশাদী নিশাহনসহী	পং- চন্দ্রদ্বীপ
শ্রীকেসব মাসুদ	শ্রীমাসুদ জমা	
শাং- শালুকা	শাং শালুকা	

[উপরে ডানে] ইতীপত্রে শ্রীবিবিরফাত মাদরে শ্রীখাজেবদলু আগে মাফিক একরার ১২৭২ টাকা তেরমুত্তি হইতে রশীদ দিয়া বুজাইয়া দিব। জদী তাহা না পাই তবে এ মবলগ মজকুর আমী ও শ্রীখাজে গোলাম নবি নিজ হইতে দিব।

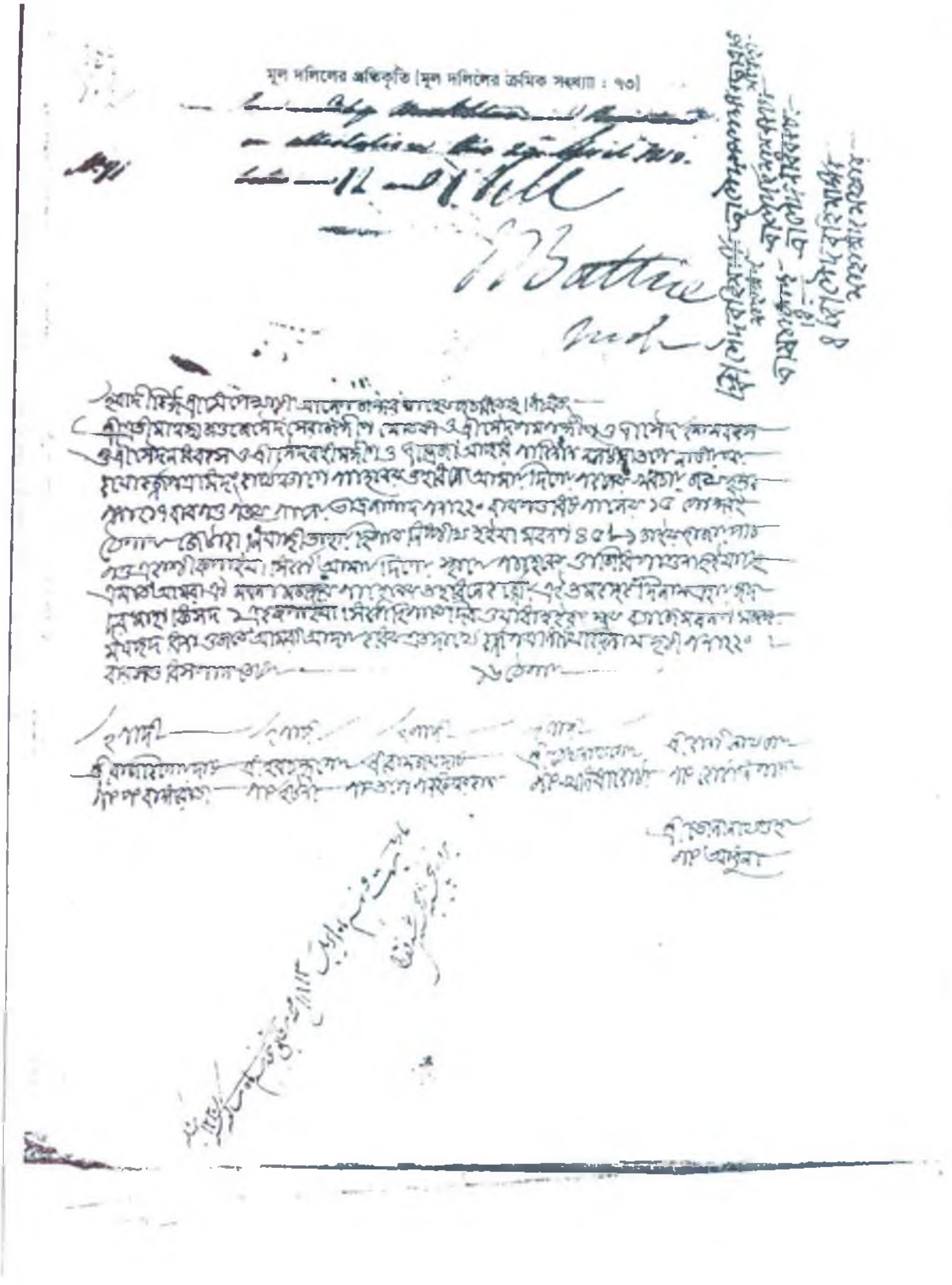

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৭৩]

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৭৩]

[দলিলের উপরে দুই লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদী কির্দ্দ শ্রীমেংপেন্যাটী আলেগজন্দর সাহেব বরাবরেষ লিখিতং----
শ্রীএতীমন্নেছা জওজে সৈদসেয়াজদ্দীন মোতফা ও শ্রীসৈশমশদ্দীন ও শ্রীসৈদইমাম বকস ও শ্রীসৈদবিবকস ও শ্রীসৈদরহীমদীন ও শ্রীব্রজাআম্বুবিশাকিনান নলচীরা তপে নাজীরপুর কয়ো পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে শাহেবের তহবিলে আমার দিগের সকলের খরচা জন্যইত্তক শন ১২১৭ বারসও সতর সালের তক্র লাগাদ শন ১২২০ বারসও বিশ শালের ১৫ পোন্দরই বৈশাখ জে টাকা নিয়াছী তাহার হিশাব নিষ্পীয় হইয়া মবলগ ৪৫৮১ চাইর হাজার পাচশও এক্কাশী রূপাইয়া সিক্কা আমার দিগের স্থানে শাহেবের ও জিবি পাওনা হইয়াছে এ মাতে আমায় ঐ মবলগ মজকুর শাহেবের তহবিলে কর্জের এই তমকযুক দিলাম এহার ষুদ দরমাহা ফিসদ ১ এক রূপাইয়া সিককা হিশ্যাবে দিব ওয়াধা দুউ বৎসর ব্যাজে মবলক মজকুর ময়যুদ বিল্দা ওজরে আমরা আদায় করিব এতদর্থে কর্জপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি শন ১২২০ বারসও বিশ শাল তেরিখ ---------১৬ বৈশাখ-

ইশাদী

শ্রীরাজকিশোর দাষ

শাং-পং বাঙরোড়া

ইশাদী

শ্রীবৈদ্যনাথ শেন

শাং খলিষাকোটা

ইশাদী

শ্রীহরচন্দ্র শেন

শাং- ইটনা

শ্রীকাশীনাথ শেন

শাং কোটালিপাড়া

ইশাদী

শ্রীরামজয় দাষ

শাং-তপে শফিপুরকাম

[উপরের ভাগে আড়াআড়ি লিখিত]

শ্রীসৈদরহিমদ্দীনমাহাম্মদ

শ্রীসৈদশামশদ্দীন

শ্রীএতিমন্নেছা

শ্রীসৈদইমাম বকস

শ্রীসৈদনবী বকস

শ্রীব্রজা আমুবি,

বং শ্রীসৈদ রহিমদ্দীনমাহাম্মদ

মোক্তার

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৭৪]

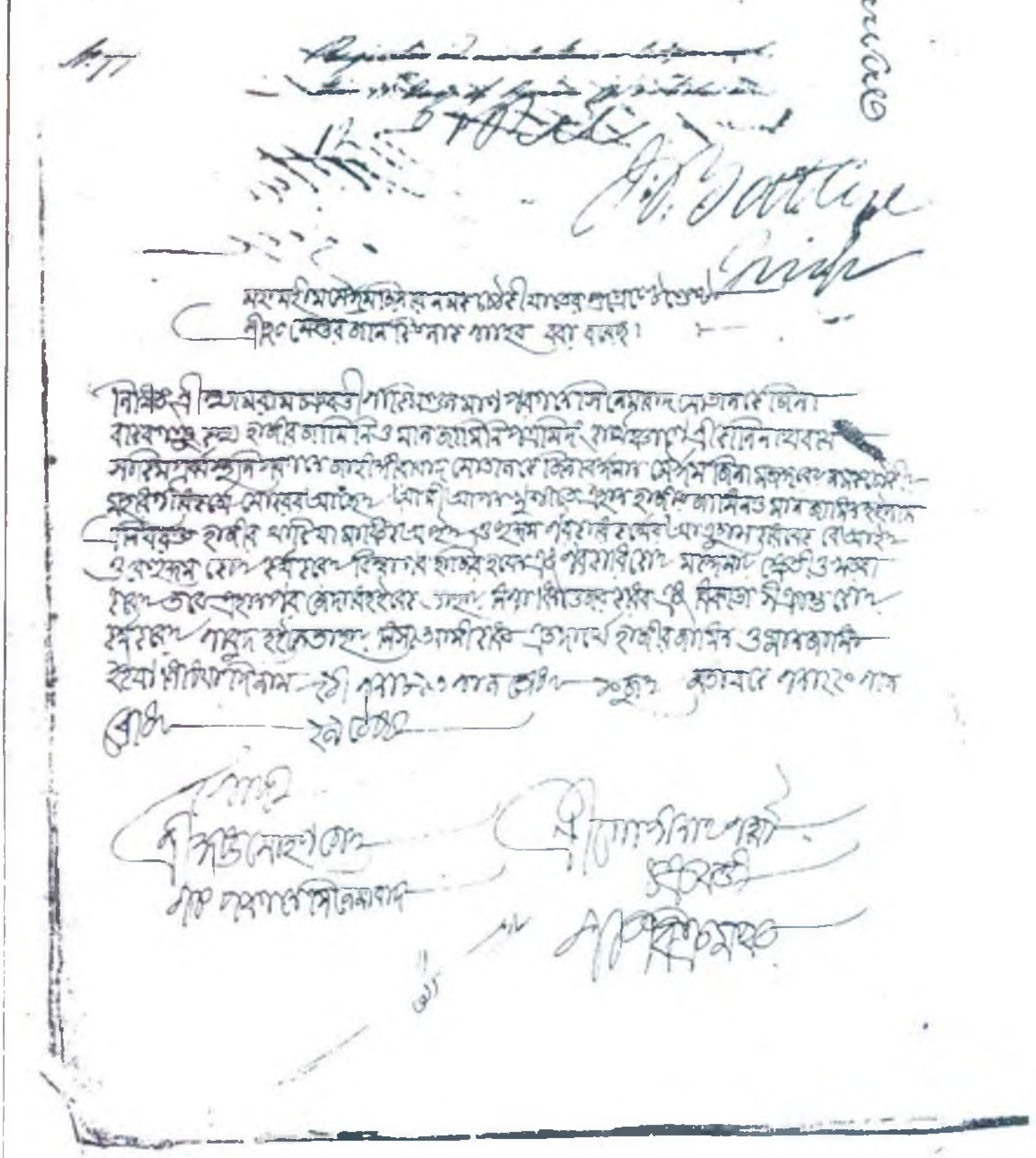

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যাঃ৭৪]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

মহামহীম মৈন্দম জিলার নমক চৌকীয়াতে সুপ্রেন্টেভন্ট শ্রীযুতমেস্তর জানকিংলাক শাহেব বরাবরেষু- লিখিত শ্রীশ্যামরাম চক্রবত্তী সাকিম গুলমাল পরগনে সিলেমাবাদ মোতালকে জিলা বাকরগঞ্জ কস্য হাজীরজামিনী ও মালজামিনি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে শ্রীকালিনাথরায় সাকিম পূর্ব্বস্থলি পরগনে জাহাঙ্গীরাবাদ মোতালকে জিলা বর্দ্ধমান মৈন্দম জিলা মজকুরের নমকচৌকী মহারিগী রিফর্মে মোকবর আছেন আমী আপন খুশীতে এহান হাজীরজামিন ও মালজামিন হইলাম এদিবরক্ত হাজীর থাকিয়া মাফিক আইন ও হুকুম শরকারী কর্মের আঞ্জাম করিবেক বেআইন ও বেহুকুম কোন কর্ম করেন কিম্বাগরহাজির হয়েন এবং সরকারি কোন মকদ্দমায় ক্ষেতী ও খতরা করেন তবে এহানপর জেদাবি হইবেক তাহার নিশা বিনা ওজর করিব এবং বিঋতো সংক্রান্ত কোন কর্ম করেন শাবুদ হইলে তাহার নিসা আমী করিব এতদর্থে হাজীর জামিন ও মালজামিন হইয়া লিখিয়া দিলাম।

ইতি শন ১৮১৩ সাল তেরিখ ১০জুন মোতাবেক শন ১২২০ সাল তেরিখ ২৯ জৈষ্ঠ্য

ইশাদী

শ্রীকৃষ্ণমোহন শেন

শাং পরগন্দে সিলেমাবাদ

ইশাদী

শ্রীগোপীনাথ শর্ম্মা চক্রবত্তী

শাং- বিক্রমপুর

[উপরে ডানে] শ্রীশ্যামরামশর্ম্মা

চক্রবত্তী

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা: ৭৫]

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৭৫]

[দলিলের উপরে দুই লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

মহামহিম মৈন্দম জিলার নমক চৌকীয়াতের সুপ্রেন্টলেভন্ট শ্রীযুতমেত্তরজান কিংলাক শাহেব বরাবরেষু-

লিখিতং শ্রীরামদুর্ল্লভ দত্ত শাকিম প্রিজ্ঞারি পরগনে কোটালীপাড়া মোতালকে জিলা বাখরগঞ্জ কস্য হাজীরজামিনী ও মালজামিনী পত্রমিদং কার্য্যাঞ্চাগে শ্রীকালিনাথরায় সাকিম পূর্বহলি পরগনে জাহাঙ্গীরাবাদ মোতালায় জিলা বর্দ্দমান মৈদ্দেম জিলা মজকুরের নমক চৌকির মহরেগীরি কর্মে মকফর আহেন আমী আপন খুশীতে এহার হাজীর জামীন ও মালজামিন হইলাম এনি মরক্ত হাজির থাকিয়া মাফিক আইন ও হুকুম সরকারি কর্মের আঞ্জাম করিবেন বেআইন ও বেহুকুম কোন কর্ম করেন কিম্বা গরহাজীর হয়েন এবং শরকারী কোন মকর্দ্দমায় ক্ষেত্তী ও খাতরা করেন তবে এহার পর জে দাবী হইবেক তাহার নিসা বিনা ওজর করিব এবং বিরুদ্ধে সংক্রান্ত কোন কর্ম করেন শাবুদ হইলে তাহার নিসা আমী করিব এতদর্থে হাজীরজামিন ও মালজামিন হইয়া লিখিয়া দিলাম ইতী শন ১৮১৩ শাল তেরিখ ১০ জুন মতাবেকে শন ১২২০ তেরিখ----- ২৯ জৈষ্ঠ্য

ইশাদী

শ্রীকৃষ্ণমোহন শেন

শাং পরগনে সিলেমাবাদ

[উপরে ভাগে] শ্রীশ্যামরামশর্ম্মা

চক্রবর্ত্তী

ইশাদী

শ্রীগোপীনাথশর্ম্মা চক্রবর্ত্তী

শাং- বিক্রমপুর

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৭৬]

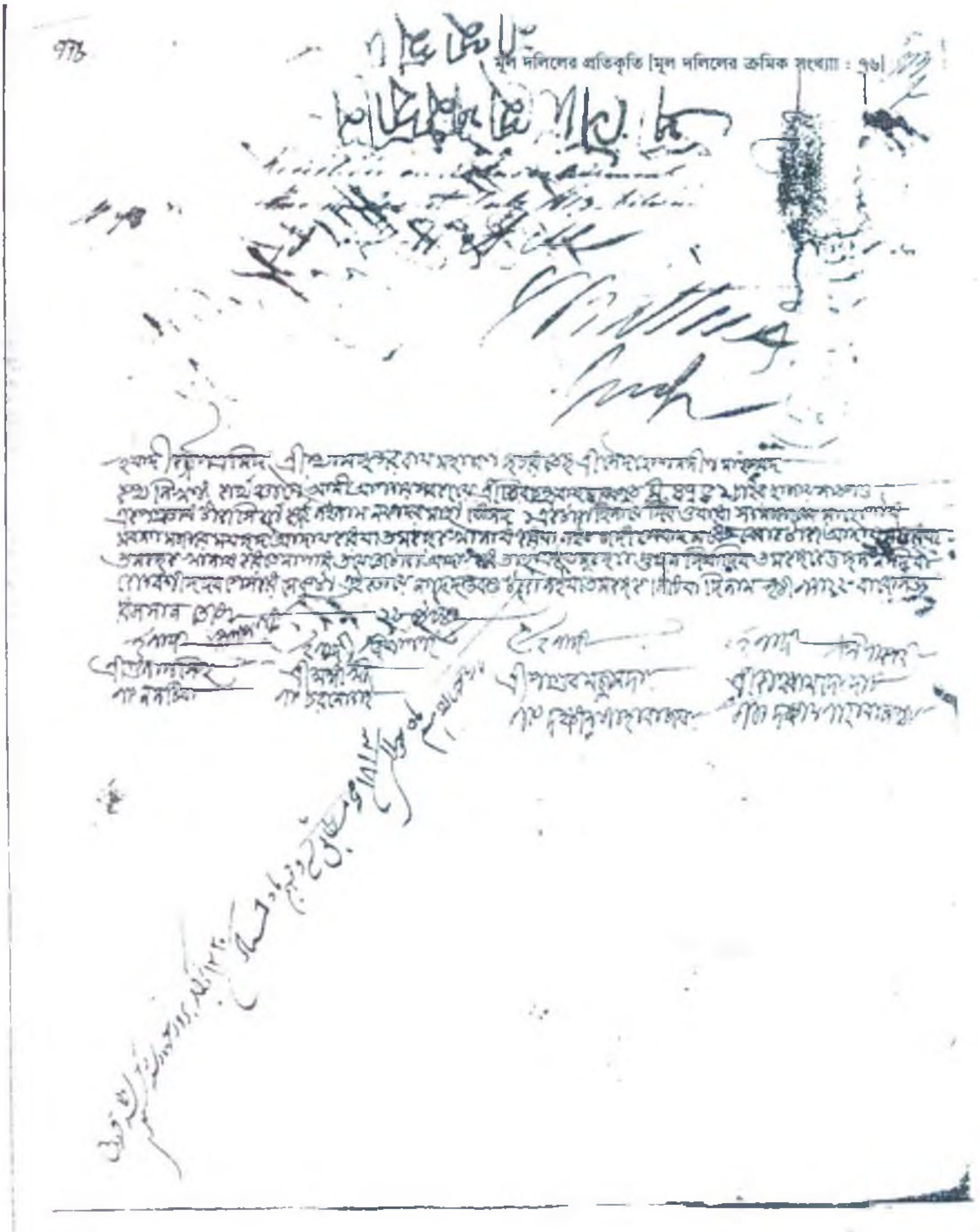

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৭৬]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদী কর্জপত্রমিদং শ্রীশ্যামসুন্দ রায় মহাজন সুচরিতেষু- শ্রীসৈদহোশনদ্দীন মাহামুদ---

কস্য লিখিনং কার্য্যঞ্চাগে আমী আপনার সরকারে শ্রীসিবচন্দ্র রায় মারফতে মং ৪৭৫১ চাই এক পঞ্চাশ টাকা সিক্কা কর্জ লইলাম রফাদয় মাহ্য ফিসদ ১ এক টাকা হিসাবে দিব ও ওয়াধাসনমজকুরের মাহে পৌষ মবলগ মজকুর মযমুদ আদায় করিয়া তমকযুক খালাষ করিয়া লইব জদী মেয়াদ মধ্যে বেবাক টাকা আদায় না করিয়া তমকযুক খালাষ করিতে না পারি তবে জে টাকা আদায় করি তাহা এই তমকযুকে উষুল দিয়া দিব তমকযুকে উষুল না দিয়া কোন রশীদ দয় পেসকরি সেঝুটা এই কড়ারে নগদ দস্তবদস্ত টাকা লইয়া তমকযুক লিখিয়া দিলাম ইতী সন ১২২০ বারও বিসশাল তেরিক--------- ২৮ জৈষ্ঠ্য-----

ইশাদী নিসানসহী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীগুলাপ সিংহ	শ্রীমঙ্গা খাঁ	শ্রীপাণ্ডব মজুমদার
শাং- নলচিয়া	শাং- চরমোনাই	শাং- দক্ষীন শাহাবাজপুর

একলাইন ফার্সি লেখা

ইশাদী

শ্রীকানুয়ামদে দাষ [বড় একলাইন ফার্সি লেখা] [দলিলেল উপরে ডানে লেখা]

শাং- দক্ষীন শাহাবাজপুর শ্রীসৈদহোসেনদ্দীন মাহমুদ

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৭৭]

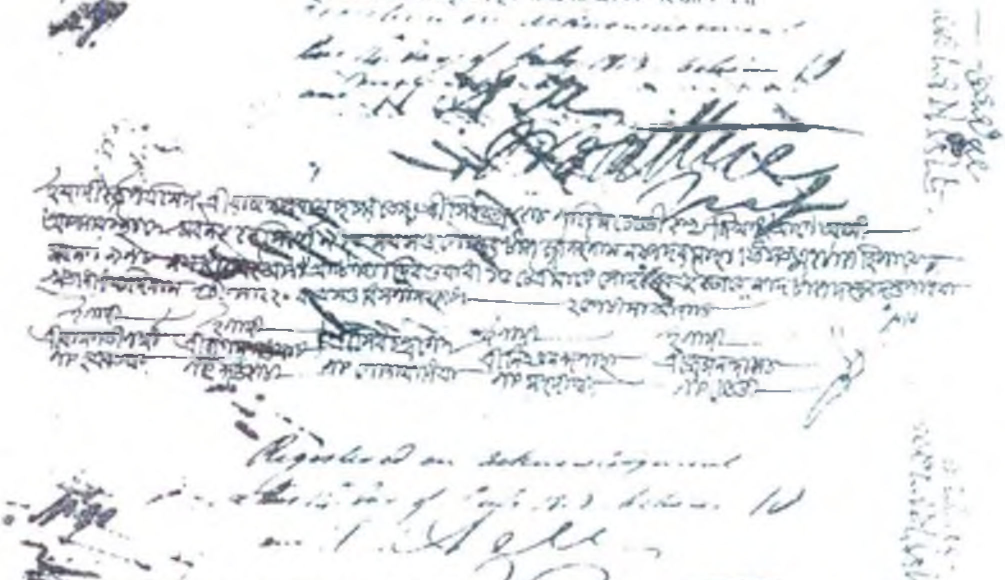

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৭৮]

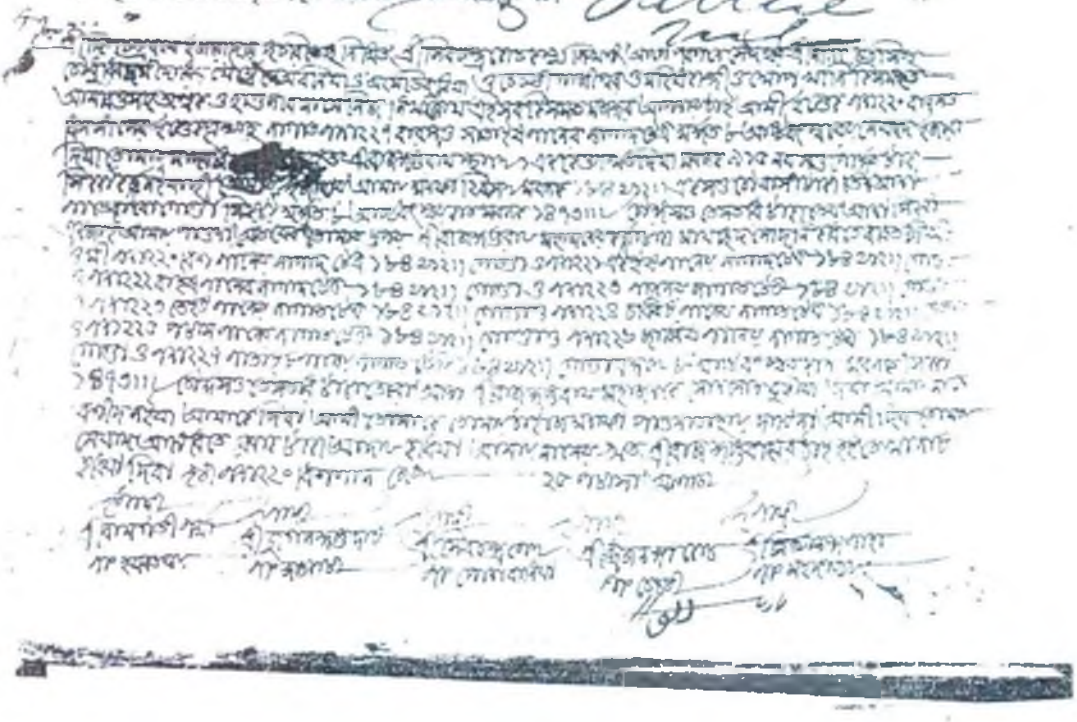

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৭৭]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদী পত্রমিদং শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় সুচরিতেষু-শ্রীসিবচন্দ্র দাষ কোচ শাকিম চচড়ী কস্য লিখনং আগে আমী আপনার স্থানে মবলগ ফল সিক্কা ৯১৫ নয়সত্ত পোন্দর টাকা কর্জ লইলাম রফাদরসাহা ফিসত ১ এক টাকা হিশাবে মবলগ ৯ নয় টাকা দুই আনা আষ্ট গন্ডা দিব ওয়াধা ১৫ চৈত্র মাসে সোদ করিব এই কত্তায়ে নগদ টাকা দস্তবদস্ত পাইয়া খতলিখিয়া দিলাম ইতী শন ১২২০ বারসও বিসশাল তেরিখ-- ২৫ পচীসা আশাড়--

ইশাদী দিসানসহী
শ্রীরামগতী শর্ম্মা
শাং- হযরতপুর

ইশাদী
শ্রীজুগলকৃষ্ণ দাষ
শাং-০ কৃষ্ণকাটী

ইশাদী
শ্রীসিবচন্দ্র সেন
শাং- পোনাবালিয়া

ইশাদী
শ্রীনিত্যনন্দ শাহা
শাং- মহদীপুর

ইশাদী
শ্রীব্রজনন্দা কর
শাং- চেচড়ি

[উপরে ডানে]
শ্রীসিবচন্দ্রকোচ
শাং- চেচড়ি

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৭৮]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

শ্রীদিপচন্দ্র রায় ইজারাদার ষুচরিতেষু- লিখিতং শ্রীসিবচন্দ্র কোচকস্য লিখনং আগে পরগনে সৈদপুর শ্রীলালাচেতসিংহ চৌধুরীর জমিদারির মধ্যে মেষবনিয়াও অমেডিবুনিয়া ও চেচড়ী গাজীপুর ও মহিষকান্দি ও ক্ষোপখালী কিসমতে আমার ওসত তালুক ও হাওলারনামে নিজ লিখা জায় এইসব কিসমত মজকুর আপনার ঠাই আমী ইত্তেকপূন্যাহ লাগাত শন ১২২০ বারসও বিসসালের ইত্তেক পূর্ণহ লাগাত শন ১২২৭ বারশও সাতাইষ সালের লাগাত চৈত্র মুদ্দত ৮ আষ্ট বৎসরের মেয়াদে ইজারা দিয়া তোমার মাদবরিতে শ্রীরাজকৃষ্ণরায় স্থানে ১ এক কেত্তা খত দিয়া মবলক ৯১৫ নয়সও পোন্দর টাকা সিক্কা কর্জ লইয়াছি তোমার ইজারায় আমার মুলফা ফিসদ মবলক ১৮৪ একশও চৌরাসি টাকা তিন আনা শাড়ে বারো গন্ডা সিক্কা মুদ্দত ৮ আষ্ট বৎসরতকাত মবলক ১৪৭৩ চৌদ্দ সও তেসতরি টাকা তের আনা সিক্কা একজাই আমার পাওনা অতএব তোমার উপর শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় মহাজনের কর্জ টাকা মায়সুদ সোদাল করিতে বাবত লিখী তুমী শন ১২২০ বিশ শালের লাগাদ চৈত্র ১৮৪ গোন্ডা ও শন ১২২১ একইষশালের লাগাদ চৈত্র ১৮৪ গোন্ডা ও শন ১২২২ বাইষ শালের লাগাদ চৈত্র ১৮৪ গোন্ডা ও শন ১২২৩ সালের লাগাত চৈত্র ১৮৪ গোন্ডা ও শন ১২২৪ চব্বিশ শালের লাগাদ চৈত্র ১৮৫ গোন্ডা ও শন ১২২৫ পচসি শালের লাগাত চৈত্র ১৮৪ গোন্ডা ও শন ১২২৬ ছাব্বিষ শালের লাগাত চৈত্র ১৮৪ গোন্ডা শন ১২২৭ শাতাইষ শালের লাগাত চৈত্র ১৮৪ গোন্ডা আষ্ট বৎসরতকাত মবলক সিক্কা ১৪৭৩ চৌদ্দশও তেসতরি টাকা তেরো আনা শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় মহাজনকে সোনসোন বুঝীয়া দিয়া আমার নামে রসীদ লইয়া আমাকেদিবা আমী তোমাকে তোমার ঠাই জে মুনাফা পাওনা তাহার দাখিলা আমী দিব তোমার মেয়াদ আখিরিতে বেবাক টাকা আদায় করিয়া আমার নামের খত শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়ের ঠাই হইতে খালাষ করিয়া দিবা ইতী শন ১২২০ বিশশাল তেরিখ------ ২৫ পচীস আশাড়

ইশাদী
শ্রীরামগতি শর্ম্মা
শাং- হযরতপুর

ইশাদী
শ্রজুগলকৃষ্ণ দাষ
শাং- কৃষ্ণকাটী

ইশাদী
শ্রীসিবচন্দ্র শেন
শাং- পোনাবালিয়া

ইশাদী -- শ্রীচিত্তানন্দ সাহা
শাং- মহদীপুর

[ছোট ফাসি
দস্তখত]

শ্রীব্রজানন্দাকোচ
শাং- পোনাবিলয়া

[উপরে ডানে]
শ্রীশীবচন্দ্রকোচ
শাং- চচড়ী

Dhaka University Institutional Repository

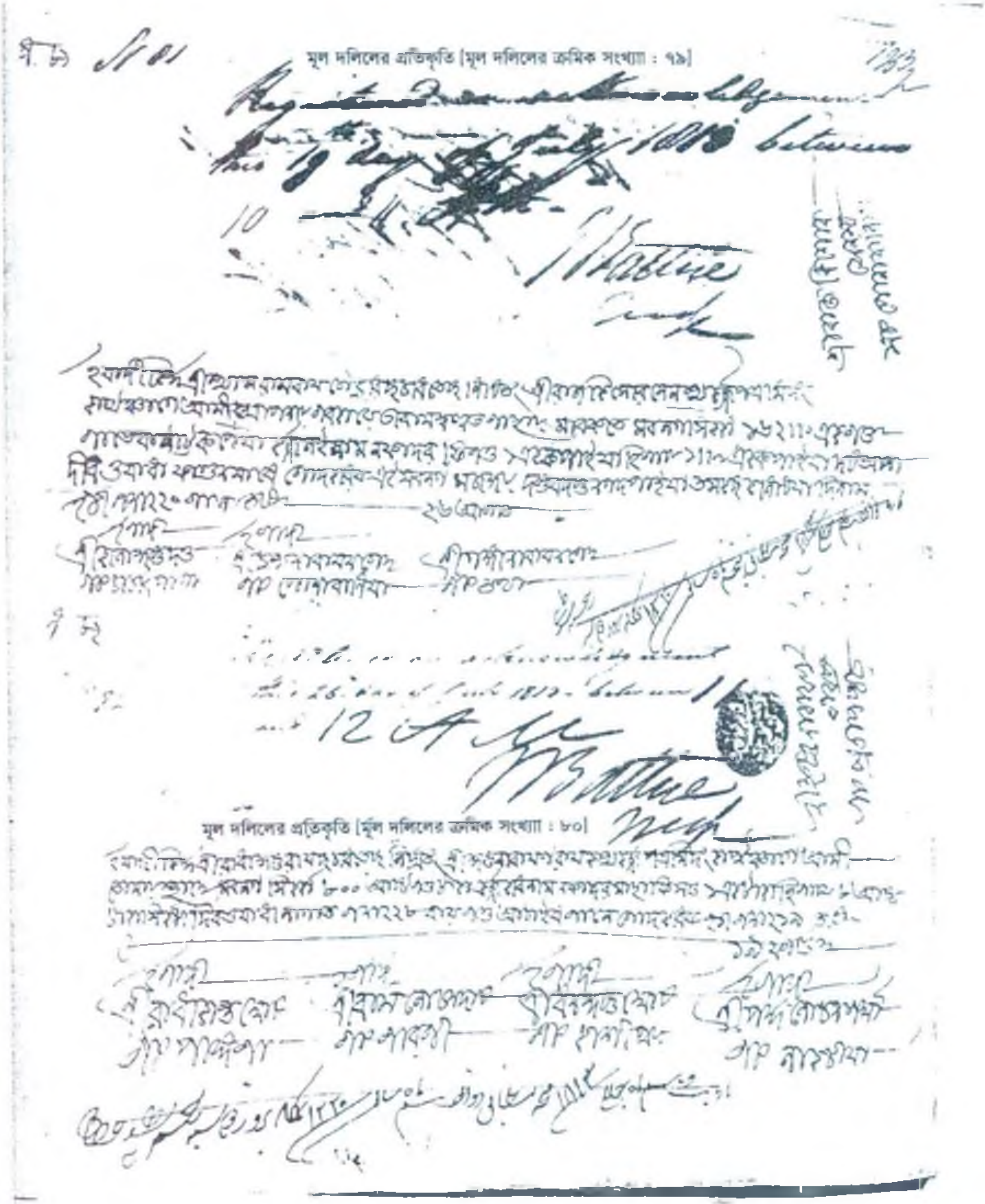

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৭৯]

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৮০]

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৭৯]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদীকির্দ্দ শ্রীশ্যামরামরায় চৌধুরী যুচরিতেষু লিখিতং শ্রীরাজকিশোর সেনস্য কর্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমী আপনার সরকারে শ্রীরামদুল্লভ শাহার মারফতে মবলগ সিক্কা ১৬২ একশও শাড়ে বাসাট্ট রূপাইয়া কর্জ লইলাম রফাদর ফিশও ১ এক রূপাইয়া হিশাবে ১ এক রুপাইয়া দষ আনা দিষ ওয়াধা ফাল্গুন মাষে শোদ করিষ এই মবলগ মজকুর দস্তবদস্ত নগদ পাইয়া তমকসু লিখিয়া দিলাম

ইতী শন ২২০ শাল তেরিখ ২৬ আশার-

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীকালাকৃষ্ণ দাষ	শ্রীচন্দ্রনারায়ণ শেন	শ্রীগঙ্গানারায়ণ শেন
শাং- চাচরিপাশা	শাং- পোনাবালিয়া	শাং- তথা [উপরের ডানে]
	[ফার্সি এক লাইন লেখা]	শ্রীরাজকিশোর সেনস্য
		সাং- পোনাবালিয়া

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৮০]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদী কির্দ্দ শ্রীরাধাকৃষ্ণ রায় যুচরিতেষু- লিখিতং শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ রায় কস্য কর্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমী তোমার স্থানে মবলগ সিক্কা ৮০০ আষ্ট গন্ডা টাকা কর্জ করিলাম রফাদরমাহা ফিসদও ১ এক টাকা হিশাবে ৮ আষ্ট টাকা সিককা দিষ ওয়াধা লাগাত শন ১২১৮ বারশত আটাইষ সালে সোধ করিষ ইতী শন ১২১৯ তেরিখ ১৯ ফাল্গুন

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীরাধাকান্ত ঘোষ	শ্রীরামলোচন দাষ	শ্রীধনকৃষ্ণ ঘোষ
শাং- পাদদিশা	শাং- শায়রী	শাং- কাশীপুর
ইশাদী	[উপরে ডানে]	[সীলমোহর]

Dhaka University Institutional Repository

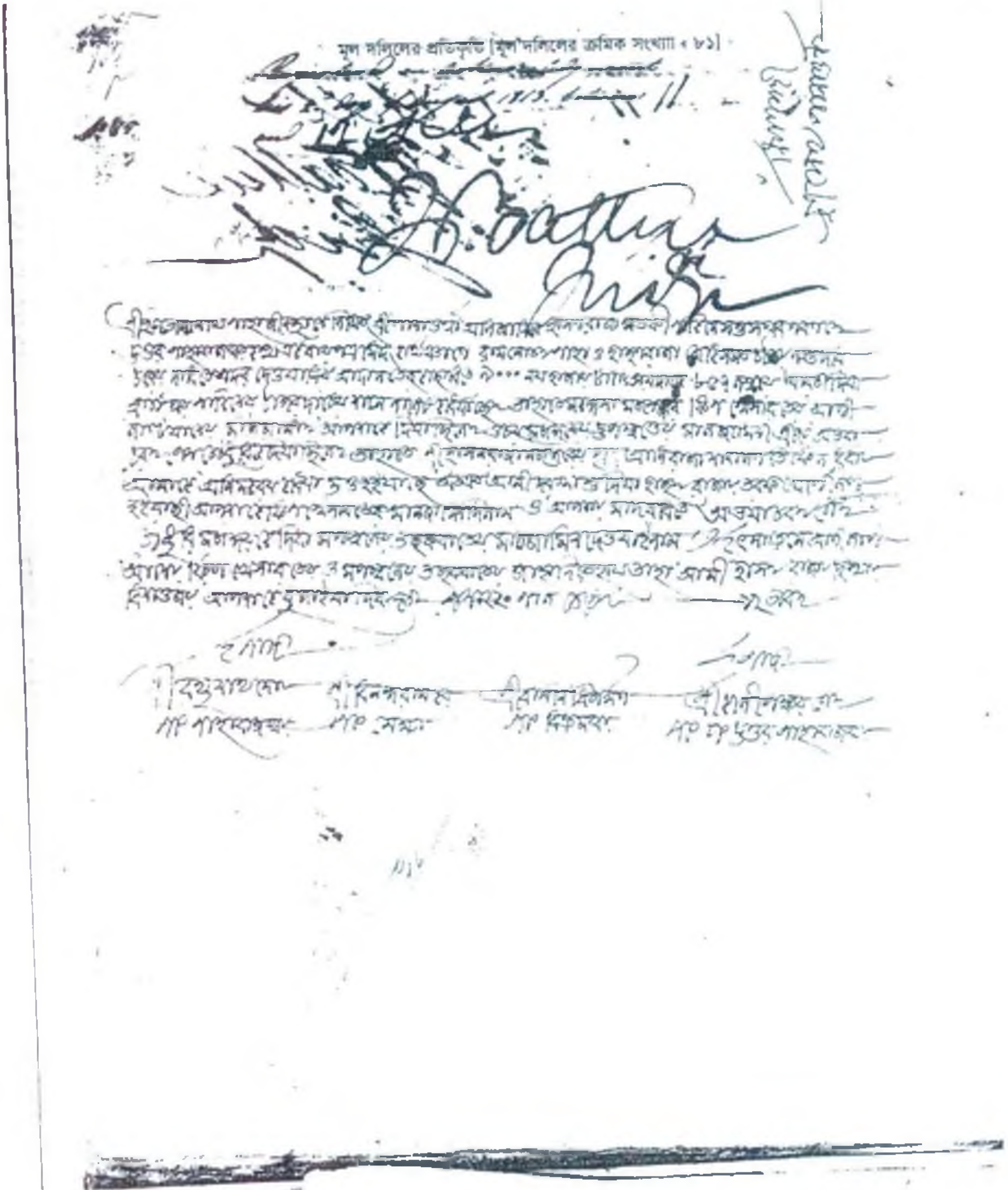

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৮১]

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৮১]

[দলিলের উপরে দুই লাইন ইংরাজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

শ্রীযুতভোলানাথ শাহাজীর স্থানে লিখিতং শ্রীশোনাওল্লাআলি জানিবে হাসনরাজা মতকী শাকিনে সন্তসপুর পরগনে উত্তর শাহারাজপুর কস্য একবারপত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে রামলোচনা শাহা ও হাসনরাজা কিসমত চটার নওদরি চরেরর দাবিতে শদর দেওয়ানির আদালতের কাছারিতে ৯০০০ নয় হাজার টাকার আয়দাদে ৮৫৭ নম্বর আরজি দূর্গাপুর শাকিনের ঠাঙ্গর দাষের নামে নালিষ করিয়াছেন তাহাতে মকর্দ্দমা মজকুরের ফিশ খেসারতের আপীলান্টয়ানের মালজামীন আপনাকে দিয়াছিলে ও চর মজকুরের উপস্বত্তের মালজামিনী শ্রীযুত অভয়চরনশেনচৌধুরিকে দিয়াছিলেন তাহাকে শ্রীহাসনরাজা মজকুরের পুত্র আলি রাজা নাবালগ তিকেন বিধায় আমাকে আলি মকষর করিয়া মৃত্যু হইয়াছে অতএব আমী দরখাস্ত দিয়া হাছন রাজার তরফ আপীলন্ট হইয়াছী আপনাকোটিফশ খেসারতের মালজামিন দিলাম ও আপনার মাদবরিতে অভয়াচরনশেনচৌধুরী মজকুরকে দিয়া মপস্বলের তছুরুবাতের মালজামিন দেওয়াইলাম ইৎনাক্রমে আপীলান্ট আনের ফিশ খেষারতের ও মপস্বলের ও তছরুবাতের জাহা দিতে হয় তাহা আমি হাসনরাজার হিস্যয় বিনা ওজর আপনাকে বুজাইয়া দিব ইতী শন ১২২০ শাল তেরিখ ১২ শ্রাবন

ইশাদী

শ্রীরঘুনাথদো
শাং- শাহাবজপুর
ইশাদী

শ্রীবিলন্দরাম কর
শাং-মেঘ্যা

শ্রীরামনিধি শর্মন
শাং- বিক্রমপুর
নিসানশহী

ইশাদী
শ্রী কালীশঙ্কর শেন
শাং পং উত্তর শাহবাজপুর

[উপরে ডামে]
নিশানসাহী
শ্রীসেক পানাউল্লা

[ফার্সি দস্তখত]

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মুল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৮২]

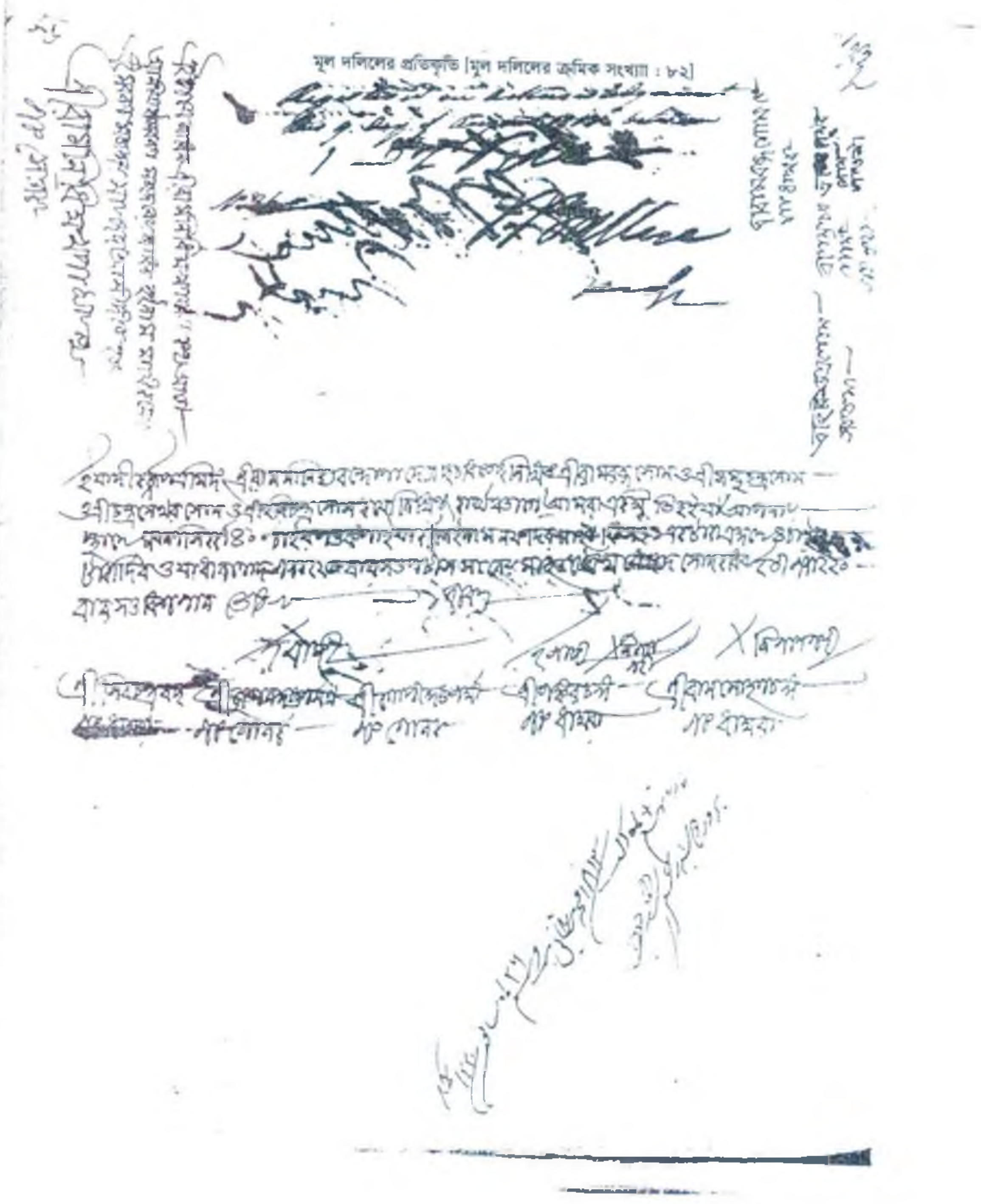

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৮২]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদী কর্জ্জপত্রমিদং শ্রীরামমানিক্য বন্দোপাদ্যে মুচরিতেষু- লিখিতং শ্রীরামরত্ন সোম ও শ্রীসম্ভুচন্দ্র সোম ও শ্রীচন্দ্রসেখর সোম ও শ্রীহরিচন্দ্র সোম কস্যে লিখিনং কার্য্যঞ্চাগে আমরা একতৃতি হইয়া আপনার স্থানে মবলগ সিক্কা ৪০০ চাইর শত রূপাইয়া কর্জ্জ লইলাম রফাদর মাহাফিশও এফটাফল এফুশে ৪ চাইর টাফা লিব ওয়াধা লাগাদ শন ১২২৫ বারশও পচিশ সালের মাহা চৈত্র মায়েযুদ সোদ করিয় ইতী শন ১১২০ বারশত্ত বিশ শাল তেরিখ ১ শ্রাবন-

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীসিবচন্দ্র বসু	শ্রীজুগলকৃষ্ণ দর্শন	শ্রীগোপীকৃষ্ণ শর্মা
শাং- ধামুরা	শাং- শোলক	শাং- গোলক
ইশাদী/ নিসানসহী	নিসানসহী	
শ্রীশঙ্করচঙ্গা	শ্রীরামমোহনচন্দ্র	[দুই লাইন ফার্সি লেখা]
শাং- ধামুরা	শাং- ধামুরা	
	[উপরে ডানে]	শ্রী হরিশচন্দ্রশেন সোম
	শ্রীশম্ভুচন্দ্র শেন	সাং- তথা
	শাং- তথা শ্রীচন্দ্রসেখর	শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ
	সোম	শাং ধামুরা
	শাং- তথা	
	শ্রীরামরত্ন সোম	
	শাং- তথা	

[

উপরে বায়ের কোনায়] কায়ো এই পত্রে জাবিন শ্রীরামনিধিমুকপাধ্যায় কস্য আগে আমী এই মবলগ মজকুরের জাবিন হইলাম মাফিক মেদ এই মবলক মজকুর ময়সুদ আমীদিব ইতি।

শ্রীরামনিধি মুখপাধ্যায়

শাং- সোলক

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৮৩]

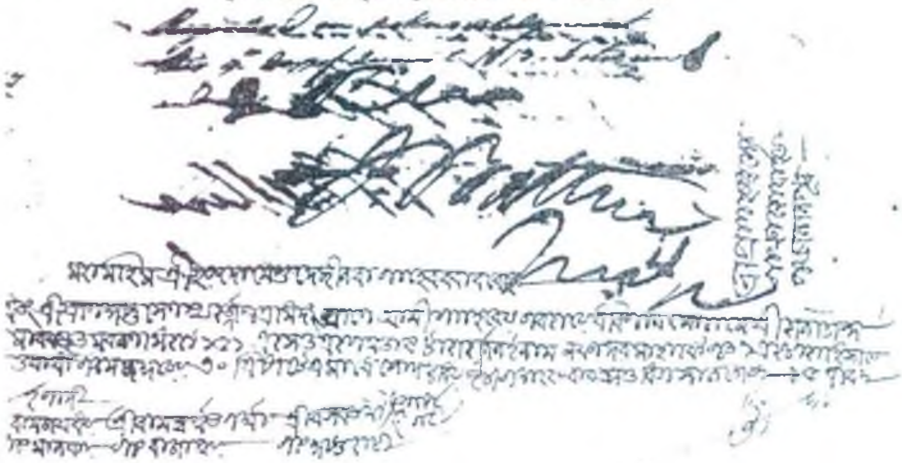

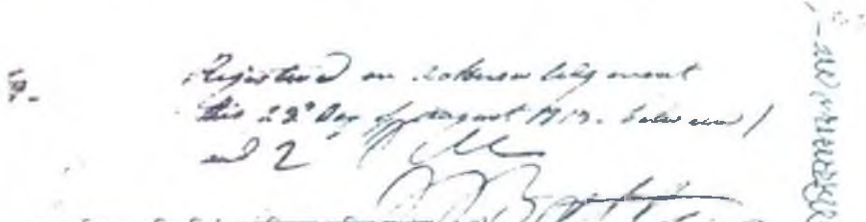

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৮৪]

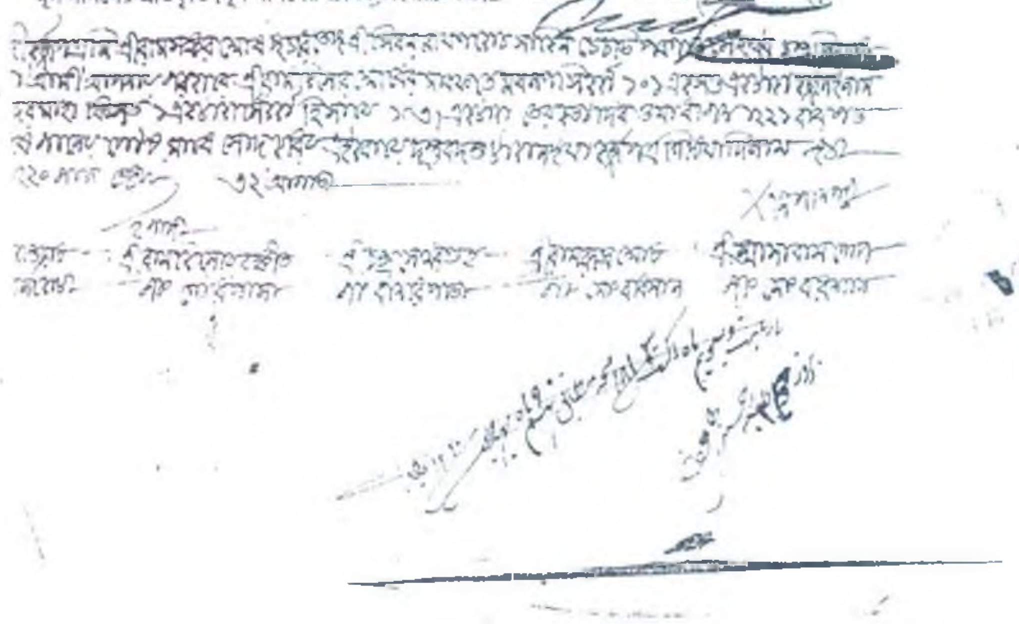

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৮৩]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। । ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

মহামহিম শ্রীযুতদোয়গুছেছীলবা শাহেব বরাবরেষু-

লিখিতং শ্রীপ্রানকৃষ্ণ সেনস্য কর্জপত্রমিদং আগে আমী শাহেবের শরকারে বরিশাল মোকামে শ্রীকালাচাঁন্দ মারফত মবলগ সিক্কা ১৫১ একশও এক পঞ্চাশ টাকা কর্জ লইলাম রফা দরমাহা ফিসত ১ কে টাকা সিক্কা হিসাবে ওয়াধা শন মজকুরের ৩০ ত্রিষা চৈত্র মাহে সোদ করিব ইতি শন ১২২০ বারসওবিশ সাল তেরিখ--- ১৫ শ্রাবণ

ইশাদী

শ্রীরামজয় ধর — শ্রীরামদুলরত শর্ম্মা — শ্রীরসযতখা/নিশাণশহী

শাংমালয়ার — শাংরাজাপুর — শাংকৃষ্ণকাটী

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৮৪]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদী কর্জপত্রমি শ্রীরামশঙ্কর ঘোষ সুচরিতেষু শ্রীসিবনারায়ণ কোচ সাকিন চেচড়ি পরগনে সৈদপুর কস্য লিখনং আগে আমি আপনার শরকারে শ্রীরামকিসোর ঘোষের মারফত মবলগ সিক্কা ১০১ একশও একটাকা কর্জ লইলাম দরমাহা ফিসত ১ কে টাকা সিক্কা হিসাবে ১.৩ এক টাকা তেরকড়া দিব ওয়াধা শন ১২২১ বারশও একুইশ শালের পৌষ মাহে সোদ করিব এই করায়ে দতবদত টাকা লইয়া কর্জপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি ১২২০ সাল তেরিখ ------ এ ২ আশাড়---

ইশাদী — ইশাদী — ইশাদী

শ্রীকান্ত দাষ — শ্রীরামকিসোরক্ষীত শাং গৌরিপাসা — শ্রীচন্দ্রসেখরা গুহ

শাং ফোটা — শাং- বানরিপাড়া

শ্রীরামরুদ্র ঘোষ — শ্রী আসারাগোপ — [উপরে ডানে]

শাং- মোং বরিশাল — শাং- মোঃ বরিশাল — শ্রীসিবনারায়ণ কোচ

[ফার্সি ছোট দুইলাইন লেখা]

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৮৫]

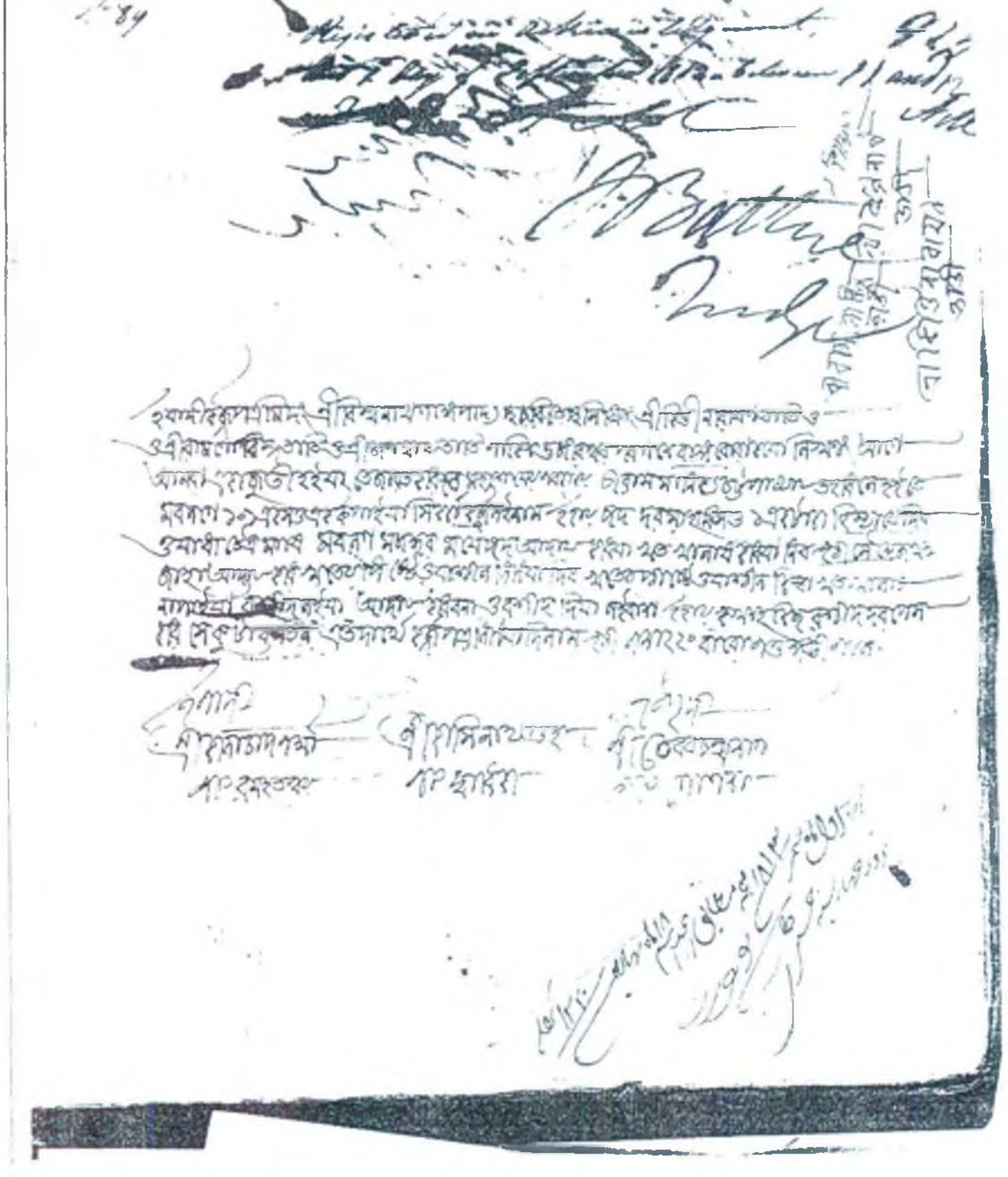

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৮৫]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।

ইয়াদী কর্জপত্রমিদং শ্রীবিশ্বনাথ গঙ্গোপাদ্য যুচরিতেযু- লিখিতং শ্রীকিত্তীনারায়ণ তাতি ও শ্রীরামগোবিন্দ তাতি ও শ্রীজগন্নাথ তাতি শাকিন উজীরপুর পরগনে বাঙ্গরোরাকয়ো লিখনং আগে একজুতী হইয়া তেজারত করিতে মহাশয়ের সরকারে শ্রীরামমানিক্য চট্টপাধ্যায় তহবিলে হইতে মবলগ ১০১ একসও এক রূপাইয়া সিক্কা কর্জ লইলাম ইহার যুদ ফরমাহা ফিসও ১ এক টাকা হিসাবে দিব ওয়াধা চৈত্র মাযে মবলগ মজকুর মায়েযুদ আদায় করিয়া খত খালায করিয়া নিব ইতীমেদ্দে জখন জাহা আদায় করি খতের পিষ্ঠে ওয়াশীলে লিখিয়া দিব খতর পিষ্টে ওয়াশীল কিম্বা খতখালায নাপাইয়া রশদী লইয়া আদায় করিব না ও রশীদ দিয়া লইবানা ইহার কখনহ কিছু রশীদ দরপেস করি সে ঝুটা বাতিল এতদর্থে কর্জপত্র লিখিয়া দিলাম ইতীশন ১২২০ বারোশও কুড়ী শাল-

ইশাদী	নিসানসহী	ইশাদী
শ্রীকমলাচাদ শর্ম্মা	শ্রীকাসিনাথ গুহ	শ্রীভৈরবচন্দ্র নাগ
শাং- রহমতপুর	শাং- দ্বারিকা	শাং- শোলকা

[উপরে ডানে]শ্রীরামগোবিন্দ তাতী জগনাথ তাতী শ্রীকিত্তিনারায়ন তাতী

[নীচে ফার্সি লেখা]

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৮৬]

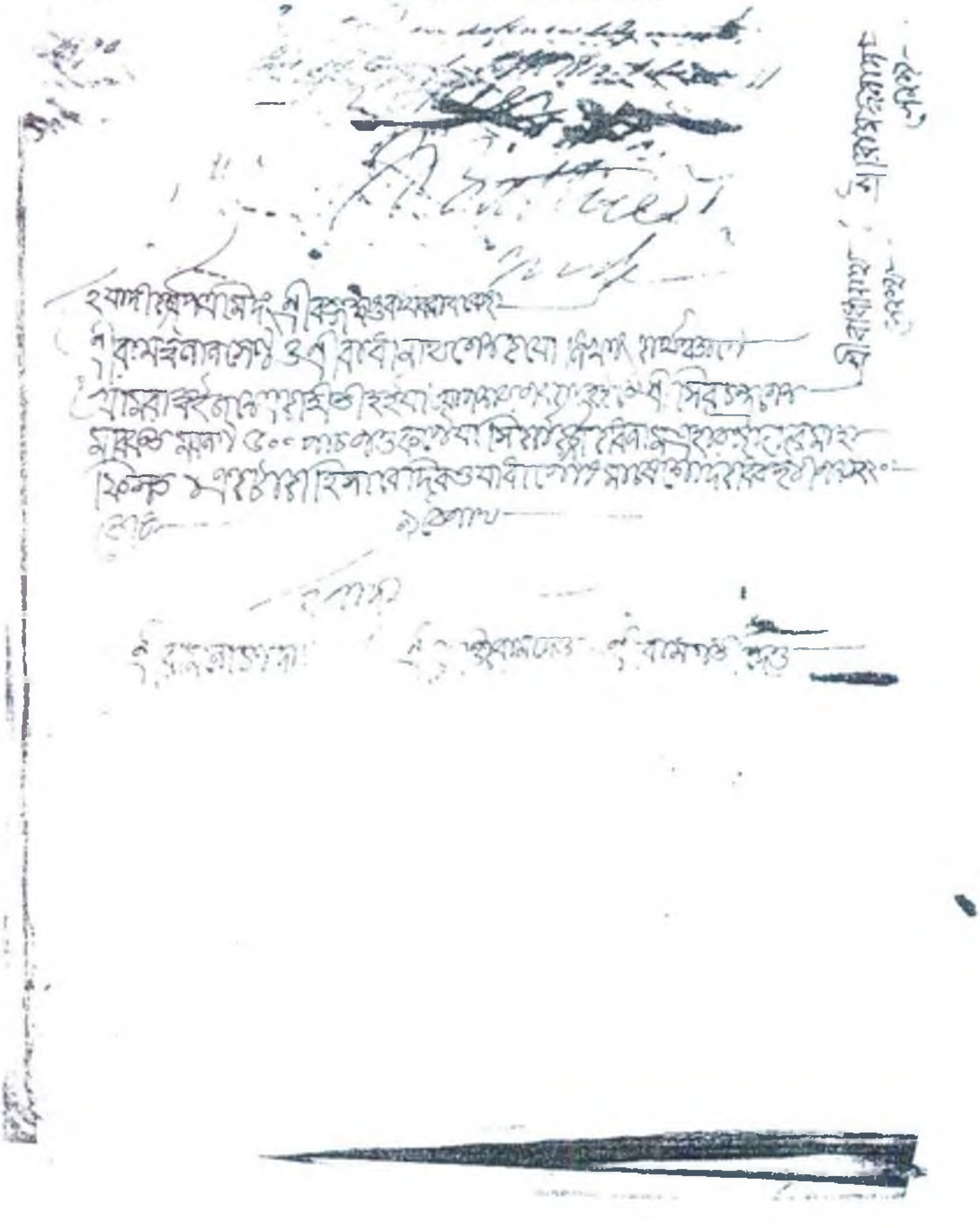

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৮৬]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।

ইয়াদী কর্জপত্রমিদং শ্রীরত্নকৃষ্ণা রায় বরাবরেষু---

শ্রীরামদুলাল সেন ও শ্রীরাধানাথ সেন কস্যো লিখনং কার্য্যঞ্চাগে---

আমরা দুইজনে একযুতী হইয়া আপনার সরকার হইতে শ্রীসিবচন্দ্র শেন ---

মারফত মবলগ ৫০০ পাচ সও রূপেয়া সিক্কা কর্জ করিলাম এহার যুদ দরমাহা---

ফিসদ ১ এক টাকা হিসাবে দিব ও ওয়াধা পৌষ মাযে যোদ করিব ইতী শন ১২২০---

তেরি---- ৯ বৈশাখ--

ইশাদী

শ্রীরামলোচন দাষ শ্রীকান্তিকরাম দেও শ্রীরামগতী দেও

[উপরে ডানে]

শ্রীরামনাথ সেনস্য

শ্রীরামদুলাল সেনস্য

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৮৭]

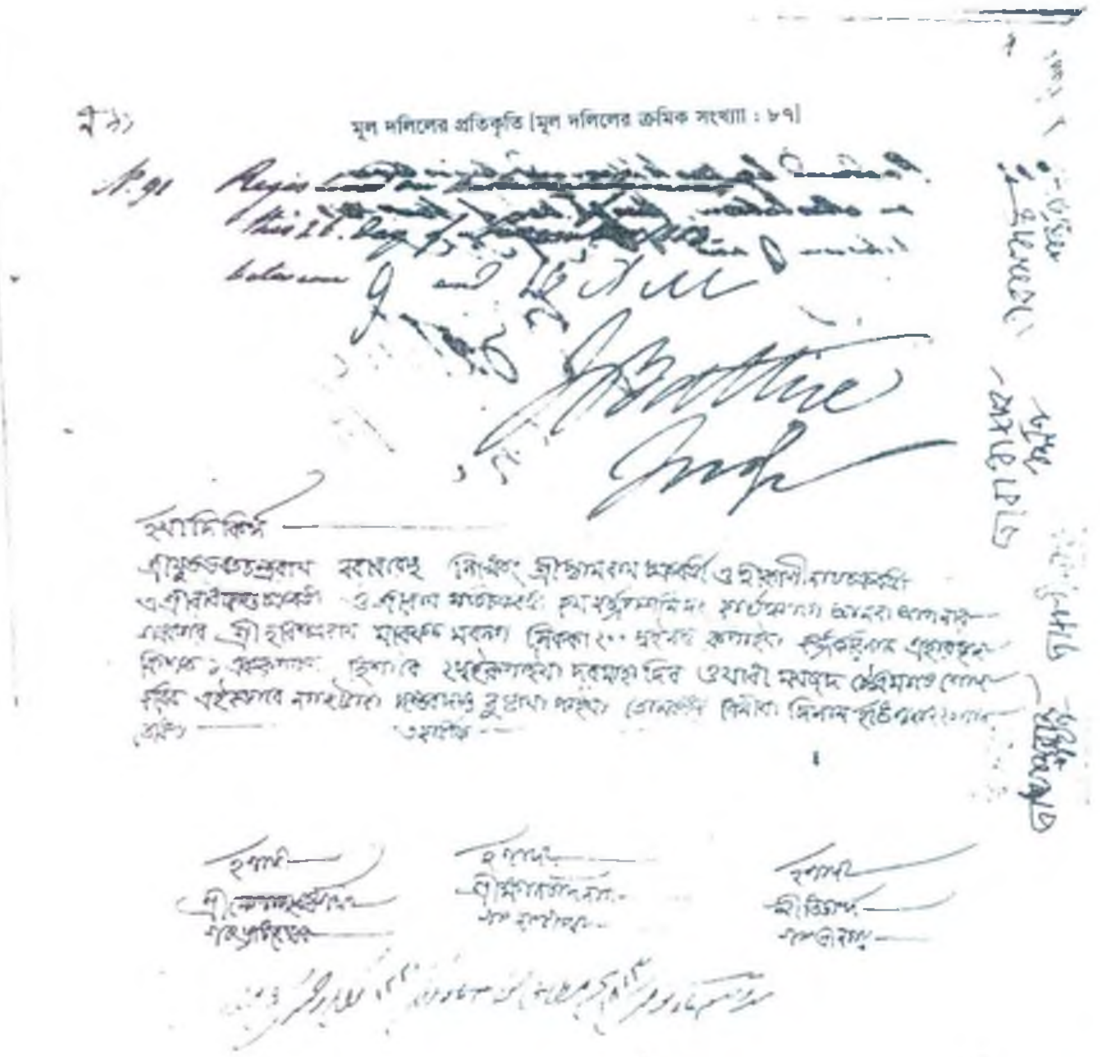

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৮৭]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর]

ইয়াদি কির্দ্দ-----

শ্রীযুতভবতচন্দ্র রায় বরাবরেষু লিখিতং শ্রীশ্যামরাম চক্রবত্তী ও শ্রীকাশীনাথ চক্রবর্ত্তী ও---

শ্রীরাধাকান্ত চক্রবর্ত্তী ও শ্রীরামগতি চক্রবর্ত্তী কস্য কর্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা আপনার---

শরকারে শ্রীহরিচন্দ্রচন্দ্র রাম মারফত মবলগ সিককা ২০০ দুইশতও রূপাইয়া কর্জ করিলাম এহার সুদ ফিশত ১ এক রুপাইয়া হিশাবে ২ দুই রূপাইয়া দরমাহা দিব ওয়াধা মযযুদ চৈত্রমাসে শোদ করিব এই কড়ারে নগদ টাকা দস্তবদস্ত বুজীয়া পাইয়া তোমকষুক লিখিয়া দিলাম ইতী শন ১২২০ শাল ---

তেরিখ--------   ৩ কার্ত্তীক---

ইশাদী	ইশাদী
শ্রীগোপালকৃষ্ণ শর্ম্মা	শ্রীযুগলচাদ নাগ
শাং- উজীরপুর	শাং- কাশীপুর
ইশাদী	[উপরে ডানে]
শ্রীতিতার খা	শ্রীশ্যামরামশর্ম্মা শ্রীকাশীনাথ চক্রবর্ত্তী
শ্রীরাধাকৃষ্ণ শর্ম্মান	শ্রীরাধাকান্ত শর্ম্মন শ্রীরামগতি চক্রবর্ত্তী

[একলাইন ফার্সি লেখা]

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৮৮]

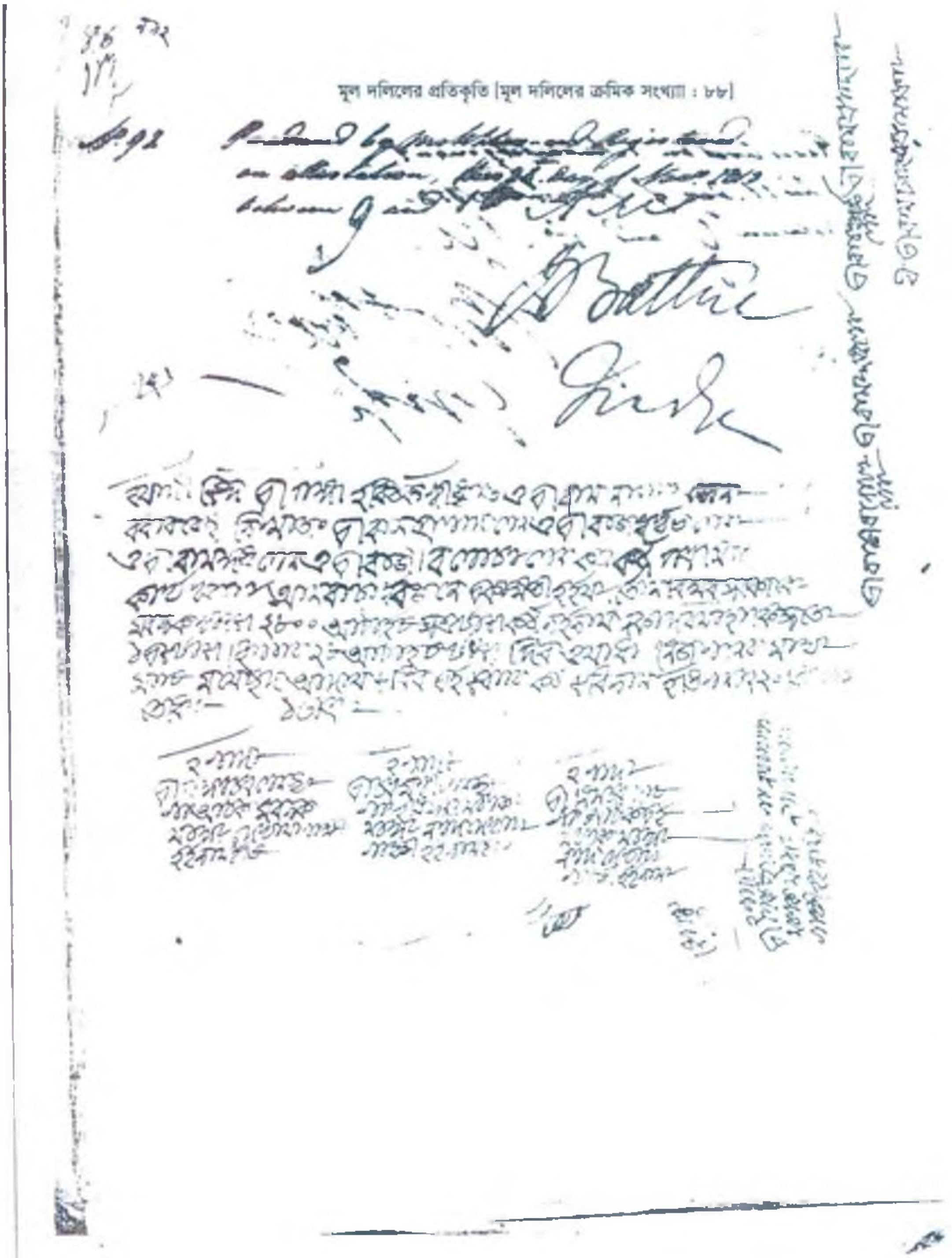

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৮৮]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদী কির্দ্দ শ্রীগঙ্গা হরির্তক শ্রীধ্যান্ত ও শ্রীরামনারায়ণ সেন বরাবরেষু লিখিতং শ্রীরামপ্রসাদ সেন ও শ্রীরাজদুল্লভ´সেন ও শ্রীরামকৃষ্ণ সেন ও শ্রীবাজীরলোচন শেন কর্জ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা চাইরজনে একাযুতী হইয়া তোমার সব সরকারে মবলক সিক্কা ২৮০০ আটাইষ সও টাকা কর্জ লইলাম রফাদরমাহা ফিসতে ১ এক টাকা হিশাবে ২৮ আটাইশ টাকা সিক্কা দিব ওয়াদা নিজ শনের মাষ মাষে ময়েযুদ আদায় করিব এই কয়ায়ে কর্জ করিলাম ইতি শন ১২২০ বিশ শাল--

তেরিখ-------- ১ ভাদ্র-

ইশাদী

শ্রীগঙ্গাচন্দ্রদ শেনস্য

শাং আঠক মবলগ

মজকুর দেখীয়াশাক্ষী হইলাম

ইতি

ইশাদী

শ্রীচন্দ্রমুখী শেনস্য

শাং- হরিকুন মবলক

মজকুর নগদ দেখীয়া শাক্ষী হইলাম ইতি

শ্রীনিমচন্দ দাষ

শাং- আঠক

এই মবলগ মজকুর নগদ দেখীয়া

শাক্ষী হইলান

নিশাসনসহী

শ্রীসেকসুলেমান শ্রীজয়নারায়ণ

মবলক মজকুর নগদ দেখিয়া

শাক্ষী হইলাম ইতি

[ছোট ফার্সি লেখা]

[উপরে ডানে] শ্রীরাজীবলোচন শেন, শ্রীরামকৃষ্ণ শেন

শ্রীরামদুর্লভ শেন, শ্রীরামপ্রসাদ সেন

বং শ্রীরামচাদকৃষ্ণ মোক্তার

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৮৯]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৮৯]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

মহামহিম শ্রীযুত শাহেব দোমেগু দিছিলবা ষয়াবয়েষু----

লিখিতং শ্রীবঙ্গচন্দ্র দত্ত ও শ্রীজয়চন্দ্র দত্ত ও শ্রীকালাচাঁদ দত্ত ও শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত ও শ্রীহরিচন্দ্র ও শ্রীনিলমাধব দত্ত ও শ্রীকালিসঙ্কর দত্ত রায় কর্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা একাজুতি হইয়া শাহেবের শরকারে মোকাম সিবপুর হইবে মবলগ ৮০০০ আস্ট হাজার টাকা সিক্কা কর্জ লইলাম যুদ দরমাহা কিশ্যাত ১ এক টাকা হিশাবে মনকে ৮০ আসি টাকা দর মাহাদিব ওয়াদ্দা ৩০ ত্রিশ চৈত্র মাষে মায়যুদ মলক মজকুর আদায় করিব ইতি শাল ১২২০ যায়সও যিষ শার তেরিখ ১ শ্রাবন----

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীআদুরাম শর্ম্মা	শ্রীরামজয় দত্ত	শ্রীগোকুল শেন	শ্রীরামগতি দাষ
শাং- ফলাস্বর	শাং- নলচিরা	শাং- মাধবপাশা	শাং- ফলাস্বর
	ইশাদী		
	শ্রীমাহম্মদওয়াফী		
	শাং- দাওকাটী		

[উপরে ডানে]

শ্রীকলিসাঙর দত্ত   শ্রীনীলমাধন দত্ত   শ্রীহরচন্দ্র দত্ত   শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত

শ্রীকালাচাদ দত্ত শ্রীজয়চন্দ্র দত্ত শ্রীরঘুচন্দ্র দত্ত বং শ্রীবঙ্গচন্দ্র দাশ মোক্তার

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৯০]

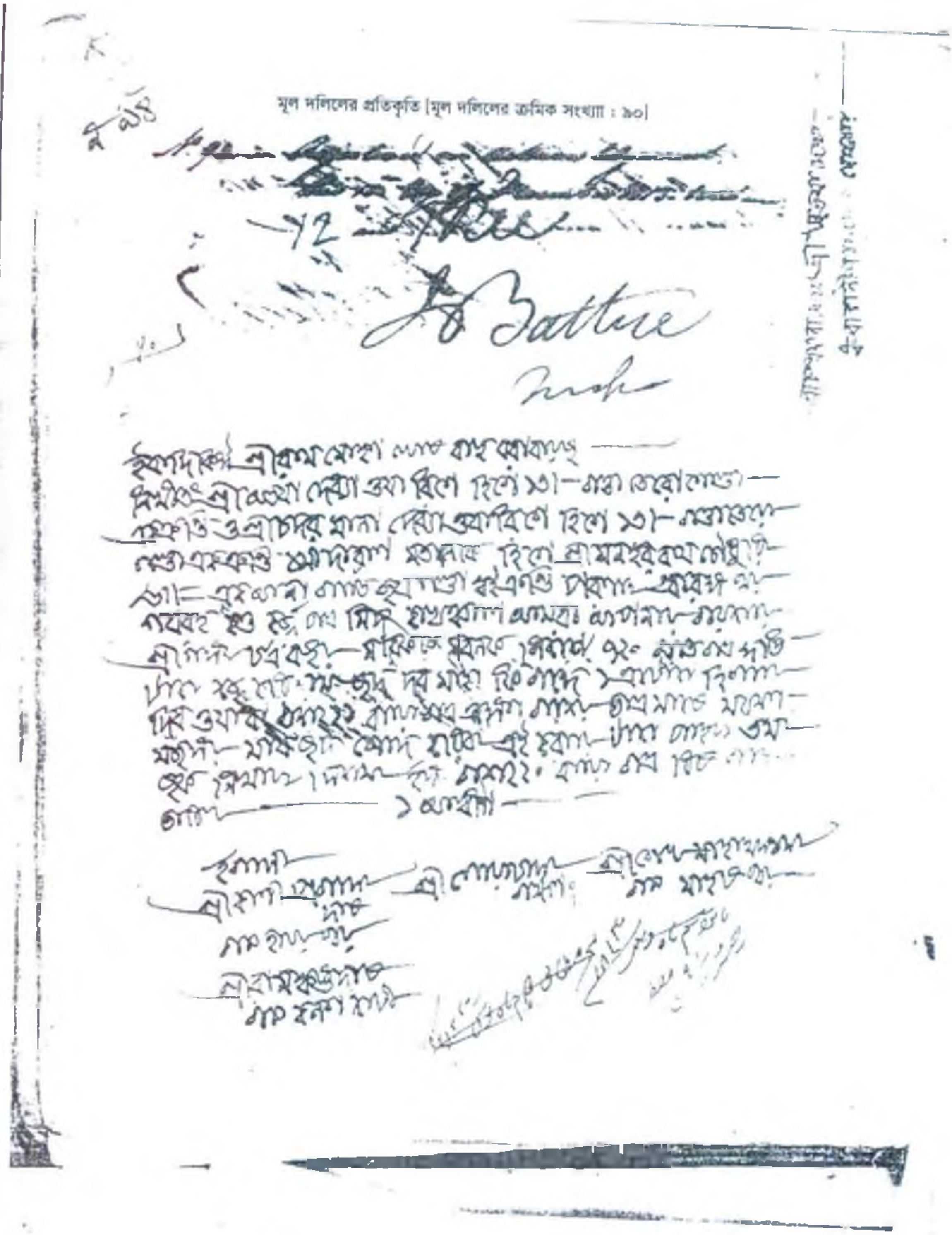

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৯০]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদী কির্দ্দ শ্রীরামমোহনঘোষ বাসু বরাবরেষু----

লিখিতং শ্রীঅভয়মা দেব্যা ওয়ারিশে হিসে ১৩ তেরো গোন্ডা তেরোগন্ডা একক্রান্তি ও শ্রীচন্দরমালা দেব্য ওয়ারিশে হিশে ১৩/ গন্ডা তোরো গন্ডা একক্রান্তি জমীদারান মতালকে হিশে শ্রীমনহর রায়চৌধুরীম ৬ একআন্দা শাড়ে ছয় গন্ডা দুই ক্রান্তি পরগনে আরঙ্গপুর গয়রহ কও কর্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা আপনার শরকারে শ্রীগঙ্গাচন্দ্র বসুর মারফতে মবলক নিকাযে ৭২ শাত শতও কুড়ি টাকা কর্জ করিলাম যুদ দরমাহা ফিমদে ১ এক টাকা হিশাবে দিয ওয়াধা শণ ২১ বারশও একুশ শালের ভাদ্র মাষে মবলগ মজকুর মায়যুদ শোদ করিব এই করারে টাকা পাইয়া তমযুক লিখিয়া দিলাম ইতী শন ১২২০ বারশও বিশ শাল তেরিখ------- ১ আশ্বীন-

ইশাদী	ইশাদী
শ্রীকালীপ্রসাদ দাষ	শ্রীগোরচাঁদ শর্ম্মান
শাং- হায়াপুর	
শ্রীরামকৃষ্ণ দাষ	শ্রীসেখমাহাম্মদজমা
শাং- কলশকাটী	শাং- মাহষপুর
	[এক লাইন ফার্সি লেখা]

[উপরের ভাগে] শ্রীচন্দ্রমালা দেব্য শ্রীঅভয় দেব্যা

বং শ্রীকালীপ্রসাদ দাষ মোক্তার-

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৯১]

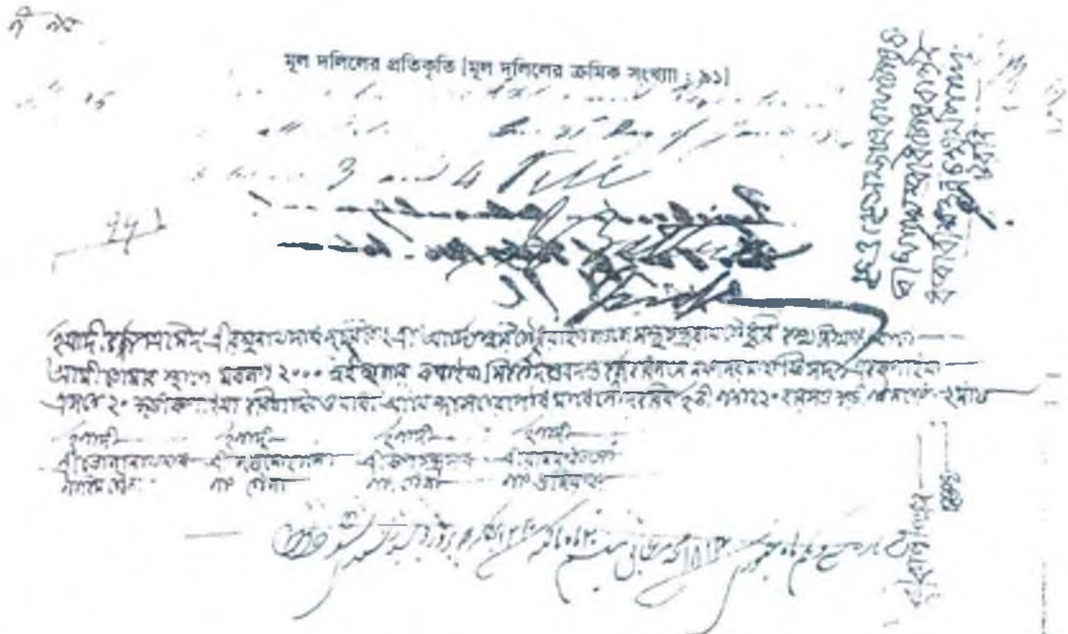

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৯২]

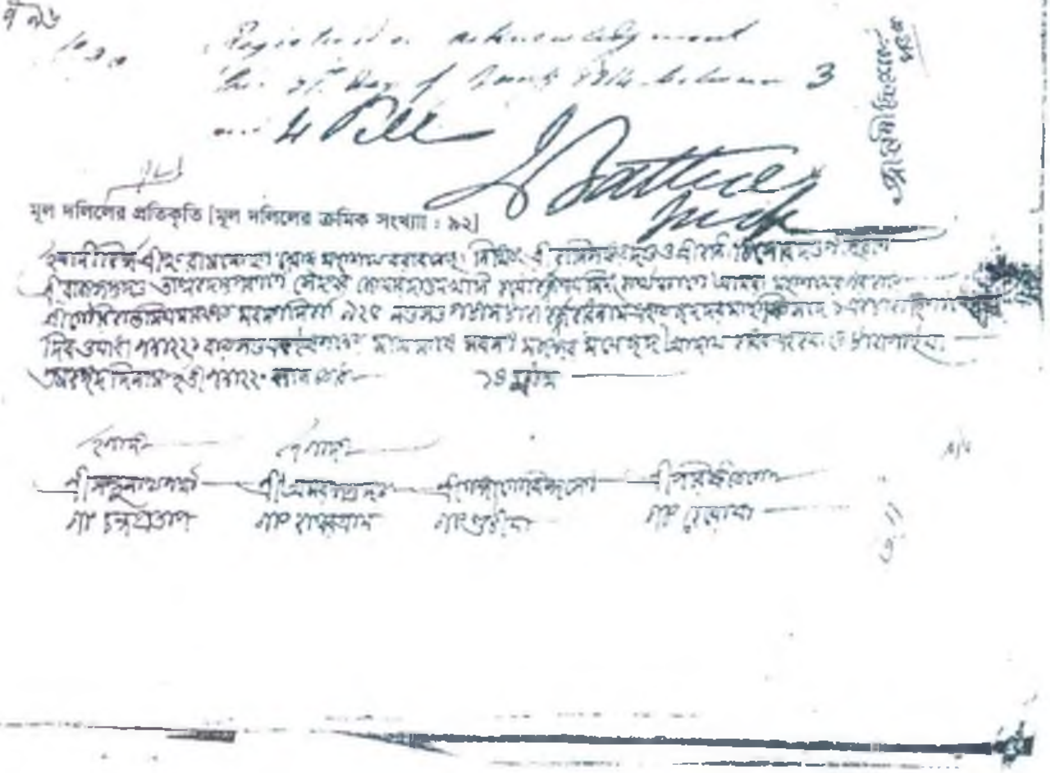

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৯১]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদীফির্দ্দ পত্রমিদং শ্রীরঘুনাথ দাষ সুচরিতেষু----- শ্রীআর্দ্যেস্বরি চৌধুরাইন জওজে সম্ভুচন্দ্ররায় চৌধুরী কন্য লিখনং আগে আমি তোমার স্থানে মবলগ ২০০০ দুই হাজার রূপাইয়া সিক্কা দস্তখত কর্জ করিলাম রফাদর মাহাফিসাদ ১ এক টাকা রুপাইয়া একুলে ২০ কুড়ী রূপাইয়া করিয়া দিব ওয়াধা আয়োন্দা শনের পৌষ মাষে সোদ করিব ইতী শন ১২২০ বারশও কুড়ী শাল তেরিক--- ২ মাঘ

ইশাদী
শ্রীভোলানাথ দাষ
শাকিন গৈলা

ইশাদী
শ্রীকৃষ্ণমোহন সেন
শাং- গৈলা

ইশাদী
শ্রীরূপচন্দ্র দাষ
শাং- গৈলা

ইশাদী
শ্রীরামদুল্লর্ভ শেন
শাং- উজিরপুর

আড়াআড়ি
শ্রীকালিশঙ্কর দত্তস্য

ফার্সি এক লাইন লিখিত

[উপরে ডানে] জওজে সম্ভুচন্দ্র রায়চৌধুরী শ্রীআদ্যোশ্বরি চৌধুরাইন

বং শ্রীরামদুল্লভ মুখাপাদ্ধ টবদি শ্রীকালীশঙ্কর দত্তস্য

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৯২]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। । ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদী কির্দ্দ শ্রীযুতরামমোহন ঘোষ মহাশয় বরাবরেষু--- লিখিতং শ্রীকালিসঙ্কর দত্ত ও শ্রীকালীকিসোর দত্ত পীছরান শ্রীরাজ কৃষ্ণদত্ত তালুকদার পরগনে সৈদপুর জোয়ার দাওদখালি কয়ো কর্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা মহাশয়ের শরকারে শ্রীগৌরিকান্ত মিত্র মারফতে মবলগ সিক্কা ৯২৫ নওসও পচীস টাকা কর্জ করিলাম এহার সুদ দরমাহাফিসদ ১ এক টাকা হিশাবে দিব ওয়াধা শন ১২২১ বারষও একইষ শনের মাঘ মাষে মবলগ মজকুর ময়েসুদ আদায় করিব এই করাড়ে টাকা পাইয়া তমকষুক দিলাম ইতী শন ১২২০ শাল তেরিখ------ ১৪ মাঘ

ইশাদী
শ্রীসম্ভুনাথ শর্ম্মা
শাং- চন্দ্রপ্রতাপ

ইশাদী
শ্রীঅময়কৃষ্ণ দত্ত
শাং- কানুরগ্রাম

শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ সেন
শাং- গুটীয়া

শ্রীপরিক্ষীত শেন
শাং- কয়োয়া

[উপরে ডানে] শ্রীকালীকিশোর দত্তস্য

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিলিপি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৯৩]

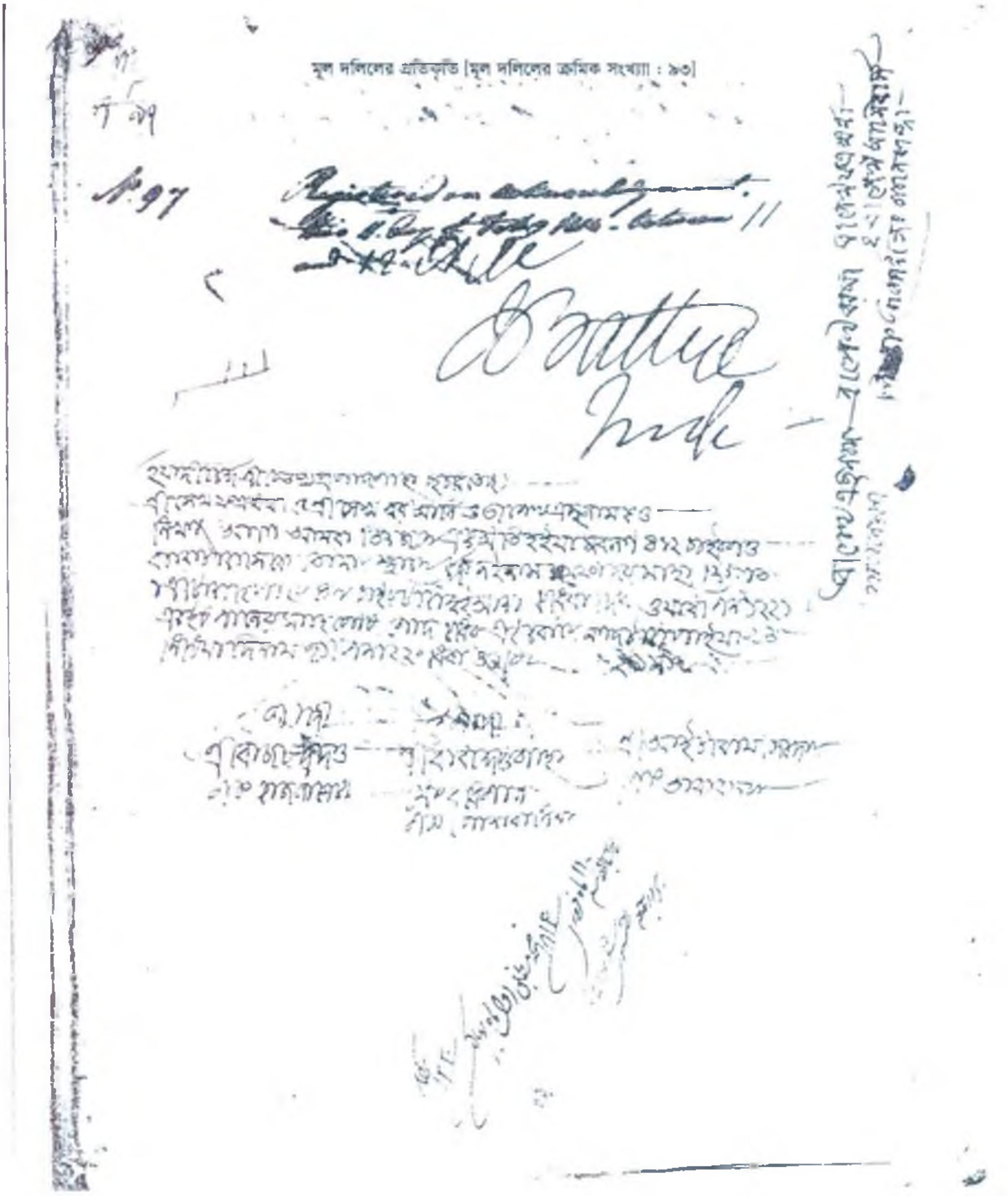

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৯৩]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদী কির্দ্দ শ্রীচৈতন্য প্রশাদ শাহা মুচরিতেষু-

শ্রীসেখফত্রয়ুল্লা ও শ্রীসেখনুরআলি ও শ্রীসেখএছলামকও লিখনং আগে আমরা তিনজন একত্বুতি হইয়া মবলগ ৪১২ চাইরশও বার টাকা সিক্কা তোমার স্থানে কর্জ লইলাম রফাদর মাহা ফিশত ১ এক টাকা হিসাবে ৪.. চাইর টাকা দুই আনা করিয়া দিব ওয়াধা শন ১২১১ একইষ সালের মাহে পৌষ সোদ করিব এই করারে নগদ টাকা পাইয়া খত লিখিয়া দিলাম ইতী সন ১২২০ বিশ তারিখ---- ২৯ মাঘ

ইশাদী ইশাদী

শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণ শাহা

শাং- কাজলাকাটী শাং- বরিশাল

শাং- পোনাবালিয়া

শ্রীআইটারামী সিকদার

শাং- তারাবুনিয়া

[উপরে ডানে] শ্রীসেখ এছলাম, শ্রীসেকনুরল্ল্যা, শ্রীসেখফএয়ুল্লা [ছোট দুই লাইন ফার্সি লেখা।]

শাং য়ালেকান্দি শাং পং য়ালেকান্দে বং শ্রীসেখআমিরদ্দি

শাং য়ালেকান্দা

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৯৪]

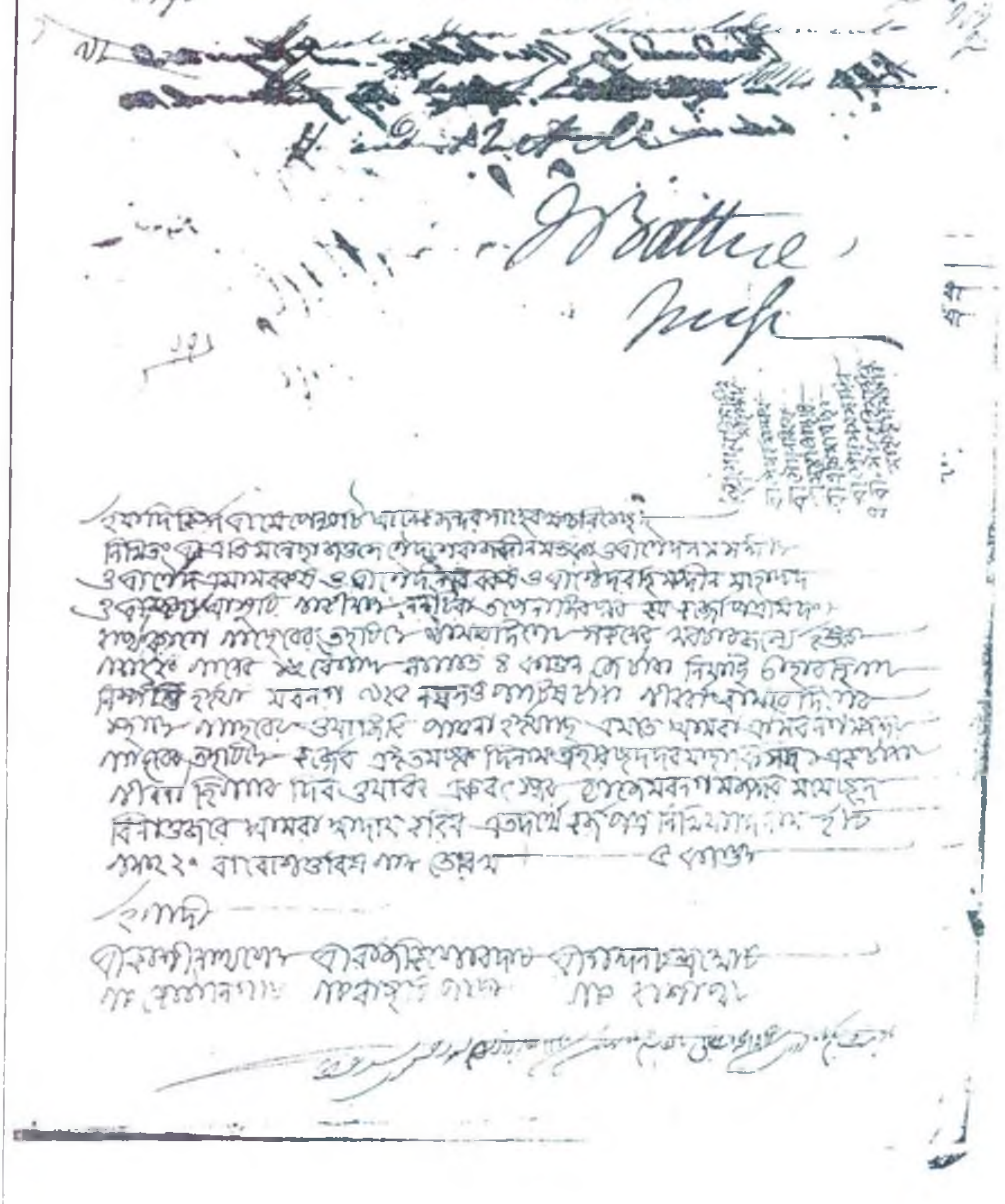

Dhaka University Institutional Repository

ঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৯৪]

ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

াহেব যুচরিতেযু----

াদশেরাজদ্দীন মতফা ও শ্রীশেদসমসদ্দী ও শ্রীশেদএমাবসফব ও ম্মদ ও শ্রীম্রজাআসুরি শাকীয়ান নলচিড়া তপে নাজিরপুর কয় :গর সকলের খরচার জন্যে ইস্তক শন ১২২০ শালের ১৬ বৈশাখ া হিশাব নিস্পত্তি হইয়া মবলগ ৯২৫ নয়শও পচিষ টাকা শীকক্কা পাওনা হইয়াছে এমতে আমরা ঐ মবলগ মজকুর সাহেবের ার যুদদরমাহাফিসত ১ এক টাকা সিকক্কা হিশাবে ওয়াধা এক ওজরে আমরা আদায় করিব এতদর্থে কর্জপত্রমিদং দিলাম ইতি

---- ৫ ফালগুন

কিশোর দাষ শ্রীগোকুলচন্দ্র ঘোষ

াযুবিপাড়া শাং- কাশীপুর

৳ লাইন ফার্সি লেখা]

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৯৫]

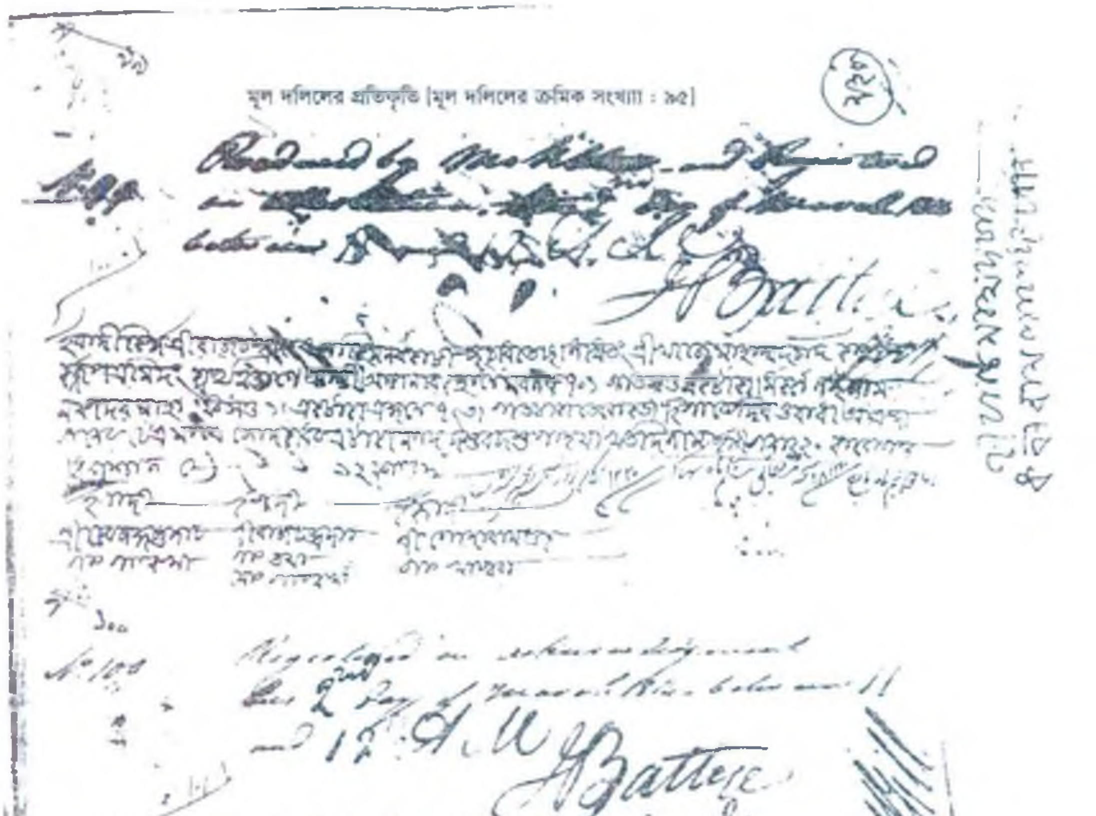

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৯৬]

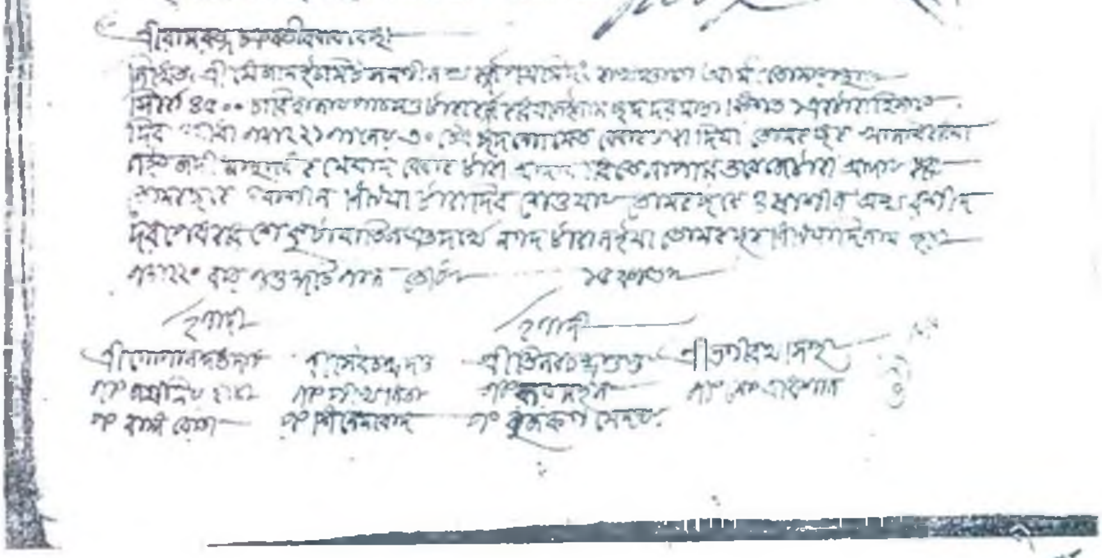

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৯৫]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের স্বাক্ষর।]

ইয়াদীকির্দ্দ শ্রীরাজচন্দ্র দাষ শাকিম নবকাটী যুচরিতেষু- লিখিতং শ্রীখাজেমাহামুদ চাঁদা কস্য কর্জপত্রমিদং কায্যাঞ্চাগে আমী আপনার স্থানে মবলক ৭০১ শাতসও এক টাকা সিক্কা লইলাম রফাদায় মাহা ফিসত ১ একটাকা একুলে ৭২৩

শাত টাকা তেরো কড়া হিশাবে দিব ওয়াদা আত্রন্দা শনের চৈত্র মাষে সোদ করিব এ টাকা নগদ দস্তবদস্ত পাইয়া খত দিলাম ইত্য শন ১২২০ বারোশত্ত বিশশাল

তে--------- ১২ ফালগুন

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাষ	শ্রীরাজচন্দ্র দাষ	শ্রীশোনারাম গুহ
শাং- শালুখা	শাং- তথা	শাং- খাপুরা
	মোঃ শালুখা	

শ্রীযোকেমাসুদচাঁদ

[উপরে ডানে মহর]

[উপরে ডানে] শ্রীখাজে মামুদচাদ

বং শ্রীরামলোচন দত্ত টবনি

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৯৬]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

শ্রীরামরত্নচক্রবর্তীর বরাবরেষু-

লিখিতং শ্রীমেংজান ইংচমিংটসন শীল কস্য কর্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমী তোমার স্থানে সিক্কা ৪৫০০ চারি হাজার পাচশও টাকা কর্জ করিয়া লইলাম যুদ দরমাহাফিশত ১ এখটাকা হিসাবে বিদ ওয়াধা শন ১২২১ শালের ৩০ চৈত্র বুদ শোমেত যেবাক টাকা দিয়া তেমকষুক খালাষ লইব জদী মাহাদিক মেয়াদ যেবাক টাকা আদায় করিতে না পারি তবে জে টাকা আদায় করিব তোমাকষুকে ওয়াশীল লিখিয়া টাকা ওয়াশীল লিখিয়া টাকা দিব শেওয়ার তোমকষুকে ওয়াশীল অন্য রশীদ দরপেষ করি শেঝুটা বাতিল এতদর্থে নগদ টাকা লইয়া তোমকষুক লিখিয়া দিলাম ইতী শন ১২২০ বারশও কুড়ি শাল তেরিখ--- ১৫ ফালগুন

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীগোলাপকৃষ্ণ দাষ	শ্রীসিবচন্দ্র দত্ত	শ্রীতিলকচন্দ্র গুপ্ত
শাং- জাগ্রনিরকাটী	শাং- পীদ্যদিত	শাং- বুজরগওমোদরপুর
পংবাঙ্গরোড়া	পং শিলেমাবাদ	

শ্রীভগীরথ সিং

শাং- মং বরিশাল

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৯৭]

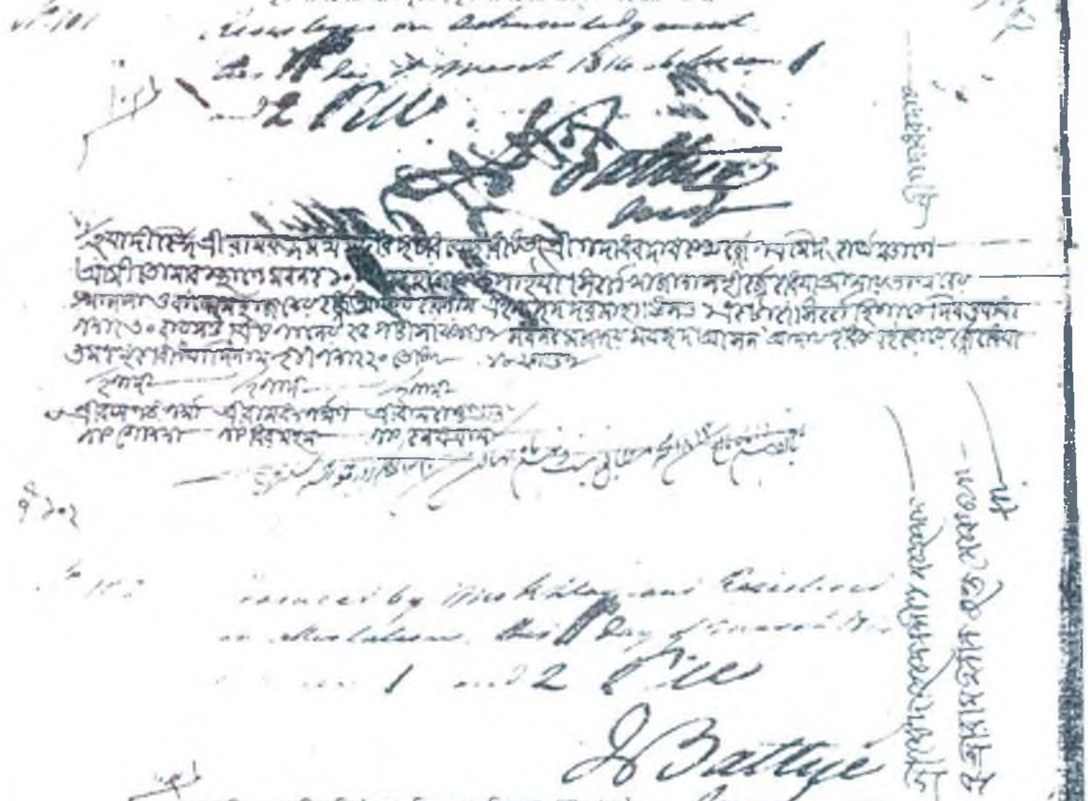

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৯৮]

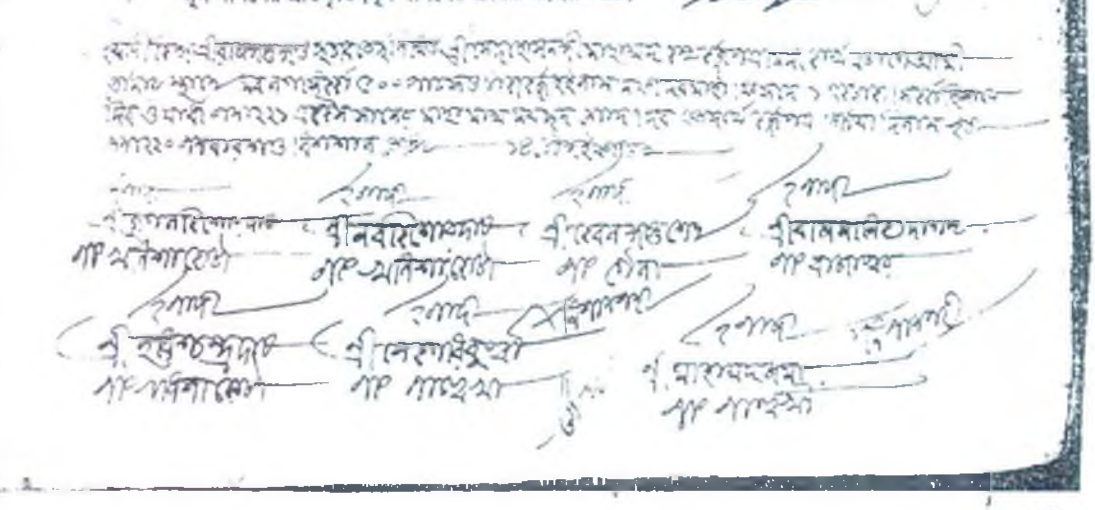

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৯৭]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

ইয়াদী কির্দ্দ শ্রীরামরত্ন মজুমদার যুচরিতেষু লিখিতং শ্রীগদাধর দাষ কস্য কর্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমী তোমায় স্থানে মবলগ ১০০০ এক হাজার রুপাইয়া সিক্কা খাজানা সহী কর্জ করিয়া আমায় তালুকের খাজনা ওরাজে মহাজনের কর্জ আদায় করিলাম এহায় যুদ দয়মাহাফিসদও ১ এক টাকা সিক্কা হিশাবে দিব ওয়াধা শন ১২৩০ বারশও ত্রিষ শালের ২৫ পচীশা ফালগুন মবলক মজকুর ময়যুদ আসল আদায় করিব এবং কয়ারে কর্জ করিা ভমকমুক লিখিয়া দিলাম ইতী শন ১২২০ তেরিখ-----   ১৮ ফালগুন------

ইশাদী
শ্রীরামগতী শর্ম্মা
শাং- শোলানা

ইশাদী
শ্রীরামধন শর্ম্মান
শাং- বিরমহল

ইশাদী
শ্রীরামকান্ত গুপ্ত
শাং- কলষগ্রাম

[উপরে ডানে] [এক লাইন ফার্সি লেখা]
শ্রীগদাধর দাষ

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৯৮]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। । ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

ইয়াদী কির্দ্দ শ্রীরাজকৃষ্ণ কুন্ড যুচরিতেষু লিখিতং শ্রীসেদহোসেনদ্দী মাহামুদ কস্য কর্জ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমী তোমার স্থানে মবলগ সিক্কা ৫০০ পাচশও টাকা কর্জ লইলাম রফাদরমাহা ফিসদে ১ এক টাকা সিক্কা হিসাবে দিব ওয়াধা শন ১২২১ একুশ সালের মাহামাষ ময়যুদ শোদ দিব এতদর্থে কর্জপত্র লিখিয়া দিলাম ইতী শন ১২২০ শষ বারশও বিশ শাল তেরিখ ১৪ চৌদ্দই ফালগুন

ইশাদী
শ্রীজুগলকিশোর দাষ
শাং- খলিশাকোট

ইশাদী
শ্রীনবকিশোর দাষ
শাং- খলিশাকোটা

ইশাদী
শ্রীকেবলকৃষ্ণ শেন
শাং- গৈলা

ইশাদী
শ্রীরামমানিক্য দাশস্য
শাং- রাজাপুর

ইশাদী
শ্রীহরিশ্চন্দ্র দাষ
শাং- খলিশাকোটা

ইশাদী/ নিশানশহী
শ্রীসেকগরিবুল্লা
শাং- শালুখা

ইশাদী/ নিশানশহী
শ্রী মাহামুদতজমা
শাং- সালুখা

[উপরে ডানে] শ্রীশেদ হোসেনদ্দীন
মাহাম্মদ
বং শ্রীরামদুলাল কুন্ড মোক্তার কায়

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ৯৯]

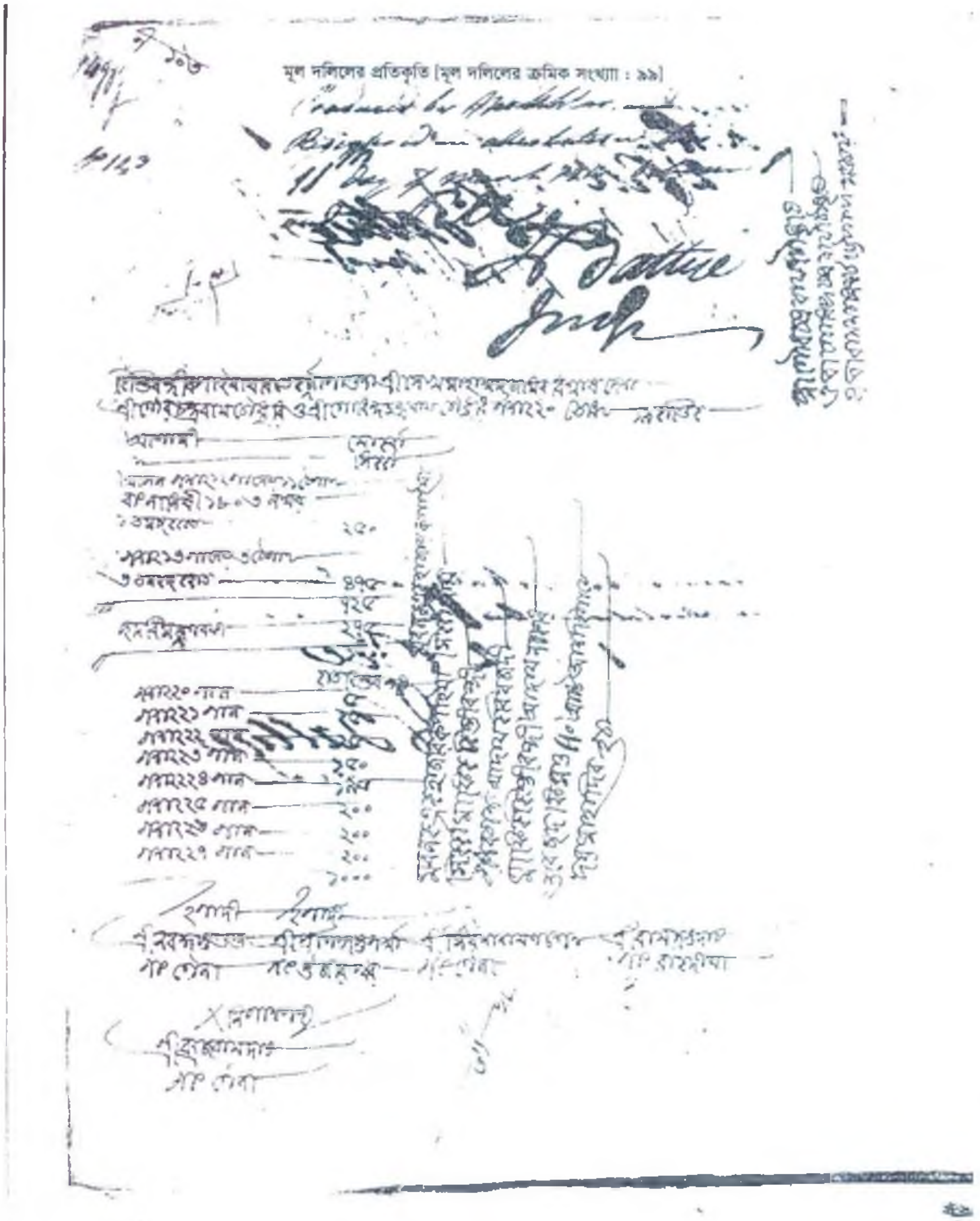

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:৯৯]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

কিস্তিবন্দী রূপাইয়া বাবতে কর্জ পাওনা শ্রীসেখমাহামুদ জমির বিশ্বাস লেন্দা শ্রীগৌরচন্দ্র রায়চৌধুরী ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়চৌধুরী

শন ১২২০ তেরিখ ১৯ কার্ত্তিক

আশামী -- মোফস্মা

আসল শন ১২১২ শালের ১১ বৈশাখ বাং নালিশী ১৮০৩ নম্বর সিক্কা

১ তমযুককাত ২৫০

শন ১২১৩ শালের ৩ বৈশাখ

৩ তকযুককাত.. ৪৭৫

.... ৭২৫

মুনাফিমজকুরহরফ ২৭৫

১০০০

মবলগ এক হাজার রূপাঁইয়া সিককা মাত্র

কাতকিস্তবন্দী

শন ১২২০ ৫

শন ১২২১ শাল ২৫

শন ১২২২ শাল ২৫

শন ১২২৩ শাল ১৫০ মবলগ একজাহার রূপাইয়া সিককা মাফিক

শন ১২২৪ ১৯৫ কিস্তি বন্দী শনবশন

শন ১২২৫ শাল ২০০ আদায় করিব জদী মাফিক কিস্তি বন্দী

শন ১২২৬ ২০০ আদায় না করি তবে যুদ ফিসতও ১১০ আষ্ট

শন ১২২৭ ২০০ আনা হিশাবে দরমাহা দিব ইতী

....

১০০০

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীনবকৃষ্ণ গুপ্ত	শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ শর্ম্মা	শ্রীসিবনারায়ন শেন	শ্রীরামকৃষ্ণ দাষ
শাং- গৈলা	শাং- উজীরপুর	শাং- গৈলা	শাং- রাঢ়দীয়া

নিশানশহী

[উপরে ডানে]

শ্রীগৌরচন্দ্র রায়চৌধুরী

ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী

বং শ্রীরামমানিক্যচট্টপাধ্যায়

মজকুর

শ্রীব্রজরাম দাষ

শাং- গৈলা

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১০০]

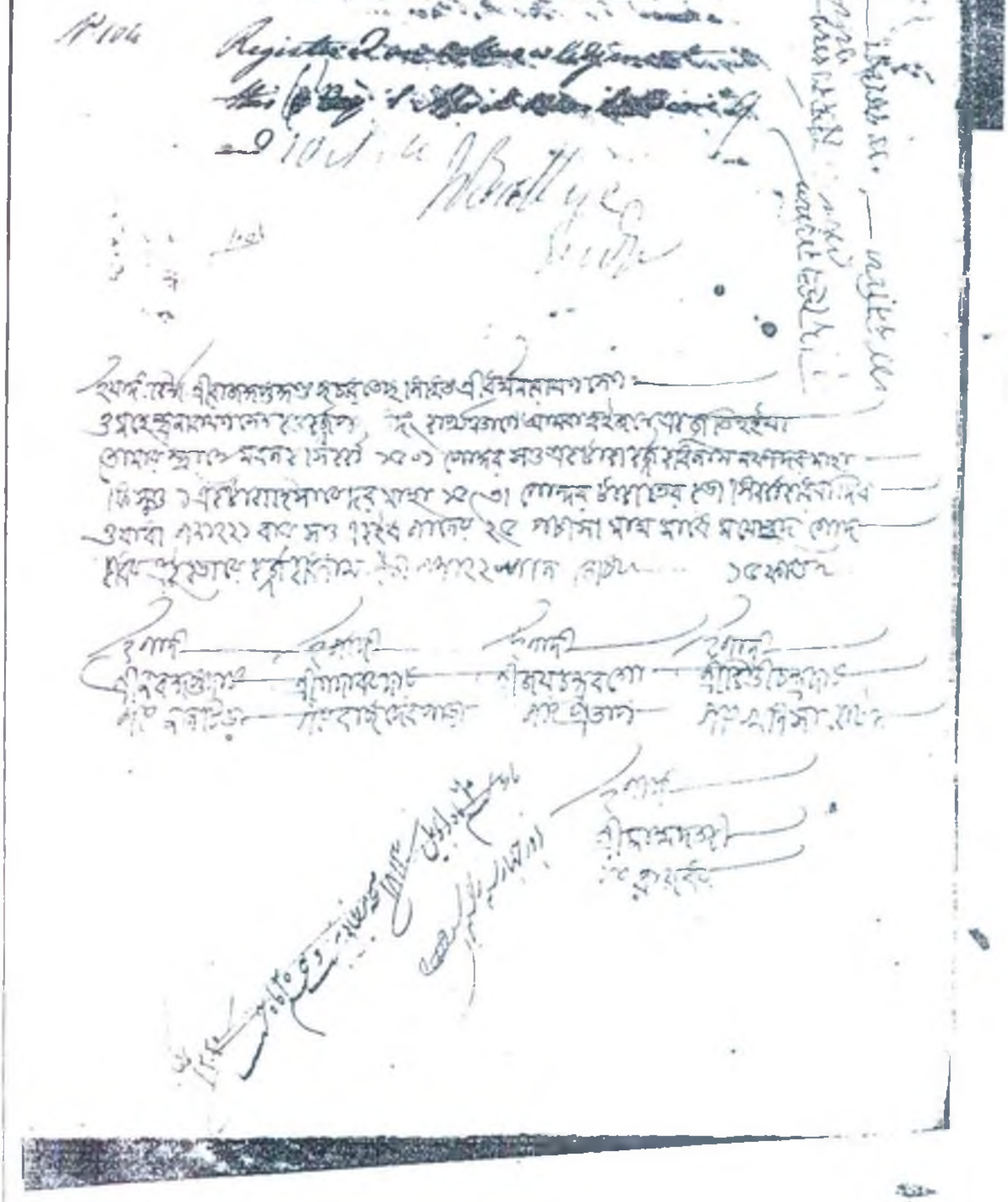

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যাঃ ১০০]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

ইয়াদী কির্দ্দ শ্রীরাজকৃষ্ণ কুন্ড যুচরিতেযু- লিখিতং শ্রীধর্মনারায়ন শেন---

মহেন্দ্রনারায়ণ শেন কর্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা দুইজনে একজুতি হইয়া ----

তোমার স্থানে মবলক সিক্কা ১৫০১ পোনার সও এক টাকা কর্জ করিলাম রফাদর মাহা-----

ফিসও ১ এক টাকা হিসাবে দরমাহা ১৫৩ পোনর টাকা তের কড়া সির্দ্ধা করিয়া দিব ওয়াধা শন ১২২১ বারশও একইষ শালের ২৫ পচীসা মাঘ মাহেময়েযুদ শোদ করিব এই কড়ারে কর্জ করিলাম ইতী শন ১২২০ শাল তেরিক ১৫ ফালগুন

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীনবকৃষ্ণ দাষ	শ্রীগঙ্গাধর দাষ	শ্রীজয়চন্দ্রবন্দো
শাং- নলচিড়া	শাং- যাবুদবেপাড়া	শাং- প্রতাপ
ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীকিত্তীচন্দ্র দাষ	শ্রীমামুদতকী	
শাং- খলিসাকোট	সাং রাজধর	
[উপরে ডানে]	শ্রীধর্ম্মনারায়ন শেনস্য	
শ্রীমহেন্দ্রনারায়ন শেনস্য	শাং- নলচিরা	
শাং নলচিরা	[এক লাইন ফার্সি ও দস্তখত]	

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১০১]

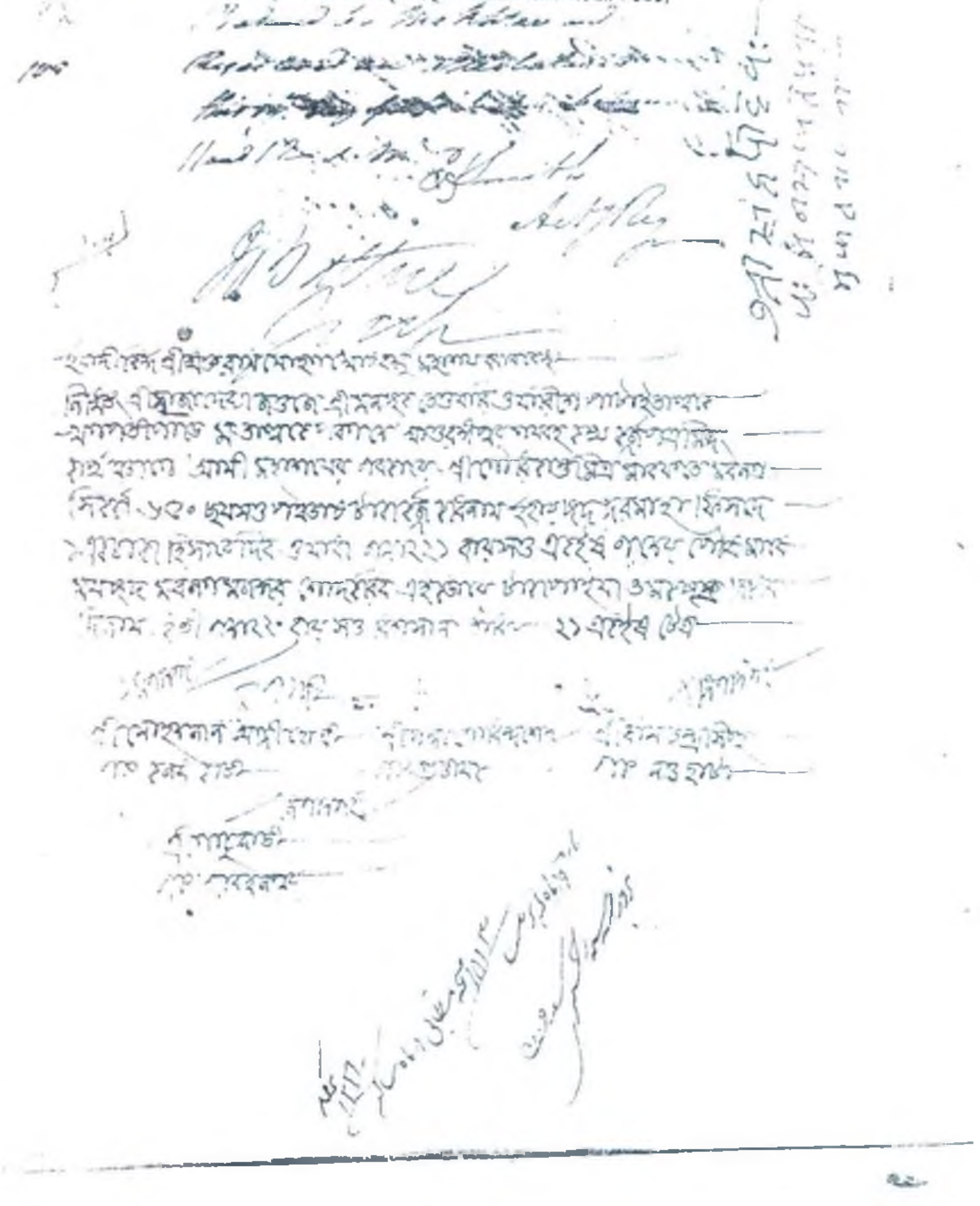

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১০১]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

ইয়াদী কির্দ্দ শ্রীযুতরামমোহনঘোষবাবু মহাশয় বরাবরেষু-

লিখিতং শ্রীসাজা দেব্যা জওজে শ্রীমনযুক তেওয়ারি ওয়ারিরশে পাটাই তালুকে খগপতীপাড়ে মতালুকে পরগনে আওরঙ্গপুর গয়রহ কস্য কর্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমী মহাশয়ের শরকারে শ্রীগৌরিকান্ত মিত্র মারফত মবলগ সির্ক্কা ৬৫০ ছয়শও পঞ্চাশ টাকা কর্জ করিলাম ইহার বুদ দরমাহা ফিসদে ১ এক টাকা হিসাবে দিব ওয়াধা শন ১২২১ বারশও একইষ শালের পৌষ মাষে মযবুদ মবলগ মজকুর শোদ করিব এই কড়ারে টাকা পাইয়া তমকমুক লিখিয়া দিলাম ইতী শন ১২২০ বারশও বিশশাল তেরিখ ২১ একইষ চৈত্র

নিশানসহী/ ইশাদী	ইশাদী
শ্রীমোহনলাললঅগ্নীদহাত্রী	শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ শেন
শাং- কলষকাটী	শাং- গুটীয়া
নিসানসহী	নিসানসহী
শ্রীরামচন্দ্র সিংহ	শ্রীপাচুরাড়ী
শাং- নওহাটা	শাং- আবদুলপুর

[উপরে ডানে আড়াআড়ি তিন লাইন লেখা ?]

[ফার্সি ছোট দুই লাইন লেখা]

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১০২]

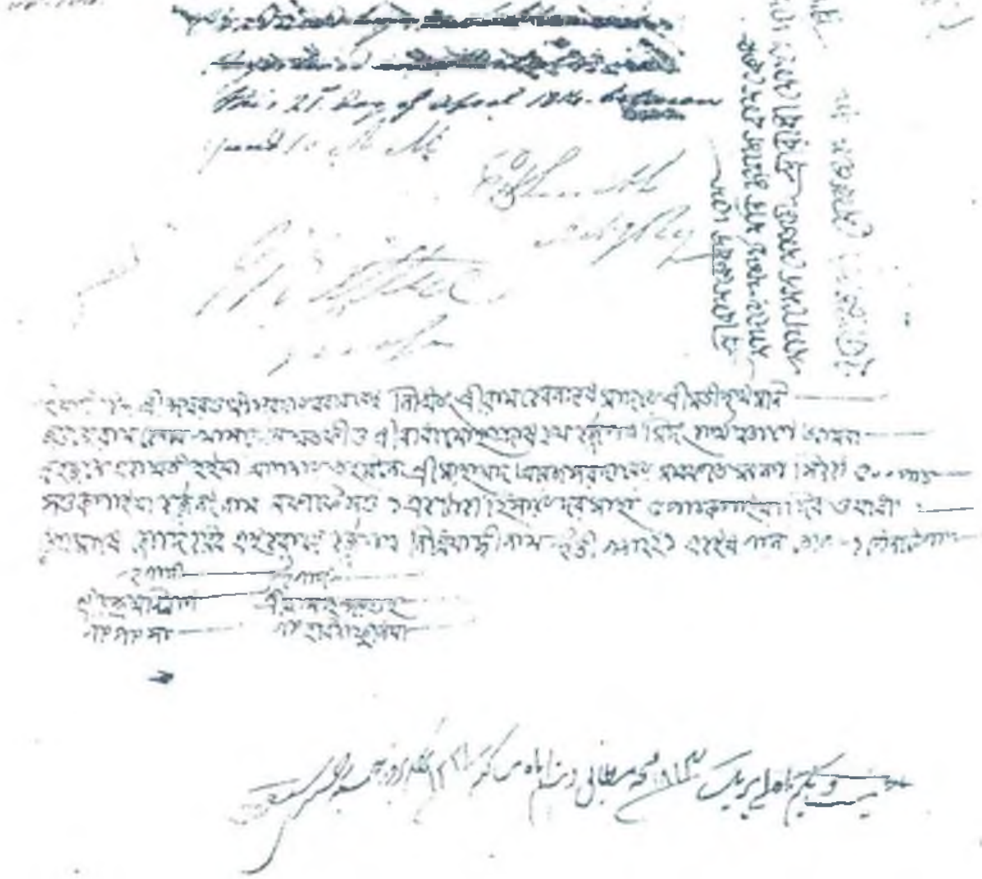

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১০২]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

ইয়াদী কির্দ্দ শ্রীকুম্বরওল্লা সরদার বরাবরেষু লিখিতং শ্রীরাম কেবলদাস মাদরে শ্রীমতিষুর্য্যমনি জওজেরাম কেশর খাসখেল মতফী ও শ্রীরাধামোহন দাষ কয়কর্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা দুইজনে একাযুতি হইয়া আপনার তহবিলে শ্রীমাহাম্মদআয়জ সরদারের মারফতে মবলগ সিক্কা ৫০০ পাচশও রূপাইয়া কর্জ লইলাম রফাফিশও ১ একত টাকা হিসাবে দরমাহা ৫ পাচ রূপাইয়া দিব ওয়াধা চৈত্রমাষে শোদ করিব এই করাড়ে কর্জ চৈত্র লিখিয়া দিলাম ইতী শন ১২২১ একইষ শাল তেরিখ ১ পৈলা বৈশাখ

ইশাদী	ইশাদী
শ্রীচন্দ্রমুনি নাগ	শ্রীরামযুন্দর গুহ
শাং পাং পাংসা	শাং- হরিণাফুলিয়া

[একইলাইন ফার্সি লেখা]

[উপরে ডানে]শ্রীরামকৈবদ দাষ

মাদরে যুর্য্যমনি জওজে রামকেশবখাসখেল মোতফীশ্রীরাধামোহন দাশ বং শ্রীতিতার্থা মোক্তার কায়

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১০৩]

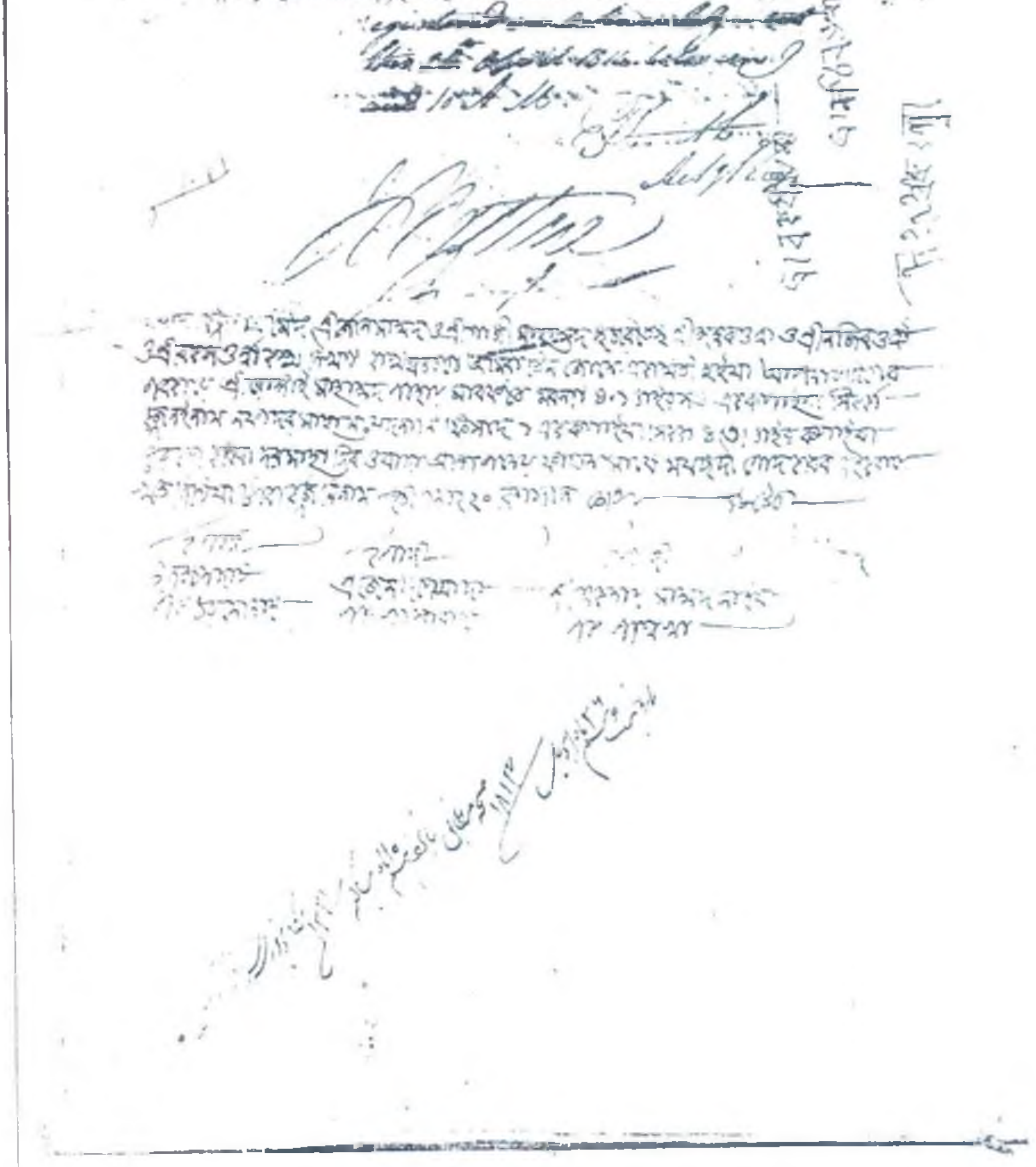

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যাঃ ১০৩]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

ইয়াদী কর্জপত্রমিদং শ্রীজানমামুদ ও শ্রীগাজীমহাম্মদ যুচরিতেষু শ্রীকুদরওল্লা ও শ্রীনজিরওল্লা ও শ্রীবকসওল্লা কস্য লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমরা তিনজনে একাযুতি হইয়া আপনার দিগের শরকারে শ্রীয়োঙ্গাই মাহাম্মদ শাহার মারফত মবলগ ৪০১ চাইনও একক রূপাইয়া সিক্কা কর্জ লইলাম রফাদরমাহা ময়েদলালি ফিসদে ১ এক রুপাইয়া সিক্কা ৪ চাইর রুপাইয়া তেরো কড়া করিয়া দরমাহা দিব ওয়াদা আন্দাশনের ফালগুন মাষে ময়মুদ শোদ করিব এই কড়ারে খত লিখিয়া টাকা কর্জ নিলাম ইতী শন ১২২০ বিসশাল তেরিখ ------ ১৮ চৈত্র

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীলক্ষণ দাষ	শ্রীজমীরপ্রশাদ	শ্রীএকতার মামুদনাইয়া
শাং চরমোনাই	শাং শাত্তাবাদ	শাং- শালুখা

[উপরে ডানে]

[এক লাইন ফার্সি লেখা]

শ্রীবকষউল্লা

শ্রীনজিরউল্লা

শ্রীকুদরউল্লা

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১০৪]

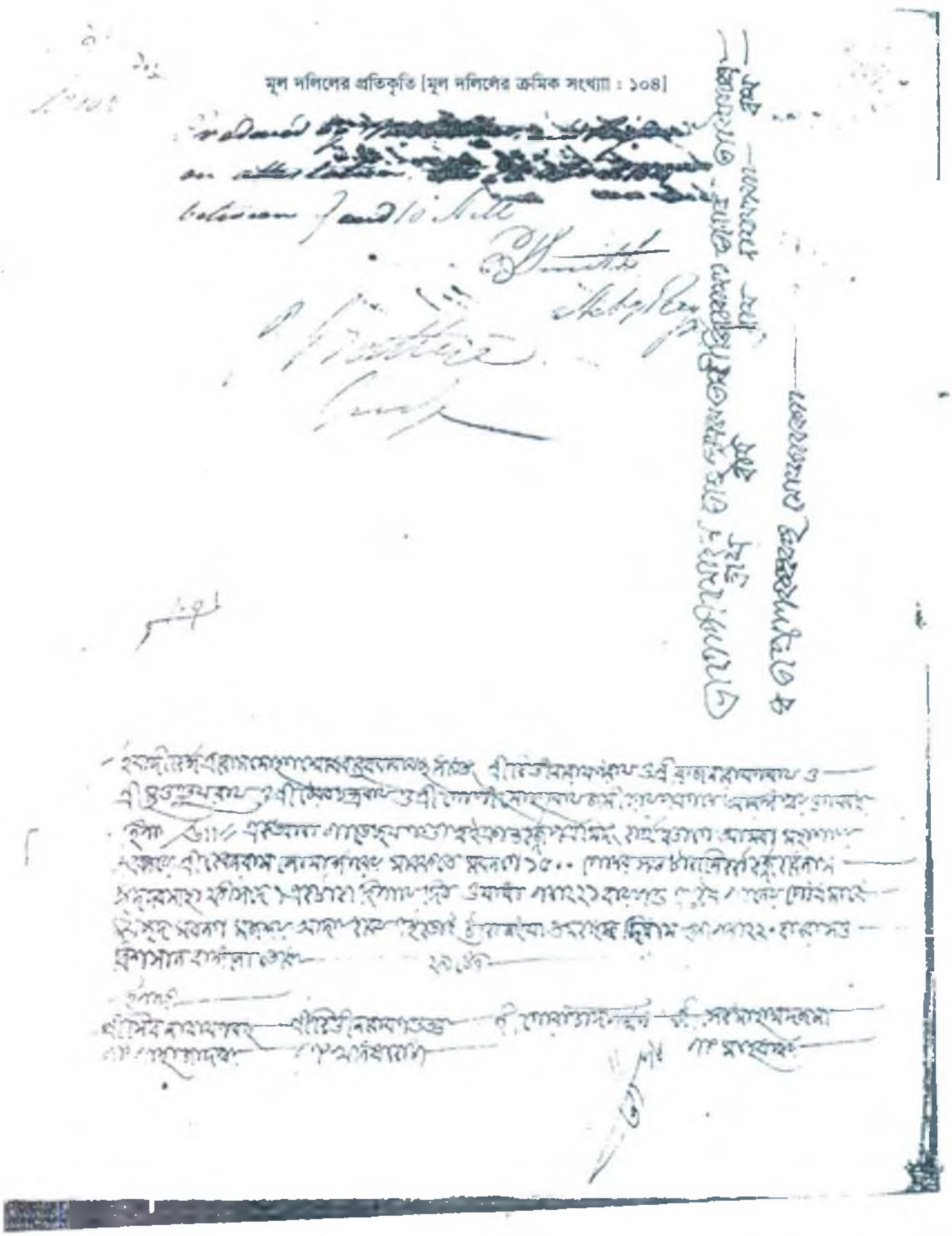

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা: ১০৪]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

ইয়াদীকির্দ্দ শ্রীরামমোহন ঘোষবাবু বরাবরেষু লিখিতং শ্রীক্ষিত্তীনারায়ণ রায় ও শ্রীরাজনারায়ণ রায় ও শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায় ও শ্রীভৈরবচন্দ্র রায় ও শ্রীগোপীমোহন রায় জমীদার পরগনে আওরঙ্গপুর গয়রহ হিশ্যা ৬ একআনা ছয় গন্ডা দুই ক্রান্ত কর্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা মহাশয়ের নয়কারে শ্রীকেবলরাম রায় সোমর্দ্দায়ের মারফতে মবলগে ১৫০০ পোনার শও টাকা সিক্কা কর্জ করিলাম সুদ দরমাহা ফিসদে ১ এক টাকা হিশাবে দিয ওয়াধা শন ১২২১ বারশও একুশ শালের পৌষ মাহে বয়সুদ মবলগ মজকুর আদায় করিব এই কড়াই টাকা লইয়া তমকষুক দিলাম ইতী শন ১২২০ বারোশও বিশ শাল বাংলা ফালগুন তেরিখ ২৯ চৈত্র

ইশাদী	ইশাদী
শ্রীসিবনারায়ণ বসু	শ্রীকিত্তীনারায়ণ গুপ্ত
শাং- শাহাজাদপুর	শাং- খলিষাকোটা
শ্রীগোরাচাঁদ শর্ম্মান	শ্রীসেকমাহাম্মদজমা
[উপরে ডানে]	শাং- মাহষপুর
শ্রীগোপীমোহন রায়	শ্রীমৃত্যুঞ্জয়রায় শ্রীক্ষিত্তী নারায়ণ রায়
শ্রীরাজনারায়ণ রায়	শ্রীভৈরচন্দ্র রায়
বং শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ বসু	
মোক্তার কায়	

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১০৫]

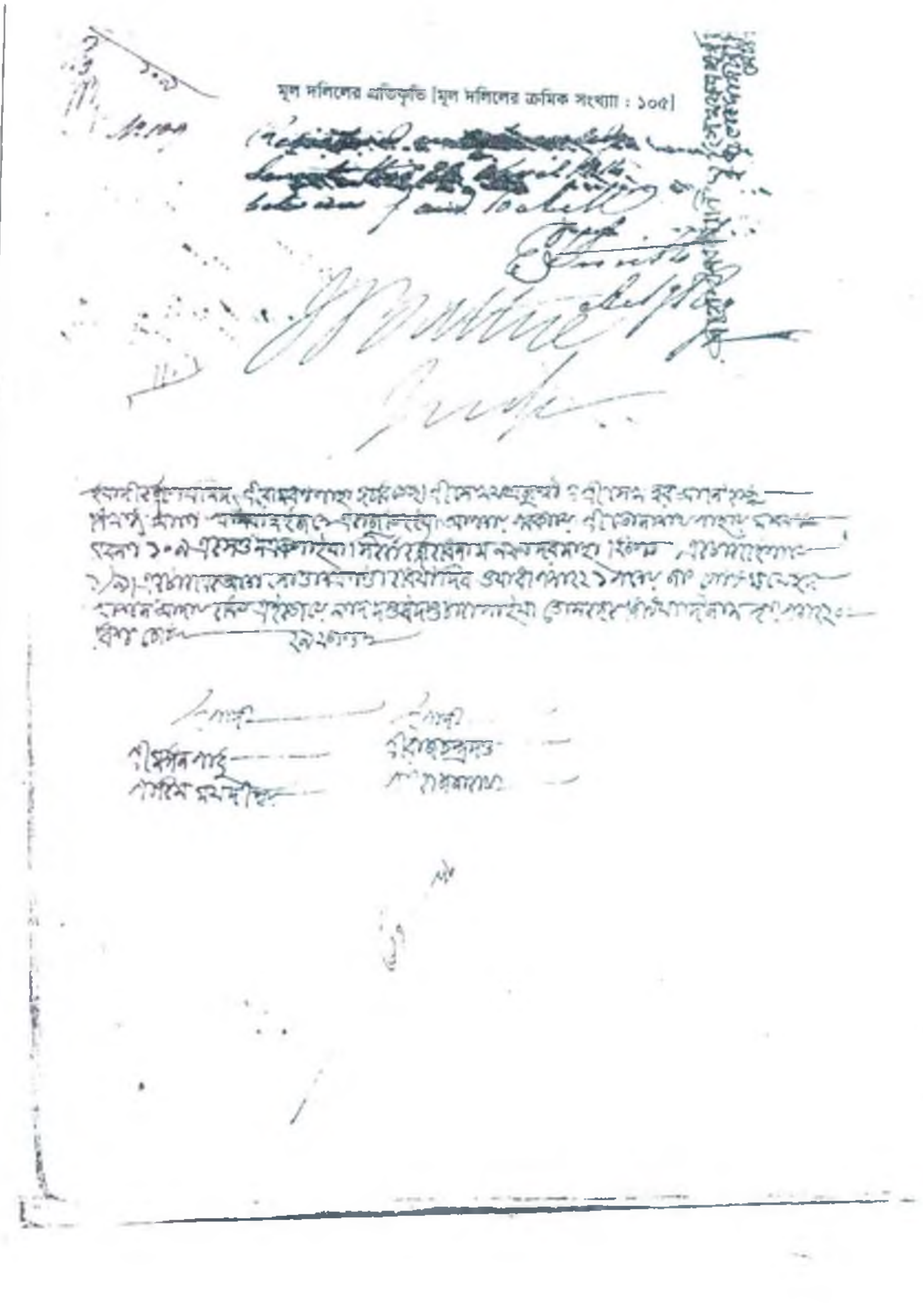

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১০৫]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

ইয়াদী কর্জপত্রমিদং শ্রীরামরন শাহা সুচরিতেষু শ্রীসেখফত্র জুল্লাহ ও শ্রীসেখনুরআলী কস্য---

লিখনং আগে আমরা দুইজনে একাজুতি হইয়া আপনার শরকারে শ্রী ভোলানাথ শাহার মারফতে মবলগ ১০৯ একশও ন এক রূপাইয়অ সিক্কা কর্জ করিলাম রফাদরমাহা ফিশও ১ এক টাকা হিশাবে এক টাকা এক আনা সোওা নএ গোন্ডা করিয়া দিব ওয়াধা শন ১২২১ শালের লাং পৌষ মেয়েযুদ আশল আদায় করিব এই কড়ারে নগদ দস্তবদস্তর টাকা পাইয়া তোমকষুক লিখিয়া দিলাম ইতী শন ১২২০ বিশ তেরিখ ২৯ ফালগুন

ইশাদী	ইশাদী
শ্রীমঙ্গল শাধু	শ্রীরাজচন্দ্র দত্ত
শাং ময়দীপুর	শাং- কাজলাকাটী
[উপরে ডানে]	
শ্রী শেখনুর আলী	শ্রী সেকফত্রযুল্লা
বং শ্রীশেকআমীর উঁঘনি মোক্তার	

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১০৬]

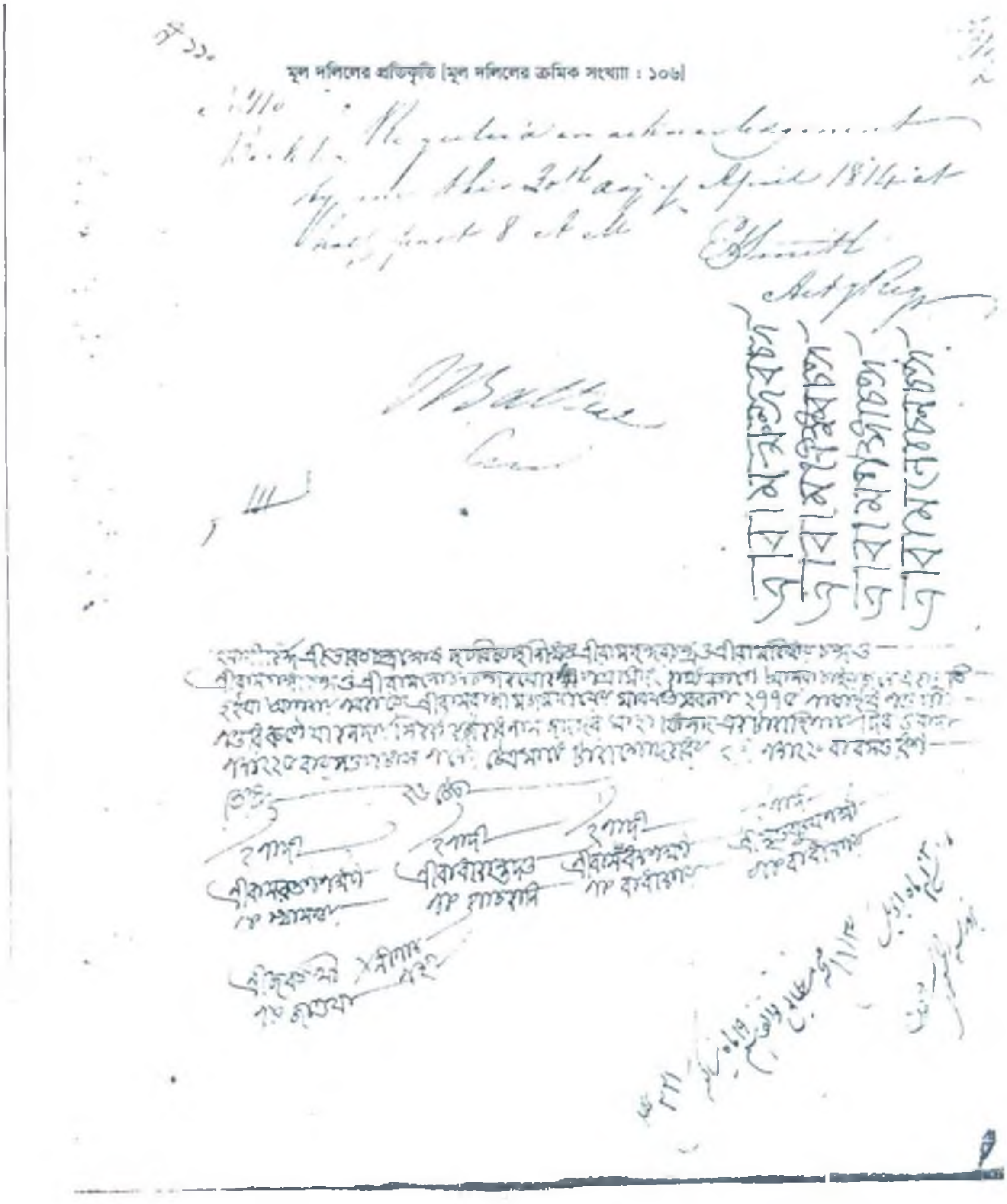

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১০৬]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

(১৮১১-১৮১৮)

ইয়াদীকির্দ্দ শ্রীভারতচন্দ ঘোষ সুচরিতেষু- লিখিতং শ্রীরামসুন্দরচন্দ্র ও শ্রীরামকিঙ্করচন্দ্র ও শ্রীরামগঙ্গাচন্দ্র ও শ্রীরামলোচনচন্দ্র কস্য কর্জ্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা চাইরজনে একযুক্তি হইয়া আপনার শরকারে শ্রীরামরাজা মজুমদারের মারফত মবলগ ২৭৭৫ শাতাইষ শও পাচ শত্তরি রূপাইয়া কল্দার সিক্কা কর্জ করিলাম বুদদয়মাহা ফিসদ এক টাকা হিশাবে দিব ওয়াধা শন ১২২৫ বারসও পচীস শনের চৈত্র মাষে টাকা শোদ করিব ইতী শন ১২২০ বারসও বিশ তেরিখ-------- ২৬ চৈত্র্য

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীরামরতন শর্ম্মান	শ্রীরাধাকান্ত দত্ত	শ্রীরামধন শর্ম্মন
শাং- শ্যামপুর	শাং- পাচকানি	শাং- রাধানগর
ইশাদী		
শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা	শ্রীছুরতখা/ নিশানশহী	
শাং- রাধানগর	শাং- জগুয়া	

[উপরে ডানে] [ফার্সি এক লাইন লেখা দস্তখত]

শ্রীরামসুন্দরচন্দ্র

শ্রীরামকিঙ্করচন্দ্র

শ্রীরামগঙ্গাচন্দ্র

শ্রীরামলোচনচন্দ্র

Dhaka University Institutional Repository

১১১ মূল দলিলের প্রতিলিপি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১০৭]

No. 111

Presented by Mokhtar for Registration in attestation by me this 7th day of April 1814 at ½ past 8 A.M.

[illegible]

মহামহিম শ্রী [illegible] সাহেব বরাবরেষু

লিখিতং শ্রী অভয়াদেব্যা ও শ্রী চন্দ্রমালাদেব্যা [illegible]
[illegible] আমরা [illegible] হইয়া [illegible]
[illegible] ৩০০ তিনসত [illegible]
[illegible] দিব ওয়াদা [illegible] ১২২১ সালের
[illegible] সন ১২২০ সাল [illegible] ১৬২০

ইসাদী

শ্রী [illegible] — শ্রী [illegible] — শ্রী [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১০৭]

[দলিলের [দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

মহামহিম শ্রীযুতদোমেগো দেছিলবাসাহেব বরাবরেষু-

লিখিতং শ্রীঅভয় দেব্যা ও শ্রীচন্দ্রমালা দেব্যা কস্য----

কর্জ্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা দুইজনে একজুতী হইয়া শাহেবের---

শয়কারে সিম্বপুর মোকামে মবলগ সিক্কা ৩০০ তিনসও টাকা কর্জ লইলাম এহার সুধ দরমাহা ফিসও ১ এক টাকা হিসাবে দিব ওয়াধা শন ১২১২ সালের ফালগুন মাষে মায়সুদ টাকা সোদ করিব ইতী শন ১২২০ সাল তে------ ১৬ চৈত্র

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীকালিপ্রশাদ দাষ	শ্রীগোকুলচন্দ্র বসু	শ্রীরাধামোহন দাষ
শাং- হযরতপুর	শাং- পং চন্দ্রদ্বিপ	শাং- হযরতপুর
	[উপরে ডানে]	শ্রীচন্দ্রমালা দেব্যা
		শ্রীঅভয়া দেব্যা
		বং শ্রীরামগতী গুহ গোমস্তা

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১০৮]

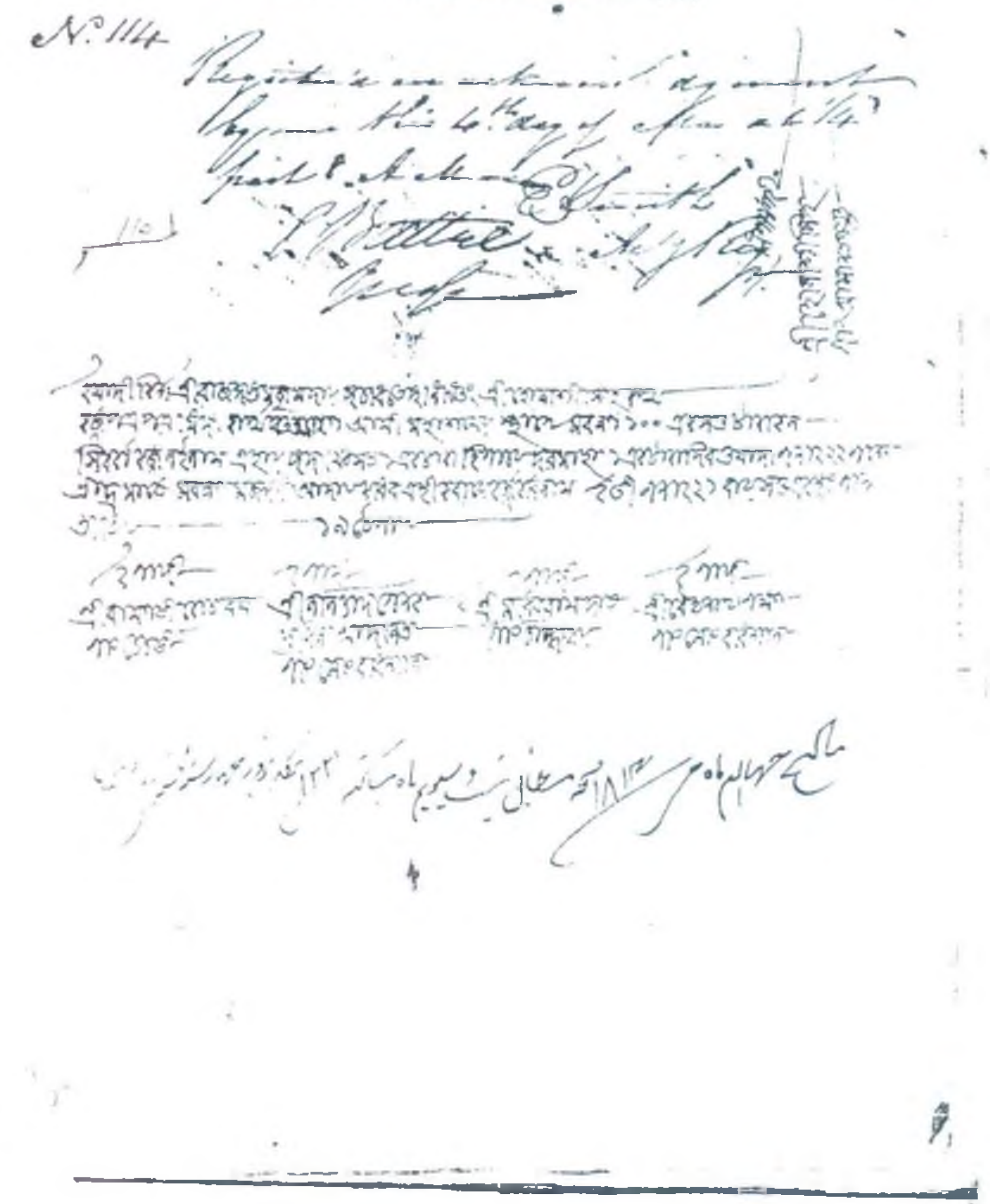

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১০৮]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

ইয়াদী কির্দ্দ শ্রীরাজকৃষ্ণ মজুমদার যুচরিতেষু লিখিতং শ্রীহোলাশী সিংহ কস্য----

কর্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমী মহাশয়ের স্থানে নবলগ ১০০ একশও টাকা কল সিক্কা কর্জ লইলাম এহার বুল ফিসত ১ এক টাকা হিশাযে দরমাহা ১ এক টাকা দিব ওয়াদা শন ১২২২ শনের ভাদ্র মাযে নবলগ মজকুর আদায় করিব এহী কয়ারে কর্জ করিলাম ইতি শন ১২২১ বারও একইষ সাল তেরিখ ১৯ বৈশাখ

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
রামগতীকোচবিপ্র	শ্রীলালচাঁদশেনক	শ্রীমাধবরাম দাষ
শাং-চেচড়ি	উকীল আদালত	শাং- চান্দুপুর
ইশাদী	শাং- মোং বরিশাল	
শ্রীবৈদ্যনাথ শর্ম্মান	নিসানসহী	
শাং- মোং বরিশাল	শ্রীহোলাশী সিংহ	
[উপরে ডানে]	শাং- আমানগঞ্জ	

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১০৯]

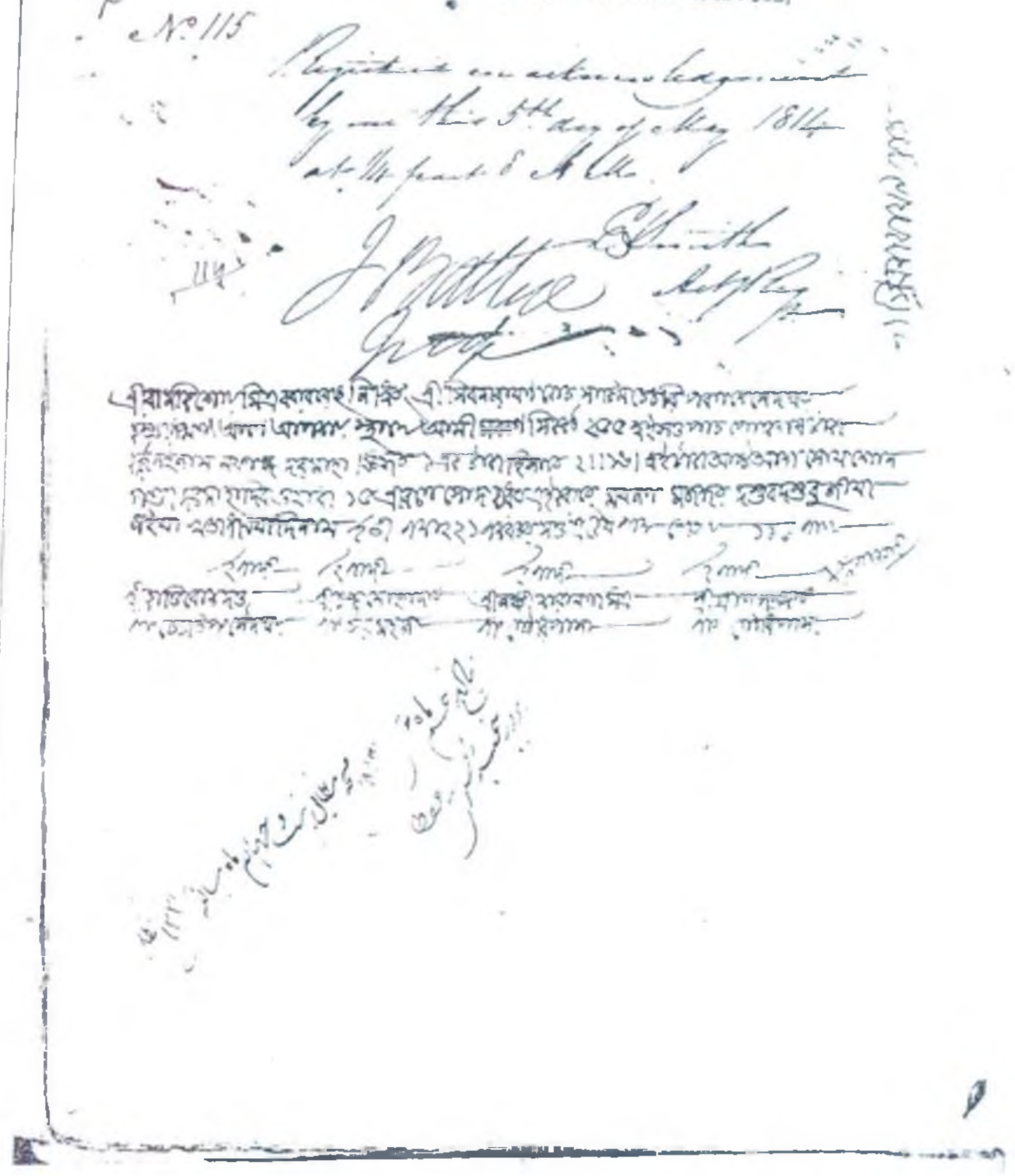

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১০৯]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

শ্রীরামকিশোর মিত্র বরাবরেষু লিখিতং শ্রীসিবনারায়ন ঘোষ সাকিন চেচরি সৈদপুর কস্য লিখনং আগে আপনার স্থানে আমী মবলগ সিককা ২৫৫ দুইসও পাচ পোঞ্চাশ টাকা কর্জ লইলাম রফাদরমাহা ফিসত ১ এক টাকা হিসাবে ২ দুই টাকা আষ্ট আনা সোয়া শোল গন্ডা দরমাহাদিয় ওয়াধা ১৫ শ্রাবনে সোদ করিব এই করারে মবলগ মজকুর দস্তবদস্ত বুজীয়া লইয়া খত লিখিয়া দিলাম ইতী শন ১২২১ শন বারশও একুশ সাল তেরিখ------ ১১ বৈশাখ

ইশাদী
শ্রীকান্তিবোন দত্ত
শাং- চেচড়ি পং সৈদপুর

ইশাদী
শ্রীচন্দ্রমোহন দাষ
শাং- সয়মহল

ইশাদী
শ্রীলক্ষীনারায়ণ মিত্র
শাং- গৌরিপাসা

ইশাদী
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাষ
শাং- গৌরিপাসা

[উপরে ডানে] শ্রীসিবনারায় ঘোষ

[একলাইন ফার্সি লেখা দস্তখত]

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১১০]

No 110

Registered on a Counterpart
by me this 9th day of May 1814
Vol 14 part 8 [illegible]

[illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১১০]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

ইয়াদীকির্দ্দ শ্রীরাজকৃষ্ণ কুন্ড সুচরিতেষু--

লিখিতং শ্রীরামনব সিংহ কং শবনির কস্য কর্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আপনার স্থানে মবলগ সিক্কা ৩৫০ সারে তিনশও টাকা কর্জ করিয়া মবলগ ফিশও ১ এক সিকদ্দা হিশাবে ৩ সারে তিন টাকা দিব ওয়াধা ২০ বিষই পৌষ মাষে শোদ করিব ইতি শন ১২২১ সাল তেরিখ ২২ বৈশাখ

ইশাদী	ইশাদী
শ্রীগোপালকৃষ্ণ শর্ম্মা	শ্রীতিলকচন্দ্র দাষ
শাং- পাংশা	শাং-গৈলা
ইশাদী	ইশাদী
শ্রীশেখরদ্দি উল্ল্যা	শ্রীমামুদতকী
শাং- নালুকা	শাং- রাজধর

[উপরে ডানে]

শ্রীরামনব সিংহ

কং- সরনিক

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১১১]

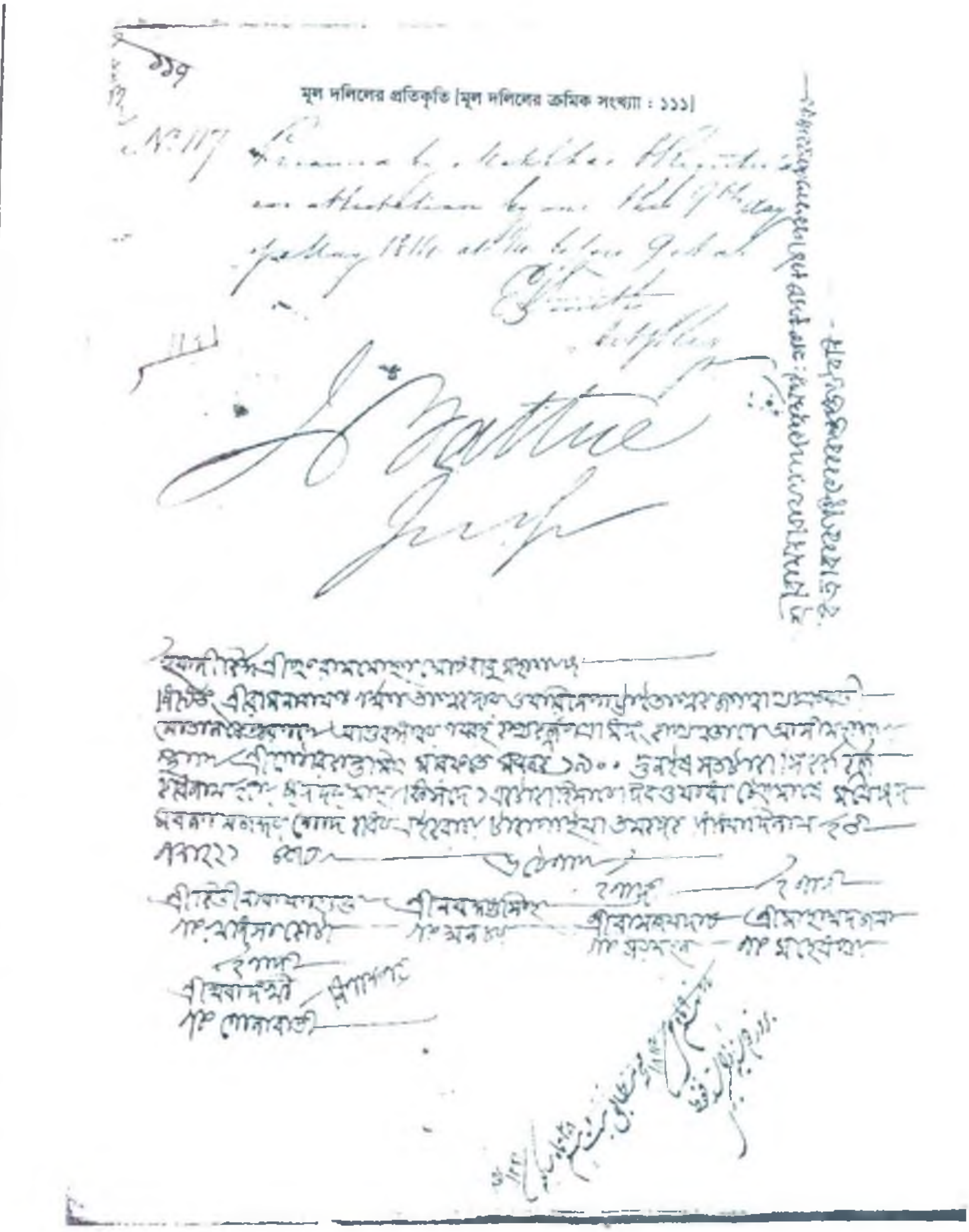

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১১১]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। । ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

ইয়াদী কির্দ্দ শ্রীযুতরামমোহন ঘোষবাবু মহাশয়যু-------------------

লিখিতং শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মন তালুকদার ওয়ারিসে পাট্টাই তালুক জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী মোতালেকে পরগনে আওরঙ্গপুর গয়রহ কস্য কর্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি মহাশয়ের স্থানে শ্রীগৌরিকান্ত মিত্র মারফতে মবলগক ১৯০০ উনইষ সত টাকা সিক্কা কর্জ করিলাম ইহার সুদ দরমাহা ফিসদে ১ এক টাকা হিসাবে দিব ওয়াধা চৈত্র মাষে মায়সুদ মবলগ মজকুর শোদ করিব এই করারে টাকা পাইয়আ তমস্সুক লিখিয়া দিলাম ইতী শন ১২২১ তেরিখ ৬ বৈশাখ

শ্রীকিত্তীনারায় গুপ্ত	শ্রীনবকৃষ্ণ সিংহ	
শাং- খলিসাখেলট	শাং- মূলচর	
ইশাদী / নিশানশাহী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীমুরাদখা	শ্রীরামজয় দাষ	শ্রীমাহাম্মদজমা
শাং- গোলাঘাট্টী	শাং- সমরহল	শাং- মহেষপুর

[উপরে ডানে]রামনারায়ণদেব শর্ম্মন্য : কলসকাঠী পরগন্নে আওরঙ্গপুর

বং শ্রীরাজকিশোর গুপ্ত উবদি-

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১১২]

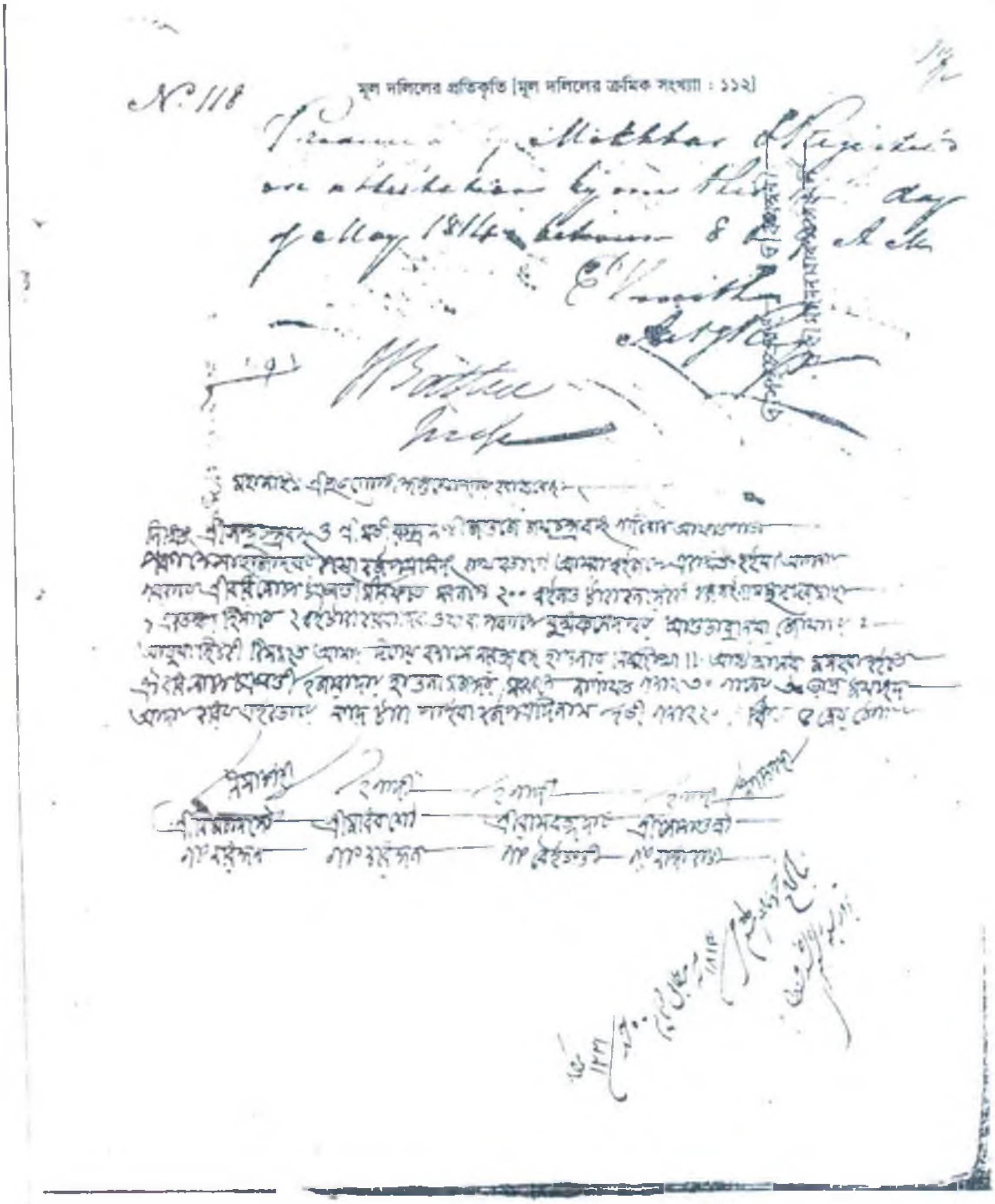
N° 118

of May 1814

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১১২]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

মহামহিম শ্রীযুতগোপীকৃষ্ণ পোদ্দার বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীযুতচন্দ্র বসু ও শ্রীমতীরুদ্রমনী জওজে জয়চন্দ্রবসু সাকিনান আফড়াপাড়া ----

পরগনে সাহাজাদপুর কস্যে কর্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা দুই জনে একযুতী হইয়া আপনার শরফারে শ্রীরবিলোচন চক্রবর্ত্তী মারফতে মবলগ ২০০ দুইসও টাকা কল্দ সিককা কর্জ লইলাম যুদদরমাহা ১ এক তঙ্কা হিসাবে ২ দুই টাকা করিয়া দিব ওয়াধা পরগনে বুযুরুমেদপুর আওভাবুলিয়া জোয়ারে আড়ুয়া ছিটকী কিসমতে আমার দিগের বনামে নরেন্দ্র বসু হাওলায় নিজহিস্যা আষ্ট আন্দির মসহরা হইতে ঐ রবিলোচন চক্রবর্ত্তী ইজারাদার হাওলা নজকুর মারফতে লাগায়ত শন ১২৩০ শালে ভাদ্র মযযুদ আদায় করিব এই কড়ারে নগদ টাকা পাইয়া কর্জপত্র দিলাম ইতী ১২২০ তেরিখ ৫ জেঃ বৈশাখ

নিসানশহী	ইশাদী	ইশাদী ইশাদী/ নিসানসহী	
শ্রীনিমচাঁদসৌ	শ্রীমাধবশৌ	শ্রীরামরত্ন দাষ	শ্রীসোনাউল্যা
শাং- নরিফুল	শাং- নরিফুল	শাং- বৈইচন্ডী	শাং- নান্দা কাটী

[উপরে ডানে]

শ্রীরুদ্রমনি

শ্রীসম্ভুচন্দ্র বসু

শ্রীশ্রীমদননারায়নচন্দ্র টাবনি

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১১৩]

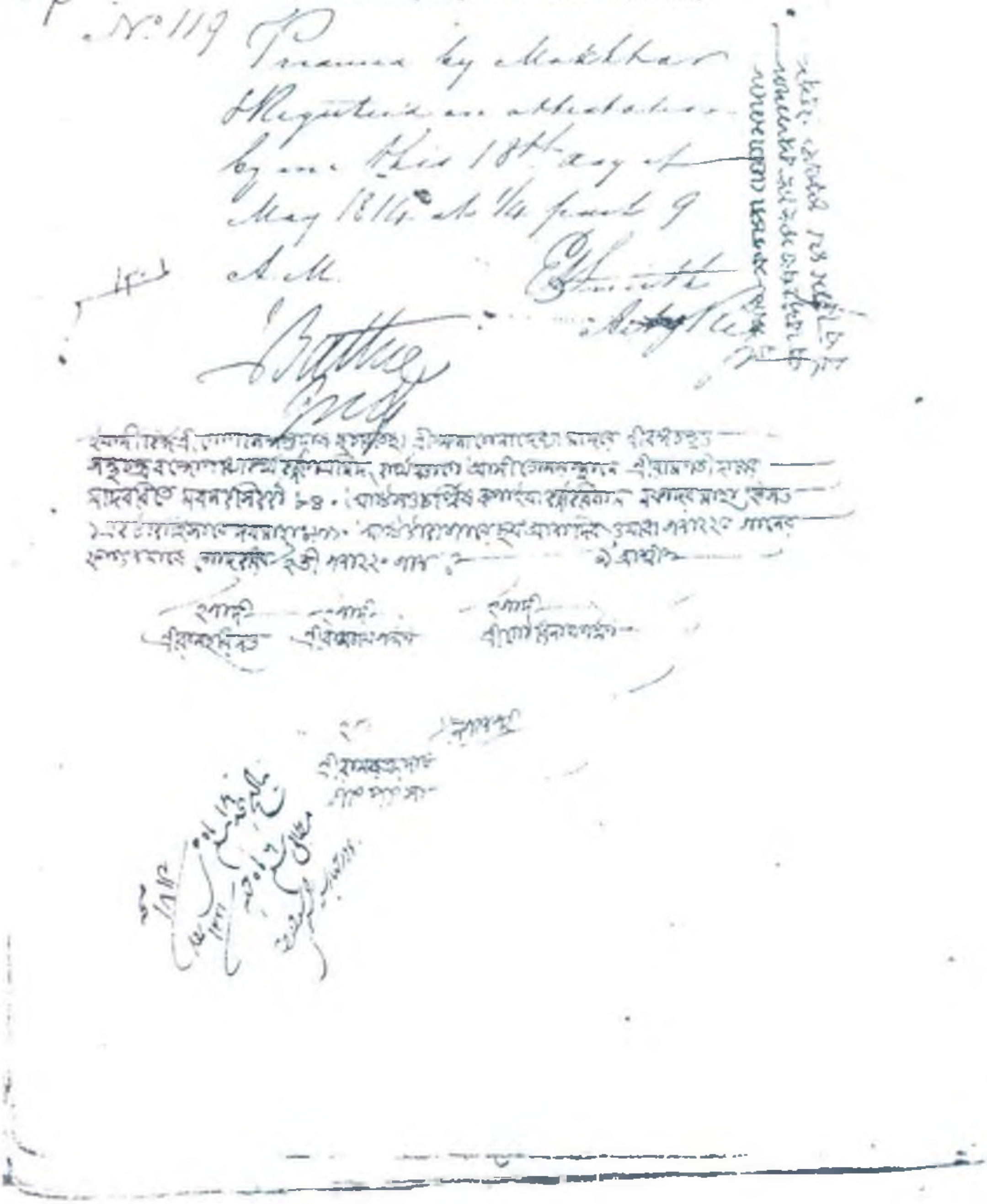

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১১৩]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

ইয়াদীকির্দ্দ শ্রীগোপালকৃষ্ণ দাষ ষুচরিতেষু শ্রীযুলোচন দেব্যা মাদরে শ্রীবঙ্গচন্দ্রও সম্ভুচন্দ্র বন্দোপাধ্য ষর্স্য কর্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমী তোমার স্থানে শ্রীরামগতি দাষের মাদষরিতে মবলগ সির্ক্কা ৮৪০ আষ্টসও চল্লিষ রূপাইয়া কর্জ করিলাম রফাদরমাহা কিসদ ১ এক টাকা হিসাবে দরমাহা ৮/১১০ আষ্ট টাকা শারে ছয় আনা দিব ওয়াধা শন ১২২৫ সালের ফালগুন মাষে শোদ করিব ইতী শন ১২২০ শাল তে ৯ আশ্বীন

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীরামগতি দত্ত	শ্রীরামজয় শর্ম্মান	শ্রীগৌরিনাথ শর্ম্মণ
	ইশাদী / নিশানশহী	[উপরে ডানে]
	শ্রীরামরত্ন দাষ	শ্রীমতিযুলোচন দেব্যা মাদরে
	শাং- পাংশা	শ্রীবঙ্গচন্দ্র ও সম্ভুচন্দ্র বন্দপাদ্যায়
		বং শ্রীরামজয় চক্রবর্ত্তী টবনী

[ছোট তিন লাইন ফার্সি লেখা]

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১১৪]

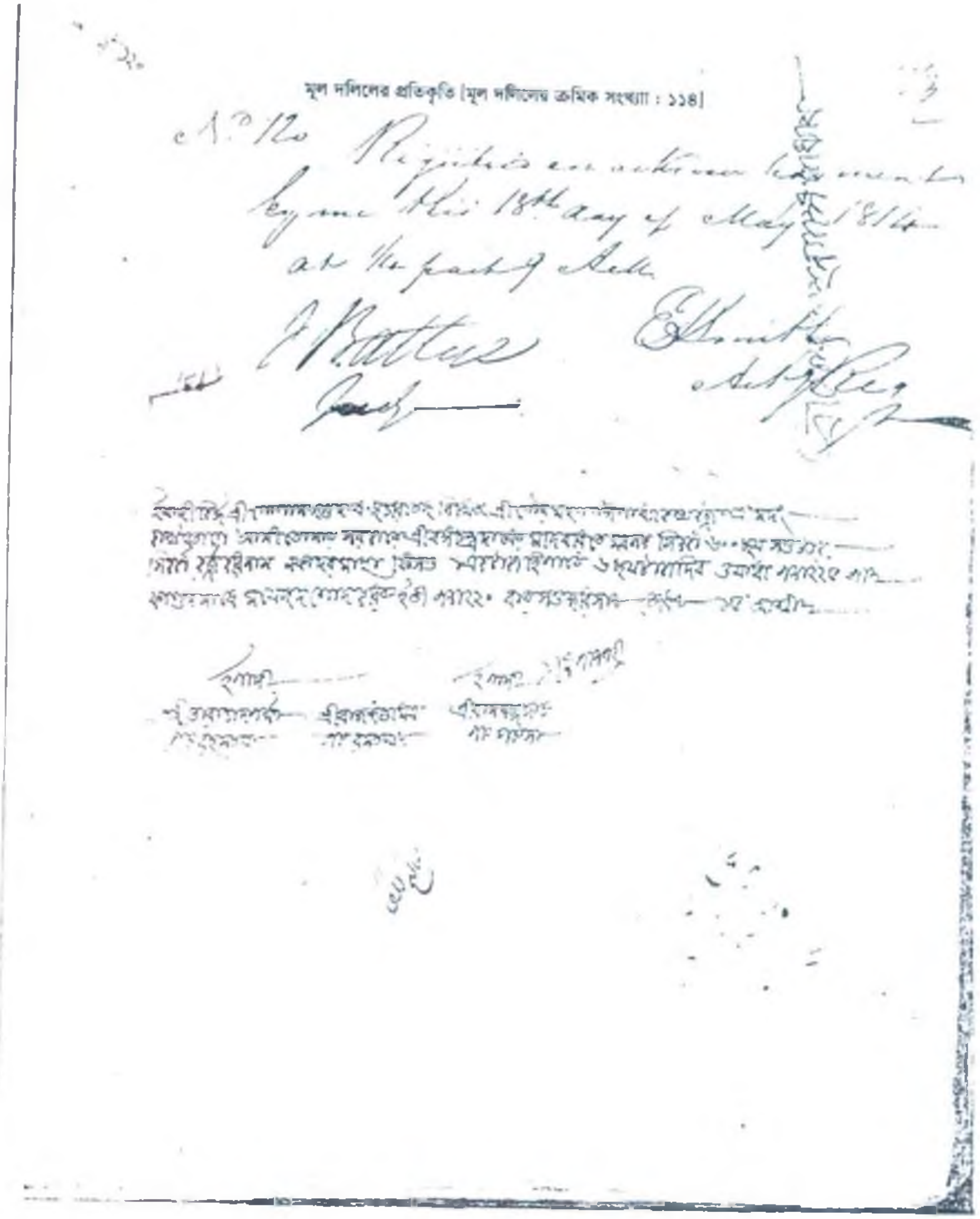

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১১৪]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

ইয়াদীকির্দ্দ শ্রীগোপালকৃষ্ণ দাষ যুচরিতেষু লিখিতং শ্রীগৌরমহল গঙ্গাপাধ্যায় কর্য কজপত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে আমী তোমার সরকারে শ্রীগোপালকৃষ্ণ দাষের মাদবরিতে মবলগ সিক্কা ৬০০ ছয়শও টাকা কর্জ করিলাম রফাদর মাহা ফিসও এক টাকা হিশাবে ৬ ছয় টাকা দিব ওয়াধা শন ১২২৫ শাল ফালুগন মাষে ময়েষুদ শোদ করিব ইতী শন ১২২০ বারসও কুড়িশাল তেরিখ ১৫ আশ্বীন

ইশাদী

শ্রীতারাচাঁদ শর্ম্মা

শাং- রহমতপুর

ইশাদী

শ্রীরাজকৃষ্ণ মিত্র শ্রীয়ামরত্ন দাষ

শাং- রমতপুর শাং- পাংশা

[উপরে ডানে] শ্রীগৌরমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১১৫]

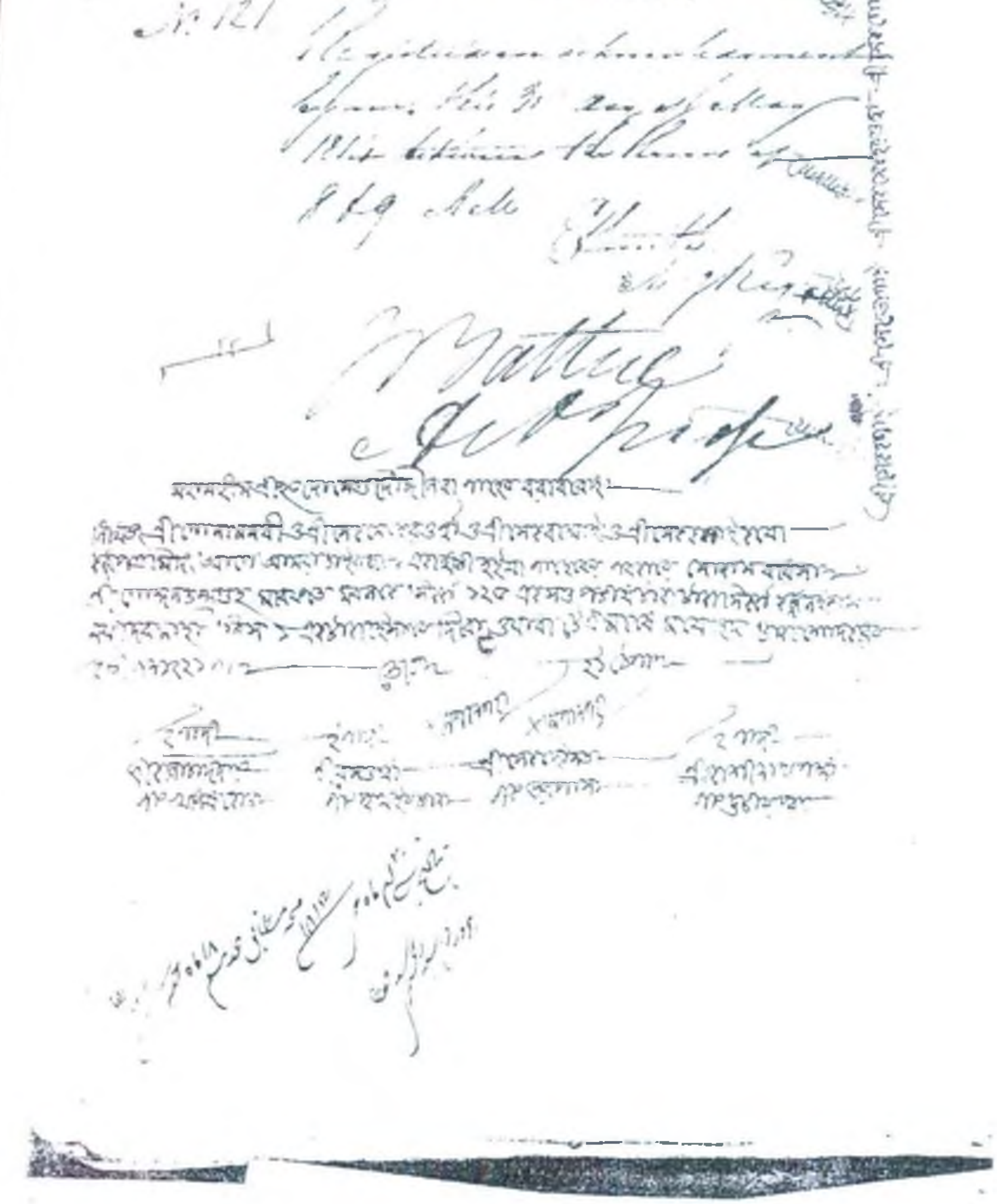

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১১৫]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

মহামহীম শ্রীযুতদোমেগুদেছীলবা শাহেব বরাবরেষু-

লিখিতং শ্রীগোলামনবী ও শ্রীসেকমেহেরওল্লা ও শ্রীসেকবাঘাই ও শ্রীসেক কলাই কয়ো কর্জপত্রামিদং আগে আমরা চাইরজনে একাযুতি হইয়া শাহেবের শরকারে মোকাম বরিশাল শ্রীগোকুলচন্দ্র গুহ মারফতে মবলক সিক্কা ১২৫ একসও পচীশ টাকা টাকা সিক্কা কর্জ লইলাম রফাদরমাহা ফিসদ ১ এক টাকা হিসাবে দিব ওয়ধা চৈত্র মাষে ময়েষুদ টাকা শোদ করিব ইতী শন ১২২১ শাল তেরিখ ২১ বৈশাখ

ইশাদী	ইশাদী
শ্রীকালাচাঁদ দাষ	শ্রীরমওল্লা
শাং- খলিষাকোটা	শাং- পুখইরজনা
নিশানসহী	ইশাদী
শ্রীসেকদৌলত	শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মা
শাং- ভরপাশা	শাং- উজীরপুর

[উপরে ডানে আড়াআড়ি লিখিত]

নিশানসহী নিশানসহী নিশানসহী নিশানসহী

শ্রীসেককলাই শ্রীসেকভোশাই, শ্রীসেকমেহেরল্লা শ্রীসেকগোলামনবি

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১১৬]

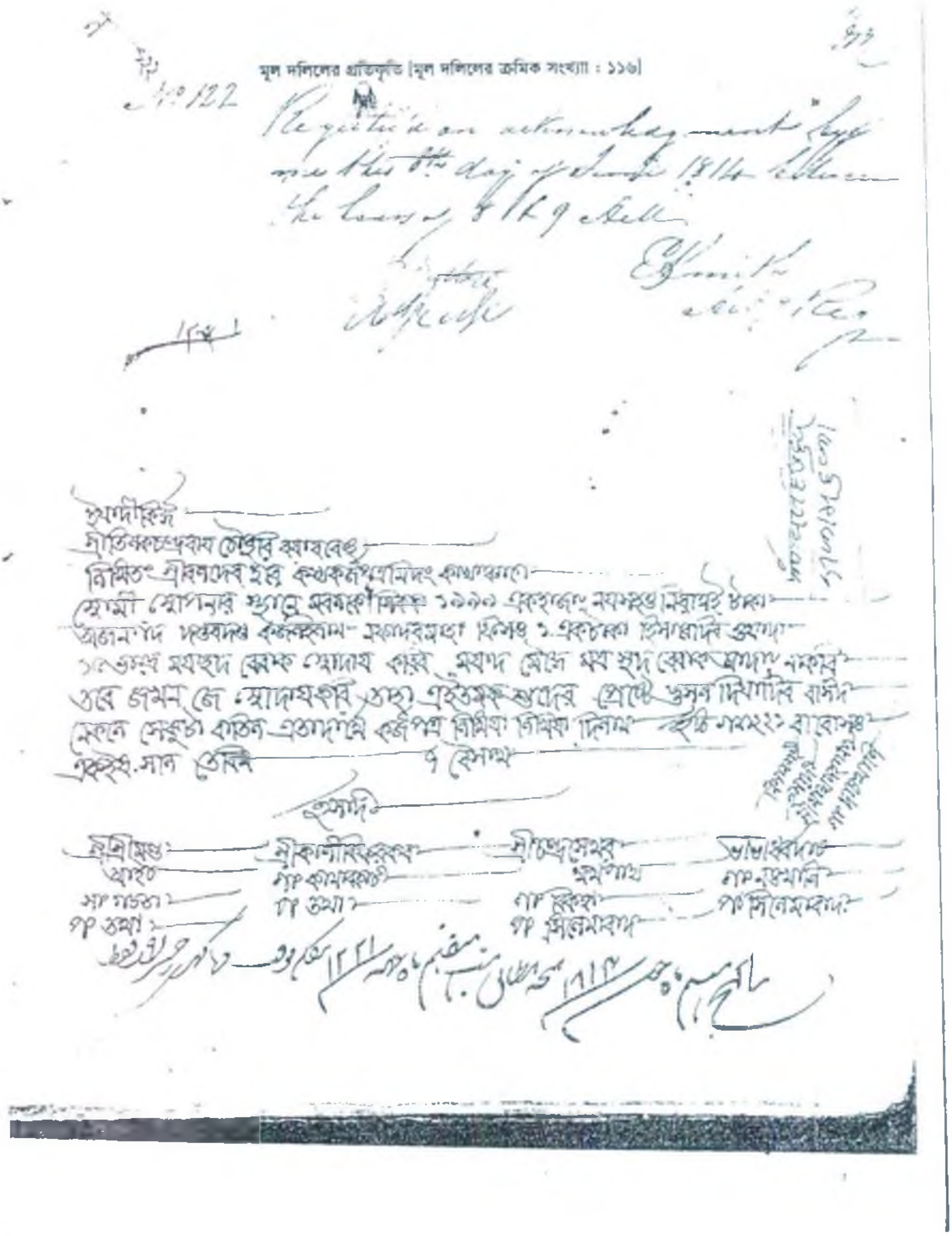

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১১৬]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশজেলা প্রশাসকের দস্তখত]

ইয়াদী কির্দ্দ--------------

শ্রীতিলকচন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বরাবরেষু------------

লিখিতং শ্রীবলদেবদুবে কস্য কর্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে--------------

আমী আপনার স্থানে মবলক সিক্কা ১৯৯৯ এক হাজার নয়সও নিরানব্বই টাকা----

অত্র নগদ দস্তবদস্ত কর্জ লইলাম রফাদরমাহা ফিসদ ১ এক টাকা হিসাবে দিব ওয়াদা-----

১৫ ভাদ্র ময়সুক বেবাক আদায় করিব মেয়াদ মৈদ্দে ময়সুদ বেবাক আদায় না করি---

তবে জখন জে আদায় করি তাহা এই তমক শুদের প্রেস্টে উসল দিয়াদিব রসিদ -----

লেকলে সেমুটা বাতিল এতাদার্থে কর্জপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি শন ১২২১ বারোশও-----

একইষ সাল তেরিখ ৭ বৈশাখ

ইশাদী

শ্রীশ্রীমন্ত আইচ	শ্রীচন্দ্রসেখর মুখপাদ্য	শ্রীচন্দ্রসেখর মুখপাদ্য
শাং- গভভা	শাং- কামারকাঠী	শাং- বিকল্মা
পং তথা		পং সিলেমাবাদ
শ্রীশ্রীধর দাষ	নিশানসহী	
শাং- নওখালি	শ্রীমামুদ হানিফ	
পং সিলেমাবাদ	শাং- দাষখালি	

[উপরে ডানে ?]

[এক লাইন ফার্সি লেখা।]

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১১৭]

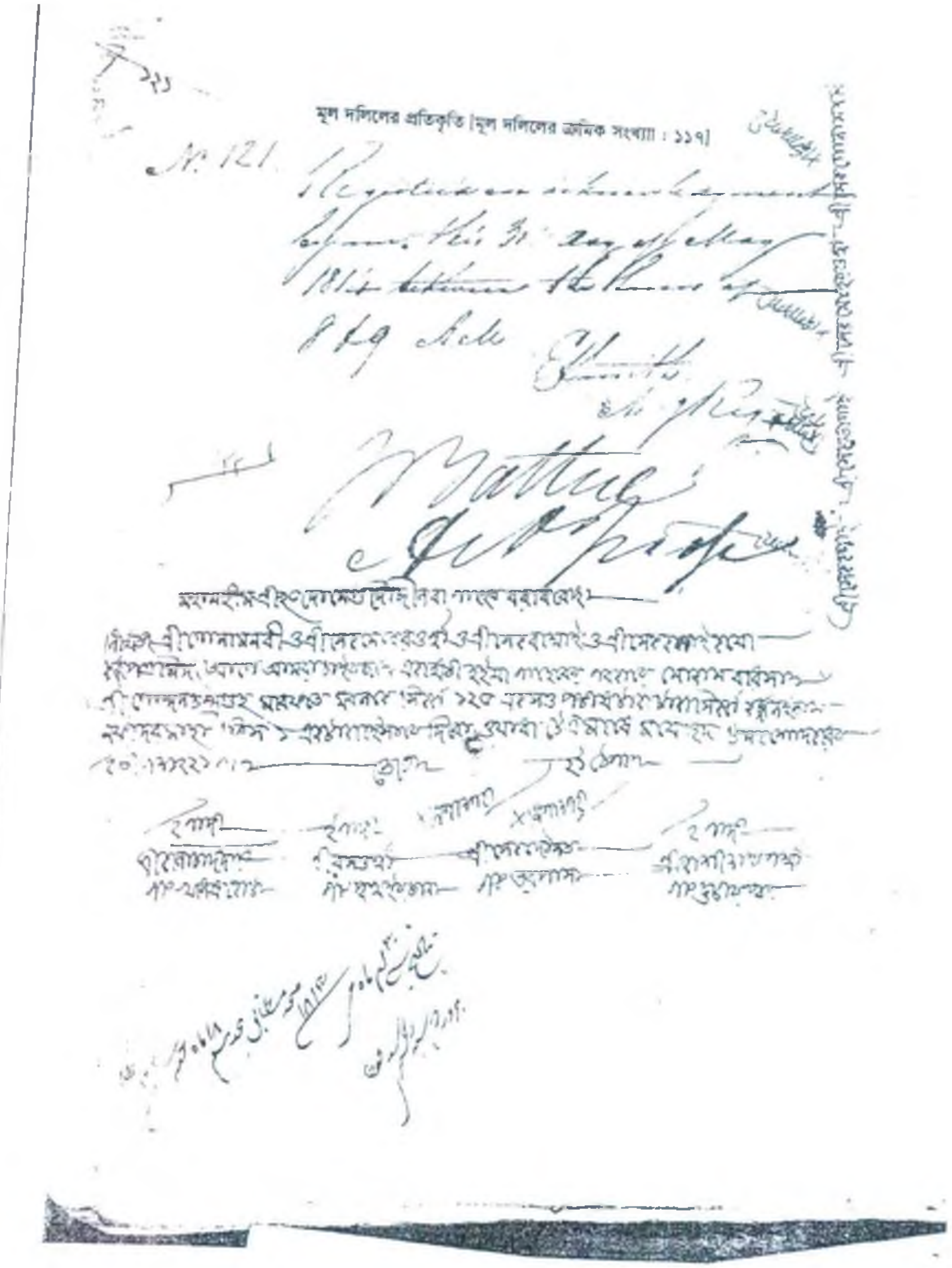

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১১৭]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

মহামহিম শ্রীযুতদেমেগুদৌছীলবা সাহেব বরাবরেষু-

লিখিতং শ্রীগোলামনবী ও শ্রীসেকমেহেরগল্লা ও শ্রীসেকবাঘাই ও শ্রীসেককলাই কস্য কর্জ্জপত্রমিদং আগে আমরা চাইরজনে একাযুতী হইয়া সাহেবের শরকারে মোকাম বরিশাল শ্রীগোকুল চন্দ্রগুহ মারফতে মবলক সিক্কা ১২৫ একসও পঞ্চাশ টাকা সিক্কা কর্জ লইলাম রফাদরমাহা ফিসদ ১ এক টাকা হিশাবে দিবো ওয়াধা চৈত্র মাহেময়েষুদ টাকা শোদ করিব ইতী শন ১২২১ শাল তেরিক ২১ বৈশাখ

ইশাদী	ইশাদী	নিশানসহী	ইশাদী
শ্রীকালাচাঁদ দাষ	শ্রীয়মওল্লা	শ্রীসেকদৌলত	শ্রীকালীনাথ শর্ম্মা
শাং- খালিষকোটা	শাং- পুকইরজানা	শাং- ভয়পাশা	শাং- উজীরপুর

[উপরে ডানে]

নিশানশহী	নিশানশহী	নিশানশহী	নিশানশহী
শ্রীসেককলাই	শ্রীসেকভাশাই	শ্রীসেকমোহরউল্লা	শ্রীসেকগোলামনবী

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১১৮]

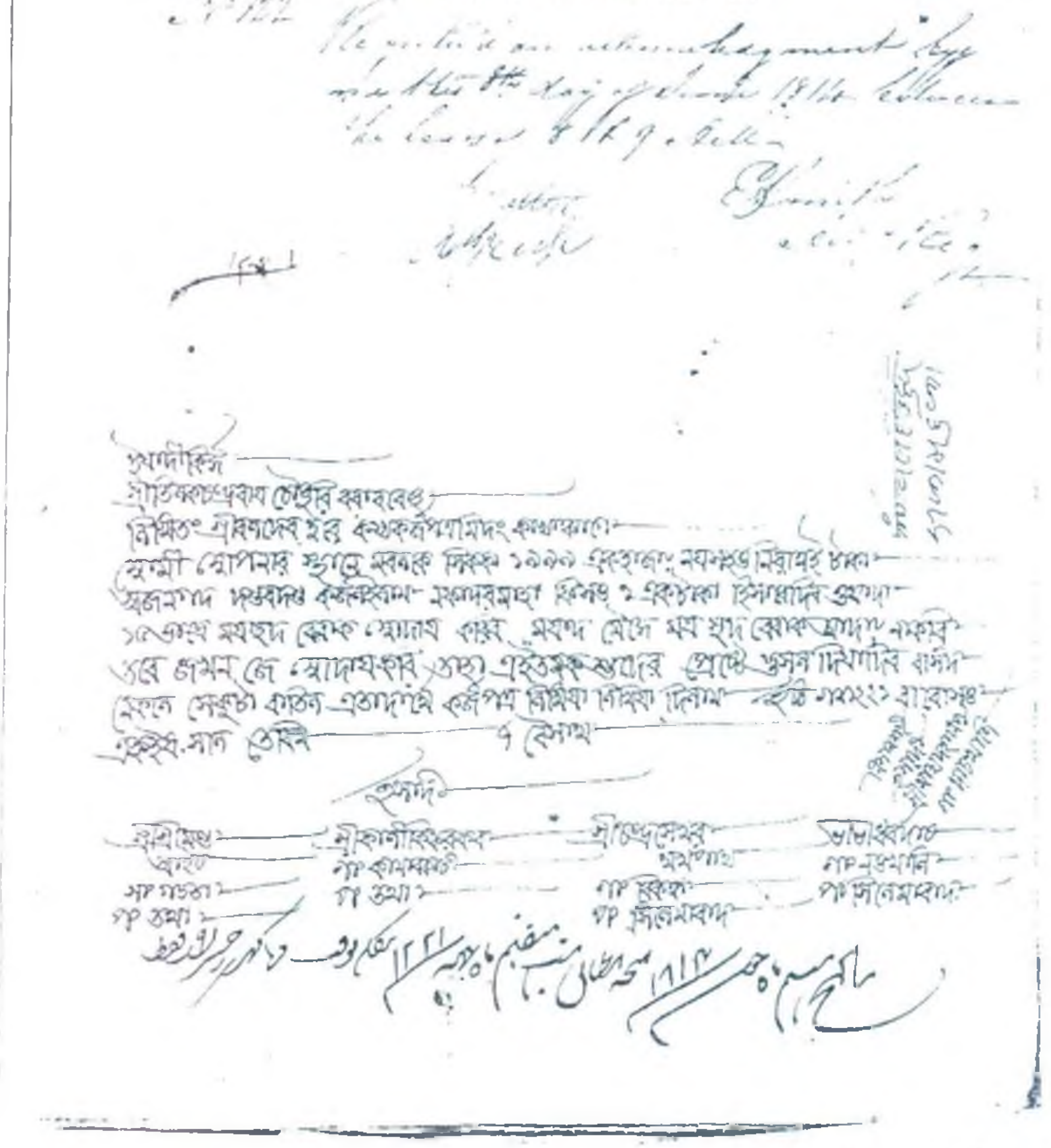

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১১৮]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

ইয়াদী ফির্দ্দ

শ্রীতিলকচন্দ্ররায় চৌধুরী বয়াবয়েষু-

লিখিতং শ্রীবলবেদদুযে কস্য কর্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমী আপনার স্থানে মথলকে সিককা ১৯৯৯ এক হাজার নয়সহও নিয়ানব্বাই টাকা আজ নগদ দস্তবদস্ত কর্জ লইলাম রফাদরমাহা ফিসও ১ এক টাকা হিমাবে দিব ওয়াধা ১৫ ভাদ্রে ময়ষুক বেবাক আদায় করিব মেয়াদ মধ্যে ময়সুদ বেবাক আদায় না করি তবে জখন জে আদায় করি তাহা এই তমষ্যকলেয় প্রেস্টে উসল দিয়া দিব রশিদ লেকলে সেজুটা বাতিল এতদর্থে কর্জপত্র লিখিয়া দিলাম ইতী শন ১২২১ বারোসও একইষ সাল তেরিখ---------- ৭ বৈশাখ

ইসাদী

শ্রীশ্রীমন্ত আইচ	শ্রীকালীকিঙ্কর কর	শ্রীচন্দ্রসেখর মুখপাদ্য	শ্রীশ্রীধব দাষ
শাং- গড়ডা	শাং- কামারকাটী	শাং- বিষকল্লা	সাং নওখালি
পং তথা	পং তথা	পং সিলেমাবাদ	পং- সিলেমাবাদ

ইশাদী [উপরে ডানে ?]

নিশানসহী

শ্রীমামুদহানিফ [একলাইন ফার্সি লেখা]

শাং- দাষখালি

Dhaka University Institutional Repository

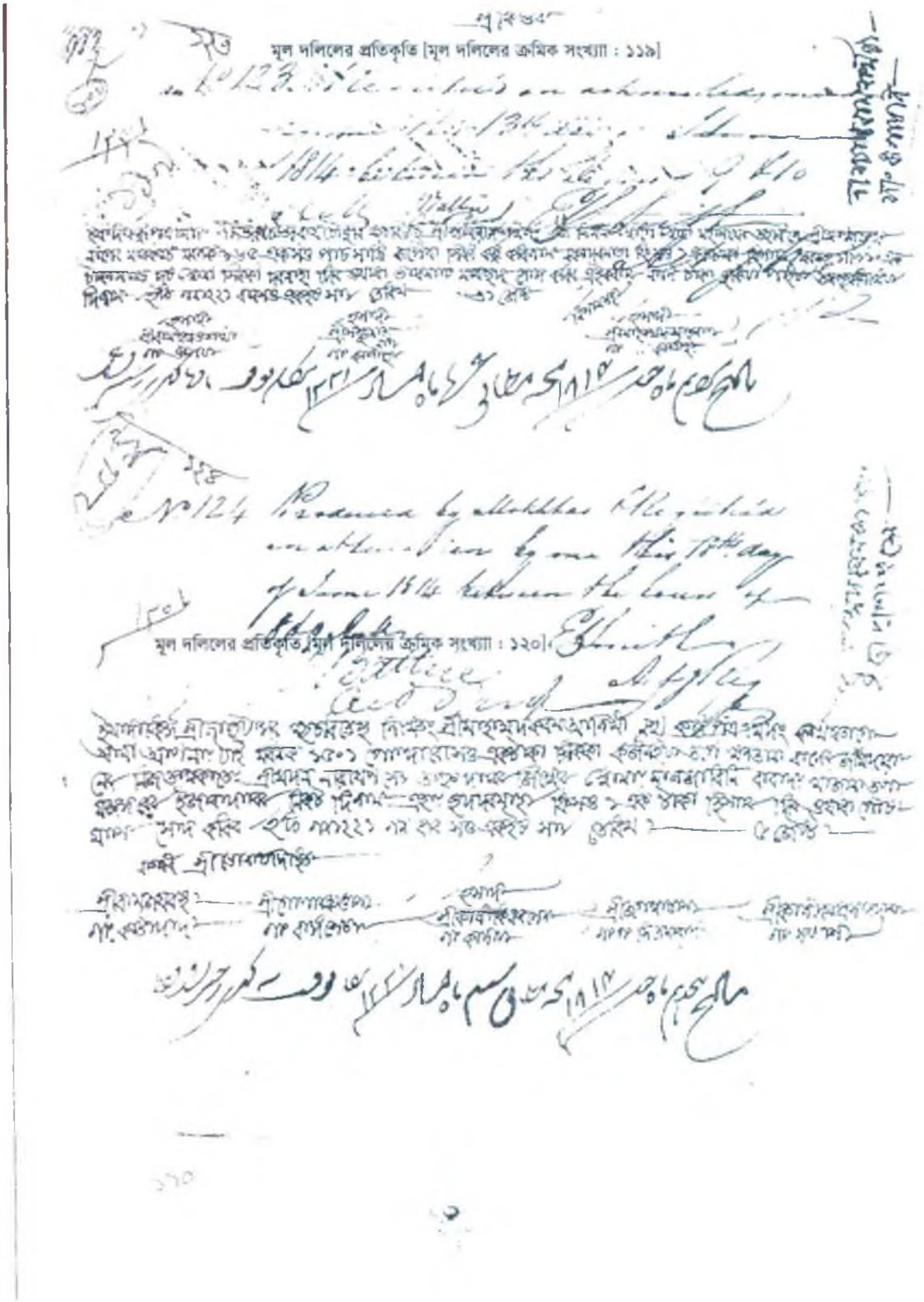

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১১৯]

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১২০]

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১১৯]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

ইয়াদী কর্জপত্রমিদং শ্রীভরথচন্দ্র রায়চৌধুরী সুচরিতেষু শ্রীশ্যামরাম শর্ম্মা কস্য লিখনং আগে আমী মহাসয়ের তহবিলে শ্রীযুগলচন্দ্র নাগের মারফতে মবলক ১৬৫ একসত্ত পাচসাট্টি রূপাইয়া সিক্কা কর্জ করিলাম রথাদরমাহা ফিসও ১ এক টাকা হিসাবে মবলক এক টাকা সাড়ে দশ আনা সিক্কা দরমাহা দিব ওয়াধা ভাদ্রমাষে মরযুদ শোদ করিব এই করায়ে নগদ টাকা বুঝিয়া পাইয়া তমশুক লিখিয়া দিলাম ইতি শন ১২২১ বায়সও একইশ সাল তেরিখ ১ জৈষ্ঠ্য

নিশানসহী

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীরামদুল্লভ শর্ম্মা	শ্রীসম্ভুনাথ নাগ	শ্রীমহাম্মদআছরাপ
শাং- ঔশয়া	শাং- কাশীপুর	শাং-পং কাশীপুর

[উপরে ডানে]

শ্রীশ্যামরা শর্ম্মা

সাং- রূপাদুলি।

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১২০]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

ইয়াদীকির্দ্দ শ্রীলালু ঠাকুর সুচরিতেষু- লিখিতং শ্রীমাহামুদকরমআলিখা কস্য কর্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমী আপনার ঠাঁই মবলক ১৫০১ পোন্দরোসও এক টাকা সিক্কা কর্জ লইলাম তপে সুলতানাবাদের জমিদারানের নিজ তালুকাতের শ্রীমদননারায়ণ সেন তালুকদারের জিম্মের আমার মালজাবিন রাবাদর খাজানা তপা মজকুরের ইজারাদারের নিকট দিলাম এহার যুদ দরমাহা ফিসও ১ এক টাকা হিশাবে দিব ওয়াধা পৌষ মাসে সোদ করিব ইতি শন ১২২১ শর বারসও একইশ সাল তেরিখ ৫ জৈষ্ঠ্য

নাগরি শ্রীভোলানাথ দিছিত

শ্রীরামজয় বসু	শ্রীগোপালকৃষ্ণ শেন
শাং- কাটাদাদ	শাং- বাঙ্গরোড়া
শ্রীকালিকিঙ্কর শেন	শ্রীজগন্নাথ শেন
শাং কালিয়া	শাং- পং সিলেমাবাদ

[উপরে ডানে]

শ্রীমাহুমদকরমশাবিখা	শ্রীকালিপ্রসাদ দাষ
বং- শ্রীপানকৃষ্ণদত্ত সেন	শাং- সন্যাশী

[এক লাইন ফার্সি লেখা]

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১২১]

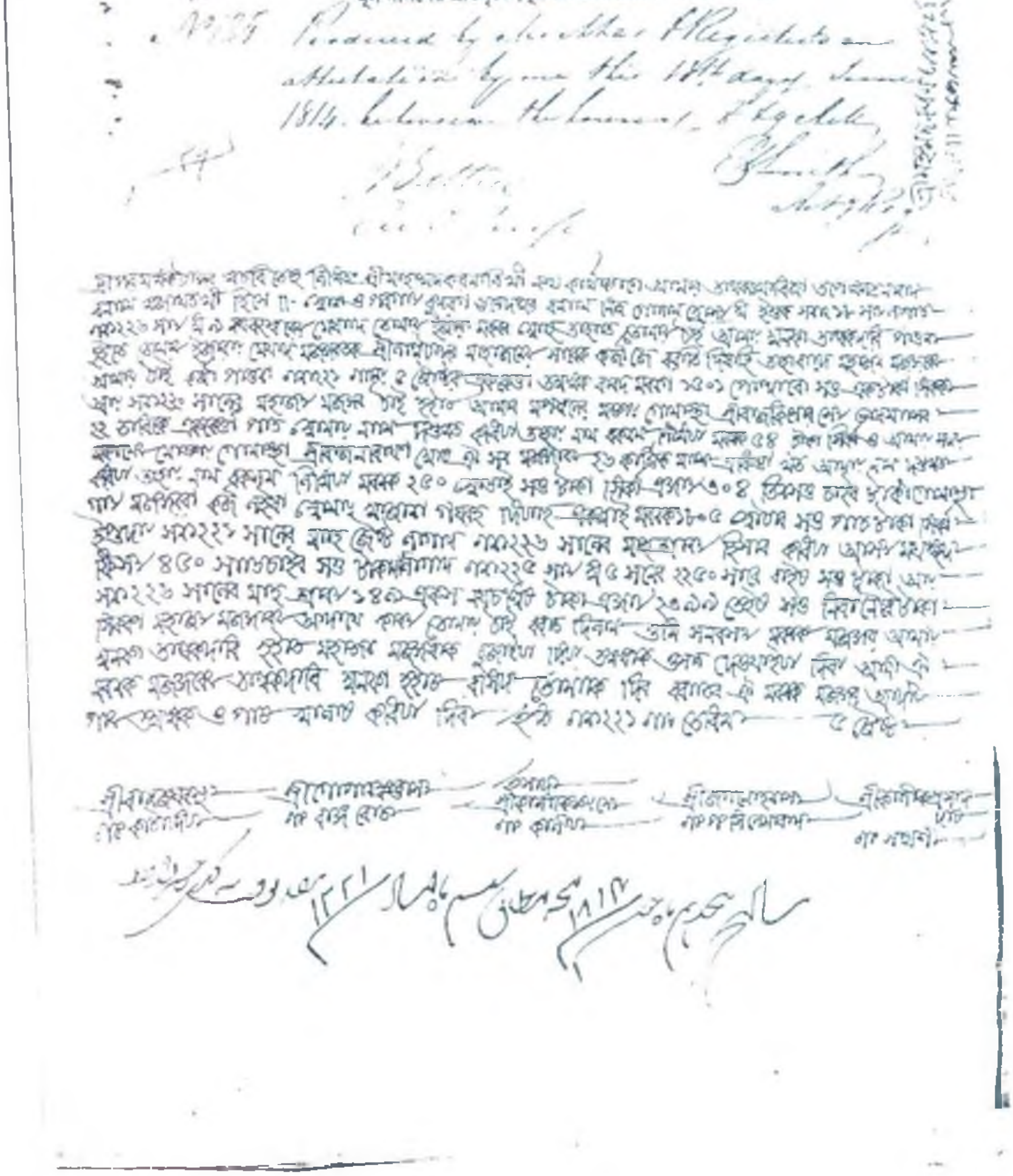

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১২১]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

শ্রীপরমযুক্ত ঠাকুর সুচরিতেষু লিখিতং শ্রীমাহাম্মদকরমালিখা কস্য কার্য্যঞ্চাগে আমার তালুকাত খারিজতাপে সুলতানাবাদ যনাম সুজাযতখা হিসে আনা ও পরগনে বুযরগউমেদপুর বনামে গোলাম হোসেন মুংইত্তকশন ১২১৮ সাল লাগাত শন ১২২৬ মং শাল সুন ৯ নয় বৎসরের মেয়াদ তোমায় ইজারা মকরব আছে তাহাতে তোমায় ঠাই আমার মূলফা তালুকদারি পাওনা হইতে তোমার ইজারায় মেয়াদ মজকুরতক শ্রীলালু ঠাকুর মহাজনের সাবেক কর্জ জে বরাতি দিয়াছি তাহাবাদে মহাজন মজকুরের আমায় ঠাই কর্জ পাওনা শন ১২২১ শালের ৫ জৈষ্টের এক কেত্তা তমকমুক বাবদ মবলক ১৫০১ পোন্দোরো সও এক টাকা সিক্কা আয় সন ১২২০ সালের মহাজন মজকুর ঠাই ইহাতে আমায় মফস্বলের মক্তায় গোমস্তা শ্রীরাজকিশোর শেন ভাদ্র মাসের ২২ তারিকে এককেত্তা পাত আমার নামে দস্তখত করিয়া তাহার নাম বকলম লিখিয়া মবলক ৫৪ টাকা সিকর্কা ও আমায় সদর মকামের মোক্তার গোমাস্তা শ্রীরাজনারায়ন ঘোষ ঐ সব মজকুরের ২৬ কার্তিক মাসে একিত্তা খত আমার নাম কস্তখত করিয়া তাহার নাম বকলম লিখিয়া মবলক ২৫০ আড়াই সও টাকা সিক্কা একুলে ৩০৪ তিনসও চাইর টাকা গোমস্তাগান মজকুরের কর্জ লইয়া আমায় খাজানা গয়রহ দিয়াছে একজাই মবলক ১৮০৫ আটারসও পাচ টাকা সিক্কা ইত্তদায় সন ১২২১ মাসে মাহে জৈষ্ঠ্য নাগাদ শন ১২২৬ শালের মাহে শ্রাবন হিসাব করিয়া আসল ময়মুদ ফিসদ ৪৫০ সারে চাইর সও টাকাকাত লাগাদ শন ১২২৫ শাল মুং ৫ সনের ২২৫০ সারে বাইষ সও টাকা আর সন ১২২৬ সালের মাহ শ্রাবন ১৪৯ একসও নয় চল্লিশ টাকা একুলে ২৩৯৯ তেইষ সও নিরানেবৈ টাকা সিকক্কা মহাজন মজকুরের আদায়ে কারণ তোমায় ঠাই বরাত দিলাম তুমি সনবশন মবলক মজকুর আমায় মূলকা তালুকদারি হইতে মহাজন মজকুরাক বুজাইয়া দিয়া তমকমুক ওসল দেওয়াইয়া দিব আমী ঐ মবলক মজকুরের তালুকদারি মূলফ হইতে রশিদ তোমাকে দিব বরাতে ঐ মবলক মজকুর আদায় পারো তমকমুক ও পাচ খালাস করিয়া দিব ইতি শন ১২২১ শাল তেরিখ ৫ জৈষ্ঠ্য

শ্রীরামজয় বসু	শ্রীগোপালকৃষ্ণ সেন	শ্রীকালীকেঙ্কর সেন	শ্রীজগমোহন সেন	শ্রীকালিকপ্রসাদ দাষ
শাং কাটাদিয়া	শাং বাঙ্গয়োড়া	শাং- কালীয়া	শাং পং সিলেমাবাদ	শাং সন্যাশী

[উপরে আড়াআড়ি লিখিত] শ্রীমেহম্মদ করমআলী খা

বং শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ শেন

[এক লাইন ফার্সি লেখা]

Dhaka University Institutional Repository

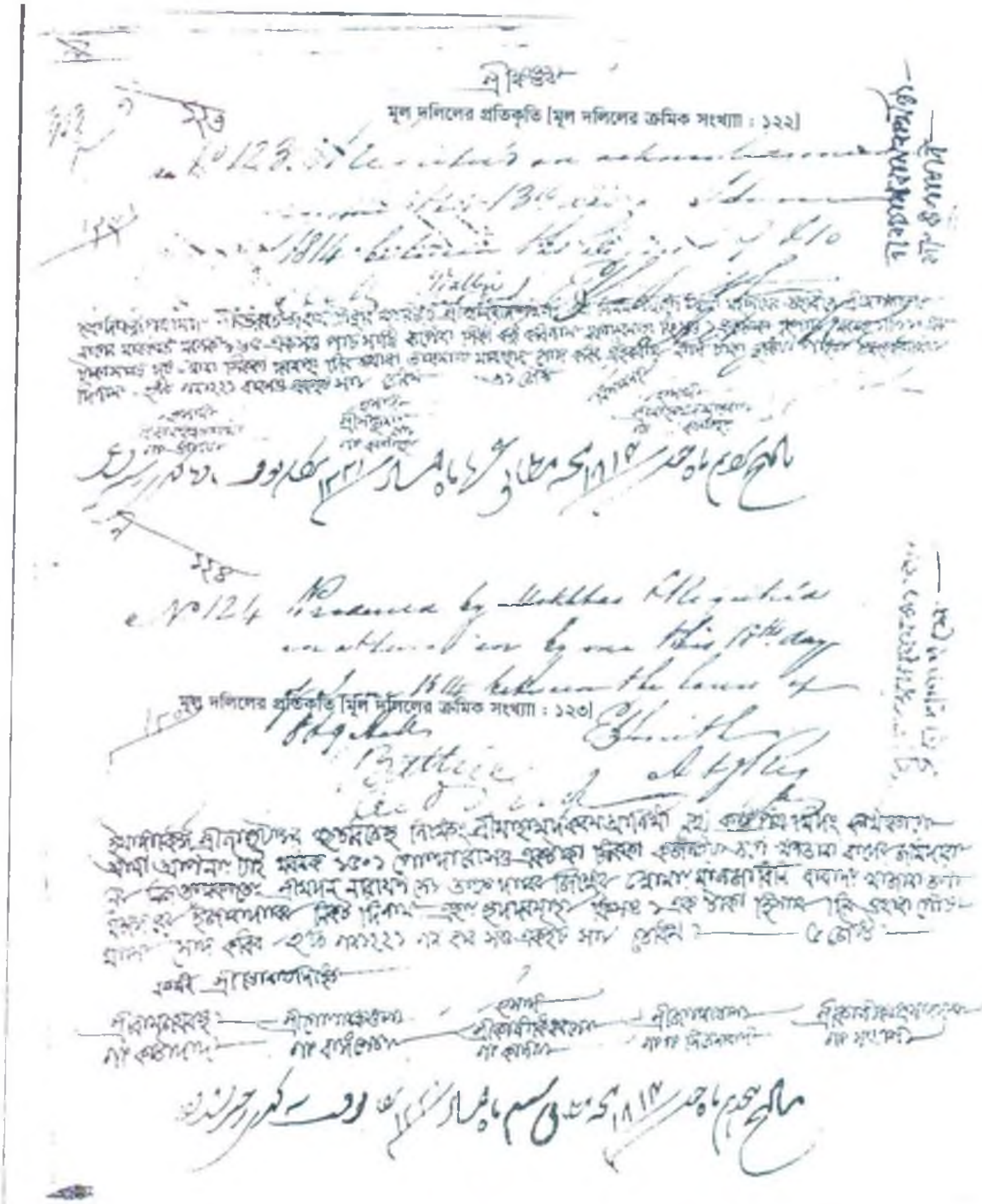

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১২২]

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১২৩]

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১২২]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

ইয়াদী কর্জ পত্রমিদং শ্রীভয়রচন্দ্ররায় চৌধুরী সুচরিতেষু শ্রীশ্যামরাম শর্ম্মনঃ কস্য লিখনং আমী মহাশয়ের তহবিলে শ্রীযুগলচন্দ্র নাগের মারফতে মবলকন ১৬৫ একসও পাচ সাট্টি রূপাইয়া সিক্কা কর্জ করিলাম রফাদরমাহা ফিসও ১ এক টাকা হিশাবে দিব মবলক এক টাকা সাড়ে দশ আনা সিক্কা দরমাহা দিব ওয়াধা ভাদ্র মাষে ময়যুক সোদ করিব এই করারে নগদ টাকা বুঝিয়া পাইয়া তমকষুক লিখিয়া দিলাম ইতি শন ১২২১ বায়সও একইষ সাল তেরিখ এ ---৩১ জৈষ্ঠ্য-

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীরামদুল্লভ শর্ম্মা	শ্রীসম্ভুনাথ নাগ	শ্রীমহাম্মদআছরাপ
শাং- ঔসয়া	শাং- কাশীপুর	শাং- কাশীপুর

[উপরেডানে] শ্রীশ্যামরাম শর্ম্মন

সাং রূপাদুলি

[এক লাইন ফার্সি লেখা।]

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১২৩]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

ইয়াদী কির্দ্দ শ্রীলালু ঠাকুর সুচরিতেষু লিখিতং শ্রীমাহাম্মদকরমআলী খাঁ কস্য কর্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমী আপনার ঠাই মবলক ১৫০১ পোন্দারোসও এক টাকা সিক্কা কর্জ লইয়া তপে সুলতানাবাদের জমিদারের নিজ তালুকাতে শ্রীমদননারায়ণ সেন তালুকদারের জিম্মে আমার মালজামিনি বারাদর খাজানা তপে মজকুরের ইজারাদারের নিকট দিলাম এহার যুদদরমাহা ফিসও এক টাকা হিসাবে দিব ওয়াধা পৌষ মাসে যোধ করিব ইতি শন ১২২১ শন বায়সও একইষ সাল তেরিখ---------- ৫ জৈষ্ঠ্য

নাগরি শ্রীভোলানাথদিছিত

ইশাদী

শ্রীরামজয় বসু	শ্রীগোপালকৃষ্ণ সেন	শ্রীকালীকিংকও শেন
শাং- কাটাদাদ	শাং- বাসরোড়া	শাং- কালীয়া
শ্রীজগন্নাম সেন	শ্রীকালীকাপ্রসাদ দাশ	
শাং- পং সিলেমাবাদ	শাং- সন্যাসী	

[উপরে ডানে]

শ্রীমহম্মদরকরমআলী খাঁ [এক লাইন ফার্সি লেখা]

বং শ্রী প্রাণকৃষ্ণ শেন

Dhaka University Institutional Repository

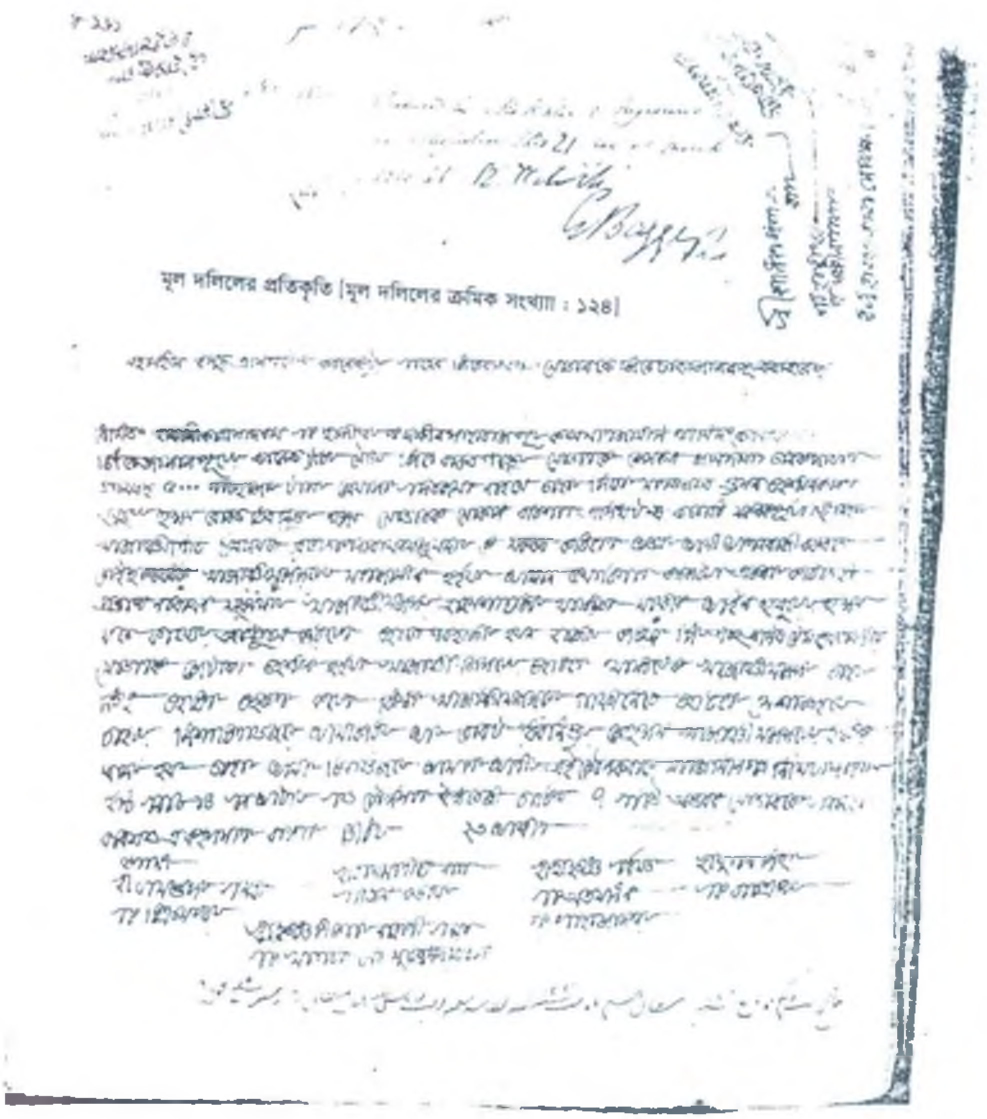

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১২৪]

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১২৪]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

মহাসহীম শ্রীযুত এশিসটেন্ট কালেকট্টর সাহেব জীলে বাকরগঞ্জ মোতালকে জিলা ঢাকা জালালপুর বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীসৈদহোশনদ্দীন মাহাম্মদ চৌধুরী জমিদার তপে নাজীরপুর ও গয়রহ কস্যজামীনপত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে জিলে জালালপর্বের কালেকটরি মধ্যে জিলা বাকরগঞ্জর মোতালকে জেসকল জমিদারগন ও তালুকদারন ও গয়রহ ৫০০০ পাচ হাজার টাকা জোয়াদা নদর জমা না হয়ে তাহার নিসার মালগুজারি ওগুল তহসিল কারণ হুজুরের হুকুম যোক্ত ভিবলিওর হুকুম মোভাবেক মোকাম বরিশালর এসীসটসনসঃ কাচারি মকবর হইয়াছে তাহার খাজাঞ্চীগিরি খেদমতে শ্রী প্রতাপনারায়ণ মজুমদারকে মকবর করিলেন অতএব আমী আপন রাজীরগবতে সেইচছা পর্বক খাজাঞ্চী মজকুরের মালজামিন হইয়া আপন ওয়ারিশাল ফর্জ করিয়া একরার করিতেছি প্রতাবনারায়ণ মজুমদার খাজাঞ্চী মজকুর হামেশা হাজীর থাকিয়া মাফিক আইন হুজুরের হকুমমতে কার্য্যের আঞ্জম করিবেক তাহাতে গরহাজীর হয়ন হাজীর করিয়া দিব এবং এসিষটেস কালেক্টরির মোতালক জে টাকা তাহশিল হইয়া খাজাঞ্চী মজকুরের তহবিলে আনিবেক খাজাঞ্চী মজকুর তাহার কিছু তহবিল তছরূপ করেন কিম্বা খাজাঞ্চী মজকুরের গাফীলেতে তহবিলের খোশায়ত হয় তাহার দিশা বিনা ওজরে আমি করিব আর বোর্ডর্ত বেবনুর জে হুকুম খাজাঞ্চী মজকুরের পক্ষে ছাদর হয় তাহা আমী বিনা ওজরে আমলে আনীব এই কৌল করারে মায়জামিনি পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১৮১৪ সন আঠারোশত চৌদ্দ শাল ইংরজি তারিখ ৭ সাতই অক্তুবর মোতাবেক শন ১২২৮ বারোশও আটাইষ নবম্বর সাল বাঙলা তেরিখ------- ২৩ আশ্বিন

ইশাদী | ইশাদী | ইশাদী

শ্রী রামসুন্দর শর্মা
শাং বিক্রমপুর

শ্রী রামমাণীক্য নাগ
শাকিম কত্তাপুর
শ্রীকৃষ্ণকিশোরলাহানি শর্ম্মণ
সাং খাশয়া
মোং মুরশুষুদাবাদ

শ্রী শ্রী কৃষ্ণ সর্ন্নমত
সাং অভয়নিল

শ্রী যুগল সিংহ
সাং বারশ্রপুর
পং সাহাজাদপুর

[দলিলের উপরে কোনায়]

শ্রী শুর্য্য নারায়ণ রায়

শ্রীকাশীনারায়ণ শর্ম্মন

শ্রী সৈদ হোসন দিন মাহাম্মদ শ্রীকালিকাপ্রসাদ রায়

ইশাদী

সাং হাজিপুর
পং দক্ষীন শাহবাজপুর
বং শ্রী রামসুন্দর শর্মা

শ্রী কৃষ্ণপ্রান নাথ দায়
শ্রীরামশর্ম্মন

শ্রীরাজকৃষ্ণনাগ
বং রাধা কৃষ্ণনাথ

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১২৫]

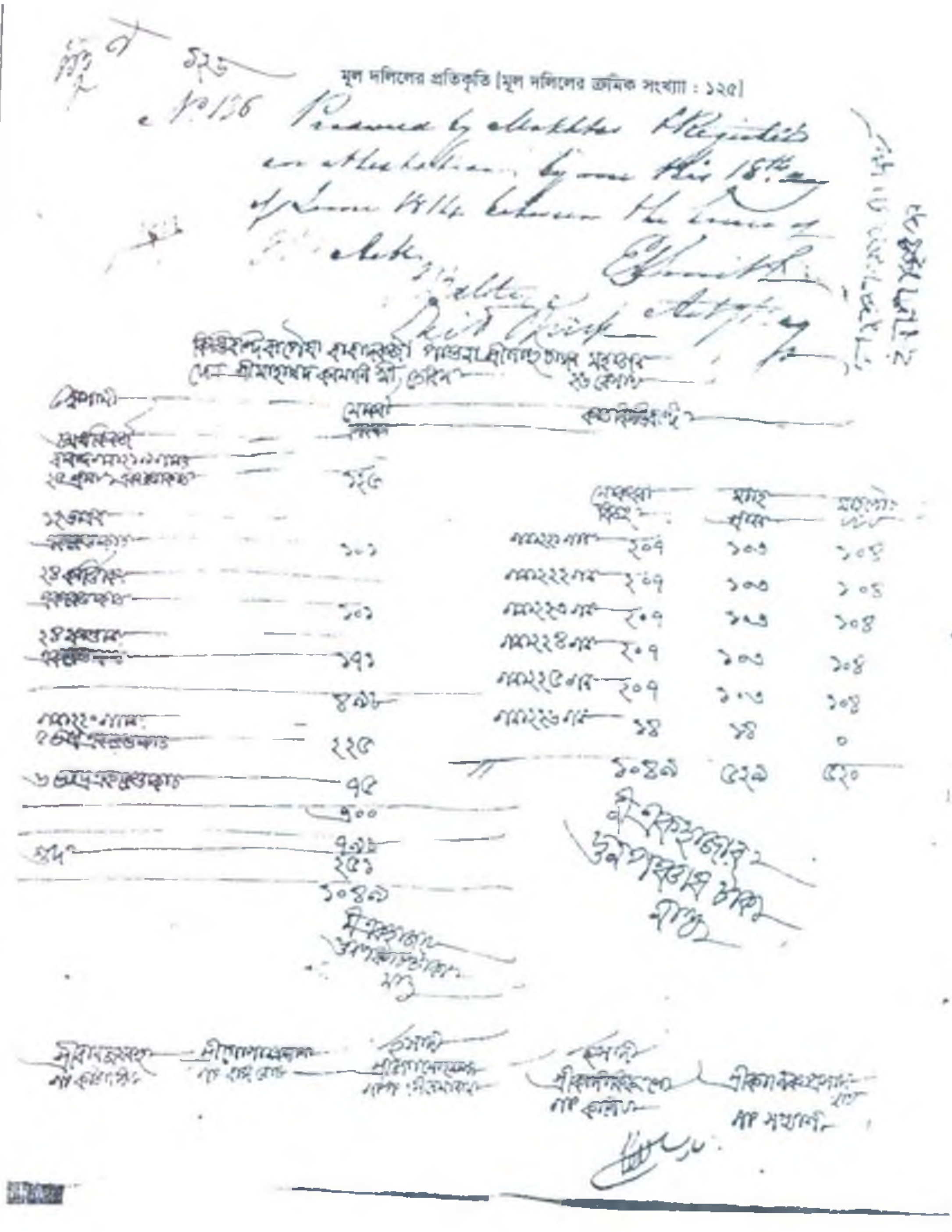

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১২৫]
[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

ফিস্‌িরবন্দি রূপাইয়া বাবদ কর্জ পাওনা শ্রীলালু ঠাকুর মহাজন দেন শ্রীমাহাম্মদকরমালী খা তেরিখ ২৬ বৈশাখ

আসামী	মোফস্যা
তমুস্মুকিকর্জ	সির্ক্কা
বাবদ শন ১২১৯ শনের	
২৫ শ্রাবন ১ এক কেস্তাকাত	১২৫
১২ ভাদ্রর	১০১
এক কেস্তা কাত	
২৪ কার্তিকের	
এককেস্তাকাত	১০১
২৪ ফাল নের এক কেস্তাকাত	১৭১
....	
এককেস্তাকাত	৪৯৮
শন ১২২০ শালের	
৫ ভাদ্র একেস্তাকাত	২২৫
৬ ভাদ্রকে কেস্তাকাত	৭৫
....	
	৩০০
	৭৯৮
শুদ	২৫১
....	
সুদ এক হাজার উনপঞ্চাশ টাকা মাত্র	১০৪৯

কাতকিস্তি বন্দি

মোফস্বরা			মাহে		মাহ পৌষ
বিতং			শ্রাবন		=
শন ১২২১ শাল	২০৭	১০৩		১০৪	
শন ১২২২ শাল	২০৭	১০৩		১০৪	
শন ১২২৩ শাল	২০৭	১০৩		১০৪	
শন ১২২৪ শাল	২০৭	১০৩		১০৪	
শন ১২২৫ শাল	২০৭	১০৩		১০৪	
শন ১২২৬শাল	১৪	১৪		০	
....					
	১০৪৯	৫২৯		৫২০	

মং এক হাজার উনপঞ্চাশ টাকা মাত্র

শ্রীরামজয় বসু	শ্রীগোপালকৃষ্ণ শেন	শ্রীজগমোনহন শেন
শাং- কাটাদিয়া	শাং- বাঙ্গরোড়া	শাং-পং সিলেমাবাদ
ইশাদী		
শ্রীকালীকিঙ্কর শেন	শ্রীকালিকাপ্রসাদ দাষ	
শাং- কালিয়া	শাং- সন্যাশী	

[উপরে ডানে] শ্রীমহম্মদকরমআলী খাঁ [ফার্সি দস্তখত]
বং শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ সেন

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১২৬]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

শ্রীভোলানাথ দিছিত ইজারাদার সুচরিতেষু লিখিতং শ্রীমহম্মদকরমালিখা কর্স কার্য্যাঞ্চাগে খারিজা তপে সুলতানাবাদ মিঠাপুখরিয়া কিসমত আমার একফেত্তা তালুক বনামে গোলামমালি খাঁ হিস্যে আষ্ট আনী লিখাজায় এ তালুক মজকুর ইস্তফ শন ১২২১ বারসও একইষ সন লাগাদ শন ১২২৬ বারসও ছাবিষশা মুদ্দত ৬ ছয় সনের মেয়াদে তোমাকে ইজারা দিয়াছি তাহার খাজানা মাহাফিক পাট্টা কিসদ ২০৭ দুইসও সাত টাকা তোমার ঠাই আমার পাওনা তাহাতে শ্রীলালু ঠাকুর মহাজনের আমার ঠাই শন ১২১৯ শনের ও শন ১২২০ বারসও বিষ সালের কর্জা পাওনায় ময়মুদ মলক ১০৪৯ এক হাজার উনপঞ্চাশ টাকায় কিস্তি বন্দি করিয়া মহাজন মজকুরের আদায় করিব তোমার ঠাই বরাত দিলাম কিস্তিবন্দি মজকুরের লিখা ইত্তদায় সন মজকুর লাগাদ শন১২২৫ বারসও পচিষ সন ফিসদ ২০৭ দুই সত্ত সাতটাকা কাত ১০৩৫ এক হাজার পএত্রিষ টাকা আর সন ১২২৬ বারসও ছাবিষ সনের লাগায়ত শ্রাবন ১৪ চৌদ্দ টাকা একুলে ১০৪৯ এক হাজার উনপঞ্চাশ টাকা তোমার খাজানা হাত ওলিসন কস্য মহাজন মজকুরার বুজাইয়া দিবা কিস্তিবন্দিত উছুল দেওয়াইয়অ দিবা আমি তোমাকে খাজানার দাখিলা দিব এই বরাতের মবলক মজকুর আদায় পরে কিস্তিবন্দি খালাষ করিয়া দিবা ইতি শন ১২২১ শাল তেরিখ------ ৫ জৈষ্ঠ্য

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীরামজয় বসু	শ্রী গোপালকৃষ্ণ শেন	শ্রীজগমোহন সেণ	শ্রীকালীফিঙ্কর সেণ
শাং কাটদিয়া	শাং বাঙয়োড়া	শাং পং সিলেমাবাদ	শাং কালিয়া

শ্রীকালিকা প্রসাদ দাশ

বং শ্রীমহম্মদকরমআলী খাঁ

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১২৭]

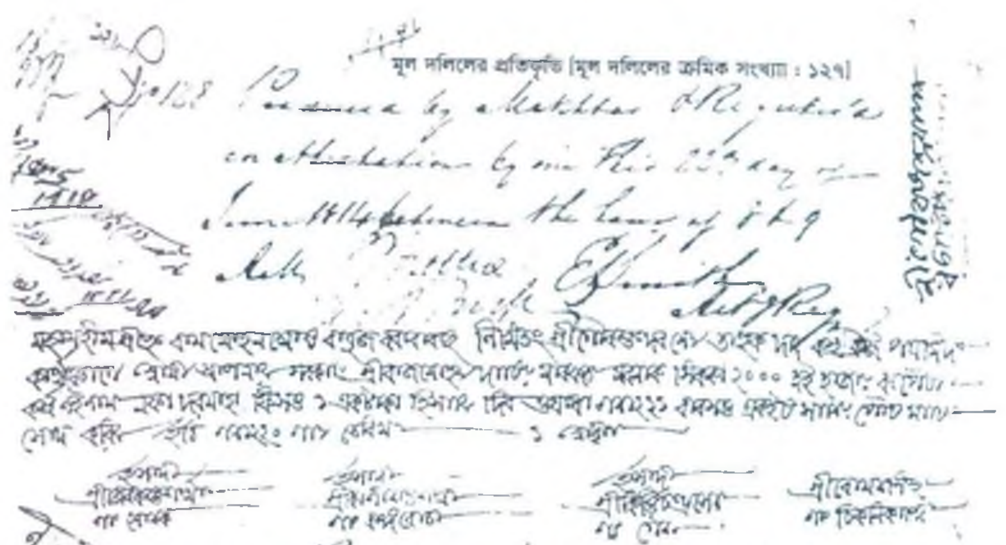

No. 128 Presented by a Mokhtar & Registered on attestation by me this 22nd day of June 1814 between the hours of 8 & 9

E. Smith Act. Reg.

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১২৮]

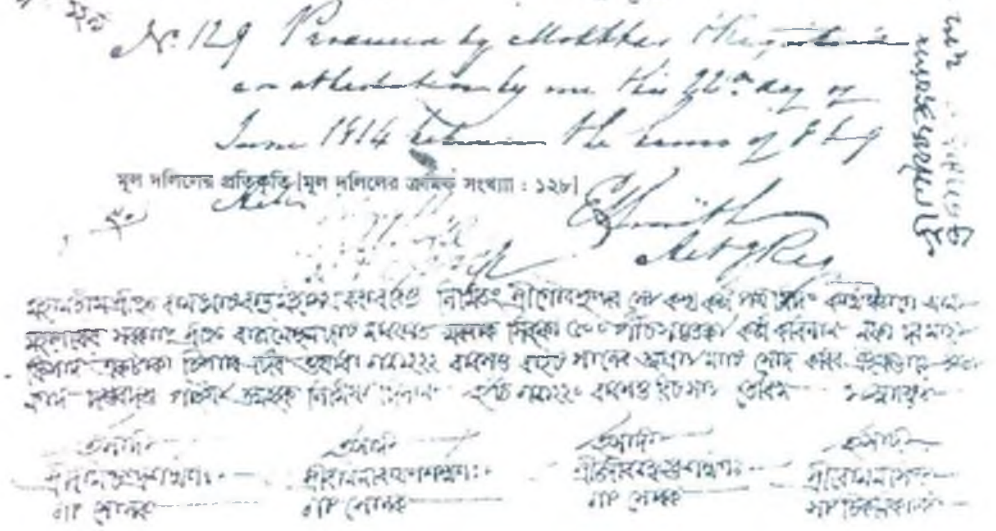

No. 129 Presented by a Mokhtar & Registered on attestation by me this 22nd day of June 1814 between the hours of 8 & 9

E. Smith Act. Reg.

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১২৭]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজী লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

মহামহিম শ্রীযুতরামমোহন ঘোস বাবুজ বরাবরেষু লিখিতং শ্রীগৌরসুন্দর সেন তালুকদার কস্য কর্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমী আপনার সরকারে শ্রীরাজমোহন দাসের মারফতে মবলগকে সিকর্কা ২০০০ দুই হাজার রুপাইয়া কর্জ লইলাম রফাদরমাহা ফিসও ১ এক টাকা হিশাবে দিব ওয়াধা শন ১২২১ বারসও একইষ সালের পৌষ মাষে সোধ করিব ইতি শন ১২২০ শাল তেরিখ ১ আশ্বীন

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী	
শ্রীজিষকৃষ্ণ শর্ম্মা	শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মা	শ্রীকির্ত্তিচন্দ্র সেন	শ্রীরোমন সিং
শাং- সোলক	শাং- বাঙ্গয়োড়া	শাং- গৈলা	শাং চিকনিকান্দি

[উপরে ডানে] [ছোট তিন লাইন ফার্সী লেখা]

শ্রীগৌরিষুন্দর সেন

বং শ্রীবিষ্ণুদাশ দত্ত

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১২৮]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত

মহামহিম শ্রীযুত রামঘোষবাবু মহাশয় বরাবরেষু লিখিতং শ্রীগৌরিসুন্দর শেন কস্য কর্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমী মহাশয়ের সরকারে শ্রীযুত রাজমোহনদাষ মারফত মবলক সিক্কা ৫০০ পাচসও তঙ্কা কর্জ করিলাম রফাদরমাহা ফিসদ এক টাকা হিশাবে দিব ওয়াধা শন ১২২২ বারশও বাইষ সালের অগ্রান মাষে সোদ করিব এই কড়ারে টাকা নগদ দস্তবদস্ত পাইয়া তমষুকলিখিয়া দিলাম ইতি শন ১২২০ বারশও বিষ সাল তেরিখ----- ১ আশ্বিন

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীরামচন্দ্র শর্মনঃ	শ্রীরামনারায়ণ শর্মন	শ্রীজীবনকৃষ্ণ শর্মন	শ্রীরোমন সিং
শাং- সোলক :	শাং- সোলকঃ	শাং- সোলকঃ	সাং চিকনিকান্দিঃ

[উপর ডানে]

শ্রীগৌরিসুন্দর শেন

বং শ্রীবিষ্ণুদাশ [ফার্সী দস্তখত]

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১২৯]

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যাঃ ১২৯]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

ইয়াদী কির্দ্দ শ্রীরামরুদ্রসিকদার বরাবরেষু লিখিতং শ্রীরামলোচন ঘোষ কর্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমী তোমার স্থানে সিক্কা মবলক ৪৯৫ চারিষও পাচাস্বৰ্ক্কেই রূপাইয়া কর্জ নিলাম রফাদরমাহা ফিসও এক টাকা হিসাবে দিব ওয়াদা ৩০ চৈত্র শোদ করিব ইতি শন ১২২১ বারসও একুইষ শাল তারিক--- ১ আসাড়--

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী	
শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাস	শ্রীরঘুনাথ দত্ত	শ্রীচন্দ্রনারায়ণ দাষ	শ্রীরামলোচন দত্ত
শাং- রনসিং	শাং সরিপকাঠী	শাং কিত্তীপাষা	শাং সরিপকাঠী
ইশাদী নিসানশহী	ইশাদী	নিসানশহী	ইশাদী
শ্রীচিন্তারাম কর	শ্রীরামদুল্লভ শর্মা	শ্রীকমলবকষ	শ্রীআজীউল্লাব্রজা
শাং- লাহুবি	শাং রায়েরকাঠী	শাং গোপালপুর	শাং লাহুবি

[উপরে ডানে]

শ্রীরামলোচন ঘোষস্য [দুই লাইন ফার্সি লেখা]

বং- শ্রীবাঞ্ছারাম রায়

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১৩০]

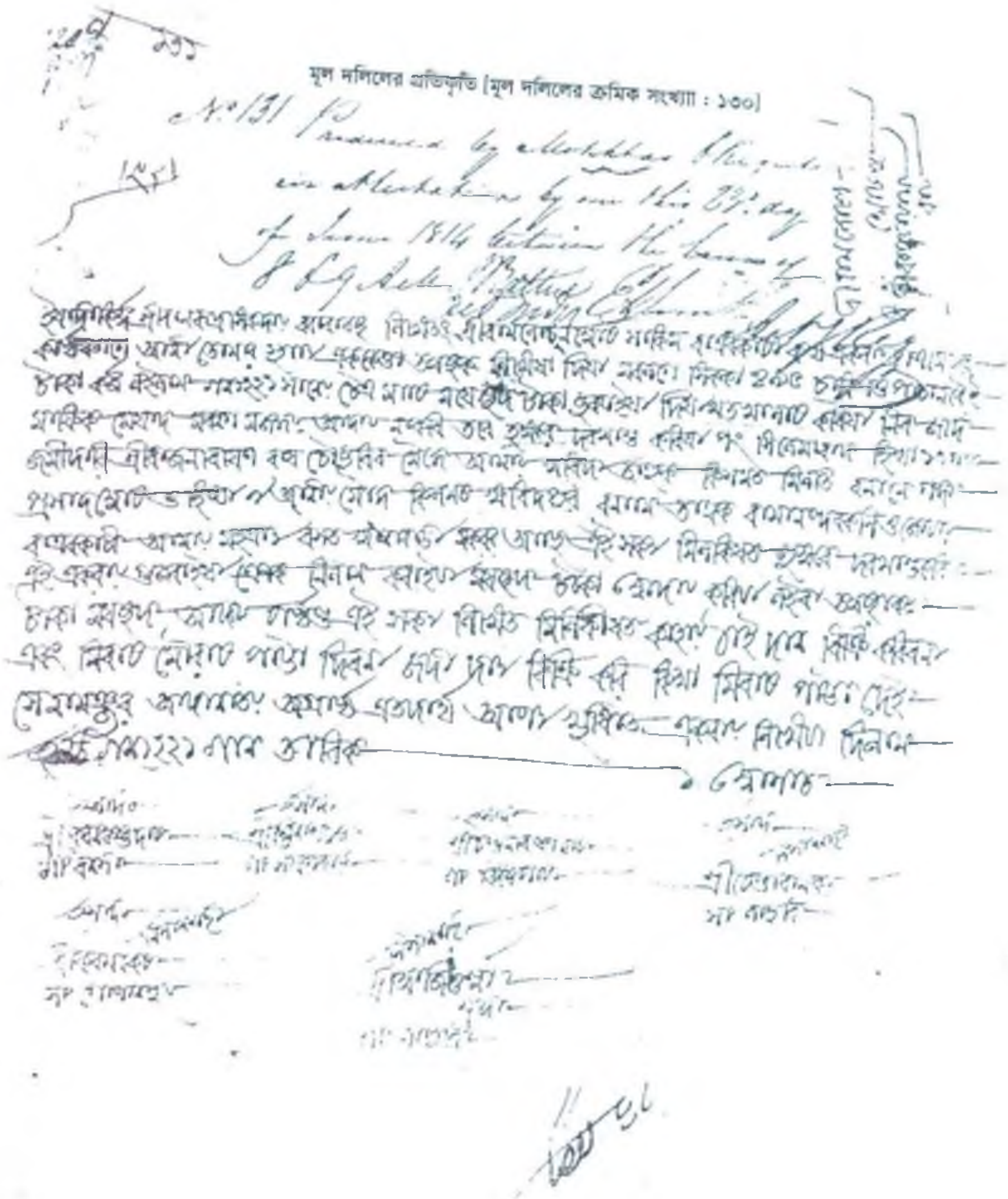

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১৩০]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

ইয়াদী কির্দ্দ শ্রীরামরুদ্র সিকদার বরাবরেষু লিখিতং শ্রীরামলোচন ঘোষ্য রাত্ররকাঠী কস্য একরার পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমী তোমার স্থানে এককেত্তা তমুষুক লিখিয়া দিয়া মবলগে সির্ক্কা ৪৯৫ চারিসও পাচানব্বই টাকা কর্জ লইলাম শন ১২২১ সালের চৈত্র মাষে ময়েষুদ টাকা বুজাইয়া দিয় খতখালাষ করিয়া দিব জদি মাফিক মেয়াদ মবলগ মজকুর আদায় না করি তবে হুজুর দরখাস্ত করিয়া পং সিলেমাবাদ হিস্যা ১৩ গন্ডা জমীদারি শ্রীরাজনরায়ন রায়চৌধুরীর মধ্যে আমার খরিদা তালুক কিসমত মিনতি বনামে গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ ও হিস্যা আনীর মৌদ্দ কিসমত মুরিদপুর বনামে তালুক রামানন্দ বকসি ও জোয়ার রাত্রয়কাঠী আমার মহলে বসত খানাবাড়ী মকব্বর আছে এই সকল মিলকিয়াত হুজুরে দরখাস্ত করি এই একরার গুজরাইয়া ক্রোক নিলাম করাইয়া ময়ষুদ টাকা আদায় করিয়া লইবা তমষুকির টাকা ময়সুদ আদায় পয্যন্ত এই সকল লিখিত মিলিকীয়ত কাহার ঠাই দান বিক্রি করিবনা এবং মিরাষ মৌরাষ পাট্টা দিবনা জদী দান বিক্রি করি কিম্বা মিরাষ পাটা দেই সোনামঞ্জুর আদালতের অগ্রাহ্য এতদার্থে আপন খুষিতে একবার লিখিয়া দিলাম ইতি শন ১২১১ শাল তারিখ------ ১আশাড়

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাস	শ্রীরঘুনাথত দাস	শ্রীচন্দ্রনারায়ণন দাষ
শাং- রনসিং	শাং- সরিপকাটী	শাং- ফিস্তিপাষা
ইশাদী নিসানশহী	ইশাদী নিসানসহী	নিশানসহী
শ্রীচিন্তারাম কর	শ্রীকরম বকষ	শ্রীআজিওল্লা ত্রজা
শাং- লাহুবি	শাং- গোপালপুর	শাং- লাহুবি
		[উপরে ডানে]
	[ফার্সি দস্তখত]	শ্রীরামলোচন ঘোষস্য
		বং- শ্রীবাঞ্ছারাম রায়

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১৩১]

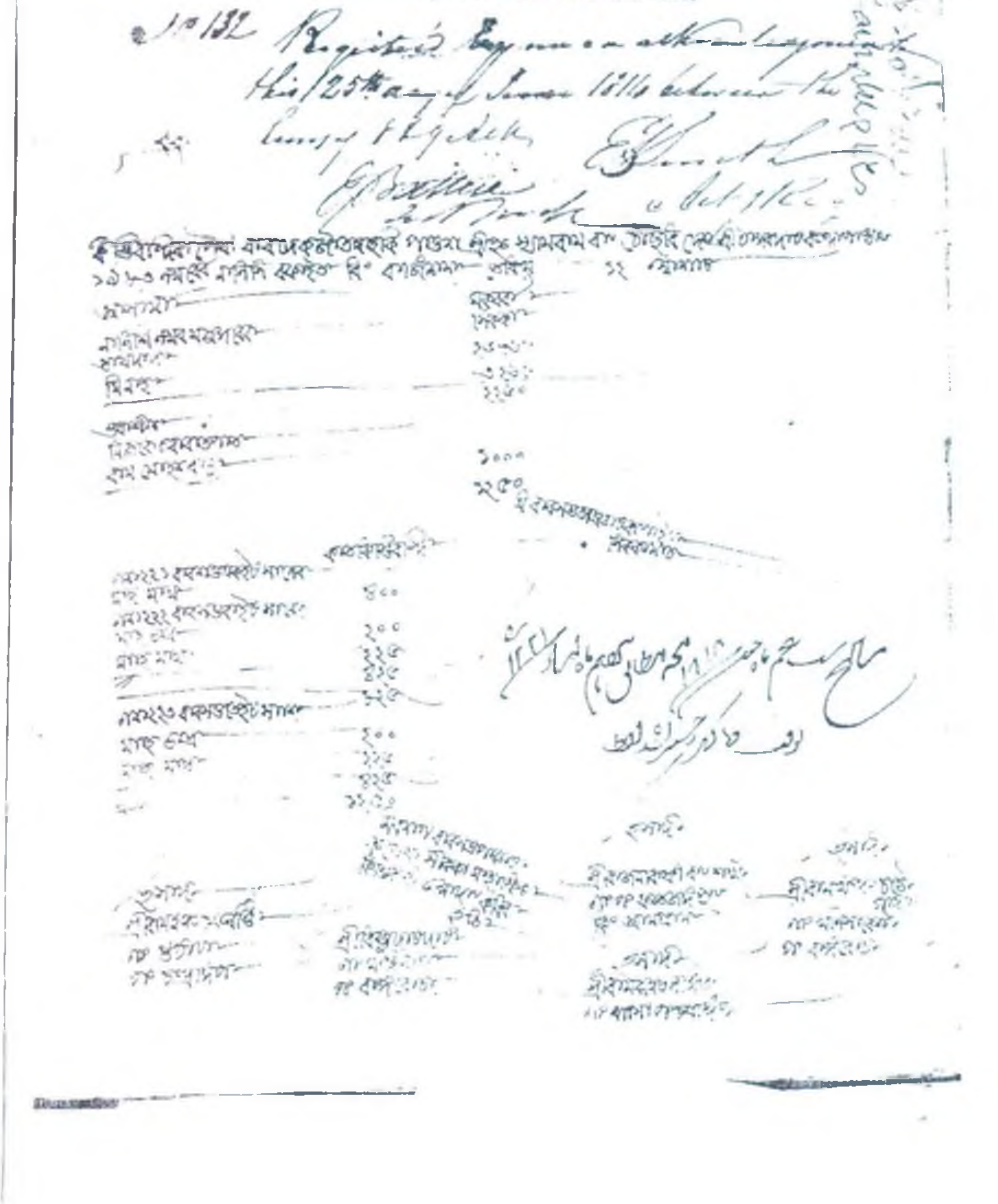

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১৩১]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

কিস্তিবন্দি রুপেয়া বাবদে কর্জ তমুযুকি পাওনা শ্রীযুতশ্যাম রায়চৌধুরী শ্রীঠাকুরদায বন্দোপাধ্যায় ১৯৮৩ নম্বরের নালিষি রফাঁহভ বিং রাজিয়ামায় তেরিখ ১২ আশাড়

আসমী — মকবর

নালিশি নম্বর — মজকুরের — সিক্কা

তায়দাদ — ২৫৭৬

মিনাহ — ৩২৬

২২৫০

ওয়াশীর

নিজরোজরাবাতপাত — ১০০০

রামমোহনখানু — ১২৫০

মং বায়ওসও পঞ্চাশ রুপাইয়া সিক্কা মাত্র

শন ১২১১ বারশও একইষ সালের

মাহ মাঘ — ৪০০

শন ১২২২ বারশও বাইষ সালের

মাহ ভাদ্র — ২০০

মাহ মাঘ — ২২৫

....

৪২৫

শন ১২২৩ বারশও তেইষ সালের

মাহে ভাদ্র — ২০০

মাহে মাঘ — ২২৫

....

৪২৫

১২৫০

মবলগ বায়মও পঞ্চাশ রুপাইয়া সীর্কা মাহাফিক কিস্তিবন্দি আদায় করিব ইতি

ইশাদী

শ্রীরামদুল্লভ চক্রবর্তী	শ্রীবিষ্ণুদায দায	শ্রীরাজনারায়ণ শর্মা
শাং- গুঠীয়া	শাং- মাহিলাড়া	শাং-পং ফাতজঙ্গপুর
পং চন্দ্রদীপ	পং- বাঙ্গরোড়া	কিং- আমগ্রাম

ইশাদী — ইশাদী

শ্রীরামসুন্দরচট্টো পাধ্যায়	শ্রীরামদুল্লভদক্ষিতা
শাং- খলিসাকোট	শাং পাংশা পং চন্দ্রদ্যা
পং- বাঙ্গরোড়া	

[উপরে ডানে] শ্রীঠাকুরদাশবন্দো পাধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১৩২]

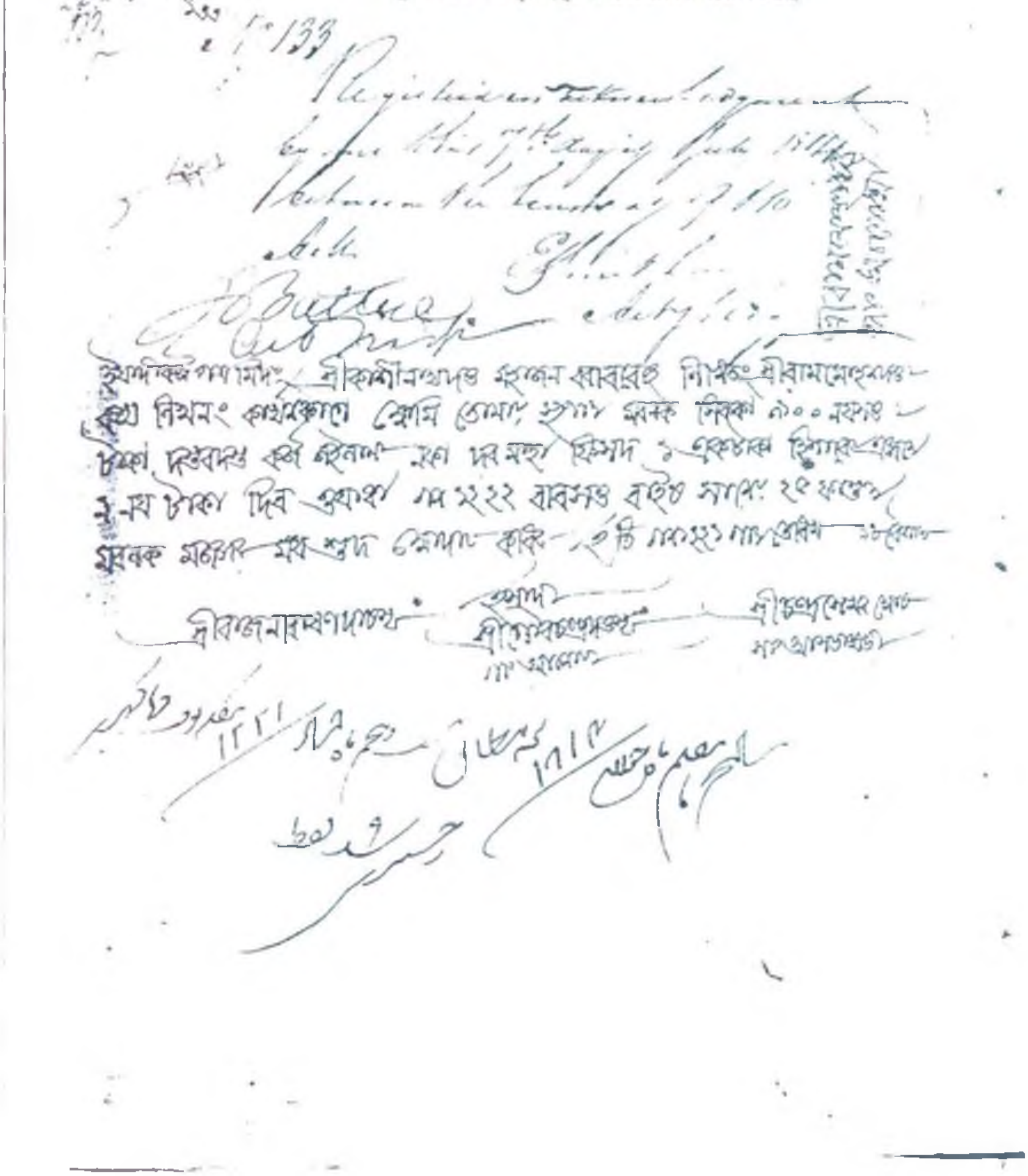

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১৩২]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

ইয়াদীকর্জপত্রমিদং শ্রীকাশীনাথ দত্ত মহাজন বরাবরেষু- লিখিতং শ্রীরামমোহন দত্ত কস্য লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমি তোমার স্থানে মবলক সিক্কা ৯০০ নয়শও টাকা দস্তবদস্ত কর্জ লইলাম রফাদরমাহা ফিসদ ১ এক টাকা হিসাবে একুলে ৯ নয় টাকা দিব ওয়াধা শন ১২২২ বারসও বাইষ সালের ২৫ ফালগুন মবলক মজকুর ময়ওদ আদায় করিব ইতি শন ১২২১ শাল তেরিখ ১৮ বৈশাখ

শ্রীরাজনারায়ণ দাষ্য

ইশাদী

শ্রীগৌরচন্দ্র দত্তস্য

শাং- আলোয়া

শ্রীচন্দ্রসেখর ঘোষ

শাং- আসড়ামুড়া

[উপরে ডানে] শ্রীরামমোহন দত্ত

সাং- আসোয়া

Dhaka University Institutional Repository

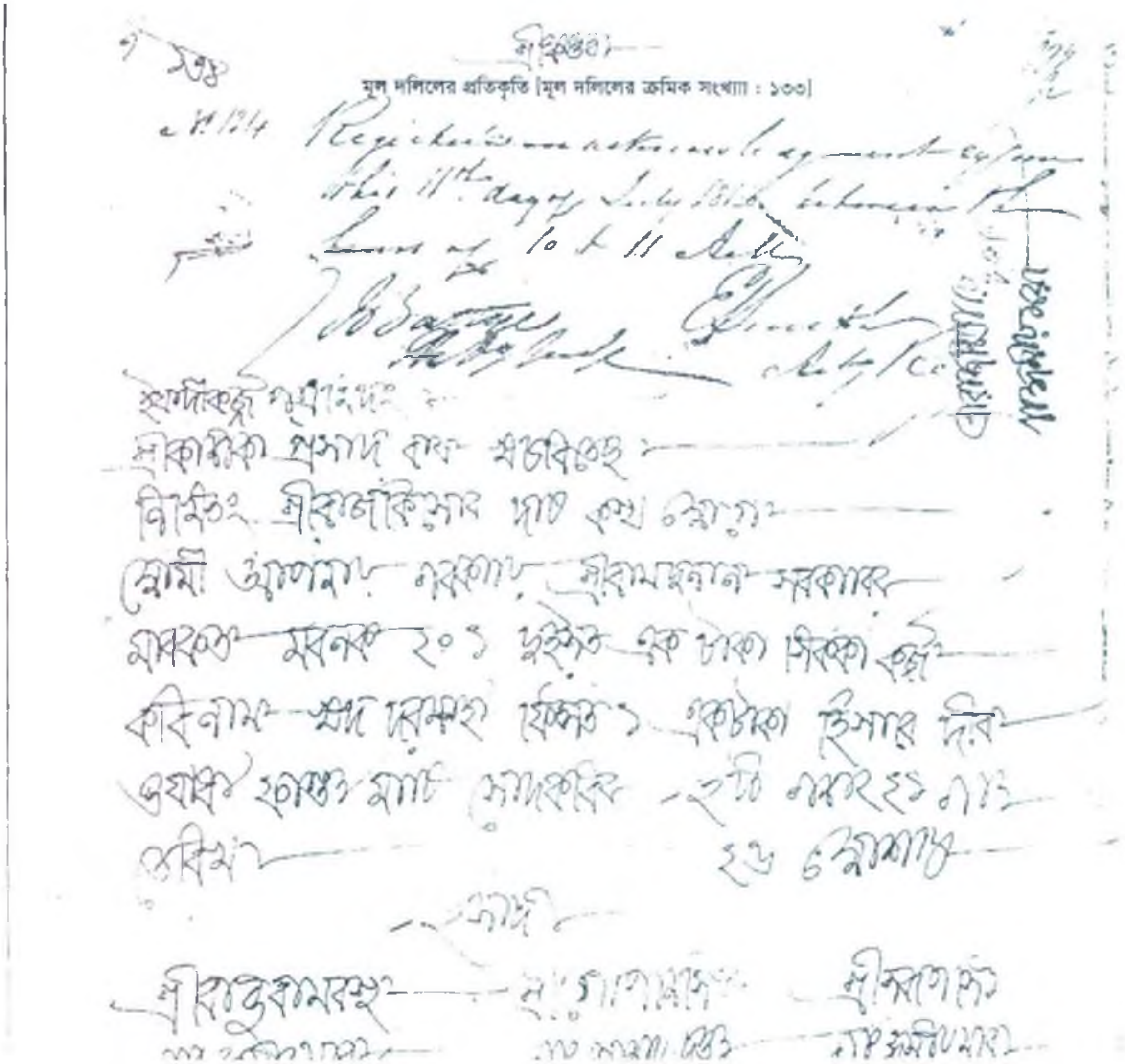

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১৩৩]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

ইয়াদী কর্জপত্রমিদং------------

শ্রীকালীকাপ্রসাদ রায় সুচরিতেষু--------

লিখিতং শ্রীরাজকিশোর দাষ কস্য আগে আমী আপনার শরকারে শ্রীরামদুলাল সরকারের মারফত নগদক ২০১ দুইশত এক টাকা সিক্কা কর্জ করিলাম সুদ দরমাহা ফিসত ১ এক টাকা হিসাবে দিষ ওয়াধা ফালগুন মাষ সোদ করিব ইতি শন ১২১ সন তেরিখ ২৬ আশাড়

ইশাদী

শ্রীবাবুরাম বসু	শ্রীগোপাল সিংহ	শ্রীসরূপ সিং
শাং- কুমীরমারা	শাং- সোনারদেত্তা	শাং- কুমীরমারা

[উপরের ডানে] শ্রীরাজকিশোর দাসস্য

শাং- কুমীরমাড়া [এক লাইন ফার্সী লেখা]

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১৩৪]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১৩৪]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

ইয়াদী কর্জপত্র মিদং শ্রীরামশুন্দর দাষ সুচরিতেষু শ্রীমৃত্যঞ্জয় গুপ্ত কস্য লিখনং আগে আমী তোমার স্থানে শ্রীরাজকৃষ্ণ দাশ মারফত মবলক ১২৫ একশও পচিশ রূপাইয়া সিক্কা কর্জ করিয়া আমার তালুক বনামে লক্ষীকান্তগুপ্তের খাজানার দাখিলা করিলাম এহার রফাদরমাহাফিসল সরফার এক রূপাইয়া দিব ওয়াধা ইত্তক শন ১২২১ বারশও একইষ লাগাত শন ১২২৫ বারশও পচিষ শালতক তালুক মজকুরের ইজারাদার শ্রীরাজকৃষ্ণ দাষ স্থানে টাকা সোদ পাইয়া খত ছাগ্নিয়া দিবা ইতি শন ১২২১ বারসও একইষ শাল ইতি

ইশাদী
শ্রীসত্তরাম দাষ
শাং মখোরবাদ

ইশাদী
শ্রীরাম লোচন
শাং- কাশীপুর

ইশাদী
শ্রীরোসন খাঁ
শাং- চরবাড়িয়া

[উপরে ডানে] শ্রীমৃত্যুঞ্জয় গুহ

[১ লাইন ফার্সী লেখা]

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১৩৫]

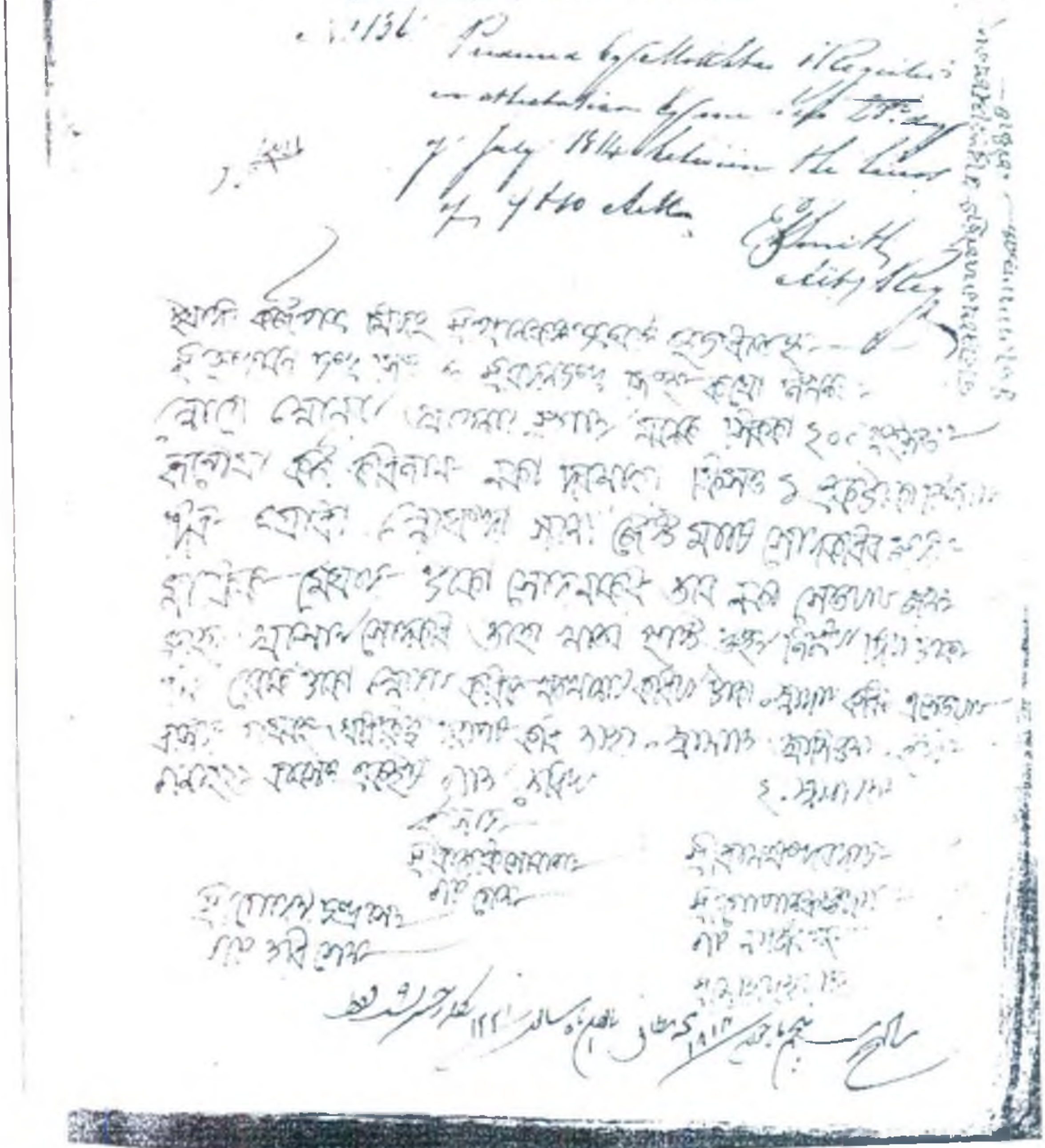

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১৩৫]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

ইয়াদী কর্জপত্রমিদং শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী মুচরিতেষু-----

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ ও শ্রীমদনচন্দ্র সিংহ কয়ো লিখনং আগে আমরা আপনার স্থানে মবলক সিক্কা ২০০ দুইশও রূপাইয়া কর্জ করিলাম রফাদরমাহা ফিসও ১ এক টাকা হিশাবে দিব ওয়াধা আদায় সনের জৈষ্ঠ্য মাসে সোদ করিব জদী মাফিক মেয়াদ টাকা সোদ না করি তবে রফাসেওয়ায় জমাজাহা আসল সোদ করি তাহা খাতবপৃষ্ঠে উষল লিখিয়া দিয়া টাকা দিয়া টাকা দিব বেবাক টাকা আদায় করিতে খতখালাষ করিয়া টাকা আদায় করিব এসেওয়ায় রশীদ গয়রহ অধিকিছু দয়াপষ করি তাহা আমার আসিবেনা ইতি শন ১২২১ বারসও একইষ ষাল তেরিখ ২ আশাড়

ইশাদী

শ্রীরাজকিশোর সেন	শ্রীরামসুন্দর দাষ
শাং- গৈলা	শ্রীগোপালকৃষ্ণ দাষ
শ্রী গোকুলচন্দ্র সেন	শাং- নাজিরপুর
শাং- হরি শেন	শ্রীমামুদ হয়াত

[এক লাইন ফার্সী লেখা]

[উপরে ডানে]

শ্রীমদনচন্দ্র চৌধুরী শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র চৌধুরী

বং শ্রীগোপালকৃষ্ণ গুহ

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১৩৬]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১৩৬]

[দলিলেরউপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

ইয়াদী কর্জপত্রমিদং শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী সুচরিতেষু শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ শ্রীবদনচন্দ্র সিংহ কস্য কায় লিখনং আগে আমরা দুইজনে আপনার স্থানে মবলক সিক্কা ৩৯০ তিনশও নব্বৈ রূপাইয়া কর্জ করিলাম রফাদরমাহা ফিসও ১ এক টাকা হিসেব ৩ তিন টাকা চৌদ্দ আনা আষ্টগন্ডা দিব ওয়াধা আয়ন্দা সালর পৌষমাষে শোদ করিব এই মবলগ মজকুরের জমা জাহা দি তাহা এই খাতব পৃষ্ঠে ওয়াশীল দিব ওয়াশীলনাদী কিছু রসিদ বাহির করি তাহা আমার আমি আসিবেকনা বেবাক টাকা খত পাইয়া আদায় করিব ইতি শন ১২২১ তেরিখ ১৬ পৌষ

ইশাদী

শ্রীরাজকিসোর শেন
শাং গৈলা

শ্রীসিবনারায়ন সেনস্য
শাং- গৈলা

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দায
শাং- উজিরপুর

ইশাদী

শ্রীমামুমদযোগ রাড়ী
শাং- গৈলা

(উপরে ডানে)

শ্রীবদনচন্দ্র সিংহস্য শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহস্য
বং শ্রীগোপালকৃষ্ণ গুহ

Dhaka University Institutional Repository

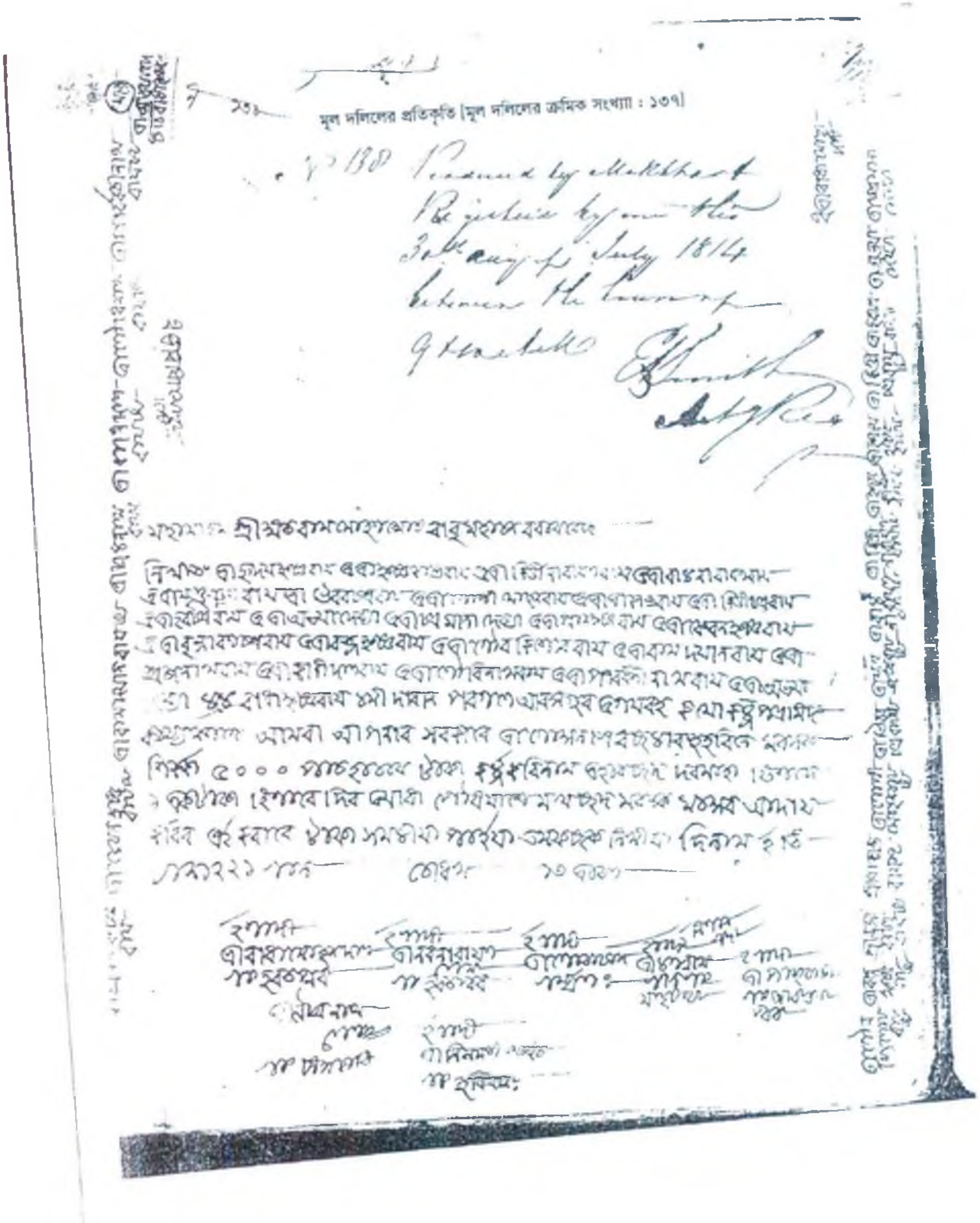
১৩৮— মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১৩৭]

No 138 Presented by Mokhtar
Registered by me the
30th day of July 1814
between the hours of
G Hoatell
Regr

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১৩৭]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

মহামহীম শ্রীযুতরামমোহনঘোষবাবু মহাজন বরাবরেষু------

লিখিতং শ্রীহৃদয়কৃষ্ণ রায় ও শ্রীকৃষ্ণকান্ত ও শ্রীক্ষিত্তীনারায়ণ রায় ও শ্রীরাজনারায়ণ রায় ও শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায় শ্রীভৈরবচন্দ্র রায় ও শ্রীগোপীমোহন রায় ও শ্রীবসন্ত রায় ও শ্রীক্ষিত্তীচন্দ্র রায় ও শ্রীহরচন্দ্র রায় ও শ্রীচন্দ্রমালা দেব্যা ও শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ রায় ও শ্রীকেবলকৃষ্ণ রায় ও শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র রায় ও শ্রীরত্নকৃষ্ণ রায় ও শ্রীগৌরকিশোর রায় ও শ্রীরামদয়াল রায় ও শ্রীব্রজনাথ রায় ও শ্রীকালীনাথ রায় ও শ্রীগোবিন্দনাথ রায়ন ও শ্রীপার্ব্বতীনাথা রায় ও শ্রীঅভয়াআদেব্যা জওজে রাধাকৃষ্ণ রায় কস্য জমিদারান পরগনে আওরঙ্গপুর ও গয়রহ কস্য কর্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা আপনার সরকারে শ্রীগোকুল চন্দ্রবসুজার তহবিলে মবলগ সিকর্কা ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা কর্জ করিলাম এহার সুদ রফাদরমাহা ফিশদে এক টাকা হিসাবে দিব ওয়াধা পৌষ মাহে মরেসুদ মবলক মজকুর আদায় করিব এই কন্যায়ে টাকা সমজীয়া পাইয়া তমসুক লিখিয়া দিলাম ইতি শন ১২২১ শাল তেরিখ ১৩ শ্রাবন

ইশাদী ইশাদী ইশাদী ইশাদী

শ্রীরামমোহনদাস শ্রীনররানায়ণ শেন শ্রীগোয়াচাঁদ শর্ম্ম শ্রীজগন্নাথ শেন

শাং- হরতপুর শাং- হরতপুর শাং মাহামদপুর

ইশাদী

শ্রী পাচুরাড়ী

শাং- আবদুল্লাহপুর

শ্রীবৈদ্যনাথশেনস্য ইশাদী

শাং- পিঙ্গকাঠী শ্রীনিলমনী আইচ

শাং- হরিপুর

[দলিলের বামে মার্জিনে লেখা]

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ রায় শ্রীকেবলকৃষ্ণ রায়স্য শ্রীরামদয়াল রায়স্য শ্রীব্রজনাথ রায়স্য

শ্রীকালিদাশ রায়স্য শ্রীগোবিন্দনাথ রায়স্য শ্রীপাবর্বতীনাথ রায়স্য

শ্রীঅভয়াদেব্য জওজে শ্রীরাধাকৃষ্ণ রায় বং শ্রীরাধামোহন দাষ

[দলিলের ডানে মার্জিনে লিখিত]

শ্রীগৌর শ্রীরত্নকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবন শ্রীশ্রীকান্ত শ্রীগোপী শ্রীভৈরব

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শ্রীরাজ নারায়ণ শ্রীকিত্তীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণকান্ত শ্রীহৃদয়কৃষ্ণ

রায়স্য রায়স্য রায়স্য রায়স্য রায়স্য

শ্রীকিত্তীচন্দ্র শ্রীহরচন্দ্র রায়স্য শ্রীঅভয়দেব্যা শ্রীচন্দ্রমালা দেব্যা

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১৩৮]

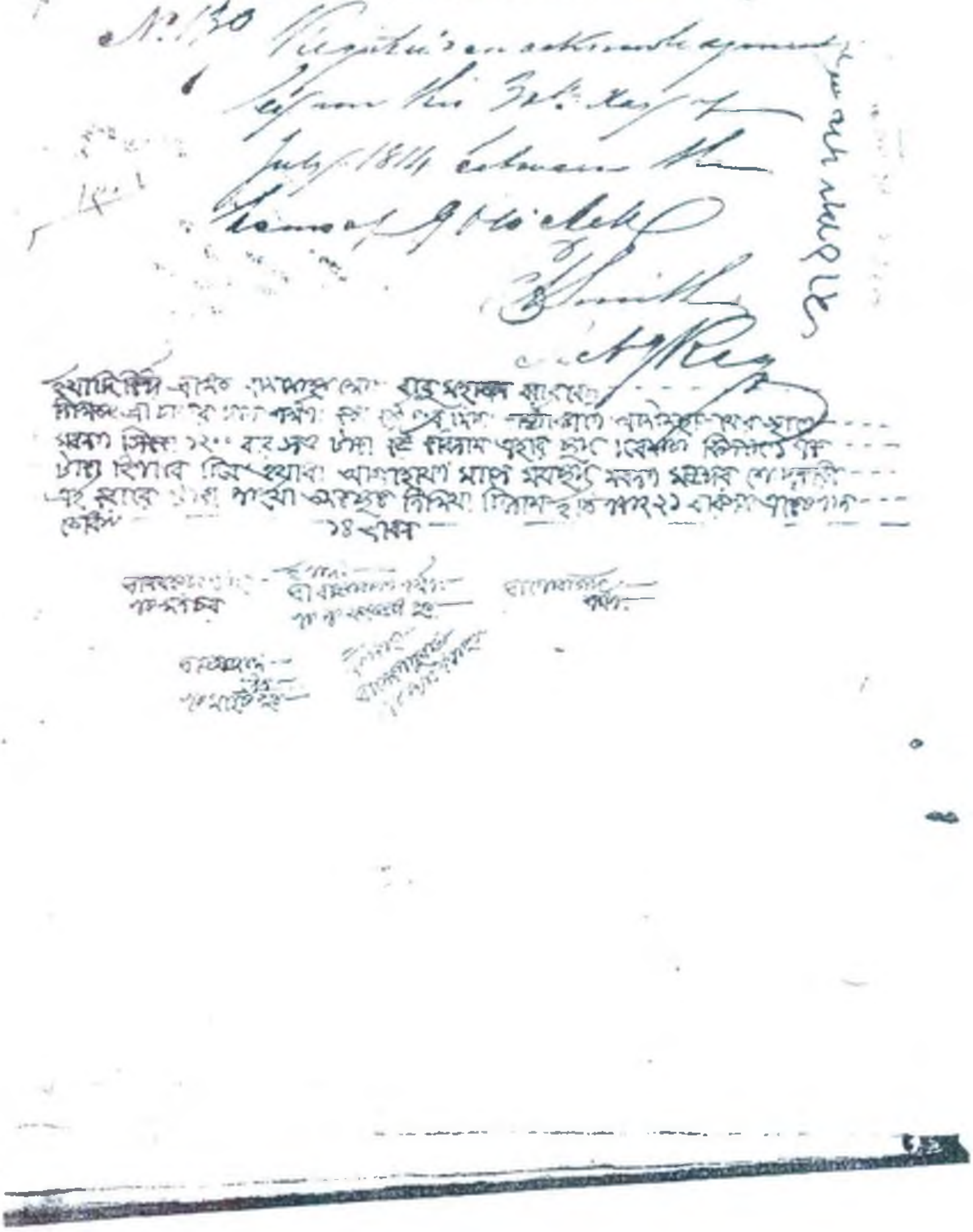
No. 130 Registered on acknowledgement before me this 3rd day of July 1814 between the ...

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১৩৮]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

ইয়াদী কির্দ্দ শ্রীযুতরামমোহন ঘোষবাবু মহাজন বরাবরেষু----

লিখিতং শ্রীঠাঙ্গরদাস শম্মণ: কস্য কর্জ্জপত্রমিদং কার্য্যাঞ্চাগে আমী মহাশয়ের স্থানে---

মবলক সিক্কা ১২০০ বারসও টাকা কর্জ করিলাম এহার যুদ দরমাহা ফিসাদ ১ এক টাকা হিশাবে দিব ওয়াধা আগ্রহায়ণ মাসে ময়ষুদ মবলক মজকুর শোদ করিব এই করারে টাকা পাইয়া তমকুষক লিখিয়া দিলাম ইতি শন ১২২১ বারসত্ত একৈষ শাল তেরিখ--------- ১৪ শ্রাবন

শ্রীনবকৃষ্ণ শিংহ	শ্রীরাজনারায় শর্ম্মঃ	শ্রীগোরাচাঁদ শর্ম্মনঃ
শাং- মূলচর	শাং- পং ফতেজঙ্গপুর	
শ্রীজগন্নাথ শেন	নিশানসহী	
শাং- মহেশপুর	শ্রীসেকপাচু য়াড়ী	
	শাং- আবদুল্লাপুর	

[উপরে ডানে] শ্রীঠাঙ্গরদাষ শর্ম্মন

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১৩৯]

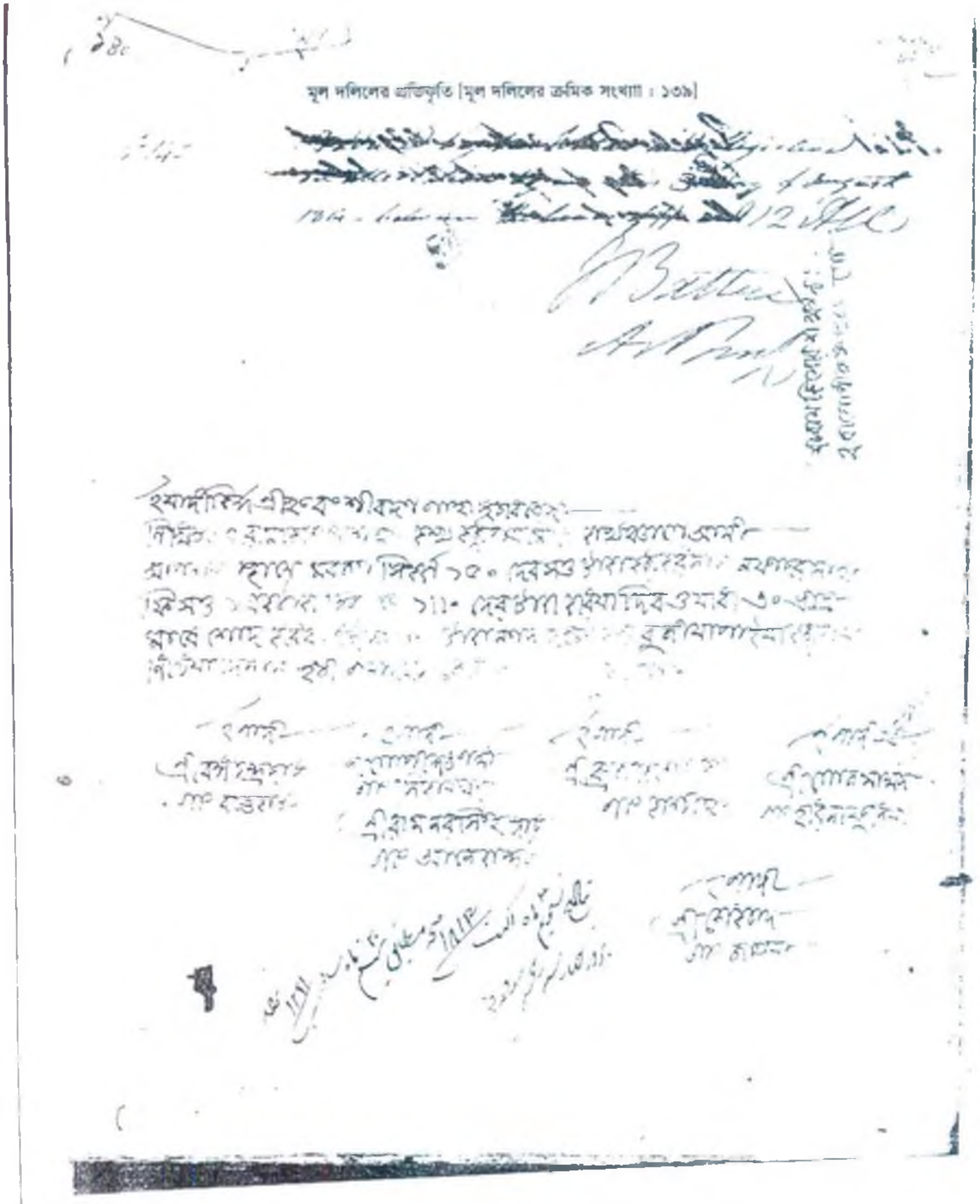

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১৩৯]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

ইয়াদী কির্দ্দ শ্রীযুত বংশীবদনশাহা যুচরিতেষু--------

লিখিতং শ্রীরামকিশোর শর্ম্মন কর্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমী---

আপনার স্থানে মবলক সির্ক্কা ১৫০ দেরশও টাকা কর্জ করিলাম রফাদরমাহা ফিসও ১ এক টাকা হিশাবে ১ দেরটাকা করিয়া দিব ওয়াধা ৩০ ভাদ্র মাষে সোধ করিব এই কড়ারে টাকা নগদ দস্তবদস্ত বুজীয়া পাইয়া কর্জপত্র দিলাম ইতী শন ১২২১ তেরিখ-------- ১৭ শ্রাবন

ইশাদী	ইশাদী	ইশাদী
শ্রীবঙ্গচন্দ্র দাষ	শ্রীগোপীকৃষ্ণ শর্ম্মা	শ্রীব্রজকিশোর দাষ
শা- বাউকাটী	শাং- সিকারপুর	শাং- কাশীপুর
ইশাদী নিসানসহী	শ্রীরামন্দরসিংহ দাষ	ইশাদী
শ্রীগোলমামুদ	শাং- আলেকান্দা	শ্রীশেক চাঁদ
শাং- হরিণাফুলিয়া		শাং- জাগুয়া

[উপরে ডানে] শ্রীরাম কিশোর শর্ম্মন

বং শ্রীগোপীকৃষ্ণপুতও গোং [দুই লাইন ফার্সি]

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১৪০]

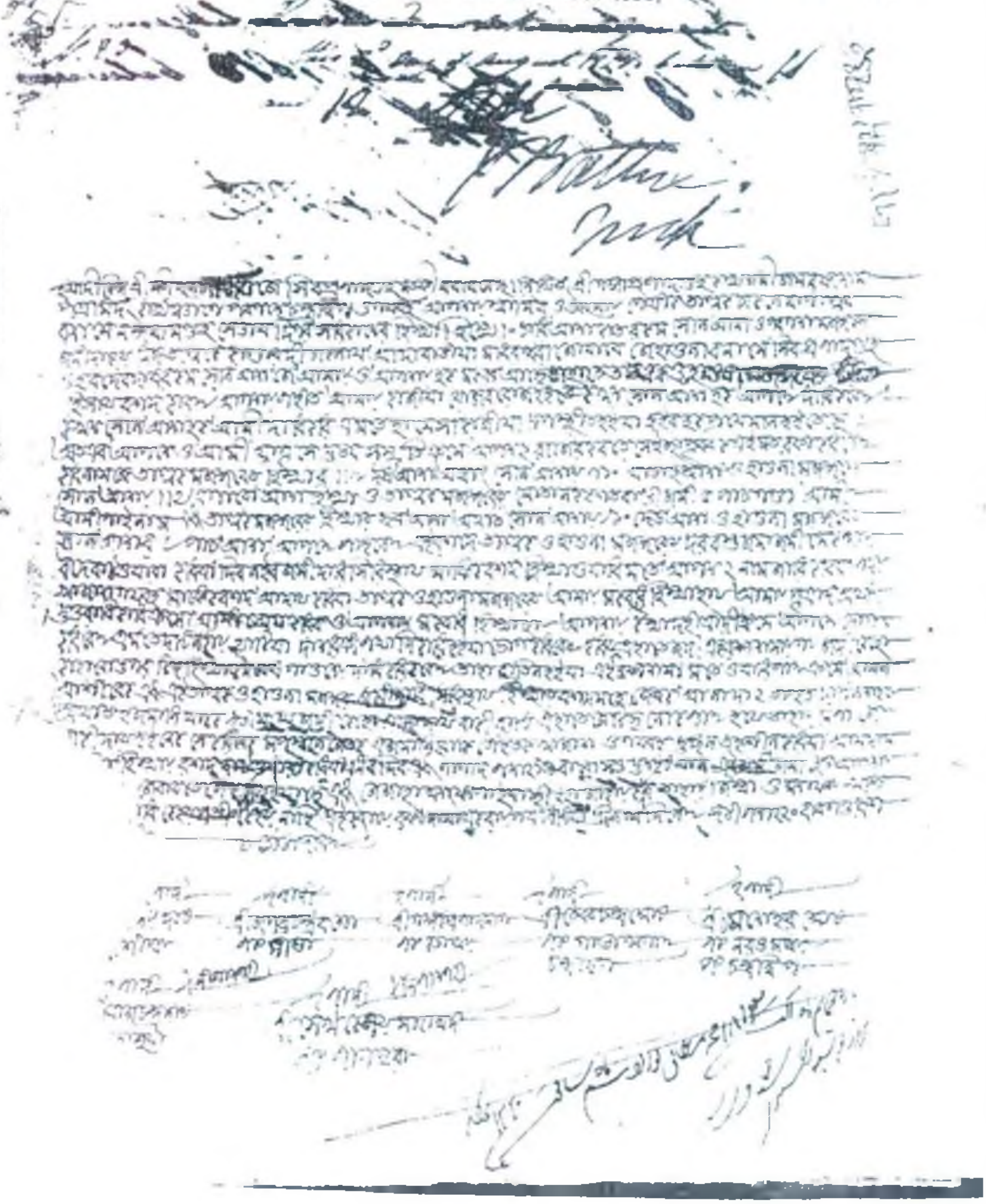

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১৪০]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

ইয়াদী কির্দ্দ শ্রীমতীষুলচনা জওজে সিবপ্রশাদগুহ মতফী বয়াবরেষু।

লিখিতং শ্রীগাজাপ্রসাদ গুহ কস্য জমীজনমার রফানামা পত্রমিদং কার্য্যাঞ্চাগে পরগনে চন্দ্রদ্বিপ গয়রহ আপনার স্বামির ও আমার পৈত্রীক তালুক চাকলে বাগাপুর বনামে নন্দরামগুহ সেত্তায় দিগর সরিকানের হিস্যা হিস্যে চারি আনা কাতরকম ষোল আনা ও পরগানা মজকুরের জমীদারের নিজতালুককান্তারদী চাকলায় আদাবাড়ীয়া মাধবপুরা জোয়ারে জে হাওলা বনামে সিব প্রসাদগুহ ও হরিদেব দাষ রকম ষোল আনা জে আমার ও আপনার হক মফস্বর আছে তাহাতে তালুক ও হাওলা মজকুরের হিসার রশদ কায়েম আপনার শহীত আমার কাজীয়া রোজর রোজহইতে কখন সোল আনা হক আপনে দাবি করেন কখন ষোল আনা হক আমি দাবি করি এততে হাঙ্গেসা কাজীয়া উপস্থিত হইয়া দুইর হক পয়েমান হইতেছে অতএব আপনি ও আমি অপ্রসে উভয় সম্মতি ক্রমে আপন রাজি রকবতে সেইছা পূর্বযক এইমত রফা করিলে ফলিয়াম জে তালুক মজকুরের হিস্যার দষ আনা অর্থা ষোল আনার আড়াই আনা ও হাওলা মজকুর ষোল আনার

এগার আনা হিস্যা ও তালুক মজকুরের মোতালক বশত বাটী জমী পাচ গন্ডা আমি পাইলাম এই তালুক মজকুরের হিস্যার দশ আনা অর্থাৎ ষোল আনার দেড় আনা ও হাওলা মজুকরের ষোল আনার পাচ আনা আপনে পাইলেন এই রশদে তালুক ও হাওলা মজকুরের দরবস্ত জমাজমী মোফস্সলাবাদে বাটওয়ারা করিয়া দিব লইব জমীদারি সিরিস্তায় মাফিক রশদ হিস্যা ওয়ারি মতে আপন ২ জারি করিয়া শদর খাজানা গয়রহ মাফিক রশদ আদায় করিয়া তালুক ও হাওলা মজকুরে জমাজমী মোফস্সলাবাদে বাটওয়ারা করিয়া দিব লইব জমীদারি সিরিস্থায় মাফিক রশদ হিস্যা ওয়ারি মতে আপন নাম জারি করিয়া শদর খাজানা গয়রহ মাফিস রশদ আদায় করিয়া তালুক ও হাওলা মজকুরের আমার মফস্বরি হিস্যা হায় আমার পূত্রাদী অর্থাৎ উত্তরাধিকারক্রমে আমি ভোগ করিব ও আপনার মফস্বরি হিস্যা হায় আপনার কস্যদহীএাদীক্রমে আপনে ভোগ করিবেন এমতে দাখিল কার থাকিয়া দান বিক্রী শত্যাদিকারি হইয়া ভোগ করিবেন করিব এহাতে জদি এই রফা নামার পরে জদী কেহো কাহারো উপর কিছু হিস্যা কমবেশ পাওনের দাবি করিবেন তাহা বাতিল হইয়া এই রফা নামাতে ওয়ারিশান ক্রমে আমল আশীকেবেন এবং এই তালুক ও হাওলা মজকুর জমীদারি সিরিস্থায় হিস্যার রশদমতে জেতক আলাদা ২ তালুত দাবি না হয় অর্থাৎ ইজমালি থাকে ইতী মদে জদি কেহো শদর দায় বাকী রাখে এহাতে জে কিছু লোকশান হয়ে তাহার দিশা জে বাকী দায় হইবেক সে করিবেক মফস্বলে জেতক এজমালি থাকে সইে তক খাজানা ও গয়রহ উষুল করিয়া আমদানি আপনার হিস্যার রশদ বাটওয়ারা করিয়া দিব দিব এবং লাগাদ শন ১২১৯ বারোসও উনইষশাল এই জমীজমা হেও আপনার জে বাবতে জে কর্জ হইয়াছে এবং জে জাহা মুলকা পাইয়াছি ইহা জাহায় কর্জ তাহার জিম্মা ও মুনাফার খাস্তকেহর পতি কেহর দাহি এই করারে রয়নামা একরার পত্র লিখিয়া দিলাম দিলেন ইতী শন ১২২০ বারশও বিশ ৪ চৌঠা শ্রাবন

ইশাদী শ্রীরামসুন্দর দাষ শাং- কাশীপুর	ইশাদী শ্রীজগতচন্দ্র বশো শাং- গাভা
ইশাদী শ্রীগদাপ্রশাদ দাস শাং- কড়াপুর	ইশাদী শ্রীভৈরবচন্দ্র ঘোষ শাং- গাভা চন্দ্রদ্বিপ
ইশাদী শ্রীমনোহর ঘোষ শাং- নয়ওমপুর পং চন্দ্রদ্বিপ	ইশাদী শ্রীরাজচন্দ্র দাষ শাং- হালুয়া
ইশাদী শ্রীসোম কেশর মাহম্মদ শাং- শাপপুরা বং শ্রীপ্রানকৃষ্ণ সিংহ	নিশানশহী

Dhaka University Institutional Repository

মূল দলিলের প্রতিকৃতি [মূল দলিলের ক্রমিক সংখ্যা : ১৪১]

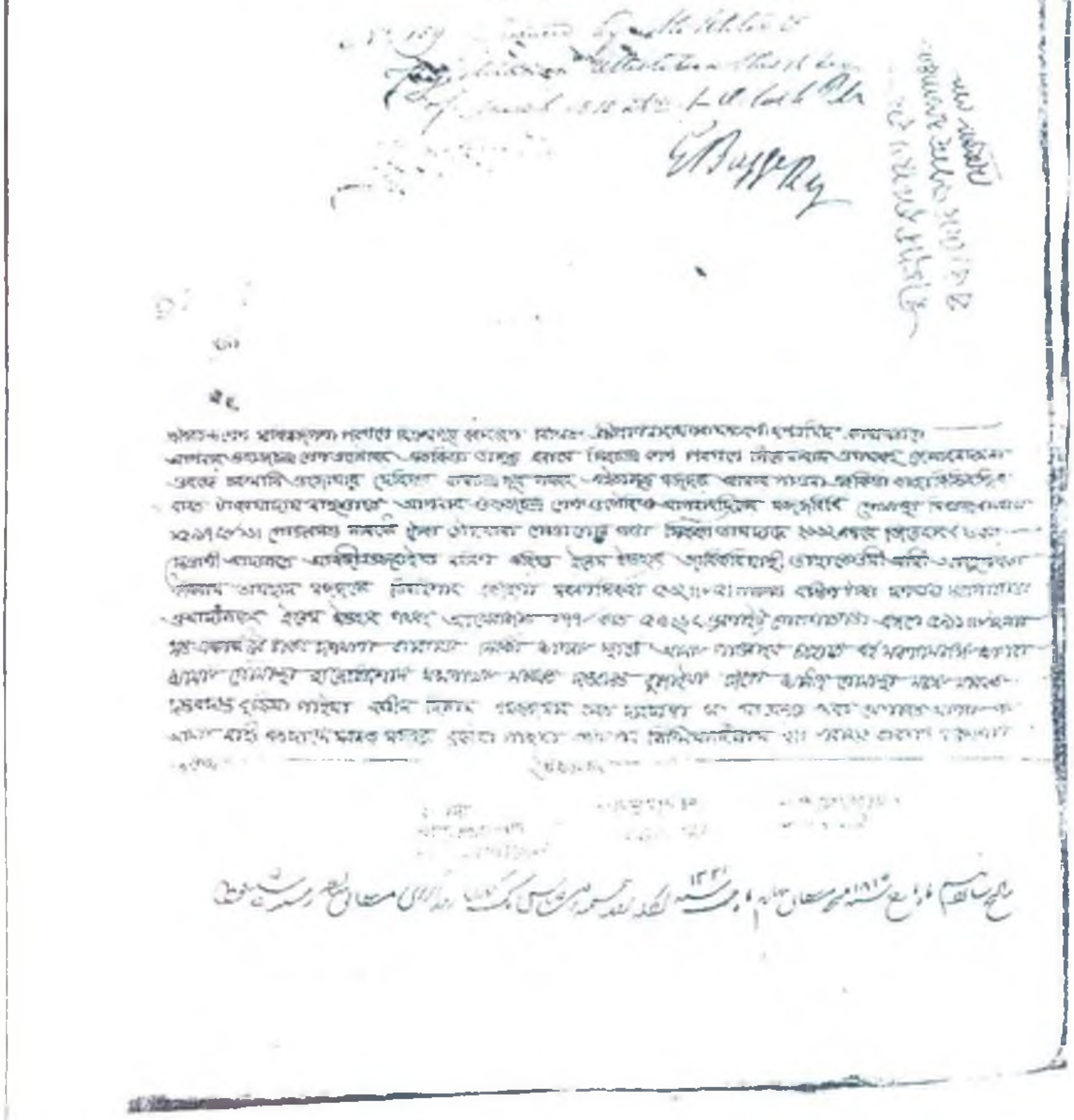

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণীকৃত মূলপাঠ [মূলদলিলের ক্রমিক সংখ্যা:১৪১]

[দলিলের উপরে তিন লাইন ইংরেজি লেখা। ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসকের দস্তখত]

শ্রীহরচন্দ্র শেন সাকিন জপশা পরগনে বিক্রমপুর বরাবরেষু লিখিতং শ্রীপ্রাণনারায়ণ রায়স্য রশীদপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আপনার ও রাজচন্দ্র শেন ও গৌরির একফিস্তা তালুক বনামে সিবচন্দ্রশেন বনামে সিবচন্দ্র শেন পরগনে সিলেমাবাদ ও গয়রহ জোয়ার দমনা ওয়কে চরখালি ও জোয়ার দেবিপুর রামচন্দ্রপুর গয়রহ এই তালুক মজকুরে আমার পাওনা এক কিস্তা কাচা কিস্তি বন্দির বাবদ টাকা আদায় নাহওাতে আপনার ও রাজচন্দ্র শেন ও গৌরিও আপনার দিগের মজকুস্বি গোমস্তা সিবচন্দ্র রায়নার যে ১৫৯৭ পোন্দরসও সানব্বেই টাকা চৌদ্দয়ানা শোওাগন্ডা সিক্কা তায়দাদে ২৬৬২ নম্বরে জিলে বাখরগঞ্জের দেওয়ানী আদালতে আরজী গুজরাইয়া নালিশ করিয়া ইনে ইস্‌্রহার জারি করিয়আছি তাহাতে তুমি আমী আপুশ রফা করিলাম তায়দাদ মজকুরের তিন হিশার এক হিশা মবলগ সিক্কা ৫৩৩ পাচশও বত্তিশ টাকা দশয়ানা সওা পাচ গন্ডা ও আদালতের ইনেম ইস্তহার গয়রহ আখেরাজাত ১৭৭ / কাত ৫৯ ৬ উনশাইট পোনেশাতগন্ডা একুলে ৫৯১ / ১২ পাচ সত্ত একান্নবৈই টাকা দশয়ানা বারগন্ডা সিক্কা আপানর স্থানে আমার পাওনা হয় তাহাতে এই মবলক মজকুর আপনে আমার গোমস্তা শ্রীদেবিপ্রশাদ মুখ্যপাদ্যায় মারফত দস্তবদস্ত বুজাইয়া দিবেন আমীহ গোমস্তা মজকুর মারফত দস্তবদস্ত বুঝিয়া পাইয়া রশীদ দিলাম একন্দমায় বাবত দবি দাওা এবং আয়েন্দা খরচ খেসারত আপনার পর আমার নাহী এতদর্থে মবলক মজকুর বুঝীয়া পাইয়া রশীদপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি শন ১২২১ বারশও একুশ সাল তেরিখ---------- ২৪ ফালগুন

ইশাদী শ্রীমৃত্যুঞ্জয়চন্দ্র শ্রীহরচন্দ্রপালিত

শ্রীগোপীচন্দ্র গুপ্ত শাং- যোবাকাঠী শাং- মৈশালি

শাং- খলীষাফোটা

[উপরে ডানে]

শ্রীপ্রাণনারায়ণ রায় [এক লাইন ফার্সী লেখা]

শ্রীদেবিপ্রসাদ মুখ্যপাধ্যায়

মোক্তার কায়

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ১

দলিলপত্রসমূহের কালানুসারি তালিকা

১। কর্জপত্র ঃ (দলিল-৪)
লিপিকাল - ২৪ জানুয়ারী ১৮১১ ইংরেজি, সোমবার ৩ অগ্রহায়ণ ১২১৮ বাংলা।
২। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৩) মোকাম- বরিশাল।
লিপিকাল - ২০ মার্চ, ১৮১১ ইংরেজি, বুধবার ২৫ কার্ত্তিক ১২১৮ বাংলা।
৩। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১) মোকাম- বরিশাল ।
লিপিকাল - ০৩ সেপ্টেম্বর, ১৮১১ ইংরেজি, মঙ্গলবার, ১৯ ভাদ্র ১২১৮ বাংলা, বেলা ১১টা ১১মিনিট
৪। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ২) মোকাম- কলসকাটি ।
লিপিকাল - ৯ সেপ্টেম্বর, ১৮১১ ইংরেজি, সোমবার , ২২ ভাদ্র ১২১৮ বাংলা।
৫। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৫) মোকাম- নাজীরপুর ও পরগনা
লিপিকাল - ২১ ডিসেম্বর, ইংরেজি, ২৩ অগ্রহায়ণ ১২১৮ বাংলা।
৬। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৬) পরগনা- চন্দ্রদ্বীপ, তালুক- খজেনুর।
লিপিকাল - ২১ ডিসেম্বের, ১৮১১ ইংরেজি, ০৪ পৌষ ১২১৮ বাংলা, বুধবার।
৭। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১০) ব্রিটিশ সরকার
লিপিকাল - ০৩ জানুয়ারী, ১৮১২ ইংরেজি, ১৮ মাঘ ১২১৮ বাংলা।
৮। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৭) মোকাম- বরিশাল ।
লিপিকাল - ০৪ ডিসেম্বর, ১৮১২ ইংরেজি, ২১ পৌষ ১২১৮ বাংলা।
৯। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৮)
লিপিকাল - ০৯ জানুয়ারী, ১৮১২ ইংরেজি, ১০ পৌষ ১২১৮ বাংলা।
১২ টা- ১২ মিনিট
১০। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৯) ব্রিটিশ সরকার ।
লিপিকাল -৩টা ৩ মিনিট ১১ জানুয়ারী, ১৮১২ ইংরেজি, ১৫ পৌষ ১২১৮ বাংলা।
১১। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১২) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - সোমবার, ১০:০৫ মিনিট ২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮১২ ইংরেজি।
১২। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৬৪)
লিপিকাল - ১৮১২ ইংরেজি, ১৯ ফাল্গুন, ১২১৯ বাংলা।
১৩। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৬৫)
লিপিকাল - ০২ মার্চ , ১৮১২ ইংরেজি, ২৭ ফাল্গুণ ১২১৯ বাংলা, ১২.০০ এবং ১টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশনকরা হয় ।
১৪। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১৩) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - সোমবার, ১০ মার্চ , ১৮১২ ইংরেজি, ৭ চৈত্র ১২১৮ বাংলা।
১৫। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১১) মোকাম বরিশাল।
লিপিকাল - শুক্রবার ১২টা ৮মিনিট ২১ মার্চ , ১৮১২ ইংরেজি, ১৯ চৈত্র ১২১৮ বাংলা,
১৬। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১৫) জেলা- বাখরগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

লিপিকাল - ২ এপ্রিল , ১৮১২ ইংরেজি, ৯ বৈশাখ ১২১৮ বাংলা, বৃহস্পতিবার।

১৭। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১৬) তপে নাজির পুর।
লিপিকাল - ১৮ এপ্রিল , ১৮১২ ইংরেজি, বৈশাখ ১২১৯ বাংলা, মঙ্গলবার।

১৮। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১৭) মোকাম- বরিশাল জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ১৪ মে , ১৮১২ ইংরেজি, ২৯ বৈশাখ ১২১৯ বাংলা, সোমবার, বেলা ২টা।

১৯। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১৮) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল -১১:৩৪ মিনিট ২০ মে , ১৮১২ ইংরেজি, ১৮ বৈশাখ ১২১৯ বাংলা।

২০। কর্জপত্র ঃ জেলা- বাখরগঞ্জ।(দলিল- ১৯)
লিপিকাল - শনিবার, বেলা ১১ টা ৪৩ মিনিট ২৩ মে , ১৮১২ ইংরেজি।

২১। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ২০) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - শনিবার, ১১:৪৩মিনিট ২৫ মে, ১৮১২ ইংরেজি, ১৯ বৈশাখ ১২১৮ বাংলা।

২২। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ২১) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - সোমবার, ৪:১২মিনিট ৭ জুন , ১৮১২ ইংরেজি, ২৭ বৈশাখ ১২১৯ বাংলা।

২৩। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ২২) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - মঙ্গলবার, ১২:১৫মিনিট ২৩ জুন , ১৮১২ ইংরেজি, ৫ আষাঢ় ১২১৯ বাংলা।

২৪। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ২৩) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ২:১৫মিনিট মঙ্গলবার ২৩ জুন , ১৮১২ ইংরেজি, ২ আষাঢ় ১২১৯ বাংলা ।

২৫। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১৪) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল -সোমবার, ১০:১০মিনিট ১ জুলাই , ১৮১২ ইংরেজি, ১৩ চৈত্র ১২১৮ বাংলা।

২৬। কর্জপত্র ঃ জেলা- বাখরগঞ্জ।(দলিল- ২৪)
লিপিকাল - বৃহস্পতিবার। ১১:২২মিনিট ২ জুলাই , ১৮১২ ইংরেজি, ১৪ আষাঢ় ১২১৯ বাংলা।

২৭। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ২৫) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল বুধবার, ১:০১মিনিট ৯ জুলাই , ১৮১২ ইংরেজি, ২৫ জৈষ্ঠ্য ১২১৯ বাংলা।

২৮। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৫৫) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল -সোমবার, ১ এবং ২টার মধ্যে, ৯ জুলাই , ১৮১২ ইংরেজি, ২১ পৌষ ১২১৯ বাংলা।

২৯। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ২৬) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল : সোমবার, ১১-০৮মিনিট ১১ জুলাই , ১৮১২ ইংরেজি। ১৯ আষাঢ় ১২১৯ বাংলা।

৩০। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ২৭) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - মঙ্গলবার, ১:১৫মিনিট ১৪ জুলাই , ১৮১২ ইংরেজি। ২৯ অগ্রহায়ণ ১২১৮ বাংলা।

৩১। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৪৭) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - মঙ্গলবার। ১:১৫মি ২১ জুলাই , ১৮১২ ইংরেজি। ০৪ ভাদ্র ১২১৯ বাংলা, বিকাল ৩ টা ও ৪টা।

৩২। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৪৯) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ৯:১০মিনিট ২১ জুলাই , ১৮১২ ইংরেজি, ৩০ চৈত্র ১২১৯ বাংলা। ।

৩৩। মালজামিনী পত্র ঃ (দলিল নং ৫০) সাকিম উজীরপুর, পরগনা- বাঙরোড়া, লিপিকাল - ২৮ জুলাই , ১৮১২ ইংরেজি, ১১ পৌষ ১২১৯ বাংলা, ১০ ও ১১ টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৩৪। পরগনা- রত্নদীকালিকাপুর, ঢাকা জেলা জালালপুর, জেলা বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ২৮ জুলাই ১৮১২ ইংরেজি, ১১ পৌষ ১২১৯ বাংলা, ১০ ও ১১ টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩৫। মালজামিনী পত্র ঃ (দলিল- ৫০) সাকিম- সন্দ্বীবপুর, পরগনা- উত্তর শাহবাজপুর, পরগনা- বৈকন্ঠপুর, পরগনা- উত্তর শাহবাজপুর, ও দক্ষিণ শাহবাজপুর, ও পরগনা- গোপালপুর দ্রজা নগর ও পরগনা- মৌজদ্দি, উজির পুর পরগণা- বাঙরোড়া জমিদারি।
লিপিকাল - ১৪ জুলাই , ১৮১২ ইংরেজি, ২৯ অগ্রহায়ণ ১২১৮ বাংলা। মঙ্গলবার। ১:১৫মিনিট।

৩৫। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ২৮) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ২৯ জুলাই , ১৮১২ ইংরেজি, শনিবার। ৯:৪৫মিনিট।

৩৬। অলি আহাদ নামা- (দলিল- ৫৪)
লিপিকাল - ২৯ জুলাই , ১৮১২ ইংরেজি, ৭ পৌষ ১২১৯ বাংলা।

৩৭। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ২৯) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - মঙ্গলবার, ১০:১৪মিনিট ৪ আগষ্ঠ, ১৮১২ ইংরেজি, ৭ শ্রাবন ১২১৯ বাংলা। ।

৩৮। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৩০) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - বৃহস্পতিবার, ১১:৪৫মিনিট ১৩ আগষ্ট, ১৮১২ ইংরেজি, ১৫ শ্রাবন ১২১৯ বাংলা।

৩৯। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৩১) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - সোমবার, ১১:৪৫মিনিট। ২৪ আগষ্ট, ১৮১২ ইংরেজি, ১৫ শ্রাবন ১২১৯ বাংলা।

৪০। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৩২) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - শুক্রবার, ২:০৫মিনিট ২৮ আগষ্ট , ১৮১২ ইংরেজি, ৩০ শ্রাবন ১২১৯ বাংলা। ।

৪১। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৩৩) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল -সোমবার, ১২:৩০মিনিট ৪ অক্টোবর, ১৮১২ ইংরেজি, ১৫ ভাদ্র ১২১৯ বাংলা। ।

৪২। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৩৪) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ১২:৩০মিনিট ৪ সেপ্টেম্বর, ১৮১২ ইংরেজি, ১৫ ভাদ্র ১২১৯ বাংলা।

৪৩। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৩৫) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল -১২:৩০মিনিট ৪ সেপ্টেম্বর , ১৮১২ ইংরেজি, ১৯ ভাদ্র ১২১৯ বাংলা।

৪৪। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৩৬) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল_ শনিবার, ১০:১০মিনিট ।১৯ সেপ্টেম্বর , ১৮১২ ইংরেজি, ১১ শ্রাবন ১২১৯ বাংলা।

৪৫। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৩৭) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ০১ আশ্বিন অগ্রহায়ণ ১২১৯ বাংলা।

৪৬। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৩৮) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ০১ আশ্বিন অগ্রহায়ণ ১২১৯ বাংলা।

৪৭। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৪০) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ১ আশ্বিন ১২১৯ বাংলা।

৪৮। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৪১) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল_ বুধবার, ১০:৪৫মিনিট ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৮১২ ইংরেজি, ০৮ আষাঢ় ১২১৯ বাংলা।

৪৯। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৪২) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ৩০ সেপ্টেম্বর , ১৮১২ ইংরেজি ০৯ আষাঢ় ১২১৯ বাংলা। ১০:৪৫মিনিট ।

৫০। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৪৩) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - বৃহস্পতিবার, ১০:৫৫মিনিট ১ অক্টোবর, ১৮১২ ইংরেজি। ০৪ শ্রাবন ১২১৯ বাংলা। ।

Dhaka University Institutional Repository

৫১। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৪৬) পরগনা- বোজরগউমেদপুর, সাকিন- কলশকাটি, পরগনা- আওরঙ্গপুর, জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - সকাল ৯টা ১৪ অক্টোবর , ১৮১২ ইংরেজি, ১৫ অগ্রহায়ণ ১২১৯ বাংলা,

৫২। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৩৯) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ৯টা এবং ১০টার সময় ৪ নভেম্বর, ১৮১২ ইংরেজি, ০১ আশ্বীন ১২১৯ বাংলা,

৫৩। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৪৪) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ০৫ নভেম্বর, ১৮১২ ইংরেজি, ১৫ কার্ত্তিক ১২১৯ বাংলা।

৫৪। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৪৫) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল্‌ শনিবার, ০৯:০০মিনিট ০৫ নভেম্বর , ১৮১২ ইংরেজি, ২০ কার্ত্তিক ১২১৯ বাংলা, ৯ টার সময়ে রেজিস্ট্রেশনহয়েছে।

৫৫। মালজামিনী পত্র ঃ (দলিল- ৫১) সাকিন- উজীর পুর, পরগনা- বাঙরোড়া, পরগনা- রত্নদী কালিকাপুর, ঢাকা জালালপুরের কালেক্টর, জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ২৪ ডিসেম্বর , ১৮১২ ইংরেজি। ১১ পৌষ ১২১৯ বাংলা।

৫৬। মালজামিনী পত্র ঃ (দলিল- ৫২) সাকিন- উজীরপুর, পরগনা- বাঙরোড়া, জমিদারি পরগনা- রত্নদীকালকাপুর, জিলা- ঢাকা জালালপুরের কালেক্টর, জেলা- বাখেরগঞ্জ।
লিপিকাল - ২৪ ডিসেম্বর , ১৮১২ ইংরেজি। ১১ পৌষ ১২১৯ বাংলা। ১১ ও ১২ টার মধ্যে সম্পাদিত।

৫৭। মালজামিনী পত্র ঃ (দলিল- ৫৩) সাকিন- উজীর পুর, পরগনা- বাঙরোড়া, জমিদারী পরগনা- রত্নদীকালিকাপুর, ঢাকা জালালপুরের কালেক্টর, জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ২৪ ডিসেম্বর , ১৮১২ ইংরেজি, ১১ পৌষ ১২১৯ বাংলা, ১০ ও ১২ টার মধ্যে সম্পাদিত।

৫৮। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৫৬) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ২৪ ডিসেম্বর , ১৮১২ ইংরেজি, ১৪ পৌষ ১২১৯ বাংলা, ১টা ও ২টার মধ্যে সম্পাদিত।

৫৯। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৬৩) সাকিনান মালয়ার, পরগনা- রঘুনাথপুর।
লিপিকাল - ১০ মার্চ , ১৮১৩ ইংরেজি, ৯ চৈত্র ১২১৯ বাংলা, ৮টা ও ৪টার মধ্যে সম্পাদিত।

৬০। কর্জআদায়ে বরাতীপত্র ঃ (দলিল- ৬১) সাকিন- ভান্ডারিয়া। সৈদপুর আতরখালি জোয়ার সিংহখালি কিসমত।
লিপিকাল - ১২ মার্চ, ১৮১৩ ইংরেজি, ২৫ ফাল্গুন ১২১৯ বাংলা। ৩টা ও ৪টার মধ্যে সম্পাদিত।

৬১। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৬০) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ১২ মার্চ, ১৮১৩ ইংরেজি, ১৪ ফাল্গুন ১২১৯ বাংলা। বেলা ৩টা।

৬২। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৬২) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ১৫ মার্চ, ১৮১৩ ইংরেজি, ২ চৈত্র ১২১৯ বাংলা। ৯টা ও ১০টার মধ্যে সম্পাদিত।

৬৩। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৬৮) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - বেলা ১২টা ২৩ মার্চ, ১৮১৩ ইংরেজি, ১২ চৈত্র ১২১৯ বাংলা। ।

৬৪। কর্জপত্র ঃ সাকিনান নলচিড়া, নাজীরপুর ।(দলিল- ৬৯)
লিপিকাল -বেলা ১২ ও ১টা ২৯ মার্চ, ১৮১৩ ইংরেজি, ১৬ বৈশাখ ১২১৯ বাংলা। ।

৬৫। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৬৭) জেলা- বাখরগঞ্জ ।
লিপিকাল -বেলা১১টা এবং ১২টা ২৪ মে, ১৮১৩ ইংরেজি, ২৭ ফাল্গুন ১২১৯ বাংলা। ।

Dhaka University Institutional Repository

৬৬। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৭০) জেলা- বাখরগঞ্জ ।
লিপিকাল - ৩১ মে, ১৮১৩ ইংরেজি। ১৩ জৈষ্ঠ্য ১২১২০ বাংলা, বেলা১০টা এবং ০১টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৬৭। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৭১) জেলা- বাখরগঞ্জ ।
লিপিকাল - ০৫ জুন, ১৮১৩ ইংরেজি। ১৮ জৈষ্ঠ্য ১২২০ বাংলা, বেলা১০টা এবং ১১টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৬৮। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৭২) পরগনা- চন্দ্রদ্বীপ, জোয়ার- সালুকা, তালুক- খাজেনুর, জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ০৯ জুন, ১৮১৩ ইংরেজি। ২৫ চৈত্র ১২১৯ বাংলা, বেলা ১২টা এবং ০১টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৬৯। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৭৩) তালুক- খাজেনুর, শাকিম- শালুকা, পরগনা- চন্দ্রদ্বীপ। জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ২০ জুলাই, ১৮১৩ ইংরেজি, ২৩ পৌষ ১২১৯ বাংলা, বেলা ১১টা এবং ১২টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৭০। হাজীরজামিনী ও মালজামিনীপত্র ঃ (দলিল নং- ৭৪) পরগনা- কোটালীপাড়া, মোতালকে, জেলা- বাখরগঞ্জ । সাকিন- পূর্বস্থলি পরগনা- জাহাঙ্গারিবাদ, জিলা বর্দ্দমান।
লিপিকাল - ১১ জুন, ১৮১৩ ইংরেজি। ২৯ জৈষ্ঠ্য ১২২০ বাংলা, বেলা ১২টা এবং ০১টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৭১। হাজীরজামিনী ও মালজামিনীপত্র ঃ (দলিল নং- ৭৫) সাকিম গুলমান, পরগণে সিলেমাবাদ মোতালকে, জেলা- বাখরগঞ্জ । সাকিম- পূর্বস্থলি পরগনে জাহাঙ্গারিবাদ, জিলা বর্দ্দমান।
লিপিকাল - ১৪ জুন, ১৮১৩ ইংরেজি, ১৯ জৈষ্ঠ্য ১২২০ বাংলা, বেলা ১২টা এবং ০১টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৭২। কর্জপত্র ঃ (দলিল নং- ৭৬) জেলা- বাখরগঞ্জ ।
লিপিকাল - ১৪ জুলাই, ১৮১৩ ইংরেজি, ২৮ জৈষ্ঠ্য ১২২০ বাংলা, বেলা ১০টা এবং ১১টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৭৩। একরারপত্র ঃ (দলিল- ৭৮) পরগনা- সৈয়দপুর, চেচড়ী, গাজীপুর, মহিষকান্দী, খোদখালী কিসমত।
লিপিকাল - ১ জুলাই, ১৮১৩ ইংরেজি, ২৫ আষাঢ় ১২২০ বাংলা, বেলা ১০টা এবং ১১টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৭৪। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৫৮) তালুক- খাজেনুর, শাকিম- শালুকা, পরগনা- চন্দ্রদ্বীপ। জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ২০ জুলাই, ১৮১৩ ইংরেজি, ২৩ পৌষ ১২১৯ বাংলা, বেলা ১১টা এবং ১২টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৭৫। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৫৭) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ২০ জুলাই, ১৮১৩ ইংরেজি, ১৫ আশ্বিন ১২১৯ বাংলা, বেলা ০১টা এবং ০২টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৭৬। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৭৭) সাকিম চেচড়ী, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

লিপিকাল - ২৪ জুলাই, ১৮১৩ ইংরেজি, ১৫ আষাঢ় ১২২০ বাংলা, বেলা ১০টা এবং ১১টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৭৭। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৫৯) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ২৬ জুলাই, ১৮১৩ ইংরেজি, ১২ মাঘ ১২১৯ বাংলা, বেলা ০৮টা এবং ০৯টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৭৮। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৮১) সাকিম- সন্দেরাবপুর, পরগনা- উত্তর শাহাবাজপুর।
লিপিকাল - ২ আগষ্ট, ১৮১৩ ইংরেজি, ১২ শ্রাবন ১২২০ বাংলা, বেলা ১১টা এবং ১২টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৭৯। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৮২) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ০৯ আগষ্ট, ১৮১৩ ইংরেজি, ১ শ্রাবন ১২১৯ বাংলা, বেলা ০১টা এবং ০২টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৮০। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৮৩) বরিশাল মোকাম-।
লিপিকাল - ০৯ আগষ্ট, ১৮১৩ ইংরেজি, ১৫ শ্রাবন ১২২০ বাংলা, বেলা ০১টা এবং ০২টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৮১। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৮৪) পরগনা- উমেদপুর, সাকিম- চেচড়ি।
লিপিকাল - ২৩ আগষ্ট, ১৮১৩ ইংরেজি, ০২ আষাঢ় ১২২০ বাংলা, বেলা ০১টা এবং ০২টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৮২। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৮৫) শাকিন উজীরপুর পরগনা- বাঙরোড়া।
লিপিকাল - ১ সেপ্টেম্বর, ১৮১৩ ইংরেজি, ০৯ বৈশাখ ১২২০ বাংলা, বেলা ১১টা এবং ১২টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৮৩। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৮৬) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮১৩ ইংরেজি, ০৯ বৈশাখ ১২২০ বাংলা, বেলা ১১টা এবং ১২টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৮৪। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৮৭) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ২৬ নভেম্বর, ১৮১৩ ইংরেজি, ০১ ভাদ্র ১২২০ বাংলা, বেলা ০৯টা এবং ১০টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশনকরা হয়।

৮৫। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৮৮) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ২৬ নভেম্বর, ১৮১৩ ইংরেজি, ০১ ভাদ্র ১২২০ বাংলা, বেলা ০৯টা এবং ১০টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৮৬। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৮৯) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ২৯ নভেম্বর, ১৮১৩ ইংরেজি, ০১ শ্রাবন ১২২১ বাংলা, বেলা ১১টা এবং ১২টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৮৭। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৯০) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ১৫ নভেম্বর, ১৮১৩ ইংরেজ, ০১ আশ্বিন ১২২০ বাংলা, বেলা ১২টা এবং ০১টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৮৮। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৯১) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ৩১ জানুয়ারী, ১৮১৪ ইংরেজি, ০২ মাঘ ১২২০ বাংলা, বেলা ০৩টা এবং ০৪টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৮৯। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৯২) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ৩১ জানুয়ারী, ১৮১৪ ইংরেজি, ১৪ মাঘ ১২২০ বাংলা, বেলা ০৩টা এবং ০৪টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৯০। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৯৩) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ১১ ফেব্রুয়ারী, ১৮১৪ ইংরেজি, ২৯ মাঘ ১২২০ বাংলা, বেলা ১১টা এবং ১২টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৯১। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৯৪) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ২১ফেব্রুয়ারী, ১৮১৪ ইংরেজি, ০৫ ফাল্গুন ১২২০ বাংলা, বেলা ১১টা এবং ১২টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৯২। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৯৫) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ০২ মার্চ, ১৮১৪ ইংরেজি, ১৫ ফাল্গুন ১২২০ বাংলা, বেলা ১১টা এবং ১২টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৯৩। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৯৬) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ০২ মার্চ, ১৮১৪ ইংরেজি, ১২ ফাল্গুন ১২২০ বাংলা, বেলা ১১টা এবং ১২টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৯৪। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৯৮) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ১১ মার্চ, ১৮১৪ ইংরেজি, ১৪ ফাল্গুন ১২২০ বাংলা, বেলা ০১টা এবং ০২টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৯৫। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৯৯) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ১১ মার্চ, ১৮১৪ ইংরেজি, ১৯ কার্ত্তিক ১২২০ বাংলা, বেলা ০১টা এবং ০২টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৯৬। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১০০) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ১৪ মার্চ, ১৮১৪ ইংরেজি, ১৫ ফাল্গুন ১২২০ বাংলা, বেলা ৯টা এবং ১০টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৯৭। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৯৭) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ১৫ মার্চ, ১৮১৪ ইংরেজি, ১৮ ফাল্গুন ১২২০ বাংলা, বেলা ০১টা এবং ০২টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৯৮। তমকস্থুক পত্র ঃ (দলিল- ১০১) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ১৮১৪ ইংরেজি, ১ বৈশাখ ১২২১ বাংলা, বেলা ১১টা এবং ১২টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশনকরা হয়।

৯৯। একরারপত্র ঃ (দলিল- ৬৬) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ২২ মার্চ, ১৮১৪ ইংরেজি, ২৭ ফাল্গুন ১২১৯ বাংলা, বেলা ১২টা এবং ১০টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১০০। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১০২) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ১১ এপ্রিল, ১৮১৪ ইংরেজি, ০২ বৈশাখ ১২২১ বাংলা, বেলা ০৯টা এবং ১০টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশনকরা হয়।

১০১। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১০৩) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ২৬ এপ্রিল, ১৮১৪ ইংরেজি, ১৮ চৈত্র ১২২০ বাংলা, বেলা ৯টা এবং ১০টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১০২। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১০৪) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ২৬ এপ্রিল, ১৮১৪ ইংরেজি, ২৯ চৈত্র ১২২০ বাংলা, বেলা ৯টা এবং ১০টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১০৩। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১০৫) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ২৫ এপ্রিল, ১৮১৪ ইংরেজি, ২৯ ফাল্গুন ১২২০ বাংলা, বেলা ৯টা এবং ১০টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১০৪। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১০৬) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ৩০ এপ্রিল, ১৮১৪ ইংরেজি, ২৬ চৈত্র ১২২০ বাংলা, সকাল ৮টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১০৫। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১০৭) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ৩০ এপ্রিল, ১৮১৪ ইংরেজি, ১৬ চৈত্র ১২২০ বাংলা, সকাল ৮টা মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১০৬। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১০৮) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ০৪ মে, ১৮১৪ ইংরেজি, ১৯ বৈশাখ ১২২০ বাংলা, সকাল ৮টা মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১০৭। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১০৯) সাকিম- চেচড়ি, পরগনা- সৈদপুর। জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ০৫ মে, ১৮১৪ ইংরেজি, ১১ বৈশাখ ১২২১ বাংলা, সকাল ৮টা মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১০৮। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১১০) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ০৮ মে, ১৮১৪ ইংরেজি, ২২ বৈশাখ ১২২০ বাংলা, সকাল ৮টা মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১০৯। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১১১) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ০৯ জুলাই, ১৮১৪ ইংরেজি, ০৬ বৈশাখ ১২২১ বাংলা, সকাল ৯টার ৪ মিনিট পূর্বে রেজিস্ট্রেশন কয়া হয়।

১১০। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১১২) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ১৪ মে, ১৮১৪ ইংরেজি, ০৫ বৈশাখ ১২২০ বাংলা, সকাল ৮টা মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১১১। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১১৩) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ১৮ মে, ১৮১৪ ইংরেজি, ০৯ আশ্বিন ১২২০ বাংলা, সকাল ৯টা মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১১২। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১১৪) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ১৮ মে, ১৮১৪ ইংরেজি, ১৫ আশ্বিন ১২২০ বাংলা, সকাল ৯টা মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১১৩। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১২৪) সুলতানাবাদ, পরগনা- বোজরগউমেদপুর।
লিপিকাল - ১৮ মে, ১৮১৪ ইংরেজি, ০৫ জৈষ্ঠ্য ১২২১ বাংলা, সকাল ৮টা এবং ৯টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১১৪। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১১৫) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ৩১ মে, ১৮১৪ ইংরেজি, ২১ বৈশাখ ১২২১ বাংলা, সকাল ৮টা এবং ৯টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১১৫। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১১৭) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ৩১ মে, ১৮১৪ ইংরেজি, ২১ বৈশাখ ১২২১ বাংলা, সকাল ৮টা এবং ৯টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১১৬। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১১৬) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ০৮ জুন, ১৮১৪ ইংরেজি, ০৭ বৈশাখ ১২২১ বাংলা, সকাল ৮টা এবং ৯টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশনকরা হয়।

১১৭। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১১৮) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ০৮ জুন, ১৮১৪ ইংরেজি, ০৭ বৈশাখ ১২২১ বাংলা, সকাল ৮টা এবং ৯টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১১৮। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১১৯) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ১৩ জুন, ১৮১৪ ইংরেজি, ৩১ জৈষ্ঠ্য ১২২১ বাংলা, সকাল ৯টা ও ১০টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশনকরা হয়।

১১৯। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১২২) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ১৩ জুন, ১৮১৪ ইংরেজি, ১ জৈষ্ঠ্য ১২২১ বাংলা, সকাল ৮টা এবং ৯টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১২০। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১২০) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ১৮ জুন, ১৮১৪ ইংরেজি, ৫ জৈষ্ঠ্য ১২২১ বাংলা, সকাল ৮টা এবং ৯টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশনকরা হয়।

১২১। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১২৩) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ১৮ জুন, ১৮১৪ ইংরেজি, ৫ জৈষ্ঠ্য ১২২১ বাংলা, সকাল ৮টা এবং ৯টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১২২। কর্জপত্রঃ (দলিল নং ১২১) জেলা বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল-১৮জুন ১৮১৪ ইংরেজি, ৫ জৈষ্ঠ্য ১২২১ বাংলা, সকাল ৮ এবং ৯ টার মধ্যে সম্পাদিত।

১২৩। কিস্তি বন্দি খালাস পত্র ঃ (দলিল- ১২৫)
লিপিকাল - ১৮ জুন, ১৮১৪ ইংরেজি, ৫ জৈষ্ঠ্য ১২২১ বাংলা, সকাল ৮টা এবং ৯টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১২৪। কিস্তি বন্দি আদায় পত্র ঃ (দলিল- ১২৬)
লিপিকাল - ১৮ জুন, ১৮১৪ ইংরেজি, ৫ জৈষ্ঠ্য ১২২১ বাংলা, সকাল ৮টা এবং ৯টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১২৫। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১২৭) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ২২ জুন, ১৮১৪ ইংরেজি, ১ আশ্বীন ১২২০ বাংলা, সকাল ৮টা এবং ৯টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১২৬। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১২৮) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ২২ জুন, ১৮১৪ ইংরেজি, ১ আশ্বীন ১২২০ বাংলা, সকাল ৮টা এবং ৯টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১২৭। একরারপত্র ঃ (দলিল- ১৩০) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ২৩ জুন, ১৮১৪ ইংরেজি, ১ আষাঢ় ১২২০ বাংলা, সকাল ৮টা এবং ৯টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১২৮। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১২৯) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ২৩ জুন, ১৮১৪ ইংরেজি, ১ আষাঢ় ১২২১ বাংলা, সকাল ৮টা এবং ৯টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১২৯। কর্জতমকমুকি পাওনা পত্র ঃ (দলিল- ১৩১)
লিপিকাল - ২৫ জুন, ১৮১৪ ইংরেজি, ১২ আষাঢ় ১২২০ বাংলা, সকাল ৮টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১৩০। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১৩২) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ০৭ জুলাই, ১৮১৪ ইংরেজি, ১৮ বৈশাখ ১২২১ বাংলা, সকাল ৯টা এবং ১০টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

১৩১। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১৩৩) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ১১ জুলাই, ১৮১৪ ইংরেজি, ২৬ আষাঢ় ১২২১ বাংলা, সকাল ৯টা এবং ১০টার মধ্যে সম্পাদিত হয়।

১৩২। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১৩৪) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ১৬ জুলাই, ১৮১৪ ইংরেজি, সকাল ৮টা এবং ৯টার মধ্যে সম্পাদিত হয়।

১৩৩। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১৩৬) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ২৫ জুলাই, ১৮১৪ ইংরেজি, ১৬ পৌষ ১২২১ বাংলা, সকাল ৯টা এবং ১০টার মধ্যে সম্পাদিত হয়।

১৩৪। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১৩৫) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ২৮ জুলাই, ১৮১৪ ইংরেজি, ২ আষাঢ় ১২২১ বাংলা, সকাল ৪টা এবং ১০টার মধ্যে সম্পাদিত হয়।

১৩৫। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১৩৭) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ৩০ জুলাই, ১৮১৪ ইংরেজি, ১৩ শ্রাবণ ১২২১ বাংলা, সকাল ৯টা এবং ১০টার মধ্যে সম্পাদিত হয়।

১৩৬। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১৩৮) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ৩০ জুলাই, ১৮১৪ ইংরেজি, সকাল ৯টা এবং ১০টার মধ্যে সম্পাদিত হয়।

১৩৭। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১৪০) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ০২ আগষ্ট, ১৮১৪ ইংরেজি, ০৪ শ্রাবণ ১২২০ বাংলা, সকাল ১১টা এবং ১২টার মধ্যে সম্পাদিত হয়।

১৩৮। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ১৩৯) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ৩ আগষ্ট, ১৮১৪ ইংরেজি, ১৭ শ্রাবণ ১২২১ বাংলা। সকাল ১১টা এবং ১২টার ময় রেজিস্ট্রেশন হয়।

১৩৯। রশিদপত্র ঃ (দলিল নং০-১৪১) সাকিন জপশা, পরগনা- সিলেমাবাদ, পরগনা- বিক্রমপুর।
লিপিকাল- ইংরেজি ২১ মার্চ, ২৪ ফাল্গুন ১২২১ বাংলা।

১৪০। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৭৯) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ১৯ জুলাই, ১৮১৯ ইংরেজি, ২৬ আষাঢ় ১২২০ বাংলা, সকাল ১০টা এবং ১১টার মধ্যে সম্পাদিত হয়।

১৪১। কর্জপত্র ঃ (দলিল- ৮০) জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল - ২৬ জুলাই, ১৮১৯ ইংরেজি, ১৯ ফাল্গুন ১২১৯ বাংলা, সকাল ১১টা এবং ১২টার মধ্যে সম্পাদিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ২

দলিলপত্র সমূহের বিষয়ানুসারী তালিকা

(এক) কর্জপত্র

১। পত্রসংখ্যা- ১ : মোকাম- বরিশাল।
লিপিকাল- বাংলা - ১২১৮, ১৯ ভাদ্র (১৮১১, ৩ সেপ্টেম্বর)।

২। পত্রসংখ্যা -২ : ব্রিটিশ সরকার, মোকাম- কলসকাটি, জেলা বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৮, ২২ ভাদ্র (১৮১১, ৪ সেপ্টেম্বর)।

৩। পত্রসংখ্যা- ৩ : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ২৫ কার্তিক ১২১৮ সাল (২০ মার্চ ১৮১১ খ্রীঃ)।

৪। পত্রসংখ্যা- ৪ : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ৩ অগ্রাহায়ণ ১২১৮ (১৮১১ খ্রীঃ)।

৫। পত্র সংখ্যা- ৬ : জেলা- বাখরগঞ্জ, তালুক- খাজেনুর।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৮, ৪ পৌষ (১৮১১, ২১ ডিসেম্বর)।

৬। পত্র সংখ্যা- ৭ : জেলা- বাখরগঞ্জ, ব্রিটিশ সরকার, মোকাম- বরিশাল।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৮, ২১ পৌষ (১৮১২, ৪ জানুয়ারি)।

৭। পত্র সংখ্যা- ৮ : জেলা- বাখরগঞ্জ, ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল বাংলা - ১২১৮, ১০ পৌষ (১৮১২, ৯ জানুয়ারি)।

৮। পত্র সংখ্যা- ৯ : জেলা- বাখরগঞ্জ, ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৮, ১৫ পৌষ (১১ জানুয়ারি ১৮১২ খ্রীঃ)।

৯। পত্র সংখ্যা- ১০ : জেলা- বাখরগঞ্জ ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৮, ১৮ মার্চ (৩১ জানুয়ারি, ১৮১২ খ্রীঃ) ।

১০। দলিল সংখ্যা- ১১ : জেলা- বাখরগঞ্জ, মোকাম- বরিশাল।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৮ সাল ১৯ চৈত্র (ইংরেজি ১৮১২, ২৪ মার্চ)।

১১। দলিল সংখ্যা- ১২ : জেলা- বাখরগঞ্জ, ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল বাংলা ১২১৮ ২৪ আশ্বিন (ইংরেজি ১৮১২, ২৪ ফেব্রুয়ারী)।

১২। দলিল সংখ্যা- ১৩ : জেলা- বাখরগঞ্জ, ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৮, ৭ চৈত্র (ইংরেজি ১৮১২ সাল ৪ মার্চ)।

১৩। দলিল সংখ্যা- ১৪ : জেলা- বাখরগঞ্জ, ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৮, ১৩ চৈত্র (ইংরেজি ১৮১২ সাল ১লা এপ্রিল)।

১৪। দলিল সংখ্যা- ১৫ : জেলা- বাখরগঞ্জ, তালুক- বৈহারিপুর।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ৯ বৈশাখ (ইংরেজি ১৮১২ সাল ২ এপ্রিল)।

১৫। দলিল সংখ্যা- ১৬ : জেলা- বাখরগঞ্জ, জমিদার তপে- নাজিরপুর।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ১২ বৈশাখ (ইংরেজি ১৮১২, ২৪ এপ্রিল)।

১৬। দলিল সংখ্যা- ১৭ : মোকাম- বরিশাল, ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ২৯ বৈশাখ (ইংরেজি ১৮১২, ১৪ মে)।

১৭। দলিল সংখ্যা- ১৮ : ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ১৮ বৈশাখ (ইংরেজি ১৮১২, ২০ মে)।

১৮। দলিল সংখ্যা- ১৯
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ৫ই জৈষ্ঠ্য (ইংরেজি ১৮১২, ২৩ মে)।

Dhaka University Institutional Repository

১৯। দলিল সংখ্যা- ২০
লিপিকাল- বাংলা ১২১৮, ২৯ বৈশাখ (ইংরেজি ১৮১২, ২৫ মে)।
২০। দলিল সংখ্যা- ২১ : পরগনা- রত্নদীকালিকাপুর
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ২৭ বৈশাখ (ইংরেজি ১৮১২, ১ জুন)।
২১। দলিল সংখ্যা- ২২ : জেলা- বাখরগঞ্জ
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ৫ই আষাঢ় (ইংরেজি ১৮১২, ২৩ জুন)।
২২। দলিল সংখ্যা- ২৩ : জেলা- বাখরগঞ্জ
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ২ আষাঢ় (ইংরেজি ১৮১২, ৩ জুন)।
২৩। দলিল সংখ্যা- ২৪ : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ১৪ আষাঢ় (ইংরেজি ১৮১২, ২ জুলাই)।
২৪। দলিল সংখ্যা- ২৫ : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ২৫ জৈষ্ঠ্য (ইংরেজি ১৮১২, ৯ জুলাই)।
২৫। দলিল সংখ্যা- ২৬ : জেলা- বাখরগঞ্জ, ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ১৯ আষাঢ় (ইংরেজি ১৮১২, ১১ জুলাই)।
২৬। পত্র সংখ্যা- ২৭ : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৮, ২৯ অগ্রহায়ণ (ইংরেজি ১৮১২, ১৪ জানুয়ারি)।
২৭। পত্র সংখ্যা- ২৮ : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ১২ শ্রাবণ (ইংরেজি ১৮১২, ২৯ জুলাই)।
২৮। পত্র সংখ্যা- ২৯ : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ৭ শ্রাবণ (ইংরেজি ১৮১২, ১৪ আগষ্ট)।
২৯। পত্র সংখ্যা- ৩০ : জেলা বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- বাংলা ১৫ শ্রাবণ, ১২১৯, (ইংরেজি ১৮১২, ১৩ই আগষ্ট)।
৩০। পত্র সংখ্যা- ৩১ : জেলা- বাখরগঞ্জ, ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ৬ ভদ্র (ইংরেজি ১৮১২, ২৪ অক্টোবর)।
৩১। পত্র সংখ্যা- ৩২ : জেলা- বাখরগঞ্জ, ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ৩০ শ্রাবণ (ইংরেজি ১৮১২, ২৭ আগষ্ট)।
৩২। পত্র সংখ্যা-৩৩ : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ১৫ ভদ্র, (ইংরেজি ১৮১২, ৪ অক্টোবর)।
৩৩। পত্র সংখ্যা- ৩৪ : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ১৫ ভদ্র, (ইংরেজি ১৮১২, ৪ সেপ্টেম্বর)।
৩৪। পত্র সংখ্যা- ৩৫ : জেলা- বাখরগঞ্জ, ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ১৩ ভদ্র (ইংরেজি ১৮১২, ৪ সেপ্টেম্বর)।
৩৫। পত্র সংখ্যা- ৩৬ : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯ ১১ শ্রাবণ, (ইংরেজি ১৮১২, ১৯ সেপ্টেম্বর)।
৩৬। পত্র সংখ্যা- ৩৭ : জেলা- বাখরগঞ্জ, ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ১ আশ্বিন।
৩৭। পত্র সংখ্যা- ৩৮ : ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ১ আশ্বিন।
৩৮। পত্র সংখ্যা- ৩৯ : ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ১ আশ্বিন (ইংরেজি ১৮১২, নভেম্বর)।
৩৯। পত্র সংখ্যা- ৪০
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ১ আশ্বিন।

Dhaka University Institutional Repository

৪০। পত্র সংখ্যা- ৪১ : জেলা- বাখরগঞ্জ, ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ১ আশ্বিন (ইংরেজি ১৮১২, ২০ সেপ্টম্বর)।

৪১। পত্র সংখ্যা- ৪২ : জেলা- বাখরগঞ্জ, ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ৯ আষাঢ় (ইংরেজি ১৮১২, ৩০ সেপ্টেম্বর)।

৪২। পত্র সংখ্যা- ৪৩ ; জেলা- বাখরগঞ্জ, ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ৪ শ্রাবণ (ইংরেজি ১৮১২, ১ অক্টোবর)।

৪৩। পত্র সংখ্যা- ৪৪ : জেলা- বাখরগঞ্জ, ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ১৫ কার্ত্তিক (ইংরেজি ১৮১২, ৫ নভেম্বর)।

৪৪। পত্র সংখ্যা- ৪৫ : জেলা- বাখরগঞ্জ, ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ২০ কার্ত্তিক (ইংরেজি ১৮১২, ৪ নভেম্বর)।

৪৫। পত্র সংখ্যা- ৪৭ : জেলা- বাখরগঞ্জ, ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ২১ আগষ্ট। ইংরেজি ১৮১২, ২১ আগষ্ট।

৪৬। পত্র সংখ্যা- ৪৯ : জেলা- বাখরগঞ্জ, ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ৩০ অগ্রহায়ণ (ইংরেজি ১৮১২, ২১ আগষ্ট)।

৪৭। পত্র সংখ্যা- ৫৫ : জেলা- বাখরগঞ্জ, ব্রিটিশ সরকার, সিদ্ধিশ্বরি জোয়ার।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ১১ পৌষ (ইংরেজি ১৮১১, ৯ আগষ্ট)।

৪৮। পত্র সংখ্যা- ৫৬ : জেলা- বাখরগঞ্জ, ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ১৪ পৌষ (ইংরেজি ১৮১২, ২১ ডিসেম্বর)।

৪৯। পত্র সংখ্যা- ৫৭ : জেলা- বাখরগঞ্জ, ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ১৫ আশ্বিন (ইংরেজি ১৮১৩, ২৫ জানুয়ারি)।

৫০। পত্র সংখ্যা- ৫৮ : জেলা- বাখরগঞ্জ, ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল বাংলা ১২১৯, ২৩ পৌষ (ইংরেজি ১৮১৩, ২০ জানুয়ারি)।

৫১। পত্র সংখ্যা- ৫৯ : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ১২ মাঘ (ইংরেজি ১৮১৩, ২৬ জুলাই)।

৫২। পত্র সংখ্যা- ৬০ : জেলা- বাখরগঞ্জ, ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ১৪ ফাল্গুন (ইংরেজি ১৮১৩, ১২ মার্চ)।

৫৩। পত্র সংখ্যা- ৬২ : জেলা- বাখরগঞ্জ, ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ২ চৈত্র (ইংরেজি ১৮১৩, ১৫ মার্চ)।

৫৪। পত্র সংখ্যা- ৬৩ : জেলা- বাখরগঞ্জ, সাকিন মালয়ার, পরগনা- রঘুনাথপুর।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ৯ চৈত্র (ইংরেজি ১৮১৩, ১০ মার্চ)।

৫৫। পত্র সংখ্যা- ৬৪ : জেলা- বাখরগঞ্জ ।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ১৯ ফাল্গুন (ইংরেজি ১৮১২, ১২ মে)।

৫৬। পত্র সংখ্যা- ৬৫ : জেলা- বাখরগঞ্জ ।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ২৭ ফাল্গুন (ইংরেজি ১৮১৪, ২২ মার্চ)।

৫৭। পত্র সংখ্যা- ৬৭ : জেলা- বাখরগঞ্জ ।
লিপিকাল- বাংলা ১২২০, ২ বৈশাখ (ইংরেজি ১৮১৩, ১৭ এপ্রিল)।

৫৮। পত্র সংখ্যা- ৬৮ : জেলা- বাখরগঞ্জ ।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ২১ চৈত্র (ইংরেজি ১৮১৩, ২৩ মার্চ)।

৫৯। পত্র সংখ্যা- ৬৯ : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- বাংলা ১২২০, ১৩ জৈষ্ঠ্য (ইংরেজি ১৮১৩, ৩১ মে)।

৬০। পত্র সংখ্যা- ৭০ : জেলা- বাখরগঞ্জ ।
লিপিকাল- বাংলা ১২২০, ১৮ জৈষ্ঠ্য (ইংরেজি ১৮১৩, ৫ জুন)।

৬১। পত্র সংখ্যা- ৭১ : জেলা- বাখরগঞ্জ, সাকিন সালুকা, পরগনা- চন্দ্রদ্বীপ, জোয়ার সালুকা, তালুক- খাজেনুর।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ২৫ চৈত্র (ইংরেজি ১৮১৩, ৯ জুন)।

৬২। পত্র সংখ্যা- ৭৩ : জেলা- বাখরগঞ্জ, সাকিন নলচিড়া, তপে- নাজিরপুর।
লিপিকাল- বাংলা ১২২০, ১৬ বৈশাখ। ইংরেজি ১৮১৩, ২৯ এপ্রিল।

৬৩। পত্র সংখ্যা- ৭৬ : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- বাংলা ১২২০, ১৮ জৈষ্ঠ্য (ইংরেজি ১৮১৩, ১১ জুলাই)।

৬৪। পত্র সংখ্যা- ৭৭ : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- বাংলা ১২২০, ২৫ আষাঢ় (ইংরেজি ১৮১৩, ১৪ জুলাই)।

৬৫ পত্র সংখ্যা- ৭৯ : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- বাংলা ১২২০, ২৬ আষাঢ় (ইংরেজি ১৮১৯, ১৯ জুলাই)।

৬৬। পত্র সংখ্যা- ৮০ : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- বাংলা ১২১৯, ১৯ ফাল্গুন (ইংরেজি ১৮১২, ২৬ জুলাই)।

৬৭। পত্র সংখ্যা- ৮২ : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- বাংলা ১২২০, ১ শ্রাবণ (ইংরেজি ১৮১৯, ৯ আগষ্ট)।

৬৮। পত্র সংখ্যা- ৮৩ : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- বাংলা ১২২০, ১৫ শ্রাবণ (ইংরেজি ১৮১৩, ৯ আগষ্ট)।

৬৯। পত্র সংখ্যা- ৮৪ : জেলা- বাখরগঞ্জ, সাকিন চেচড়ি, পরগনা- সৈদপুর।
লিপিকাল- বাংলা ১২২০, ২ আষাঢ় (ইংরেজি ১৮১৩, ২৩ জুলাই)।

৭০। পত্র সংখ্যা- ৮৫ : জেলা- বাখরগঞ্জ, সাকিন- উজিরপুর, পরগনা- বাঙরোড়া।
লিপিকাল- বাংলা ১২২০ (ইংরেজি ১৮১৩, ১ সেপ্টেম্বর)।

৭১। পত্র সংখ্যা- ৮৬ : জেলা- বাখরগঞ্জ, ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২২০, ৯ বৈশাখ (ইংরেজি ১৮১২, ১ জুলাই)।

৭২। পত্র সংখ্যা- ৮৭ : জেলা- বাখরগঞ্জ, ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২২০, ৩ কার্ত্তিক (ইংরেজি ১৮১৩, ২৬ নভেম্বর)।

৭৩। পত্র সংখ্যা- ৮৮ : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- বাংলা ১২২০, ১ ভদ্র (ইংরেজি ১৮১৩, ২৬ নভেম্বর)।

৭৪। পত্র সংখ্যা- ৮৯ : জেলা- বাখরগঞ্জ, ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২২০, ১ শ্রাবণ (ইংরেজি ১৮১৯, ২৯ নভেম্বর)।

৭৫। পত্র সংখ্যা- ৯১ : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- বাংলা ১২২০, ২ মাঘ (ইংরেজি ১৮১৪, ৩১ জুন)।

৭৬। পত্র সংখ্যা- ৯২ : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- বাংলা ১২২০, ১৪ মাঘ (ইংরেজি ১৮১৪, ৩১ জুন)।

৭৭। পত্র সংখ্যা- ৯৩ : : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- বাংলা ১২২০, ২৯ মাঘ (ইংরেজি ১৮১৪, ১১ জুন)।

৭৮। পত্র সংখ্যা- ৯৪ : জেলা- বাখরগঞ্জ, সাকিন- নলচিড়া, তপে- নাজিরপুর।
লিপিকাল- বাংলা ১২২০, ৫ ফাল্গুন (ইংরেজি ১৮১৬, ২৬ জানুয়ারি)।

৭৯। পত্র সংখ্যা- ৯৫ : জেলা- বাখরগঞ্জ, সাকিম- নবকাঠি।
লিপিকাল- বাংলা ১২২০, ফাল্গুন (ইংরেজি ১৮১৪, ২ নভেম্বর)।

৮০। পত্র সংখ্যা- ৯৬ : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- বাংলা ১২২০, ১৫ ফাল্গুন (ইংরেজি ১৮১৪, ২ মার্চ)।

Dhaka University Institutional Repository

৮১। পত্র সংখ্যা- ৯৭ : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- বাংলা ১২২০, ১৮ ফাল্গুন (ইংরেজি ১৮১৪, ১২ মার্চ)।

৮২। পত্র সংখ্যা- ৯৮ : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- বাংলা ১২২০, ১৯ কর্তিক (ইংরেজি ১৮১৪, ১১ মার্চ)।

৮৩। পত্র সংখ্যা- ১০০ : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- বাংলা ১২২০, ১৫ ফাল্গুন (ইংরেজি ১৮১৪, ৪ মার্চ)।

৮৪। পত্র সংখ্যা- ১০২ : জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- বাংলা ১২২১, ১ বৈশাখ (ইংরেজি ১৮১৪, ২১ এপ্রিল)।

৮৫। পত্র সংখ্যা- ১০৩ : জেলা- বাখরগঞ্জ, ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২২০, ১৮ চৈত্র (ইংরেজি ১৮১১, ২৬ এপ্রিল)।

৮৬। পত্র সংখ্যা- ১০৫ : জেলা- বাখরগঞ্জ, ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২২০, ২৯ ফাল্গুন (ইংরেজি ১৮১৪, ২৬ এপ্রিল)।

৮৭। পত্র সংখ্যা- ১০৬ : জেলা- বাখরগঞ্জ, ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২২০, ২৬ চৈত্র (ইংরেজি ১৮১৪, ৩০ এপ্রিল)।

৮৮। পত্র সংখ্যা- ১০৭ : জেলা- বাখরগঞ্জ, ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২২০, ১৬ চৈত্র (ইংরেজি ১৮১৪, ৩০ এপ্রিল)।

৮৯। পত্র সংখ্যা- ১০৮
লিপিকাল- বাংলা ১২২১, ১৯ বৈশাখ (ইংরেজি ৪ মার্চ)।

৯০। পত্র সংখ্যা- ১০৯
লিপিকাল- বাংলা ১২২১, ১১ বৈশাখ (ইংরেজি ১৮১৪, ৫ মে)।

৯১। পত্র সংখ্যা- ১১০
লিপিকাল- বাংলা ১২২১, ২২ বৈশাখ (ইংরেজি ১৮১৪, ৫ মে)।

৯২। পত্র সংখ্যা- ১১১
লিপিকাল- বাংলা ১২২১, ৬ বৈশাখ (ইংরেজি ১৮১৪, ৯ মে)।

৯৩। পত্র সংখ্যা- ১১২
লিপিকাল- বাংলা ১২২০, ৬ বৈশাখ (ইংরেজি ১৮১৪, ১৪ মে)।

৯৪। পত্র সংখ্যা- ১১৩
লিপিকাল- বাংলা ১২২০, ৯ আশ্বিন (ইংরেজি ১৮১৪, ১৮ মে)।

৯৫। পত্র সংখ্যা- ১১৪ : ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২২০, ১৫ আশ্বিন (ইংরেজি ১৮১৪, ১৮ মে)।

৯৬। পত্র সংখ্যা- ১১৫ : ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২২১, ২১ বৈশাখ (ইংরেজি ১৮১৪, ৩ মে)।

৯৭। পত্র সংখ্যা- ১১৬ : ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২২১, ৭ বৈশাখ (ইংরেজি ১৮১৪, ৮ জুন)।

৯৮। পত্র সংখ্যা- ১১৭ : ব্রিটিশ সরকার, মোকাম- বরিশাল।
লিপিকাল বাংলা ১২২১, ২১ বৈশাখ (ইংরেজি ১৮১৪, ৩ মে)।

৯৯। পত্র সংখ্যা- ১১৮ : ব্রিটিশ সরকার।
লিপিকাল- বাংলা ১২২১, ৭ বৈশাখ। (ইংরেজি ১৮১৪, ৮ জুন)।

১০০। পত্র সংখ্যা- ১১৯
লিপিকাল- বাংলা ১২২১, ১ জৈষ্ঠ্য (ইংরেজি ১৮১৪, ১৩ জুন)।

১০১। পত্র সংখ্যা- ১২০
লিপিকাল- বাংলা ১২২১, ৫ জৈষ্ঠ্য (ইংরেজি ১৮১৪, ১৮ জুন)।

Dhaka University Institutional Repository

১০২। পত্র সংখ্যা- ১২২
লিপিকাল- বাংলা ১২২১, ১ জৈষ্ঠ্য (ইংরেজি ১৮১৪, ১৩ জুন)।
১০৩। পত্র সংখ্যা- ১২৩
লিপিকাল- বাংলা ১২২১, ১৫ জৈষ্ঠ্য। ইংরেজি ১৮১৪, ১৮ জুন।
১০৪। পত্র সংখ্যা- ১২৭
লিপিকাল- বাংলা ১২২০, ১ আশ্বিন (ইংরেজি ১৮১৪, ২২ জুন)।
১০৫। পত্র সংখ্যা- ১২৮
লিপিকাল- বাংলা ১২২০, ১ আশ্বিন (ইংরেজি ১৮১৪, ২২ জুন)।
১০৬। পত্র সংখ্যা- ১২৯
লিপিকাল- বাংলা ১২২১, ১ আষাঢ় (ইংরেজি ১৮১৪, ২৩ জুন)।
১০৭। পত্র সংখ্যা- ১৩২
লিপিকাল- বাংলা ১২২১, ১৮ বৈশাখ (ইংরেজি ১৮১৪, ৭ জুলাই)।
১০৮। পত্র সংখ্যা- ১৩৩
লিপিকাল- বাংলা ১২২১, ২৬ আষাঢ় (ইংরেজি ১৮১৪, ১১ জুলাই)।
১০৯। পত্র সংখ্যা- ১৩৪
লিপিকাল- বাংলা ১২২১ (ইংরেজি ১৮১৪, ১৬ জুলাই)।
১১০। পত্র সংখ্যা- ১৩৫
লিপিকাল- বাংলা ১২২১, ২ আষাঢ় (ইংরেজি ১৮১৪, ২৫ জুলাই)।
১১১। পত্র সংখ্যা- ১৩৬
লিপিকাল- বাংলা ১২২১, ১৬ পৌষ (ইংরেজি ১৮১৪, ২৫ জুলাই)।
১১২। পত্র সংখ্যা- ১৩৭
লিপিকাল- বাংলা ১২২১, ১৩ শ্রাবণ (ইংরেজি ১৮১৪, ৩০ জুলাই)।
১১৩। পত্র সংখ্যা- ১৩৮
লিপিকাল- বাংলা ১২২১, ১৪ শ্রাবণ (ইংরেজি ১৮১৪, ৩০ জুলাই)।
১১৪। পত্র সংখ্যা- ১৩৯
লিপিকাল- বাংলা ১২২১, ১৭ শ্রাবণ (ইংরেজি ১৮১৪, ৩ আগষ্ট)।

....

(দুই) মালজামিনী পত্র

১। পত্র সংখ্যা- ৫
জেলা- বাখরগঞ্জ, পরগনা- নাজীরপুর
লিপিকাল- ২৩ অগ্রাহায়ণ ১২১৮ বাংলা (১৮১১ ইংরেজি)
২। পত্র সংখ্যা- ৫০
জেলা- বাখরগঞ্জ, ব্রিটিশ সরকার, সাকিম- উজির পুর, পরগনা- বাঙরোড়া জমিদারী পরগনা রত্নদীকালিকাপুর।
লিপিকাল- ১১ পৌষ ১২১৯ বাংলা। ২৪ আগষ্ট ১৮১২ ইংরেজি।
৩। পত্র সংখ্যা- ৫১
জেলা- বাখরগঞ্জ, পরগনা- বাঙরোড়া জমিদারী পরগনা
রত্নদীকালিকাপুর।
লিপিকাল- ১১ পৌষ ১২১৯ বাংলা। ২৮ আগষ্ট ১৮১২ ইংরেজি।
৪। পত্র সংখ্যা- ৫২

Dhaka University Institutional Repository

সাকিম- উজিরপুর পরগনা- বাঙরোড়া, জমিদারী পরগনা
রত্নদীকালিকাপুর।
লিপিকাল ১১ পৌষ ১২১৯ বাংলা । ২৮ আগষ্ট ১৮১২ ইংরেজি।

৫। পত্র সংখ্যা- ৫৩
সাকিম- উজিরপুর পরগনা- বাঙরোড়াজমিদারী পরগনা
রত্নদীকালিকাপুর।
লিপিকাল- ১১ পৌষ ১২১৯ বাংলা । ২৮ মে ১৮১২ ইংরেজি।

৬। পত্র সংখ্যা - ৪৮
জেলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ২১ জুলাই ১৮১৪। বাংলা ১১ আষাঢ় ১২১৯।

৭। পত্র সংখ্যা পত্র : ১২৪
শাকিম- হাজীপুর, পরগনা দক্ষিন শাহাবাজপুর- জিলা জালালপুর
লিপিকাল- ২১ মার্চ ১৮১৬ ইং, ২৩ আশ্বিন ১২২১ বাংলা।

(তিন) অলিআহাদ নামা

১। পত্র সংখ্যা- ৫৪
সাকিম- সন্তোষপুর, পরগনা- উত্তর শাখা রাজপুর, পরগনা- বৈকণ্ঠপুর, পরগনা- দক্ষিণ শাহাবাজপুর, পরগনা- গোপালপুর, সুজানগর।
লিপিকাল- ৭ পৌষ ১২১৯ বাংলা । ২০ অক্টোবর ১৮১২ ইংরজী।

(চার) কর্জ আদায়ে বরাতী পত্র

১। পত্র সংখ্যা- ৬১
সাকিম- ভান্ডারিয়া, পরগনা- সৈয়দপুর, জোয়ার আতরখালি সিংহ খালি, কিসমত।
লিপিকাল- ২৬ ফাল্গুন ১২১৯ বাংলা । ১৯ মার্চ ১৮১৩ ইংরজী।

(পাঁচ) একরার পত্র

১। পত্র সংখ্যা- ৪৬
পরগন-া বোজরগউমেদপুর, সাকিম- কলসকাটি, পরগনা- আওরঙ্গপুর। জেলা-বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ১৪ অক্টোবর ১৮১২, ২৫ অগ্রহায়ণ ১২১৯।

২। পত্র সংখ্যা- ১৩০
শাকিম রায়েরকাটি, পরগনা- সিলেমাবাদ
লিপিকাল- ২৩ জুন ১৮১৪ ইং,১ আষাঢ় ১২২১ বাংলা।

৩। পত্র সংখ্যা- ৬৬
পরগনা- সিলেমাবাদ।
লিপিকাল- ২৭ ফাল্গুন ১২১৯ বাংলা ।

৪। পত্র সংখ্যা- ৭২
পরগনা- চন্দ্রদ্বীপ, জোয়ার শালুকা, তালুক- খাজেনুর।
লিপিকাল- ২৫ চৈত্র ১২১৯ বাংলা । ৯ জুন ১৮১৩ ইংরেজি।

৫। পত্র সংখ্যা- ৮১
পরগনা- শাকিম সন্তোষপুর, পরগনা- উত্তর শাহবাজপুর, সদর- দেওয়ানি আদালত।
লিপিকাল- ১২ শ্রাবণ ১২২০ বাংলা । ২ আগষ্ট ১৮১৩ ইংরেজি।

(ছয়) হাজীর জামিনী ও মালজামিনী

১। পত্র সংখ্যা- ৭৪
সাকিম- গুলমান, পরগনা- সেলিমাবাদ, মোতালকে জিলা- বাখরগঞ্জ।
লিপিকাল- ২৯ জৈষ্ঠ্য, ১২২০ বাংলা । ১৪ জুন, ১৮১৩ ইংরেজি।

২। পত্র সংখ্যা- ৭৫
সাকিম- পিঞ্জারি, পরগনা- কোটালিপাড়, মোতালকে জিলা- বাখরগঞ্জ, পূর্বস্থলি পরগনা- জাহাঙ্গীর বাদ জিলা- বর্দ্ধমান
লিপিকাল- ২৯ জৈষ্ঠ্য, ১২২০ বাংলা । ১১ জুন, ১৮১৩ ইংরেজি।

(সাত)। তমসুক পত্র

১। পত্র সংখ্যা- ৯০
পরগনা-আরঙ্গপুর।
লিপিকাল- ১৫ নভেম্বর ১৮১৩, ১ আশ্বিন ১২২০।

২। পত্রসংখ্যা- ১০১
তালুক- খাপতিপাড়, পরগনা- আওরঙ্গপুর
লিপিকাল- ২১ চৈত্র, ১২২০ বাংলা । ১ সেপ্টেম্বর, ১৮১৪ ইংরেজি।

৩। পত্রসংখ্যা- ১০৪
পরগনা- আওরঙ্গপুর
লিপিকাল- ২৯ চৈত্র, ১২২০ বাংলা । ১৬ অক্টোবর, ১৮১৪ ইংরেজি।

৪। পত্রসংখ্যা- ১১৯
লিপিকাল- ১ জৈষ্ঠ্য, ১২২১ বাংলা । ১৮১৪ ইংরেজি।

(আট)।খালাষ পত্র

১। পত্রসংখ্যা- ৭৮
পরগনা- সৈদপুর, আমড়াবুনিয়া, মেঘবনিয়া, চেচড়ী, গাজীপুর। মহিষকান্দা, ক্ষোপখালি, কিসমত।
লিপিকাল- ২৯ চৈত্র, ১২২০ বাংলা । ১৬ অক্টোবর, ১৮১৪ ইংরেজি।

(নয়) কিস্তিবন্দি রূপাইয়া বাবদে কর্জ পাওনা পত্র

১। পত্রসংখ্যা- ৯৯
লিপিকাল- ১৯ কার্ত্তিক, ১২২০ বাংলা । ১১ মার্চ, ১৮১৪ ইংরেজি।

২। পত্রসংখ্যা- ১২৫
লিপিকাল- ২৬ বৈশাখ, ১২২১ বাংলা । ১৮ জুন, ১৮১৪ ইংরেজি।

(দশ) কিস্তি বন্দী রূপাইয়া বাবদে কর্জ তমষুকি পাওনা পত্র

১। পত্রসংখ্যা- ১৩১
লিপিকাল- ১২ আষাঢ়, ১২২১ বাংলা । ২৫ জুন, ১৮১৪ ইংরেজি।

(এগার)। কিস্তিবন্দি খালাস পত্র

১। পত্রসংখ্যা- ১২৬
তপে বুলতানাবাদ, মিঠাপুখরিয়া কিসমত।
লিপিকাল ৫ জৈষ্ঠ্য, ১২২১ বাংলা । ১৮ জুন, ১৮১৪ ইংরেজি।

(বার)। জমিজমা রফানামা ও একরার পত্র

১। পত্রসংখ্যা- ১৪০
লিপিকাল ৪ শ্রাবণ, ১২২০ বাংলা । ২ আগষ্ট, ১৮২৩ ইংরেজি।

(তের)। রশিদপত্র

১। পত্রসংখ্যা- ১৪১
পরগনা- সিলেমাবাদ, চরখালি, দেবিপুর, রামচন্দ্রপুর।
লিপিকাল ২৪ ফাল্গুন, ১২২১ বাংলা । ১৬ মার্চ, ১৮১৫ ইংরেজি।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ৩

দলিলপত্রসমূহে প্রাপ্ত ব্যক্তিনাম

শ্রীঅন্নপূর্না চৌধূরাইন (২১) : তিনি রত্নদিকালিকাপুরের জমিদার ছিলেন। তার স্বামীর নাম ভৈরবচন্দ্র রায়। উচ্চবিত্ত হিন্দু ঘরের নারী। সমাজের প্রভাবশালী ও উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্র। ১৮১২ সালে ২১নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়। তিনি আর্থিক সমস্যাগ্রস্ত হলে সুদে টাকা ঋণ নিয়েছিলেন।

শ্রীঅভয়চন্দ্র সেন (১৯) : তিনি বিক্রমপুর পরগনার রুপসা গ্রামে বসবাস করতেন। ১৮১২ সালে ১৯নং দলিলে তার নাম পাই। তার পরিবার ১৮১২ সালে সুদে টাকা ধার করেছিলেন।

শ্রীঅভয়দেব্য (৯০,১০৭,১৩৭) : তিনি বাঙরোড়া পরগনায় বাস করতেন। উল্লেখযোগ্য ভুমির মালিক। তিনি সুদে টাকা ঋণ নিয়েছেন।

শ্রীঅভয়াচরনশেন চৌধূরী (৮১) : ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। তার অনেক ভূ-সম্পত্তি ছিল। তিনি লেখাপড়া জানতেন।

শ্রীঅভয়া দেব্যা (২৬) : ১৮১২ সালে তিনি জীবিত ছিলেন। সম্মানিত বিধবা।

শ্রীঅমরকৃষ্ণ দত্ত (২৭,৩০) : ১৮১১ সালের ২নং দলিলের একজন সাক্ষী। তিনি কাশেরগাও গ্রামে বসবাস করতেন। তিনি লেখাপড়া জানতেন এবং পেশায় মোক্তার ছিলেন।

শ্রীঅমরকৃষ্ণ দত্ত (৩০,৫৯) : বিক্রমপুর জেলায় বসবাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল ব্যক্তি। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। তিনি পেশায় মোক্তার ছিলেন। তিনি এই দলিলের লেখক।

শ্রীঅমরকৃষ্ণ দত্ত (৯২) ১৮১৪ : সালে বরিশালের কালুর গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীআইটা সিকদার (৯৩) : তিনি বরিশালের তারাবুনিয়া গ্রামে বাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন। তার অনেক চাষের জমি ছিল।

শ্রীআইবাগাজী (৫৪) : উত্তরশাহবাজপুর পরগনার শত্তশপুর গ্রামে বাস করতেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীআজীউল্লা মর্দা (১২৯,১৩০) : বরিশালের লাহুবি গ্রামে বাস করতেন। ১৮১৪ সালে এই দলিলের সাক্ষী হন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীআদ্দেশ্বরি চৌধূরাইন (৫০,৫১,৫২,৫৩) : উচ্চবংশীয় হিন্দু নারী। তার অনেক ভূ-সম্পত্তি ছিল। তিনি বেশ প্রভাবশালী নারী ব্যক্তিত্ব।

আদ্যেস্বরি চৌধুরাইন (৯১) : জমিদারপত্নী। প্রভাবশালী মহিলা। স্বামী শ্রীসম্ভুচন্দ্ররায় চৌধুরী। পারিবারিক প্রয়োজনে ঋণ গ্রহন করেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীআব্বাচআলী চৌধূরী (৫৭) : সম্ভ্রান্ত মুসলিম।অনেক ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন।

শ্রীআলিরাজা (৮১) : হাছনরাজার পুত্র শ্রীআলিরাজা। সত্তসপুর পরগনার উত্তরশাহবাজপুর গ্রামে বাস করতেন। ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবার।

শ্রীআত্তরাম শর্মন (৮৯) : কলাপুর গ্রামে বাস করতেন। সচ্ছল গৃহস্থ।

শ্রীআসারাম গোপ (৮৪) : বরিশালে বসবাস করতেন। নিম্মবিত্ত লোক।

শ্রীইজতুল্লাহ (৫৪) : ১৮১২ সালে অলিআহাদনামা পত্রের সাক্ষী হন। মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ।

শ্রীইন্দ্রনাথ শর্মা (৩৩,৩৪) : তিনি হুবনপুর গ্রামে বসবাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ।

শ্রীএকতারমামুদ নাইয়া (১০৩) : মোটামুটি সচ্ছল। তিনি সালুখা গ্রামে বাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীএবাদতখা (৬২) : মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ। ১৮১২ সালে দারিয়াল গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীএতিমন্নেছা (৭৩,৯৪) : সৈদ সেয়াজদ্দিনের স্ত্রী। বুদ্বিমতি, মুসলিম নারী। আর্থিক সমস্যাগ্রস্ত হয়ে সুদে টাকা ঋণ করেছেন।

শ্রীএমানবকস (৯৪) : নাজিরপুর তপের নলচিড়া গ্রামে তিনি বাস করতেন। ১৮১৪ সালে তিনি জীবিত ছিলেন। মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ । সুদে টাকা ঋণ নিয়েছেন।

শ্রীওহায়েদ গাজী (১) : ১৮১১ সালে তিনি চাখার গ্রামে বসবাস করতেন। তিনি ১নং দলিলের একজন সাক্ষী।

শ্রীকমলকৃষ্ণ শেন (১৫) : তিনি বেহারিপুর গ্রামে বসবাস করতেন। ১৮১২ সাল জীবিত ছিলেননা। ১৫নং দলিলের সাক্ষী।

শ্রীকমলকৃষ্ণ সেনক(৩) : ১৮১১ সালে ৩নং দলিলের একজন সাক্ষী।পরগনা বাঙরোড়ায়ে তিনি বসবাস করতেন।

শ্রীকমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (৬০) : তিনি ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীকরমবকস (১২৯,১৩০) : মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ। বরিশালের গোপালপুর গ্রামে বাস করতে। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীকলন্দর সিংহ (২৮) : তিনি ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব। মহাজনি ব্যবসায় সাথে জড়িত ছিলেন।

শ্রীকবিরউল্লাহ (৩২) : পূর্বোক্ত কিফাইতউল্লাহর ভাই। এরা দুজনই ঋণ গ্রহন করেছিলেন।

শ্রীকান্ত রায় (১৩৭) : পূর্বোক্ত কেবলকৃষ্ণ রায়ের ভাই। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীকান্তিবোন দত্ত (১০৯) : তিনি সৈদপুর পরগনার চেচড়ি গ্রামে বাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ।

শ্রীকার্তিকরাম দাস (৪৬) : তিনি হাওলাদার ছিলেন। অনেক ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। সমাজে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব।

শ্রীকার্ত্তিকরাম কাজুনিয়া (৫৫) : অবস্থাসপন্ন ব্যবসায়ী। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। মহাজনী ব্যবসায় জড়িত ছিলেন।

শ্রী কার্ত্তিক রাম দত্ত (৮৬) : মোটামুটি সচ্ছল কৃষক। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীকানুরাম দাস (৭৬) : তার অনেক কৃষিজমি ছিল। তিনি দক্ষিনশাহাবাজপুর পরগনায় বাস করতেন।

কালাই জবর (৬১) : মোটামুটি সচ্ছল ব্যক্তি। আতরখালি জোয়ারে বাস করতেন।

শ্রীকালাকৃষ্ণ দত্ত (৭৯) : চাচরিপাশা গ্রামে বাস করতেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীকালাচাঁদ দাস (১১৬) : তিনি খলিসাকোটা গ্রামে বাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল পরিবার।

শ্রীকালাচাঁদ শর্মা (৮৫) : মোটামুটি সচ্ছল কৃষক। তিনি রহমতপুর গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীকালাচাঁন্দ (৮৩) : সচ্চল গৃহস্থ। বরিশালে বসবাস করতেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীকালাচান্দ শর্মা (২০) : তিনি ১৮১২ সালের ২০নং দলিলের একজন সাক্ষী। সাসীড়া গ্রামে তিনি বসবাস করতেন।

শ্রীকালীকাপ্রশাদ দাশ (১২০,১২১,১২৩,১২৪,১২৫,১২৬) : ১৮১৪ সালে সন্যাসীকান্দা গ্রামে বাস করতে। মোটামুটি সচ্ছল কৃষক।

শ্রীকালীকাপ্রসাদ রায় (১২৪) : দক্ষিনশাহাবাজপুর পরগনায় হাজীপুর গ্রামে বাস করতেন। ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। তিনি মহাজনী ব্যাবসার সাথে জড়িত ছিলেন।

শ্রীকালীকিঙ্করশেন (১২০,১২১,১২২,১২৩,১২৬) : তিনি কালীয়া গ্রামে বাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীকালীকিশোর সেন (৪৩) : পূর্বক্ত কৃষ্ণকিশোরসেনের ভাই। তিনি ১৮১২ সালে বেঁচে ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীকালীকৃষ্ণ দত্ত (৬৭) : তিনি চাচরিপাশা গ্রামে বাস করতেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীকালীচাঁদ ঘোষ (৪৭) : তিনি চন্দ্রদীপ পরগনায় বসবাস করতেন। মধ্যবিত্ত কৃষক। ১৮১২ সালে তিনি জীবিত ছিলেন।

শ্রীকালীচন্দ্র সেন (৪৮) : ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। তিনি ইজারাদার ছিলেন। ১৮১২ সালের দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীকালীচরন চক্রবর্তী (৪৬) : তিনি বোজরগউমেদপুর পরগনার হোসনাবাদ গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তি।

শ্রীকালীদাস চক্রবর্তী (৪৩) : তিনি ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব। ১৮১২ সালে ৪৩নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীকালীদাস শর্মা (৪১,৪২) : তিনি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। লক্ষ্মিরদিয়া গ্রমে বাস করতেন। ১৮১২ সালে বেঁচে ছিলেন।

শ্রীকালীদাশ রায় (১৩৭) : পূর্বোক্ত কেবলকৃষ্ণ রায়ের ভাই। তারা একই পরিবারের সদস্য।

শ্রীকালীনাথ রায় (৭৪,৭৫) : জাহাঙ্গীরাবাদ পরগনায় বর্দ্ধমান জিলার পূর্বস্থানী গ্রামে বাস করতেন। তার অনেক তালুক ছিল । ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীকালিপ্রসাদ আইচ (২৬) : তিনি স্যামপুর গ্রামে বসবাস করতেন। সচ্ছল গৃহস্থ।

শ্রীকালীপ্রসাদ দাস (৯০,১০৭) : হযরতপুর গ্রামে বাস করতেন। মধ্যবিত্ত ব্যক্তি। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীকালিশঙ্কর শেন (১১) : তিনি উত্তর শহাবাজপুর পরগনায় বসবাস করতেন। ১৮১২ সালে ১১নং দলিলের তিনি একজন সাক্ষী।

শ্রীকালীশঙ্কর শেন (৮১) : ১৮১২ সালে উত্তরশাহবাজপুর পরগনায় বসবাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ।

শ্রীকালীসঙ্কর দত্ত (৫৯) : তিনি গ্রদবন্দর পরগনায় জন্মগ্রহন করেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীকালীসংঙ্কর সেন (৪৮,৫৪) : তিনি গোয়ালভাওর গ্রামে বাস করতেন। তিনি ৫৪নং দলিলের লেখক। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীকালীসঙ্কর রায় (৬৬) : তিনি সিলেমাবাদ পরগনায় বসবাস করতেন। প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীকালীসঙ্কর দত্ত (৮৯) : উল্লেখযোগ্য ভূ-সম্পত্তি থাকলেও অভাবগ্রস্ত ছিলেন। তিনি সুদে টাকা ঋণ নিয়েছেন। শিবপুর গ্রামের বাসিন্দা।

শ্রীকালীসঙ্কর গুহ (২৯) : শ্রীজয়চন্দ্র গুহের ভাই। তারা আর্থিক সমস্যাগ্রস্ত ছিলেন। ১৮১২ সালে তারা জীবিত ছিলেন।

শ্রীকাশীকিঙ্কর (১১৬,১১৮) : তিনি সিলেমাবাদ পরগনায় রায়েরকাঠি গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীকাশীচরন ঘোষ (১৭) : তিনি ১৮১২ সালে ১৭নং দলিলে সাক্ষী।

শ্রীকাশীনাথ চক্রবর্তী (৮৭) : ঋণগ্রস্থ মধ্যবিত্ত লোক। ১৮১২ সালে সুদে টাকা ঋণ নিয়েছেন।

শ্রীকাশীনাথ চক্রবর্তী (২৪) : মোটামুটি সচ্ছল কৃষক। তিনি বরিশালে বসবাস করতেন। ১৮১২ সালের দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীকাশীনাথ গুহ (১৩) : তিনি ১৮১২ সালের ১৩নং দলিলের একজন সাক্ষী। তিনি সোনারগাঁও শাকিমে বসবাস করতেন।

শ্রীকাশীনাথ গুহ (৮৫) : সম্পন্ন গৃহস্থ। বরিশালের দারিকা গ্রামে বাস কতেন।

শ্রীকাশীনাথ ঘোষ (৪৪,৪৫,৬৭) : তিনি সাধারন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ১৮১২ সালে তিনি বেঁচে ছিলেন। বাধনপাড়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।

শ্রীকাশিনাথ দত্ত (১৩) : তিনি চন্দ্রদীপ পরগনায় বসবাস করতেন। ১৮১২ সালে ১৩নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীকাশীনাথ দত্ত (১৩,৬) : ১৮১২ সালে ১৩নং দলিলের একজন সাক্ষী। তিনি চন্দ্রদীপ পরগনায় বসবাস করতেন। ১৮১১ সালের ৬নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।তিনি খাজেনুর তালুকের একজন হিস্যাদার।

শ্রীকাশিনাথ দাস (৩৫) : তিনি বিরমহল গ্রামে বসবাস করতেন। ১৮১২ সালে এই দলিলের একজন সাক্ষী হন।

শ্রীকাশীনাথ দাস (৩৭) : বাধনপাড়া গ্রমে বসবাস করতেন। ১৮১২ সালে তিনি ৩৭নং দলিলের সাক্ষী হন।

শ্রীকাশীনাথ রায় (১৮) : ১৮১২ সালে ১৮নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়। তিনি সুদে টাকা ধার করেছেন।

শ্রীকাশীনাথ শর্মা (১১৫,১১৬) : তিনি বরিশালের উঁজিরপুর গ্রামে বাস করতে। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীকাশীনাথ শর্মন (২৪) : তিনি সচ্ছল কৃষক। তিনি রূপশাতলী গ্রামে বসবাস করতেন।

শ্রীকাশীনাথ শেন (৬৯) : মোটামুটি ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। তারপরেও তিনি অভাবী ছিলেন। সুদে টাকা ঋণ নিয়েছেন। পোনাবালিয়া গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীকাশীনাথ শেন (৭৩,৭৪,৭৫) : সচ্ছল গৃহস্থ। মোটামুটি কৃষি জমি ছিল।

শ্রীকাশীনাথ শেন (৯৪) : কোটালিপাড়া গ্রামে বাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীকিফাইতউল্লাহ(৩২,২৩):সম্ভ্রান্ত মুসলিম। পারিবারিক প্রয়োজনে সুদে টাকা ধার করেছিলেন। ১৮১২ বেঁচে সালে ছিলেন।

শ্রীকিত্তিচন্দ্র রায় (১৩৭) : মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ। আওরঙ্গপুর পরগনায় বাস করতেন।

শ্রীকিত্তিচন্দ্র দাস (১৬) : তিনি খলিসাকোটা গ্রামে বসবাস করতেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। তিনি ১৬নং দলিলে সাক্ষী হন।

শ্রীকির্ত্তিচন্দ্র দাস (২৩) : সম্পন্ন কৃষক। তিনি কাসিপুর গ্রামে বসবাস করতেন। তিনি এই দলিলের একজন সাক্ষী।

শ্রীকির্ত্তিনারায়ণ (৪০) : তিনি মোটামুটি সচ্ছল ব্যক্তি ছিলেন। পারিবারিক প্রয়োজনে ১৮১২ সালে টাকা ঋণ নেন।

শ্রীকিত্তিচন্দ্র সেন (১২৭) : গৈলা গ্রামের বাসিন্দা। তার কিছু কৃষিজমি ছিল । ১৮১৪ সালে এই দলিলের সাক্ষী হন।

শ্রীকিত্তিনারায়ণ গুপ্ত (৩০) : তিনি খলিসাকোটা গ্রামে বসবাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল কৃষক।

শ্রীকিত্তিনারায়ণ গুপ্ত (১১১) : তিনি খলিসাকোটা গ্রামে বাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্ত।

শ্রীকিত্তি নারায়ণ (৮৫) : ঋণগ্রস্ত তাতী সম্প্রদায়ের লোক। ১৮১২ সালে বাঙরোড়া পরগনার উজিরপুর গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীকিত্তিনারায়ণ সেন (৪৪,৬৭) : প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক তবে অভাবগ্রস্ত। ১৮১২ সালে সুদে টাকা ঋণ নিয়েছেন।

শ্রীকুদরতউল্লাহ সরদার (১০২) : সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান। তবে অনেক ভূ-সম্পত্তি ও ছিল। প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। তিনি মহাজনী ব্যবসার সাথে জরিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীকৃষ্ণ গুহ (১) : ১৮১১ সালে শাহাজাদপুর গ্রামে বসবাস করতেন। ১নং দলিলের তিনি একজন সাক্ষী

শ্রীকৃষ্ণকান্ত রায় (২৮) : তিনি সম্ভবত শ্রীকৃষ্ণসুন্দর রায়ের ভাই। অভিজাত হিন্দু পরিবারের সন্তান। গ্রামে তাদের পরিবার সুপরিচিতি ছিল।

শ্রীকৃষ্ণকান্ত রায় (১৩৭) : কিছু ভূ-সম্পত্তি ছিল । তবে অভাবগ্রস্ত। ১৮১৪ সালে আওরঙ্গপুর পরগনায় বাস করতেন।

শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর দাস (৬৪,৬৫,৬৬) : তিনি রায়েরকাঠি গ্রামে বাস করতেন। ১৮১২ সালে বেঁচে ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকিশোর (১২৪) : সচ্ছল কৃষক। খাশবা গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীকৃষ্ণকিশোর সেন (৪৩) : সচ্ছল গৃহস্থ। আর্থিক প্রয়োজনে সুদে টাকা ঋণ নিয়েছেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকিশোর লাহিড়ি (৫) : নাজিরপুর পরগনার ধনী ও প্রভাবশালী ব্যাক্তি। তিনি নাজিরপুর পরগনার জমিদার ইজারা নিয়েছিলেন। ১৮১১ সালে ৫নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ভরদ্দাজ (৪১) : তিনি ধনী ও প্রতাপশালী ব্যাক্তি। ১৮১২ সালে বরিশালে বাস করতেন। তার মহাজনী ব্যবসা ছিল।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ দাস (৬৪,৬৫,৬৬) : মোটামুটি ভূ-সম্পত্তির মালিক। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শরকার (১১) : ১৮১২ সালে ১১নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায় । তিনি ১৮১২ সালে বেঁচে ছিলেন ।

শ্রীকৃষ্ণদুলাল শাহা (১৮) : তিনি গ্রামের প্রতাপশালী ও সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। ১৮নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণনাথ রায় (৪৮) : ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ দাশ (৫৬) : তিনি বরিশালের কোন এক গ্রামে বাস করতেন। ১৮১২ সালে বেঁচে ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ রায় (৮০,১০৪) : ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। প্রতাপপুর গ্রামে বাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল ব্যাক্তি। ১৮১৪ সালে সুদে টাকা ঋণ নিয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণমোহনদাস (৪৯) : বরিশালের সোহাগদল গ্রামের বাসিন্দা। তার ৩০ একর কৃষিজমি ছিল।

শ্রীকৃষ্ণমোহন শেন (৯১) : সম্পন্ন কৃষক। ১৮১২ সালে বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীকৃষ্ণমোহন সেন (৭৩,৭৪,৭৫) : তিনি সিলেমাবাদ পরগনায় বাস করতেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীকৃষ্ণরামায়ণ দাস (৩) : ১৮১১ সালে তিনি কলসকাঠি গ্রামে বসবাস করতেন ।তিনি ৩নং দলিলের একজন সাক্ষী।

শ্রীকৃষ্ণ শর্মমত (১২৪) : সচ্ছল গৃহস্থ। শাহজাদপুর পরগনার অভয়নিল গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীকৃষ্ণশেখর ঘোষ (২৭) : গাভা গ্রামের অধিবাসী। তিনি ১৮১২ সালে ২৭নং দলিলে সাক্ষী হন। অবস্থাসম্পন্ন কৃষক।

শ্রীকৃষ্ণসুন্দর রায় (২৮) : তিনি প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। ১৮১২ সালে বরিশালে বসবাস করতেন।

শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাস (৯৫) : সচ্ছল গ্রহস্থ ।১৮১৪ সালে সালুখা গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাস (১২৯,১৩০) : বরিশালের রুনসি গ্রামে বাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীকেবলকৃষ্ণ শর্মণ(১০) : ১৮১২ সালে ১০নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায় । তিনি আগলা গ্রামে বসবাস করতেন ।

শ্রীকেবলকৃষ্ণ দত্ত (৪২) : মোটামুটি সচ্ছল ব্যক্তি। ১৮১২ সালে এই দলিলের সাক্ষী । সিবপুর গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীকেবলকৃষ্ণ শেন (২১) : তিনি উজিরপুর গ্রামে বসবাস করতেন। ১৮১২ সালে বেঁচে ছিলেন। ২১নং দলিলের সাক্ষী হন।

শ্রীকেবলকৃষ্ণ শেন (৫১,৫২,৫৩) : মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি। ১৮১২ সালে ৫১নং দলিলটির লেখক। মোক্তার পেশায় যুক্ত ছিলেন।

শ্রীকেবলকৃষ্ণ শেন (২৭-১১) : তিনি সালুখা গ্রামে বসবাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল কৃষক।

শ্রীকেবলকৃষ্ণ রায় (১৩৭) : ঋণ যুক্ত অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি। ১৮১৪ সালে আওরঙ্গপুর পরগনায় বাস করতেন।

শ্রীকেবলকৃষ্ণ শেন (৯৮) : তিনি মোটামুটি সচ্ছল কৃষক। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীকেবলকৃষ্ণ সেন (৫০) : শিক্ষিত ও সাধারন এই ব্যক্তি মোক্তার ছিলেন। বরিশালের কোন এক গ্রামে বসবাস করতেন।

শ্রীকেবলরাম দাস (১৯) : কড়িখাড়া গ্রামে বসবাস করতেন। ১৮১২ সালে তিনি জীবিত ছিলেন। তিনি একজন সাক্ষী।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীকেবলরাম রায় (৩৪) : উচ্চ মধ্যবিত্ত। ব্যক্তিগত কারনে সুদে টাকা ঋণ নিয়েছেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীকেলেমন্ত (ডাকতার)(৪৬) : ব্রিটিশ নাগরিক। ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। তিনি অনেক তালুকের নিলামে খরিদ করেন। ১৮১২ সালে ৪৬নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীকেসব মামুদ (৭১,৭২) : সচ্ছল গৃহস্থ। মোটামুটি কৃষিজমি ছিল । ১৮১২ সালে সালুকা গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীকেসব মোহাম্মদ (১৪০) : তিনি শাপপুর গ্রামে বাস করতেন। তার কিছু ভূ-সম্পত্তি ছিল । এই দলিলের একজন সাক্ষী দাতা।

শ্রীকেয়ামত খা (১) : ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন। বড়পাষা গ্রামে বসবাস করতেন। সম্ভ্রান্ত মুসলমান ছিলেন। সবাই তাকে মান্য করতেন। তিনি ১নং দলিলের একজন সাক্ষী।

শ্রীকুদরুল্লাহ (৫৪,৫৮) : উত্তর শাহাবাজপুর পরগনার কাটীয়া গ্রামে বসবাস করতেন। সচ্ছল কৃষক। ১৮১২ সালে অলিআহাদ নামপত্রের সাক্ষী হন।

শ্রীকোনাচাঁদ রায় (৩৩) : সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের সন্তান। ১৮১২ সালে বেঁচে ছিলেন। তিনি সুদে টাকা ঋণ নিয়েছেন।

খাজা আবুল হোসেন (২৭) : প্রচুর ভূ-সম্পত্তির অধিকারী প্রভাবশালী ব্যক্তি। অভিজাত শ্রেণীর মুসলিম পরিবারের সন্তান। লেখাপড়া জানতেন।

শ্রীখাজা খায়রুল্লা (২৭) : প্রচুর ভূ-সম্পত্তির অধিকারী প্রভাবশালী ব্যক্তি। সম্ভবত খাজেনূর তালুকের বাসিন্দা।

শ্রীখাজা মোহাম্মদচান্দ (২৭) : ধনী ও প্রতাপশালী মুসলিম ব্যক্তিত্ব। তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীখাজে মাহামুদচাঁদ (৯৫) : সম্ভ্রান্ত মুসলিম। ভূ-সম্পত্তির মালিক। আর্থিক সমস্যাগ্রস্ত হয়ে সুদে টাকা ঋণ নিয়েছেন।

শ্রীখাজে গোলামনবী : (৬,৫৮,৭১) ১৮১১ সালে ৬নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায় । তিনি চন্দ্রদ্বীপ পরগনার খাজেনুর তালুকের একজন হিস্যাদার ছিলেন। শালুকা গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীখাজে বদলুর (৭১) : ১৮১২ সালে নাবালক ছিলেন। খাজেনুর তালুকে বসবাস করতেন। খাজে পরিবারের সদস্য।

Dhaka University Institutional Repository

খাজে বকষআলী (৫৮) : শালুকা গ্রামের খাজেনূর তালুকের বাসিন্দা ছিলেন। তার পরিবার প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। ১৮১২ সালে বেঁচে ছিলেন।

শ্রীখোসাল মামুদ (৪৭) : আবদুল্লাপুর গ্রামের বাসিন্দা। মুসলিম ভদ্র ব্যক্তি।

শ্রীগদাধর দাস (৯৮) : তিনি ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন। সচ্ছল কৃষক।

শ্রীগঙ্গাগবিন্দ শেন (১৪) : তিনি ১৮১২ সালে ১৪নং দলিলের একজন সাক্ষী ছিলেন। তিনি চন্দ্রদীপ পরগনায় বসবাস করতেন।

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী (১৮) : ১৮১২ সালে ১৮নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন ।

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ দাস (৩৬) : ১৮১২ সালে তিনি কড়াপুর গ্রামে বাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল ছিলেন।

শ্রীগঙ্গানারায়ণ শেন (৩৭,৩৮,৩৯,৪০) : তিনি মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ। ১৮১২ সালে পোনাবালিয়া গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীগঙ্গানারায়ণ শেন (৪৪,৪৫) : তার পরিবার প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক হলেও তার পরিবার অভাবগ্রস্ত ছিলেন। তাই ১৮১২ সালে ৪৪নং দলিলে টাকা ঋণ নিয়েছেন। তিনি পোনাবালিয়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।

শ্রীগঙ্গানারায়ণ শেন (৬৭) : বরিশালের কোন এক গ্রামে বসবাস করতেন। সম্পন্ন গৃহস্থ।

শ্রীগঙ্গানারায়ণ শেন (৭৯) : পোনাবালিয়া গ্রামে বাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ।

শ্রীগঙ্গাচন্দ্র শেন (৮৮) : আঠক গ্রামে বাস করতেন। এই ব্যক্তি ৮৮নং দলিলের সাক্ষী দাতা।

শ্রীগঙ্গাহরিতর্ক শীধ্যান্ত (৮৮) : ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব। মহাজনী ব্যবসায় সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলে।

শ্রীগঙ্গাচন্দ্র বসু (৯০) : ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। আওরঙ্গপুর গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীগঙ্গাগবিন্দ শেন : (৯২) সচ্ছল কৃষক। তার কিছু কৃষি জমি ছিল। তিনি ১৮১৪ সালে পুটিয়া গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীগঙ্গাগবিন্দ সেন (১০১) : মোটামুটি সচ্ছল কৃষক। তিনি পুটিয়া গ্রামে বাস করতেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ নাগ (১৪০) : চন্দ্রদীপ পরগনায় কড়াপুর গ্রামে বাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীগদাধর দাস (৫৮) : ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। মহাজনী ব্যবসায় জড়িত ছিলেন।

শ্রীগকুলচন্দ্র গুহ (১১৬) : সচ্ছল গৃহস্থ। ১৮১৪ সালে বরিশাল মোকামে বাস করতেন। তিনি সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন।

শ্রীগকুলচন্দ্র বসু (১০৭,১৩৫) : মোটামুটি সচ্ছল কৃষক । তিনি চন্দ্রদীপ পরগনার হরিসেন গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীগরিবুল্লাহ (৯৮) : তিনি বরিশালের শালুকা গ্রামে বাস করতেন। তার কিছু কৃষি জমি ছিল ।

শ্রীগাজীমুহাম্মদ (১০৩) : ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। মহাজনী ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীগোকুলচন্দ্র শর্মন (২২) : সম্পন্ন গৃহস্থ। ১৮১২ সালে বরিশালের নবগ্রামে বসবাস করতেন। তিনি একজন সাক্ষী দাতা।

শ্রীগোকুলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (২৬) : শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত। তিনি ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। পেশায় মোক্তার ছিলেন।

শ্রীগোকুল পোদ্দার (৮৯) : তিনি মোটামুটি সচ্ছল মানুষ। মাধবপাশা গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীগোকুলচন্দ্র ঘোষ (৯৪) : তিনি বরিশালের কাশিপুর গ্রামে বাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন। সাধারন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক।

শ্রীগোকুলচন্দ্র বসু (১৩৭) : ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তি। প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক। আওরঙ্গপুর পরগনায় বাস

শ্রীগোপালকৃষ্ণ শর্মন (৮৭) : মধ্যবিত্ত কৃষক। ১৮১২ সালে উজিরপুর গ্রামে বাস করতেন।

করতেন।

শ্রীগোপালকৃষ্ণ ঘোষ (৯৬) : মোটামুটি সচ্ছল কৃষক। বাঙরোড়া পরগনার জাগ্রনিরকাটি গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীগোপালকৃষ্ণ শর্মা (১১০) : সচ্ছল গৃহস্থ। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন। বরিশালের পাংসা গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীগোপালকৃষ্ণ শেন (১২০,১২১,১২৩,১২৫,১২৬) : সচ্ছল গৃহস্থ । ১৮১৪ সালে বাঙরোড়া গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীগোপালকৃষ্ণ দাস (১৩৫) : তিনি নাজিরপুর গ্রামে বাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন। মোটামুটি সচ্ছল পরিবারের লোক। তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি এবং এই দলিলের লেখক।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীগোপালকৃষ্ণ গুহ (১৩৬) : শিক্ষিত ও সচ্ছল ব্যক্তি। এই দলিলের লেখক।

শ্রীগোপালকৃষ্ণ দাস (১১৩,১১৪) : বরিশালের কোন এক গ্রামে বাস করতেন। ১৮১৪ সালে তিনি জীবিত ছিলেন। ধনী ও সম্পদশালী ব্যক্তি। তিনি মহাজনী ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (১৩) : তিনি শিন্দিয়া গ্রামে বাস করতেন। ১৮১২ সালে ১৩নং দলিলের একজন সাক্ষী।

শ্রীগোপালচন্দ্র শেন (১৩৫) : তিনি হরিসেন গ্রামে বাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীগোপাল শর্মা (১৭) : তিনি ইদিলপুর গ্রামে বাস করতেন । ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন ।১৭নং দলিলের সাক্ষী।

শ্রীগোপিচন্দ্র শেন (৩২) : প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। বরিশালে বাস করতেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীগোপিচন্দ্রনাথ (৬৪,৬৫,৬৬) : শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত। এই ব্যক্তি ১৮১২ সালে পূর্বোক্ত দলিলের লেখক।

শ্রীগোপিনাথ শর্মা (৭৪,৭৫) : তিনি বিক্রমপুর পরগনায় বাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীগোপীকৃষ্ণ পুতউ (১৩৯) : বরিশালের কোন এক গ্রামে বাস করতেন। শিক্ষিত ও সচ্ছল ব্যক্তি ছিলেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন। তিনি গোমোস্তা ছিলেন।

শ্রীগোপীচন্দ্র দাস (২৮) : মোটামুটি সচ্ছল । শ্রীপুর গ্রামে বসবাস করতেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীগোপীমোহন রায় (১০৪) : প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক হলেও অভাবী ছিলেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন। পূর্বোক্ত রাজনারায়ণ রায়ের ভাই।

শ্রীগোপীরমন রায় (৬৮) : সচ্ছল গৃহস্থ । ১৮১২ সালে বরিশালে বাস করতেন।

শ্রীগোপীমোহন বাবু (১৩৭) : অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি। আওরঙ্গপুর পরগনায় বাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীগোপিচন্দ্র দত্ত (১৪১) : সচ্ছল কৃষক। খলিসাকোটা গ্রামের বাসিন্দা। ১৮১৪ সালে এই দলিলে সাক্ষী হন।

শ্রীগোরাচাঁদ দাস (১৫) : তিনি ১৮১২ সালে বেঁচে ছিলেন। খলিসাকোটা গ্রামে বাস করতেন। ১৫নং দলিলের একজন সাক্ষী।

শ্রীগোরাচাঁদ শর্মন (১৩৭,১৩৮) : সচ্ছল গৃহস্থ। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীগোরাচাঁদ শর্মন (১০৪) : তিনি বরিশালের কোন এক গ্রামে বাস করতেন। সাধারন কৃষক।

শ্রীগৌরকিশোর রায় (১৩৭) : পূর্বোক্ত শ্রীগোপীমোহনবাবুর ভাই। এরা একই পরিবারের সদস্য।

শ্রীগৌরচন্দ্র রাম চৌধূরি (৯৯) : অবস্থাপন্ন ধনী ব্যবসায়ী। ১৮১৪ সালে বরিশালে বাস করতেন । মহাজনী ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন।

শ্রীগৌরচন্দ্র দত্ত (১৩২) : মোটামুটি ভূ-সম্পত্তির মালিক। ১৮১৪ সালে তিনি আলেয়া গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীগৌরমহল গঙ্গোপাধ্যায় (১১৪) : ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন। অনেক ভূ-সম্পত্তি থাকলেও নগদ টাকার প্রয়োজনে সুদে ঋণ নিয়েছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর শেন (১২৭,১২৮) : ১৮১৪ সালে এই দলিলে তার নাম পাওয়া যায়। তিনি বরিশালের কোন এক গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীগৌরি (১৯) : তার স্বামীর নাম অভয়চরন শেন। তিনি পারিবারিক প্রয়োজনে ১৮১২ সালে টাকা ধার নিয়েছিলেন। ১৮১২ সালে ১৯নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীগৌরিকান্ত মিত্র (১০১) : সচ্ছল কৃষক। ১৮১৪ সালে তিনি আরঙ্গপুর পরগনায় বসবাস করতেন।

শ্রীগৌরিকান্ত মিত্র (৩০) : তিনি মোটামুটি সচ্ছল কৃষক। তিনি সুদে টাকা ঋণ নিয়েছেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীগৌরিকান্ত মজুমদার (২) : তিনি বরিশালে বসবাস করতেন। ১৮১১ সালে তিনি জনৈক শ্রীরাজ কৃষ্ণদত্তকে সুদে টাকা ধার দিয়েছিলেন। ২নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীগৌরিপ্রসাদ চৌধূরী (৫) : ১৮১১ সালে ৫নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়। তিনি ধনী ও প্রভাবশালী ব্যাক্তিত্ব। তিনি কাসিমপুর গ্রামে বসবাস করতেন।

শ্রীগৌরিপ্রিয়া (৪) : তিনি কুসঙ্গল গ্রামে বসাবস করতেন।১৮১১ সালে বেচেঁ ছিলেন। ৪নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীগৌরিনাথ শর্মন (১১৩) : বরিশালে বসবাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীগৌরিনাথ রায় (১৩৭) : পূর্বোক্ত শ্রীগোপীমোহনবাবুর ভাই। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীগুলাপ সিংহ (৭৬) : সচ্ছল গৃহস্থ। নলাচিড়া গ্রামে বাস করতেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীগোলকচন্দ্র রায় (৫৫) : জমিদার ছিলেন। সিদ্ধেস্বরির ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীগোলামনবী (১১৫,১১৬) : মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ। বরিশালে ব্যাবসা করতেন। নগদ ১২৫ টাকার প্রয়োজনে সুদে ঋণ নিয়েছেন।

শ্রীগোলাম মামুদ (১৩৯) : সচ্ছল কৃষক। হরিনাফুলিয়া গ্রামে বাস করতেন। এই দলিলের একজন সাক্ষী দাতা।

শ্রীগোলাম হোসেনখাঁ (১২১) : বোজরগউমেদপুর পরগনায় বাস করতেন। তিনি প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন।

শ্রীচদরমালা (৯০) : আওরঙ্গপুর পরগনায় বসবাস করতেন। তার কিছু চাষের জমি ছিল।

শ্রীচাঁদ সেক (১৩৯) : জাগুয়া গ্রামে বাস করতেন। ১৮১৪ সালে এই দলিলের সাক্ষী হন।

শ্রীচন্দ্রনাথ সেন (৩৮) : মোটামুটি সচ্ছল ব্যক্তি। ১৮১২ সালে সুদে টাকা ঋণ নিয়েছেন। তিনি পোনাবালিয়া গ্রামে বাস করতেন। তিনি ভূ-সম্পত্তির মালিক হলেও অভাবগ্রস্ত ছিলেন। সুদে টাকা ঋণ নিয়েছেন।

শ্রীচন্দ্রনারায়ণ সেন (৩০,৭৯) : তিনি ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। সুদে টাকা ঋণ নিয়েছেন।

শ্রীচন্দ্রনারায়ণ শেন (৪৫) : তিনি প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক। তবে আর্থিক সমস্যাগ্রস্থ ছিলেন। ৪৫ নং দলিলে সুদে টাকা ঋণ নিয়েছেন।

শ্রীচন্দ্রনারায়ণ দাস (১২৯,১৩০) : প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক । কির্ত্তীপাশা গ্রামে বাস করতেন।

চন্দমনি গুপ্ত (৫৭) : মোটামুটি সচ্ছল। ১৮১২ সালে কর্জপত্রের সাক্ষী হন।

শ্রীচন্দ্রমালা দেব্যা (২৬,১০৭) : শ্রীঅভয়দেব্যার বোন। তিনি সুদে টাকা ঋণ নেন। সিবপুর মোকামে বসবাস করতেন।

শ্রীচন্দ্রমালা দেব্যা (১৩৭) : বৃহৎ পরিবারের সন্তান। অভাবী ও ঋণগ্রস্ত। আওরঙ্গপুর গ্রামে বাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীচন্দ্রমূখী শেন (৮৮) : হরিকুল গ্রামে বাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল ব্যক্তি।

শ্রীচন্দ্রমুনি নাগ (১০২) : ১৮১৪ সালে তিনি বরিশালের পাংসা গ্রামে বাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ।

শ্রীচন্দ্রমোহন দাস (১০৯) : মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ। সরমহল পরগনায় বাস করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীচন্দ্রশেখর গুহ (৮৪) : মধ্যবিত্ত লোক। কিছু চাষযোগ্য জমি ছিল। ১৮১২ সালে বানোরিপাড়া গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীচন্দ্রশেখর ঘোষ (১৩২) : মোটামুটি সচ্ছল ব্যক্তি। ১৮১৪ সালে আশড়ানুড়া গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত (৮৯) : সচ্ছল গৃহস্থ। ১৮১২ সালে বরিশালে বাস করতেন।

শ্রীচন্দ্রশেখর রায় (২৮) : তিনি শ্রীকৃষ্ণকান্তি রায়ের ভাই ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। তিনি সপরিবারে বরিশালে বসবাস করতেন।

শ্রীচন্দ্রশেখর শেন (১২) : ১৮১২ সালে ১২নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়। তিনি নলচিড়া গ্রামে বসবাস করতেন। এই দলিলের তিনি একজন সাক্ষী।

শ্রীচন্দ্রশেখর শেন (৩৯,৪০,৪১,৪২,৪৪) : তিনি পোনাবালিয়া গ্রামে বাস করতেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় : (১১৬,১১৮) সিলেমাবাদ পরগনার কল্লা গ্রামে বাস করতেন। সচ্ছল গৃহস্থ।

শ্রীচন্দ্রসেখর চক্রবর্তী (৪৬) : তালুকদার ছিলেন অনেক ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। তিনি ছেপাখালি গ্রামে বসবাস করতেন।

শ্রীচন্দ্রসেখর ঘোষ (২৩) : সম্পন্ন গৃহস্থ। ১৮১২ সালে তিনি জীবিত ছিলেন।

শ্রীচন্দ্রসেখর সেখ (৭০) : তার কিছু কৃষিজমি ছিল। পারিবারিক প্রয়োজনে টাকা ঋণ করেছেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীচন্দ্রসেখর সোম (৮২) : সোম পরিবারের সন্তান। তাদের প্রচুর ভূ-সম্পত্তি ছিল। বরিশালের কোন এক গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীচিত্তরাম রায় (৩৩,৩৫) : সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের সন্তান। পারিবারিক প্রয়োজনে টাকা ধার করেন।

শ্রীচিন্তারাম কর (১২৯,১৩০) : সচ্ছল গৃহস্থ। লাহুবি গ্রামের বাসিন্দা। এই দলিলের সাক্ষী দাতা।

শ্রীচৈতন্যপ্রশাদ শাহা : ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। উল্লেখযোগ্য ভূ-সম্পত্তির মালিক। মহাজনী ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন।

শ্রীজগন্নাথ সেন (১১) : তিনি কান্তকাটি গ্রামের বাসিন্দা। ১৮১২ সালের ১১নং দলিলের তিনি এক জন সাক্ষী।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীজগন্নাথ তাঁতী (৮৫) : তাঁতী সম্প্রদায়ের লোক। টাকার প্রয়োজনে তার পরিবার ঋণ গ্রহনকরেন। পূর্বোক্ত শ্রীরামগবিন্দ তাঁতী তার ভাই। বাঙরোড়া পরগনার উজিরপুর গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীজগন্নাথ শীল (১৩৭,১৩৮) : বরিশালের মহতপুর গ্রামে বাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীজগন্নাথ শেন (১২০,১২২,১২৩) : মোটামুটি সচ্ছল কৃষক। সিলেমাবাদ পরগনায় বাস করতেন।

শ্রীজগমোহ (৪৫) : তিনি সচ্ছল কৃষক। ১৮১২ সালের দলিলে তার নাম পাওয়া যায়। পারশা গ্রামের বাসিন্দা।

শ্রীজগমোহন শেন (১২১,১২৫,১২৬) : সিলেমাবাদ পরগনায় বাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীজগমোহন শেনস্য (১৫) : তিনি কুলকাটি গ্রামে বাস করতেন । ১৮১২ সালে ১৫নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীজগতচন্দ্র বশো (১৪০) : বরিশালের গাভা গ্রামে বাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল পরিবারের সন্তান। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীজগন্নুকিশোর শেন (৪৬) : তিনি সম্পন্ন গৃহস্থ। প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। ১৮১২ সালে বরিশালে বাস করতেন।

শ্রীজগবন্ধু গুহ (২০) : ১৮১২ সালে তিনি জীবিত ছিলেন। তিনি বরিশালে বসবাস করতেন। পারিবারিক প্রয়োজনে ১৮১২ সালে সুদে টাকা ঋণ করেছিলেন।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেন (১৫) : ১৮১২ সালে ১৫নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীজয়চন্দ্র গুহ (২৯) : পূর্বোক্ত শ্রীজগবন্ধু এর ভাই হন। ১৮১২ সালে তিনি জীবিত ছিলেন।

শ্রীজয়চন্দ্র দাস (৩৩,৩৪) : মোটামুটি সচ্ছল । তিনি ১৮১২ সালে উখিয়া গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীজয়চন্দ্র দাস (৭০) : তিনি চইটা গ্রামের বাসিন্দা। মোটামুটি সচ্ছল।

শ্রীজয়চন্দ্র শর্মণ(১২) : ১৮১২ সালের ১২নংদলিলে তার নাম পাওয়া যায়। তিনি ১২নং দলিলের লেখক।

শ্রীজয়নারায়ণ সেন (৫৮) : ধনী ব্যবসায়ী। বরিশালের কোন এক গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীজমীরপেয়াদা (১০৩) : তিনি শাস্তাবাদ পরগনায় বাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীজানমামুদ (১০৩) : বরিশালের কোন এক গ্রামে বাস করতেন। সম্ভ্রান্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। মহাজনী ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন। ১৮১৪ সালে তিনি জীবিত ছিলেন।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ শর্মা (৩৫) : মোক্তার ছিলেন। তিনি ৩৫নং দলিলের লেখক। অবস্থাসম্পুন্ন চাকরীজীবি।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীজীবনকৃষ্ণঃ শর্মন (১২৮) : বরিশালের সোলক গ্রামে বাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ।

শ্রীজীবনকৃষ্ণঃ শেন (৪৭) : তিনি জালালপুর পরগনার কোকাআইড় গ্রামে বাস করতেন। তিনি সচ্ছল কৃষক ছিলেন।

শ্রীজীবন গাজী (৬২) : ১৮১২ সালে বাধনপাড়া গ্রামে বাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ।

শ্রীজুগলকিসোর কর (৫৯) : তিনি কামারকাটি গ্রামে বসবাস করতেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীজুগল কৃষ্ণ (৭৭) : সচ্ছল কৃষক। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। কৃষ্ণকাটি গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীজুগলকিশোর দাস (৯৮) : তিনি মোটামুটি সচ্ছল শ্রেণীর লোক। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীঠাকুরদাস বন্দপাধ্যায় (৯,১৩১) : ১৮১২ সালে ৯নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়। তিনি শ্রীশ্যামরাম চৌধূরীর নিকট থেকে টাকা ধার করেছেন। মোটামুটি সচ্ছল ব্যাক্তি। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীঠাঙ্গর দাস (১৩৮) : মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ। দূর্গাপুর গ্রামে বাস করতেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীডেঙ্কর দাস : তিনি ১৮১২ সালে জপশা গ্রামে বাস করতেন। ২নং দলিলের একজন সাক্ষী ।

শ্রীতারাচাঁদ দাস (৩৩,৩৪,৬৯) : হুসনপুর গ্রামে বসবাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল ব্যক্তি।

শ্রীতারাচাঁদ শর্মা (১১৪) : মোটামুটি সচ্ছল ব্যক্তি। রহমতপুর গ্রামে বাস করতেন। ১৮১৪ সালে তিনি ১১৪নং দলিলে সাক্ষী হন।

শ্রীতিতা খাঁ (২৬,৮৭,১০২) : সচ্ছল গৃহস্থ। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন । তিনি দলিলের সাক্ষী। শ্রীনগর গ্রামে বাস করতেন। লেখাপড়া জানতেন। মোক্তার ছিলেন।

শ্রীতিলকচন্দ্র গুপ্ত (৯৬) : বোজরগউমেদপুর পরগনার সরমহল গ্রামে বাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীতিলকচন্দ্র দাস (৭) : ১৮১২ সালে ৭নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়। মাহিলারা গ্রামে বসবাস করতেন।

শ্রীতিলকচন্দ্র দাস (১১০) : সচ্ছল গৃহস্থ। তিনি গৈলা গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীতিলচন্দ্র দাস (১১৬) : তিনি সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সুধের ব্যাবসার সাথে জড়িত ছিলেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীতিলকচন্দ্ররায় চৌধূরী (১১৬) : বরিশাল জেলায় বাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন। ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। মহাজনী ব্যাবসার সাথে জড়িত ছিলেন।

শ্রীদিনাথ শর্মা (১৮) : তিনি ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। ১৮নং দলিলের সাক্ষী।

শ্রীদিনরাম শীল (১৪) : তিনি আবদুল্লাহপুর গ্রামে বাস করতেন। ১৮১২ সালে তিনি ১৪নং দলিলের সাক্ষী হন।

শ্রীদিপচন্দ্র রায় (৭৮) : তিনি ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। মহাজনী ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন।

শ্রীদূর্গাপ্রশাদ নাগ (১২) : তিনি উত্তরশাহাবাজপুর গ্রামে বসবাস করতেন। ১৮১২ সালে ১২নং দলিলে তিনি সাক্ষী দাতা।

শ্রীদূর্লভ খাঁ (৬৩) : তিনি খাপুরা গ্রামে বসবাস করতেন। সচ্ছল গৃহস্থ।

শ্রীদেবীদিলষুলক (৬৪) : প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক হলেও অভাবগ্রস্ত ছিলেন। সুদে টাকা ঋণ নিয়েছেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীদেবীদিলষুলক (৬৪,৬৫,৬৬) : তিনি বিক্রমপুর পরগনার রুপসা গ্রামে বাস করতেন। ১৮১২ সালে তার পরিবার সুদে টাকা ধার নিয়েছেন। তার মহাজনী কারবার ছিল।

শ্রীদেবীপ্রশাদ মুখপাদ্যায় : (১৪১) সেলিমাবাদ পরগনায় নিবাস ছিল । সম্পদশালী ব্যক্তি। তিনি গোমস্তা ছিলেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন। লেখাপড়া জানতেন।

শ্রীদোমেগুদিছিলবাশাহেব (৪,৮৩,৮৯,১০৭,১১৫,১১৬) : ব্রিটিশ নাগরিক। তিনি ১৮১১ সালে বরিশালে বসবাস করতেন। ৪নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়। তিনি মহাজনী ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন। ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি।

শ্রীধর্মনারায়ণ ঘোষ (৬২) : তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। সমাজে সম্মানিত ব্যক্তি। রঘুনাথপুর পরগনার মালয়ার গ্রামে বাস করতেন। ১৮১২ সালে সুদে টাকা ঋণ করেছেন।

শ্রীধর্মনারায়ণ শেন (১০০) : ১৮১২ সালে ১৬নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়। নলচিড়া গ্রামে বাস করতেন। ১৬নং দলিলের সাক্ষী। তিনি শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ শেনের ভাই।

শ্রীধরদাস (১১৬,১১৮) : সিলেমাবাদ পরগনার নওখালি গ্রামে বাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন। সচ্ছল কৃষক।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীধননাথ আইচ (২৬) : তিনি হরিরপুর গ্রামে বসবাস করতেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। তিনি সচ্ছল ও ভালো মানুষ।

শ্রীধন গাজী (৫৮) : সচ্ছল গৃহস্থ। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীনবকিশোর দাষ (৯৮) : তিনি ১৮১৪ সালে বরিশাল জেলার খলিসাকোটা গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীনবকৃষ্ণ দাস (৬৮) : মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ। নিজের কিছু চাষের জমি ছিল । ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীনবকৃষ্ণ গুপ্ত (৯৯) : তিনি শৈলা গ্রামে বাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন। এই ব্যাক্তি ৯৯নং দলিলের সাক্ষী দাতা।

শ্রীনবকৃষ্ণ শীল (১৩৮) : মনচর গ্রামে বাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীনবকৃষ্ণ দাস (১০০) : সচ্ছল কৃষক। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন। নলচিড়া গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীনবনারায়ণ মিত্র (৫) : তিনি ১৮১১ সালে নৈহাটি গ্রামে বাস করতেন। উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। গ্রামের সকলে তাকে মান্য করত। ৫নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীনজিরউল্লাহ (১০৩) : মোটামুটি সচ্ছল ব্যক্তি। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিল। বরিশালের কোন এক গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীনন্দকুমার রায় (৩৫) : মোটামুটি সচ্ছল ব্যক্তি। ১৮১২ সালে বিরমহল গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীনন্দদুলাল দাস (১১) : তিনি আর্থিক সমস্যায় পড়ে সুদে টাকা ঋণ নেন। ১৮১২ সালে ১১নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীনন্দরাম গুহ (১৪০) : চন্দ্রদীপ পরগনায় বাস করতেন। তার মোটামুটি ভূ-সম্পত্তি ছিল। জমিদার তালুকদারদের সাথে তার সুসম্পর্ক ছিল ।

শ্রীনারায়ণ শেন (১৩৭) : হযরতপুর গ্রামের বাসিন্দা। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র দাস (৭০) : তিনি মোটামুটি সচ্ছল। চইটা গ্রামে বাস করতেন। ১৮১২ সালে এই দলিলের এক জন সাক্ষী।

শ্রীন্যায়ামত খাঁ (৬২) : ১৮১২ সালে ইচাপুরা গ্রামে বাস করতেন। সচ্ছল গৃহস্থ।

শ্রীনিবচন্দ্র সেন (৩) : ১৮১১ সালে ৩নং দলিলে একজন সাক্ষী । গুঠিয়া গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীনিবচন্দ্র দাস (৩) : কোটালীপাড়া গ্রামে তিনি বসবাস করতেন। ১৮১১ সালে তিনি জীবিত ছিলেন। ১৮১১ সালে ৩নং দলিলের সাক্ষী।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীনিমচন্দ্র দাস (৮৮) : মোটামুটি সচ্ছল কৃষক। আঠক গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীনিলকন্ঠ দাস (৪১,৪২) : তিনি ১৮১২ সালে দাদপুর গ্রামে বাস করতেন। তিনি মোটামুটি সচ্ছল ব্যাক্তি। ৪১,৪২।

শ্রীনিলকন্ঠ দাস (৬৮) : তিনি কুলকাটি গ্রামে বাস করতেন। ১৮১২ সালে এই ব্যাক্তি কর্জপত্রের সাক্ষী হন।

শ্রীনিমচাঁদ গুহ (৩৭,৩৮,৩৯) : তিনি ১৮১২ সালে বাড়ইখালি গ্রামে বসবাস করতেন।

শ্রীনিত্যানন্দ শাহা (৭৭,৭৮) : সচ্ছল কৃষক। ১৮১২ সালে মহদীপুর গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীনিলমাদব দত্ত (৮৯) : উল্লেখযোগ্য ভূ-সম্পত্তি থাকলেও অভাবগ্রস্ত ছিলেন। সুদে টাকা ঋণ নিয়েছেন। পূর্বোক্ত শ্রীহরচন্দ্র দত্ত তার ভাই।

শ্রীনীলমনি আইচ (৩০) : তিনি হরিরপুর গ্রামে বসবাস করতেন। সচ্ছল কৃষক । ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীনীলচন্দ্র ঘোষ (৭০) : কিছু কৃষিজমির মালিক ছিলেন। তিনি কাশিপুর গ্রামে বাস করতেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীনীলমনি আইচ (১৩৭) : হরিরপুর গ্রামে বাস করতেন। সচ্ছল গৃহস্থ। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীনেভাজ তেন্তারি (৩) : আর্থিক সমস্যাগ্রস্ত মুসলিম। ১৮১১ সালে ৩নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীনুরদরাজ রাড়ী (৫০,৫১,৫২,৫৩) : সচ্ছল গৃহস্থ। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। শান্দরিয়া গ্রামে বাসকরতেন।

শ্রীনূর আলি (৯৩,১০৫) : তিনি বরিশালে বাস করতেন। ভূ-সম্পত্তি থাকলেও অভাবগ্রস্ত ছিলেন। তিনি আলেকান্দা গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীনূর বকব (৬১) : সৈয়দপুর পরগনার আতরখালি গ্রামে বাসকরতেন। তার অনেক ভূ-সম্পত্তি ছিল।

শ্রীপরমবুক ঠাকুর (১২১) : ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব। ১৮১৪ সালে তিনি সুলতানাবাদ পরগনায় বসবাস করতেন। মহাজনী ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন।

শ্রীপদ্মপ্রসাদ গুহ (৮,৯) : তিনি ওঠিয়া গ্রামের বাসিন্দা। ১৮১২ সালে ৮নং দলিলে তিনি সাক্ষী। দলিল নং-৯।

শ্রীপদ্মলোচন দত্ত (৩১) : সম্পদশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। ১৮১২ সালে বেচে ছিলেন। তিনি শ্রী গঙ্গাদাশ দত্তের ভাই।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীপদ্মপ্রশাদ শেন (৬৭,৬৯) : সম্পন্ন গৃহস্থ । পোনাবালিয়া গ্রামে বাস করতেন। তিনি এই দলিলের সাক্ষী দাতা।

শ্রীপদ্মপ্রশাদ শেন (৩৭,৪৪,৪৫,৬৭) : মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। তিনি পেশায় মোক্তার ছিলেন। ৪৪নং দলিলের লেখক।

শ্রীপদ্মলোচন শর্মা (৮০) : মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ। ১৮১২ সালে নাকটিয়া গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীপাদ্মোপ্রশাদ গুপ্ত (২৮) : মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ। চন্দ্রপুর পরগনায় বসবাস করতেন।

শ্রীপরান রাড়ী (৪৭,৪৮) : দূর্গাপুর গ্রামে বাস করতেন। গরিব কৃষক। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীপাটুরাম শাহা (২০) : এলাকার প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব। ১৮১২ সালে ২০নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়। তার পেশা ছিল ব্যবসা।

শ্রীপরিক্ষীত শেন (৯২) : ১৮১৪ সালে বরিশালের করোয়া গ্রামে বাস করতেন। তিনি মোটামুটি সচ্ছল কৃষক।

শ্রীপ্রানকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী (১২) : প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। ১৮১২ সালে ১২নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়। তিনি সুদের ব্যবসা করতেন।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস (১২) : ১৮১২ সালে ১২নং দলিলের একজন সাক্ষী। তিনি সোনাকাত গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণরায় চৌধূরী (৪৬) : সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের সদস্য। তিনি আওরঙ্গপুর পরগনার কলসকাটি গ্রামে বসবাস করতেন।

শ্রীপ্রাণনাথ ইন্দ্র (৬৬) : তিনি অনেক ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী (১৩৫,১৩৬) : ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। ১৮১৪ সালে বরিশালের কোন এক গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস (২৩) : তিনি কাশিপুর গ্রামে বসবাস করতেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। সচ্ছল ব্যক্তি।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস (৭৭) : মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ। চাইটা গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ সেন (৮৩) : অনেক ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। মধ্যবিত্ত এই ব্যক্তি ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। তিনি জালালপুর পরগনার কোকআইড় গ্রামে বসবাস করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ শর্মা (৯৯) : সচ্ছল কৃষক। নিজের জমি চাষাবাদ করতেন। উজিরপুর গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ বাবু (১০৪) : সচ্ছল ও শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি মোক্তার ছিলেন। ১০৪নং দলিলের লেখক।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস (১০৯) : তিনি গৌরিপাসা গ্রামে বাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল ব্যক্তি।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ শেন (১২০,১২২,১২৫) : শিক্ষিত ও সচ্ছল ব্যক্তি। ১৮১৪ সালে ১১৯নং দলিল তিনি লেখেন।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস (১৩৬) : মোটামুটি সচ্ছল ব্যক্তি। উজীরপুর গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ রায় (১৩৭) : অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি। আওরঙ্গপুর পরগনায় বাস করতেন।

শ্রীপ্রাণনাথ ইন্দ্র (৬৬) : তিনি অনেক ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীপ্রাননারায়ণ রায় (১৪০) : বিক্রমপুর পরগনার জাপসা গ্রামে বাস করতেন। ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক।

শ্রীপান্ডব মজুমদার (৭৬) : সম্পন্ন গৃহস্থ। তিনি দক্ষিন শাহাবাজপুর গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীপীর মোহাম্মদ (৪৬) : সম্ভ্রান্ত মুসলিম। গ্রামে তিনি সপরিচিত ছিলেন।

শ্রীপ্রীতনারায়ণ বাশী (২৩) : তিনি সচ্ছল গৃহস্থী। ১৮১২ সালে তিনি বরিশালের কোন এক গ্রামে বসবাস করতেন।

শ্রীপেন্যাটি আলেকজান্ডার (৯৪) : তিনি ব্রিটিশ নাগরিক। ১৮১৪ সালে বরিশালে বাস করতেন। ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব। তিনি মহাজনী ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন।

শ্রীপ্রতাপনারায়ণ দাস (৮) : প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। ১৮১২ সালে ৮নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়। তিনি জনৈক শ্রীভৈরবচন্দ্র বকশী থেকে টাকা ঋণ নেন।

শ্রীপ্রতাপনারায়ণ মজুমদার (১২৪) : ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। বরিশালে বাস করতেন।

শ্রীপাবুরাড়ী (১৩৭,১৩৮) : আওরঙ্গপুর পরগনায় বাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীবকব আলী (৬,৫৮) : তিনি চন্দ্রদীপ পরগনার খাজেনূর তালুকে বসবাস করতেন। ১৮১১ সালে ৬নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীবঙ্গচন্দ্র দাস (৪৪,৭১) : তিনি সিলেমাবাদ পরগনায় বসবাস করতেন। ভাল মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

শ্রীবঙ্গচন্দ্র নাথ (৫৮,৬৯,৭২) : সালুকা গ্রামের বাসিন্দা। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীবঙ্গচন্দ্র দত্ত (৮৯) : উল্লেখযোগ্য ভূ-সম্পত্তির মালিক হলেও অভাবগ্রস্ত ছিলেন। সুদে টাকা ঋণ নিয়েছেন। সিবপুর গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীবঙ্গচন্দ্র (১১৩) : বরিশালে বাস করতেন। ১৮১৪ সালে ১১৩ নং দলিলে নাম পাই।

শ্রীবঙ্গচন্দ্র দাশ (১১৪) : শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্র ব্যক্তি। সমাজের সবার সাথে তার সম্পর্ক ছিল। তিনি পেশায় মোক্তার ছিলেন। ১৮১২ সালে বরিশালের কোন এক গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীবঙ্গচন্দ্র দাষ (১৩৯) : বাউকাটি গ্রামে বাস করতেন। ১৮১৪ সালে তিনি এই দলিলের সাক্ষী হন।

শ্রীবদন শাহা (৩২) : সমাজের প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব। ১৮১২ সালেও বেঁচে ছিলেন।

শ্রীবদনচন্দ্র সিংহ (১৩৫) : পূর্বোক্ত শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহের ভাই। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন। আর্থিক সমস্যাগ্রস্ত ছিলেন। সুদে টাকা ঋণ নিয়েছেন।

শ্রীবরকতউল্লাহ (৬১) : সৈয়দপুর পরগনার আতরখালি গ্রামে বাস করতেন। সচ্ছল গৃহস্থ। ছোলাওঠা গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীবলরাম পোদ্দার (৬২) : ১৮১২ সালে তিনি বরিশালে বাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ।

শ্রীবংশীবদন শাহা (১৩৯) : ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন। কারবার ছিল।

শ্রীবাখর মামুদ (৮৭,৮৮) : উত্তরশাহাবাজপুর পরগনার দাদপুর গ্রামে বাস করতেন। তিনি অনেক ভু-সম্পত্তির মালিক ছিলেন।

শ্রীবাঞ্ছারাম রায় (১২৯) : শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তি । এলাকায় তার সুপরিচিতি ছিল। ১৮১৪ সালে এই দলিলের লেখক।

শ্রীব্রজকিশোর রায় (৩৩) : সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের সন্তান। সম্পদশালী গৃহস্থ। পারিবারিক প্রয়োজনে টাকা ধার করেছেন।

শ্রীব্রজরাম দাষ (৯৯) : মোটামুটি সচ্ছল ব্যক্তি। ১৮১২ সালে বেঁচে ছিলেন । গৈলা গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীব্রজকিশোর দাস (১৩৯) : সচ্ছল কৃষক। কাশিপুর গ্রামে বাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রী ব্রজানন্দ কোচ (৭৭) : মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ। চেচড়ী গ্রামের বাসিন্দা।

শ্রীবাবুরাম বসু (১৩৩) : কুমিরমারা গ্রামে বসবাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন ।

শ্রীবিলকৃষ্ণ ঘোষ (৮০) : সচ্ছল কৃষক ১৮১২ সালে কাশিপুর গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীবিলন্দরাম কর (৮১) : মেঘা গ্রামে বাস করতেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ (১৩৫) : বরিশাল জেলায় বাস করতেন। ১৮১৪ সালে তিনি জীবিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র রায় (১৩৭) : পূর্বোক্ত শ্রীহরচন্দ্র রায়ের ভাই । ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীবিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায় (৮৫) : পরগনার উজীরপুর গ্রামে বাস করতেন। সম্পন্ন ও প্রভাবশীল ব্যক্তি। মহাজনী ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন।

শ্রীবিশ্বেশ্বর সেন (৪৩) : জপসা গ্রামে বাস করতেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। সচ্ছল কৃষক।

শ্রীবিশ্বনারায়ণ শর্মন (১০০) : সচ্ছল কৃষক। তিনি নলাচড়া গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীবিষ্ণুরাম রায় (৪৮) : ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। উত্তরশাহাবাজপুর পরগনার কিছু অংশ ইজারা নিয়েছিলেন।

শ্রীবিষ্ণুচন্দ্ররায় চৌধূরী (৫০,৫১,৫২,৫৩) : বাঙ্গরোড়া পরগনার উজিরপুর গ্রামে বাস করতেন। তিনি বাঙ্গরোড়ার জমিদার ছিলেন। ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তি।

শ্রীবিষ্ণুদত্ত দাস (১২৭) : এই দলিলে তার নাম পাওয়া যায় শিক্ষিত ও ভদ্র ব্যক্তি।

শ্রীবিষ্ণু দাস (১৩১) : বাঙ্গরোড়া পরগনায় মাহিলাড়া গ্রামে বাস করতেন। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বেঁচে ছিলেন।

শ্রীবেদ্যনাথ শর্মা (২) : তিনি ১৮১১ সালে ২নং দলিলের এক জন সাক্ষী দাতা। তিনি বরিশালে বসবাস করতেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ সেন (১৩৭) : সিঙ্গাকাটি গ্রামে বাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল কৃষক।

শ্রীবৈদনাথ শেন (৭৩) : সচ্ছল গৃহস্থ । খলিসাকোটা গ্রামে বাস করতেন । ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ শর্মন (১০৮) : বরিশালে মোকামে বাস করতেন। তার বেশ কিছু কৃষি জমি ছিল।

শ্রীবৈদ্যনাথ দাস (১৯) : তিনি কড়িখাড়া গ্রামে বসবাস করতেন। ১৮১২ সালে তিনি ১৯নং দলিলে সাক্ষী হন।

শ্রীবৈদ্যনাথ গুহ (২৯) : শ্রীজয়চন্দ্র গুহের ভাই। ১৮১২ সালে তিনি জীবিত ছিলেন।

শ্রীরসবত খা (৮৩) : তিনি কৃষ্ণকাটি গ্রামের বাসিন্দা। মধ্যবিত্ত এই ব্যক্তি ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীভগীরথ সিংহ (৯৬) : সচ্ছল কৃষক। ১৮১৪ সালে বরিশালে বসবাস করতেন।

শ্রীভবানীচণ্ডীচরন (৪৬) : তিনি অনেক ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। ১৮১২ সালে তিনি জীবিত ছিলেন।

শ্রীভবানিপ্রশাদ শেন (৩) : তিনি ১৮১১ সালে ৩নং দলিলে সাক্ষী।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীভৈরবচন্দরায় (১০৪) : বাঙ্গরোড়া পরগনায় বসবাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন। প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক হলেও অভাবি ছিলেন। তার পরিবার সুদে টাকা ঋণ নিয়েছেন।

শ্রীভরতচন্দ্র ঘোষ (১০৬,১৪০) : ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন। মহাজনী কারবার ছিল। চন্দ্রদ্বীপ পরগনার গাভা গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীভাগ্যমন্ত কর (৬০) : মোটামুটি সচ্ছল ব্যক্তি। সিলেমাবাদ পরগনায় বাস করতেন।

শ্রীভবানিশঙ্কর শেন (৬) : তিনি ১৮১১ সালে চন্দ্রদ্বীপ পরগনার মাধবপাশা গ্রামে বাস করতেন। ৬নং দলিলের একজন সাক্ষী।

শ্রীভবানীশঙ্কর ঘোষ (৬২) : অনেক ভূ-সম্পত্তির মালিক হলেও অভাবগ্রস্ত ছিলেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীভাসাই (১১৬) : মোটামুটি সম্পদশালী ব্যাক্তি। বরিশালে বাস করতেন।

শ্রীভাসারাম দেয় (৬৪,৬৫,৬৬) : তিনি বাইশারি গ্রামে বসবাস করতেন। ১৮১২ সালে ৬৪ ও ৬৫ নং পত্রদ্বয়ের সাক্ষী হন।

শ্রীভূবনেশ্বর ঘোষ (৭০) : মোটামুটি সচ্ছল পরিবারের সদস্য। কাশীপুর গ্রামের বাসিন্দা।

শ্রীভুবনেশর ঘোষ (২৪) : তিনি সচ্ছল কৃষক। ১৮১২ সালে বেঁচে ছিলেন। তিনি একজন সাক্ষী।

শ্রীভৈরবচন্দ্র রায় (২১) : প্রচুর ভূ-সম্পত্তির অধিকারী ব্যক্তি। তিনি অন্নপূর্ণা চৌধূরাইনের স্বামী। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। ২১নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীভৈরবচন্দ্ররায় চৌধূরী (১১৯,১২২) : সম্পদশালী ব্যক্তি। ১৮১৪ সালে তিনি মহাজনী ব্যবসার সাথে জড়তি ছিলেন।

শ্রীভৈরবচন্দ্র রায় (১৩৭) : অভাবী ও ঋণগ্রস্ত। আওরঙ্গপুর পরগনায় বাস করতেন। পূর্বোক্ত কির্ত্তীচন্দ্র রায়ের ভাই।

শ্রীভৈরবচন্দ্র ইন্দু (৪৯) : ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব। ১৮১২ সালে তিনি মহাজনী ব্যাবসার সাথে জড়িত ছিলেন।

শ্রীভোলানাথ দাস (২১) : তিনি গৈলা গ্রামে বসবাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ। ১৮১২ সালে ২১নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীভোলানাথ গুহ (৭৩) : মোটামুটি সচ্ছল। অধুনা গ্রামের বাসিন্দা। ১৮১২ সালে এই দলিলের সাক্ষী দাতা।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীভোলানাথ শাহা (৮১,১০৫) : সন্তসপুর পরগনায় তার নিবাস ছিল। সচ্ছল ও প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীভোলানাথ দাস (৯১) : মধ্যবিত্ত কৃষক। ১৮১৪ সালে তিনি বরিশালের ভোলায় বসবাস করতেন।

শ্রীভোলানাথ (১২৬) : সুলতানাবাদ পরগনার মিঠাপুকুরিয়া গ্রামে বাস করতেন। ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব। ১৮১৪ সালে তিনি মহাজনী ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন।

শ্রীভবানীশঙ্কর শেন (৭২) : সচ্ছল ব্যক্তি। চন্দ্রদীপ পরগনার গুঠিয়া গ্রামে বাস করতেন। ১৮১২ সালে বেঁচে ছিলেন।

শ্রীমনশুক তেওয়ারী (১৪) : ১৮১২ সালে তিনি টাকা ধার নেনে। ১৮১২ সালে ১৪নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীমনহররায় চৌধূরী (৯০) : ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। তিনি বহু তালুকের তালুকদারী নিয়েছেন।

শ্রীমনহর ঘোষ (১৪০) : চন্দ্রদীপ পরগনার নওবপুর গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীমদনমোহন মুখপাধ্যায় (৬৬) : তিনি ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। ১৮১২ সালে তিনি জীবিত ছিলেন। তিনি সেলিমাবাদ পরগনায় বসবাস করতেন।

শ্রীমদননারায়ণ সেন (১২০,১২৩) : তিনি সুলতানাবাদ জমিদারের অন্তর্গত তালুকদার ছিলেন। সম্পদশালী ব্যক্তি। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ শেন (১০০) : বরিশালের নলচিড়া গ্রামে বাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল পরিবারের লোক। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন ।

শ্রীমাতাব খাঁ (২৫) : মুলাদি গ্রামে বাস করতেন। সচ্ছল গৃহস্থ। তিনি ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীমামুদ শাহা (১) : তিনি ১৮১২ সালে রাজাপুর গ্রামে বসবাস করতেন। ১নং দলিলের একজন সাক্ষী।

শ্রীমামুদ হানিফা (১১৮) : তিনি দাসখালি গ্রামে বাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন। সচ্ছল গৃহস্থ।

শ্রীমামুদ তকী (৫৮,৫৯) : ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। গ্রামে তার সু-পরিচিতি ছিল । তিনি ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীমামুদ জমা (২৫) : তিনি অভিজাত মুসলিম। তিনি ১৮১২ সালে বরিশালে বসবাস করতেন।

শ্রীমামুদ হায়াদ (১৩৫) : তিনি বরিশালের কোন এক গ্রামে বাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীমামুদ রাজা (৫৮,৬১) : সচ্ছল ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। চড়নাইয়া গ্রামে বাস করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীমামুদ হোসেন (৫৮) : তিনি চড়বোকাইনগর গ্রামে বাস করতেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীমামুদ রাড়ী (১৩৬) : বরিশালের গৈলা গ্রামে বাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল ব্যক্তি । এই দলিলের সাক্ষী ।

শ্রীমামুদ তকী (১০০,১১০) : তিনি রাজধর গ্রামে বাস করতেন। সচ্ছল কৃষক। তার কিছু ভূ-সম্পত্তি ছিল।

শ্রীমুরাদ খাঁ (১১১) : তিনি বরিশালের গোলাবাড়ী গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীমুঙ্গা খাঁ (৭৬) : মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ। তিনি চড়মোনাই গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীমোহন সিং (৫) : ফুলবোড় গ্রামে তিনি বসবাস করতেন। ১৮১১ সালে ৫নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীমোহাম্মদ শাদক (৫৪) : সম্ভ্রান্ত মুসলিম। ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তি । ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন।

শ্রীমোহাম্মদ জিয়ল (১৪) : আবদুল্লাহপুর গ্রামে তিনি বসবাস করতেন। ১৮১২ সালে ১৪নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীমোহাম্মদ শফি (১৭): তিনি দূর্গাপুর গ্রামে বাস করতেন। ১৮১২ সালে ১৭নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়। তিনি তার গ্রামে সুপরিচিত ছিলেন।

শ্রীমোহাম্মদ জমীর (৫৬,৭১) : সম্ভ্রান্ত মুসলিম। ধনী ব্যবসায়ী। ১৮১২ সালে ৫৬নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীমোহাম্মদআরজ সরদার (১০২) : তিনি সম্ভ্রান্ত মুসলিম ব্যক্তি। ধনী ও প্রতাপশালী । ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন। তিনি প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক। মহাজনী ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় (২৩) : সচ্ছল ও মহাজনী পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বরিশালে বসবাস

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দত্ত (২৮) : সচ্ছল ব্যক্তি। ১৮১২ সালে তিনি বাবরি পাশা গ্রামে বসবাস করতেন।

করতেন।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শর্মা (৩৬) তিনি ১৮১২ সালে মোক্তার ছিলেন। বরিশালে বসবাস করতেন। তিনি ৩৬নং দলিলের লেখক।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শর্মা (৪৩) : মোটামুটি সচ্ছল। তিনি কানুরগাঁও গ্রামে বসবাস করতেন। ১৮১২ সালে এই দলিলের সাক্ষী হন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায় (১০৪,১৩৭) : মোটামুটি ভু-সম্পত্তির মালিক হলেও অভাবগ্রস্ত ছিলেন। ১৮১৪ সালে তার পরিবার সুদে টাকা ঋণ নেন। আওরঙ্গপুর পরগনায় বাস করতেন।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শর্মা (১০৬) : তিনি রাধানগর গ্রামে বাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ।

শ্রীমালয়ানদে ছিলবা (২৬) : ব্রিটিশ নাগরিক। ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব। বরিশালে বসবাস করতেন। শিক্ষিত ও চতুর ব্যক্তি। মহাজনী ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন।

শ্রীমাতাবাদী (৫৪) : উত্তর শাহাবাজপুর পরগনার হাসনাবাদ গ্রামে তিনি বসবাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ।

শ্রীসেক মদনবাসু (৫৭,৬৮) : তিনি শান্তাবাদ পরগনার বাস করতেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীমামুদ জমা (৫৮,৭১,৭২) : সচ্ছল গৃহস্থ। সালুকা গ্রামের বাসিন্দা। ১৮১২ সালে ৫৮নং দলিলে সাক্ষী হন।

শ্রীসেক মামুদ (৫৮) : মোটামুটি সচ্ছল মুসলিম ব্যক্তি। তিনি শলুকা গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীসেক মুরাদ (৬১) : তিনি ভান্ডারিয়া গ্রামে বাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল ব্যক্তি।

শ্রীমজা আবুবি (৭৩,৯৪) : সৈদ পরিবারের সদস্য। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়ে সুদে টাকা ঋণ নিয়েছেন। নাজিরপুর তপের নলচিড়া গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীমেস্তরজানকিংলাক শাহেব (৭৪,৭৫) : ব্রিটিশ নাগরিক। বরিশালে বসবাস করতেন । তিনি বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা করতেন। ধনী ব্যক্তি। বরিশালের লবনচৌকির সুপারইন্টেনডেন্ট (Superintindent)।

শ্রীমাহামুদ ওয়াফি (৮৯) : তিনি দাওকাটি গ্রামে বাস করতেন । ১৮১২ সালে বাস করতেন ।

শ্রীমিস্টারজানইচ মিটসন (৯৬) : ব্রিটিশ নাগরিক। ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। ১৮১৪ সালে বরিশালে বসবাস করতেন । তিনি বিভিন্নধরনের ব্যবসা ছিল। নগদ টাকার বিশেষ প্রয়োজনে তিনিও সুদে টাকা ধার করেছেন।

শ্রীসেখ মোহাম্মদজমীরবিশ্বাস (৯৯) : মোটামুটি সচ্ছল ব্যক্তি। তবে ১৮১৪ সালে তিনি ঋণগ্রস্ত ছিলেন। বরিশালে বাস করতেন।

শ্রীমদননারায়ণ (১১২) : সচ্ছল গৃহস্থ। শিক্ষিত ব্যক্তি। ১৮১৪ সালে ১২নং দলিলটি তিনি লেখেন।

শ্রীসেক মেহেরওল্লা (১১৫,১১৬) : মোটামুটি সচ্ছল কৃষক। তিনি মোকাম বরিশালে বাস করতেন ।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীমন্ত আইচ (১১৬) : তিনি ১৮১৪ সালে সিলেমাবাদ পরগনার গাভডা গ্রামে বাস করতেন। সচ্ছল কৃষক।

শ্রীমোহাম্মদ আহরাপ (১১৯,১২২) : সচ্ছল গৃহস্থ। ১৮১৪ সালে কাশিপুর গ্রামে বাস করতেন ।

শ্রীমোহাম্মদকরমআলী খাঁ (১২০,১২১,১২৩,১২৪,১২৫,১২৬) : দরিদ্র ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন। বোজরগউমেদপুর পরগনায় বাস করতেন । মধ্যবিত্ত মুসলমান। তার কিছু কৃষিজমি ছিল।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র (১৪১) : যোবাকাঠি গ্রামে বাস করতেন। চাষযোগ্য কৃষি জমি ছিল। তিনি এই দলিলের একজন সাক্ষী।

শ্রীযাদবেন্দ্র দত্ত (৫৯,৬০) : তিনি পিংয়ালিয়া গ্রামে বাস করতেন। সচ্ছল কৃষক।

শ্রীযুগলচাঁদ নাগ (৮৭) : মোটামুট সচ্ছল কৃষক। ১৮১২ সালে কাশিপুর গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীযুগলকিশোর দত্ত (২৬) : সচ্ছল কৃষক। তিনি কলসকাটি গ্রামে বসবাস করতেন।

শ্রীযুগলরাম নাগ (২২) : তিনি কাশিপুর গ্রামে বাস করতেন। ১৮১১ সালে ৩নং দলিলে সাক্ষী হন।

শ্রীযুগল সিংহ (১২৪) : তিনি বারশ্রপুর গ্রামে বাস করতেন। সচ্ছল কৃষক।

শ্রীরঘুনাথদত্ত (১২৯,১৩০) : বরিশালের সরুপকাটি গ্রামে বাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীরঘুনাথ পোদ্দার (২) : তিনি ১৮১১ সালের ২নং দলিলের সাক্ষী তিনি মালয়া গ্রামে বসবাস করতেন।

শ্রীরঘুনাথ সরকার (১৭) : তিনি বরিশালে বসবাস করতেন। সাধরনত ভাললোক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১৮১২সালের ১৭নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

রহমত আহাদুল্লাহ (৫৪) : তিনি মৌজড়দী পরগনায় বসবাস করতেন। তিনি প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। ১৮১২ সালে অলিআহাদনামাপত্রে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীরত্নমাধব নাথ (৬১) : তিনি সৈয়দপুর পরগনার আতরখালী গ্রামে বসবাস করতেন। সচ্ছল গৃহস্থ।

শ্রীরত্নকৃষ্ণ শেন (৬৮) : নিম্ন মধ্যবিত্ত। তিনি কৃষিজীবি। ১৮১২ সালে দেউলি গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীরত্নকৃষ্ণ রায় (৮৬) : ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব। ১৮১২ সালে বরিশালে বসবাস করতেন।

শ্রীরত্নকৃষ্ণ রায় (১৩৭) : ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন। পূর্বোক্ত রামদয়ালরায়ের ভাই। তারা একই পরিবারের সদস্য।

শ্রীরত্নকিশোর রায় (৪৩) : সম্পদশালী গৃহস্থ। তিনি প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীরত্নঞ্জয়রায়চৌধুরী (১৫) : তিনি বেহারিপুরে বসবাস করতেন। তিনি প্রতাপশালী ও ধনী ব্যক্তি ছিলেন। ১৮১২ সালের ১৫ নং দলিলে তার নাম পাই।

শ্রীরঙ্গচন্দ্র নাগ (৩) : তিনি শালুকা গ্রামে বসবাস করতেন। ১৮১১ সালের ৬নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীরঙ্গচন্দ্র দাশ (৯) : ১৮১২ সালের ৮নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়। তিনি বাউকাটি গ্রামে বসবাস করতেন।

শ্রীরঙ্গচন্দ্র দাস (৩১) : তিনি মোটামুটি সচ্ছল পরিবারের সদস্য। তিনি কুসঙ্গল গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীরঞ্জনচন্দ্র দত্ত (৪) : ১৮১১ সালে ৪নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়। তিনি কুসঙ্গল গ্রামে বসবাস করতেন।

শ্রীরবিলোচন রায় (৩৪) : তিনি কালিয়া গ্রামে বসবাস করতেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীরাজকিশোর কুন্ড (৬) : তিনি ১৮১১ সালে জীবিত ছিলেন। ৬নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়। তার মহাজনী ব্যাবসা ছিল। তিনি চন্দ্রদীপ পরগনায় বসবাস করতেন।

শ্রীরাজকিশোর দাসস্য (১১) : ১৮১২ সালে ১১নং দলিলে তার নাম পাওয়া যয়। তিনি এই দলিলের এক জন সাক্ষী। তিনি মাহিলারা গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীরাজকিশোর দাষ (৭৩) : তিনি বাঙ্গরোড়া পরগনায় বসবাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল পরিবারের সন্তান।

শ্রীরাজকিশোর গুপ্ত (১১১) : শিক্ষিত ও সম্পদশালী ব্যক্তি। মহাজনী কারবারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

শ্রীরাজকিশোর দাস (১৩৩) : ১৮১৪ সালে কুমিরমারা গ্রামে বাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল ব্যক্তি। তিনি সুদে টাকা ঋণ নিয়েছেন।

শ্রীরাজকিশোর শেন (৪৪) : ১৮১২ সালে তিনি বরিশালের কোন এক গ্রামে বসবাস করতেন। তার পরিবার গ্রামে পরিচিত ছিল।

শ্রীরাজকিশোর শেন (৭৯) : ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। পোনাবালিয়া গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীরাজকিশোর শেন (১৩৫,১৩৬) : মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন। গৈলা গ্রামে বাস করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীরাজকিশোর সেন (১২) : তিনি ১৮১২ সালে ইৰিসেন গ্রামে বাস করতেন। তিনি ১২নং দলিলে একজন সাক্ষী।

শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত (২) : ১৮১১ সালে কলসকাটি গ্রামে বসবাস করতেন। তিনি স্বল্পআয়ের কৃষিজীবি ছিলেন।

শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত (৭) : তিনি তালুকদার ছিলেন। তিনি ১৮১২ সালে কামারগাও গ্রামে বসবাস করতেন। তিনি রত্নদিছিলের দুই পাখি জমির মালিক ছিলেন । ৭নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীরাজকৃষ্ণ দাস (১৩৪) : সচ্ছল ব্যক্তি। গ্রামে সু-পরিচিত ছিলেন। ১৮১৪ সালে এই দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীরাজকৃষ্ণ বসু (৪) : তিনি একজন মোক্তার ছিলেন। ১৮১১ সালে তিনি বেঁচে ছিলেন ৪নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীরাজকৃষ্ণ শর্মন (১০) : তিনি ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। ১৮১২ সালে ১০নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়। আগল গ্রামে বসবাস করতেন।

শ্রীরাজকৃষ্ণ মিত্র (১১৪,১২৪) : বরিশালের রহমতপুর গ্রামে বাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রী রাজচন্দ্র দত্ত (৯৩) : তিনি বরিশালের কাজলাকাটি গ্রামে বাস করতে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

শ্রীরাজচন্দ্র সেন (১৪১) : সিলেমাবাদ পরগনায় বাস করতেন। ১৮১৪ সালে ১৪১নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীরাজচন্দ্র সেন (১৮) : বিক্রমপুর গ্রামে বসবাস করতেন। শ্রীহরচন্দ্র সেনের ভাই। ১৮১২ সালের ১৯নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়। তিনি সুদে টাকা ধার নিয়েছিলেন।

শ্রীরাজনারায়ণ দাস (৫৫,৫৮) : তিনি বরিশালের কোন এক গ্রামে বসবাস করতেন। তিনি তালুকদার ছিলেন। প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক।

শ্রীরাজনারায়ণ দাস (১৩২) : বরিশাল জেলার কোন এক গ্রামে বাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন ।

শ্রীরাজনারায়ণ শর্মন (১৩৮) : ফতজঙ্গপুর গ্রামে বাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীরাজনারায়ণ শেন (১১) : ১৮১২ সালে ১১নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়। তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীরাজনারায়ণ শর্মা (৮) : ১৮১২ সালে ফতোদিপুর গ্রামে বসবাস করতেন। তিনি ৮নং দলিলের এক জন সাক্ষী ।

শ্রীরাজপ্রসন্ন হরি (১২৪) : সচ্ছল ব্যক্তি। ১৮১৪ সালে বরিশালে বাস করতেন।

শ্রীরাজমোহন দাস (১২৭) : সম্পদশালী ব্যক্তি। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন। তার প্রচুর ভূ-সম্পত্তি ছিল।

শ্রীরাজিবলোচন সেন (১২) : তিনি আর্থিক দিক দিয়ে সমস্যায় পড়ে সুদে টাকা ঋণ নেন। ১৮১২ সারের ১২ নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীরামকান্ত শাহা (২৯) : ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীরামকান্ত দাব : (২৮) তিনি মোটামুটি সচ্ছল ছিলেন। ১৮১২ সালে দুর্গাপুর গ্রামে বসবাস করতেন।

শ্রীরামকিশোর শর্মা (২৩) : তিনি সম্পূর্ণ কৃষক ছিলেন। তিনি কাশীপুর গ্রামে বসবাস করতেন। ১৮১২ সালে তিনি বেঁচে ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ (২৯) : শ্রীপুরা গ্রামে বসবাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল পরিবারের সন্তান। ১৮১২ সালে দলিলের সাক্ষী হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ দত্ত (৩০) : মধ্যাবিত্ত শ্রেণীর এই ব্যক্তি ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন ।

শ্রীরামগতি শর্মন (৩) : ১৮১১ সালে তিনি বিক্রমপুর পরগনার কামারখারা গ্রামে বসবাস করতেন। তিনি ৩নং দলিলের একজন সাক্ষী।

শ্রীরামগতি শর্মা (১১) : ১৮১২ সালে ১১নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়। তিন একজন সাক্ষী। গৈলা গ্রামে তিনি বসবাস করতেন।

শ্রীরামগতি দাস (৯) : তিনি সাজাদপুর গ্রামে বসবাস করতেন। তিনি ১৮১১ সালে ৯নং দলিলের সাক্ষী।

শ্রীরামগতি দাব (২১) : ১৮১২ সালের ২১নং দলিলের সাক্ষী তিনি উজীরপুর গ্রামে বসবাস করতেন ।

শ্রীরাম গুপ্ত (১৫) : তিনি ১৮১২ সালের ১৫ নং দলিলের লেখক। তিনি খলিসাকোটা গ্রামে বসবাস করতেন।

শ্রীরামগোপাল শর্মন (১৬) : তিনি ইদিলপুর গ্রামে বসবাস করতেন। তিনি ১৮১২ সালের ১৬ নং দলিলের একজন সাক্ষী।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীরামগোবিন্দ দাস (৮) : ১৮১২ সালে ৮নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়। তিনি ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (২৬) : সচ্ছল ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। ১৮১২ সালে বরিশালে সিবপুরে বসবাস করতেন।

শ্রীরামচন্দ্র সেন (১৫) : তিনি ১৮১২ সালে বেঁচে ছিলেন। শ্রীরায়রত্ন গুপ্তের সাথে ভাল সম্পর্ক ছিল। ১৫ নং দলিলে তিনি একজন সাক্ষী দাতা।

শ্রীরামজয় দাস (১১) : তিনি আর্থিক সমস্যাগ্রস্ত হয়ে ১৮১২ সালে সুদে টাকা ঋণ নেন। ১১নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীরামজয় শর্মা (১৪) : তিনি ১৮১২ সালে বেঁচে ছিলেন । ১৪নং দলিলের সাক্ষী দাতা।

শ্রীরামজয় বন্দোপাধ্যায় (২০) : সদবদত শ্রীদুর্লভবন্দোপাধ্যায় এর সহোদর। তিনি ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীরামজয় লাল (২৭) : তিনি শিক্ষিত ও সচ্ছল ব্যক্তি। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। দলিলের লেখক। তিনি মোক্তার ছিলেন।

শ্রীরাজদুর্লভ শেন (১২) : তিনি ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। তিনি সম্ভবত শ্রীরামপ্রশাদ শেনের ভাই। ১২নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীরামদুর্লভ শাহা (৩৮,৩৯,৪০) : তিনি সচ্ছল ব্যক্তি। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীরামদূর্লভ রক্ষিত (৪৪,৪৫,৬৯) : সম্পন্ন গৃহস্থ। পেশা কৃষিজীবি। ১৮১২ সালে পাংসা গ্রামে বসবাস করতেন।

শ্রীরামদুর্লভ শাহা (৪৫) : সম্পন্ন ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। ১৮১২ সালে বেঁচে ছিলেন।

শ্রীরামদূর্লভ রক্ষীত (৯) : তিনি পাংসা গ্রামে বসবাস করতেন। ১৮১২ সালে ৯নং দলিলে তিনি সাক্ষী হন।

শ্রীরামদুর্লভ দাস (১৪) : ১৮১২ সালের ১৪ নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায় । তিনি কলসকাটি গ্রামে বসবাস করতেন।

শ্রীরামদূর্লভ বন্দপাধ্যয় (২০) : শ্রীরামলোচনের সথে তার সুসম্পর্ক ছিল। ১৮১২ সালের ২০নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীরামদূর্লভ শর্ম্মন (২২) : মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ বরিশালের গুঠীয়া গ্রামে তিনি বসবাস করতেন

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীরামদুর্লভ দাষ (২১) : তিনি ১৮১২ সালে ২১নং দলিলটি লিখেন। তিনি বরিশালের কোন এক গ্রামে বসবাস করতেন।

শ্রীরামদুর্লভ শাহা (২২,২৪) : সচ্ছল ও মহাজনী পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি। তিনি বরিশালে বসবাস করতেন। তিনি ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীরামনিধি বন্দোপাধ্যায় (৮) : প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। ১৮১২ সালে ৮নং দলিলে তার মারফতে শ্রীগোবিন্দ দাস টাকা ধার নিয়েছিলেন।

শ্রীরামনেওয়াজ তেন্তারি (১৩) : তিনি আর্থিক সমস্যার পড়ে ১৮১২ সালে সুদে টাকা ধার নিয়েছিলেন । তিনি বরিশালে বসবাস করতেন।

শ্রীরামপ্রসাদ দাস (৭) : তিনি বিলজায়ার গ্রামে বসবাস করতেন । ১৮১২ সালে ৭নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীরামপ্রসাদ দাস (৮) : ১৮১২ সালে ৮নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়। তিনি ১৮১২ সালের জানুয়ারির ৯ তারিখ জনৈক ভৈরবচন্দ্র বকশী হতে টাকা ঋণ নেন।

শ্রীরামমানিক মুখপাধ্যায় (১) : ১২১৮ সালে বসবাস করতেন। সচ্ছল পরিবারের সদস্য। তিনি সুদের ব্যবসা করতেন। ১নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায় ।

শ্রীরামমানিক্য দাষ (৬) : তিনি নাজীরপুর পরগনার বাজারপুর গ্রামে বসবাস করতেন। ১৮১১ সালে ৬নং দলিলের একজন সাক্ষী।

শ্রীরামমানিক্য দাস(৬) : তিনি ১৮১১ সালের ৬নং দলিলের একজন সাক্ষী। বাঙ্গরোড়া পরগনার গইলা গ্রামে বসবাস করতেন।

শ্রীরামমোহন শেখ (২) : প্রভাবশালী ও ধনী সুদ ব্যবসায়ী। তিনি ১৮১১ সালে বরিশালে বসবাস করতেন।

শ্রীরামমোহন সেন (১৪) : আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল ব্যক্তি। তার বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা ছিল। তার মধ্যে সুদের ব্যবসা অন্যতম। ১৮১২ সালে জনৈক শাহজদেব্যাকে সুদে টাকা ধার দেন। ১৮১২ সালের ১৪ নং দলিলে তার নাম পাই।

শ্রীরামমোহন ঘোষ (৩০) : সম্পন্ন ও প্রভাবশীল ব্যক্তি । ১৮১২ সালে বরিশালে বসবাস করতেন মহাজনী ব্যবসা ছিল ।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীলক্ষণ দাস (১০৩) : মেটামুটি সচ্ছল ব্যক্তি। গৌরিপাসা গ্রামে বাস করতেন। ১৮১৪ সালে তিনি জীবিত ছিলেন।

শ্রীলক্ষীনারায়ণ সেন (৫৬) : অনেক ভূ-সম্পত্তির মালিক হলেও আর্থিক দিকদিয়ে সমস্যাগ্রস্ত ছিলেন। সুদে টাকা ঋণ করেছেন।

শ্রীলালচাঁদ শেনক (১০,১০৮) : ১৮২২ সালের ১০ নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়। বিক্রমপুর পরগনার উদ্ধশিলা গ্রামে তিনি বসবাস করতেন। ১০নং দলিলের একজন সাক্ষী।

শ্রীলালাচিত্ত সিংহ (৭৮) : সৈয়দপুর পরগনার মধ্যে তার জমিদারী ছিল। ঋনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব। প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মলিক।

শ্রীলালু ঠাকুর (১২০,১২১,১২৩,১২৫,১২৬) : সম্পদশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। বরিশালের বাস করতেন । ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীলাহাদী শর্মা (১২৪) : মোটামুটি সম্পদশালী ব্যাক্তি। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন। মুরসিরাবাদ মোকামে বাস করতেন।

শ্রীলোচন শেন (৮৮) : বরিশালের কোন এক গ্রামে বাস করতেন। ১৯১২ সালে জীবিত ছিলেন। শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক।

শ্রীশদাসিব সেন (৩৯) : তিনি মোটামুটি সচ্ছল ব্যাক্তি। ১৮১২ সালের ৩৯ নং দলিলে তার নাম পাই।

শ্রীশম্ভুনাথ দাস (৪) : ১৮১১ সালের ৪নং দলিলে এর নাম পাওয়া যায়। তিনি নলচিড়া গ্রামে বসবাস করতেন।

শ্রীশম্ভুনাথ দাস (৫) : ১৮১১ সালে ৫ নং দলিলের স্বাক্ষী তিনি । তিনি খলিসাকোটা গ্রামে বসবাস করতেন।

শ্রীশম্ভচন্দ্র শর্মণ (২৪) : তিনি গৌরিনাথ মতালকে উজীরপুর গ্রামে বসবাস করতেন।

শ্রীশম্ভুনাথ পাধ্যায় (১৮) : তিনি কাসিমনগরে বসবাস করতেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন তিনি ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব।

শ্রীশম্ভুনাথ পোদ্দার (৪৩) : উত্তরশাহাজাদপুর পরগনায় বসবাস করতেন। ১৮১২ সালে তিনি বেঁচে ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীশহজ দেব্যা (১৪) : তিনি বিধবা ছিলেন। পারিবারিক প্রয়োজনে তিনি টাকা ধার নিয়েছিলেন। ১৮১২ সালেও ১৪ নং দলিলে তার নাম পাই।

শ্রীশহস্ররাম দাষ (৩৪) : বিরমহল পরগনায় তিনি বাস করতেন। ১৮১২ সালে বেঁচে ছিলেন।

শ্রীশাহাগাজী (৫০,৫১,৫২,৫৩) : মধ্যবিত্ত এই ব্যক্তি ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। শাশরিয়া গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীশ্যামরাসরাম চৌধুরী (৯) : তিনি ১৮১২ সালের ৯নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়। তিনি ধনী ও প্রভাবশালী ব্যাক্তি তিনি সুদের ব্যবসা করতেন।

শ্রীশ্যামরামরায় চৌধুরী (৩৩,৩৪) : সম্ভ্রান্ত ও প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব। তিনি প্রচুর ভুসম্পত্তির মালিক ছিলেন।

শ্রীশ্যামরামনাথ (১১৯) : ১৮১৪ সালে রপাতলি গ্রামে বাস করতেন। সচ্ছল গৃহস্থ।

শ্রীশিবচন্দ্র সেন (১০) : তিনি মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ। ১৮১২ সালে বেঁচে ছিলেন। পূর্বোক্ত শ্রী কিত্তিনারায়ণের ভাই।

শ্রীশিবজয় শর্মণ (৪৭) : লেখাপড়া জানতেন। সচ্ছল ব্যক্তি। তিনি পেশায় মোক্তার ছিলেন। তিনি দলিল লেখক।

শ্রীশিবচন্দ্র দেব (৫৬) : পূর্বোক্তশলেক্ষীনারায়ণ সেনের ভাই। ১৮১২ সালের দলিলে তার নাম পাই। পারিবারিক প্রয়োজনে সুদে টকা ঋণ নিয়েছেন।

শ্রীশিবচন্দ্র শেন (৬৭) : বরিশালের কোন এক গ্রামে বাস করতেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক হলেও অভাবগ্রস্ত ছিলেন।

শ্রীশিবচন্দ্র রায় (১৯) : তিনি সিলেবাবাদ পরগনায় বসবাস করতেন। ১৮১২ সালে গোমস্তা পদে চাকুরি করতেন। লেখাপড়া জানতেন । বরিশালের ভূমি আইন সর্ম্পকে ভাল জানতেন।

শ্রীশিবনাথ শেন (৬৭) : পূর্বোক্ত শিবচন্দ্রশেন এর ভাই। দুইভাই একত্রে টাকা ঋণ নিয়েছেন।

শ্রীশৈদ শেরাজদ্দি (৯৪) : সম্পন্ন গৃহস্থ। সমস্যায় পড়ে সুদে টাকা ঋণ করেছেন। ১৮১৪ সালে নলচিড়া গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীশোনারামগঞ্জ (৯৫) : মোটামুটি ভূ-সম্পত্তির মালিক। ১৮১৪ সালে খাপুরা গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীশুর্বনারায়ণ শাসন (২৪) : তিনি নবওমপুর গ্রামে বসবাস করতেন। ১৮১২ সালে তিনি সাক্ষী হন।

ষাবুরাড় (১৪) : তিনি ১৮১২ সালের ১৪ নং দলিলের সাক্ষী হন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীষ্যামরাম চৌধুরী (৩৮,৩৯,৪০,৪৪,৪৫,৬৯) : সম্পদশালী ব্যাক্তি। মহাজনী ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন। ১৮১২ সালে বরিশালের কোন এক গ্রামে বসবাস করতেন।

শ্রীষ্যামরাম চক্রবর্তী (৮৭) : মধ্যবিত্ত ও ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি। ১৮১২ সালে বরিশালে বাস করতেন।

শ্রীবুবলচন্দ্র দাস (৩,১৩) : ১৮১১ সালের ৩নং দলিলটির লেখক ছিলেন। তিনি লেখাপড়া জানতেন। তিনি কাশিপুর গ্রমে বসবাস করতে।

শ্রীষুর্যনারায়ণ রায় (১২৪) : সম্পদশালী ব্যাক্তি। ১৮১৪ সালে বরিশালে বাস করতেন।

শ্রীমতিষুলোচনা (১৪০) : স্বামী সিবপ্রসাদগুহ। প্রতাপশালী মহিলা। তার অনেক ভূসম্পত্তি ছিল। ১৮১৪ সালে তিনি জীবিত ছিলেন।

শ্রীমতিষুর্যমনি (১০২) : সচ্ছল গৃহস্থ। পরিবারে তার বেশ প্রাধান্য ছিল। স্বামীর নাম শ্রীকেশব খাসখেল।

শ্রীসরূপ সিং (১৩৩) : কুমিরমারা গ্রামের বাসিন্দা। তার কিছু কৃষিজমি ছিল । ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীসরিপ খাঁ (২৫) : অভিজাত মুসলমান। বরিশালে বসবাস করতেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব।

শ্রীসম্ভুচন্দ্ররায় চৌধুরী (৯২) : প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক। তিনি জমিদার ছিলেন। পারিবারিক প্রয়োজনে টাকা ধার করেছেন।

শ্রীসম্ভুনাথ (১১৯,১২২) : কাশিপুর গ্রামে বাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীসম্ভুচন্দ্র বসু (১১২) : শাহাজাদপুর পরগনর আফাড়পাড়া গ্রামে বাস করতেন। তিনি সচ্ছল গৃহস্থ।

শ্রীসম্ভুনাথমুখপাধ্যায় (২৬) : তিনি সম্পন্ন কৃষক। ১৮১২ সালে তিনি বেঁচে ছিলেন।

শ্রীসম্ভুনাথ মোক্তার (৩৪) : তিনি মোক্তার ছিলেন। লেখাপড়া জানতেন। এই দলিলের লেখক।

শ্রীসম্ভুনাথরায় (৪৮) : সম্পদশালী ব্যক্তি। উত্তরশাহাবাজপুর পরগনার একাংশ ইজারা নিয়েছেন।

শ্রীসম্ভুচন্দ্র সোম (৮২) : প্রচুর ভুসম্পত্তির মালিক । ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। সোম পরিবারের সন্তান। ধানুরা গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীসম্ভুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (১১৩) : ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন। সুদে টাকা ঋণ নিয়েছেন।

শ্রীস্বপনচন্দ্র নাগ (১১৯) : মোটামুটি সচ্ছল ব্যক্তি। ১৮১৪ সালে তিনি সুদে টাকা ঋণ নেন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীসত্যরাম দাস (১৩৪) : ১৮১৪ সালে মুখরাবাদ গ্রামের বাসিন্দা। তার কিছু ভূ-সম্পত্তি ছিল।

শ্রীসাজাদেব্যা (১০১) : তিনি বরিশাল জেলার আওরঙ্গপুর পরগনায় বাস করতেন। তার স্বামী মানবুক তেওয়ারি। তিনি বুদ্ধিমতি মহিলা ছিলেন।

শ্রীস্যামকিশোর রায় (৪১) : মোটামুটি সচ্ছল পরিবারের সদস্য। ১৮১২ সালে আর্থিক প্রয়োজনে টাকা ঋণ নেন।

শ্রীস্যামকিশোর রায় (৪৮) : ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব। ১৮১২ সালে তিনি জমি ইজারাদারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। উত্তরশাহাবাজপুর পরগনায় তার জমিদারি ছিল।

শ্রীস্যামনারায়ণ শর্মন (১১৯,১২২) : বরিশাল জেলায় বাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল ব্যক্তি। আর্থিক সমস্যাগ্রস্ত হয়ে সুদে টাকা ঋণ নিয়েছেন।

শ্রীস্যামরামশর্মন চক্রবর্ত্তি (৭৪,৭৬) : ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক। সিলেমাবাদ পরগনার গুলমান সাকিমে বসবাস করতেন।

শ্রীস্যামরামরায় চৌধুরী (৭৯) : সচ্ছল ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ১৮১২ সালে বেঁচে ছিলেন।

শ্রীস্যামরামরায় চৌধূরী (৩৭,৩৮,৩৯,৪০,৬৭,৬৯) : ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। তার মহাজনী ব্যবসা ছিল। তিনি বরিশালে বসবাস করতেন। ৩৭,৩৮,৩৯,৪০।

শ্রীস্যামরাম রায় (৩) : তিনি ধনী ও ব্যাবসায়ী লোক। ১৮১১ সালে ৩নং দলিলে তার নাম পাই।

শ্রীস্যামসুন্দর রায় (১৭) : বরিশালের ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব। ১৮১২ সালে ১৭নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়। তিনি সুদের ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন।

শ্রীসিবচন্দ্র শেন (৪৪) : প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক হলেও অভাবগ্রস্ত ছিলেন। ১৮১২ সালে তিনি টাকা ঋণ করেছেন।

শ্রীসিবচন্দ্র দাস (৬৪,৬৫,৬৬) : তিনি বৌজিখাড়া গ্রামে বাস করতেন। ১৮১২ সালে ৬৪নং দলিলের সাক্ষী দাতা।

শ্রীসিবচন্দ্র কোচ (৭৭,৭৮) : ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। মোটামুটি সচ্ছল ব্যক্তি। সৈয়দপুর পরগনায় চেচড়ি গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীসীবচন্দ্র দত্ত (৯৬) : সিলেমাবাদ পরগনার পিখলিতা গ্রামে বাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ।

শ্রীসিবনাথ (৩৭) : তিনি মোটামুটি সচ্ছল কৃষক। ১৮১২ সালে বেঁচে ছিলেন।

শ্রীসিবনাথ সেন (৪৪) : পুর্বোক্ত শ্রী সীবনারায়নের পরিচিত ছিলেন। উভয়ে সুদে টাকা ঋণ নিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীসীবুপ্রশাদ সেন (৫) : তিনি ১৮১১ সালে ৫নং দলিলের সাক্ষী। তিনি চাঁদপ্রতাপ পরগনায় বসবাস করতেন।

শ্রীসূর্যনারায়ণ দাস (৮) : তিনি লেখাপড়া জানা শিক্ষিত লোক। ১৮১২ সালে ৮নং দলিলটি তিনি লেখেন।

শ্রীসেক চাঁদশরিপ (৬৮) : সচ্ছল গৃহস্থ। ১৮১২ সালে তিনি জীবিত ছিলেন। অন্নরী গ্রামে তিনি বাস করতেন।

শ্রীসেখরবদী (৬১) : তিনি ভান্ডারিয়া গ্রামে বাস করতেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীসেরাজদ্দীন (৭৩,৯২) : সম্ভ্রান্ত মুসলিম। প্রচুর ভূসম্পত্তি ছিল। নগদ টাকার অভাব ছিল তাই সুদে টাকা ঋণ নিয়েছেন।

শ্রীসৈদ শম্‌শদ্দীন (৭৩) : সৈয়দ পরিবারের সদস্য। পারিবারিক প্রয়োজনে সুদে টাকা ঋণ নিয়েছেন।

শ্রীসোনারাম বসু (১৯) : বরিশালের সরুপকাটি গ্রামে বাস করতেন। তিনি ১৮১২ সালে কর্জপত্রে সাক্ষী হয়েছিলেন।

শ্রীসোনাওলা (১১২) : নান্দাকাটি গ্রামে বাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল ব্যক্তি। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীসিবনারায়ণ কোচ (৮৩) : সৈয়দপুর পরগনায় চেচড়ি সাকিনে বাস করতেন। ১৮১২ সালে তিনি জীবিত ছিলেন।

শ্রীসিবনারায়ণ ঘোষ (১০৯) : সৈয়দপুর পরগনার চেচড়ি গ্রামে বাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল ব্যক্তি।

শ্রীস্যামনারায়ণচৌধুরী (১৩১) : বরিশাল জেলার কোন এক গ্রামে বাস করতেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীসিবনারায়ণ সেন (১৩৬) : গৈলা গ্রামে বাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল কৃষক।

শ্রীসীবনারায়ণ বসু (১০৪) : তিনি শাহজাদপুর পরগনায় বাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন। মধ্যবিত্ত সাধারন কৃষক।

শ্রীসীবনারায়ণ শেন (৯৯,১০৯,১৩৬) : তিনি বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামে বাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীসিবপ্রসাদ গুহ (১৪০) : তিনি চন্দ্রদীপ পরগনায় বাস করতেন।১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীসীবপ্রশাদ নাগ (২৭) : তিনি পসরিকাটি গ্রামে বসবাস করতেন। মোটামুটি সচ্ছল কৃষক। ১৮১২ সালে দলিলে সাক্ষী হন।

শ্রীসিবচন্দ্র রায় (১৪১) : মিলেমাবাদ পরগনায় বাস করতেন। সচ্ছল ব্যক্তি।তিনি গোমস্তা ছিলেন।

শ্রীসুলোচনা দেব্যা (১১৩) : বরিশালে বাস করতেন । ভূ-সম্পত্তির মালিক হলেও অভাবী ছিলেন। প্রভাবশালী মহিলা। ১৮১৪ সালে তিনি সুদে টাকা ঋণ নেন।

শ্রীসূর্যনারায়ণ দাস (৮) : ১৮১১ সালে তিনি নলচিড়া গ্রামে বাস করতেন। তিনি ৮নং দলিলের সাক্ষী দাতা।

শ্রীসৈদ সমসদ্দীন (৯৪) : নাজিরপুর তপে নলচিড়া গ্রামে বাস করতেন। ১৮১৪ সালে তিনি বেঁচে ছিলেন। সুদে টাকা ঋণ নিয়েছেন।

শ্রীসৈদ হোসনাদ্দিনমোহাম্মাদ (৫) : তিনি নাজিরপুর জমিদারির জমিদার ছিলেন। তার জমিদারি নিলামে ওঠে। তার ভাই সৈদ এমামদ্দিমোহাম্মাদ নামে নিলাম ওঠে। ১৮১১ সালে ৫নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীহৃদয়কৃষ্ণ রায় (১৩৭) : মোটামুটি সচ্ছল কৃষক। ১৮৩৪ সালে জীবিত ছিলেন। সুদে টাকা ঋণ নিয়েছেন।

শ্রীহরমোহন সেনস্য (৪৭) : অনেক ভূ-সম্পত্তির মালিক। তবে অভাবগ্রস্ত ছিলেন। ১৮১২ সালে টাকা ঋণ নিয়েছেন।

শ্রীহরিচন্দ্র গুহ (১): ১নং দলিলের একজন সাক্ষী। ১৮১১ সালে চন্দ্রদীপ পরগনায় হালুকা গ্রামে বসবাস করতেন।

শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ (৩১) : তিনি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। গাজা গ্রামের অধিবাসী। এই ব্যক্তি ১৮১২ সালে বেঁচে ছিলেন।

শ্রীহরচন্দ্র দত্ত (৪) : কুসঙ্গল গ্রামে বসবাস করতেন। ১৮১১ সালে তিনি বেঁচে ছিলেন। ১৮১১ সালে তিনি ৪নং দলিলের লেখক।

শ্রীহরচন্দ্র দত্ত (২৮) : খাপুরা গ্রামে বসবাস করতেন। ১৮১২ সালে বেঁচে ছিলেন।

শ্রীহরচন্দ্র দত্ত (৮৯) : বরিশালের কোন এক গ্রামে বাস করতেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীহরচন্দ্র রায় (৫৯) : ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। ৫৯নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীহরচন্দ্র রায় (১৩৭) : তিনি পূর্বোক্ত শ্রীহৃদয়কৃষ্ণ রায়ের ভাই। তারা একই পরিবারের লোক।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীহরচন্দ্র পালিত : (১৪১) বরিশালের মৌশালি গ্রামে বাস করতেন। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীহরচন্দ শেন (৬০) : তিনি বিক্রমপুর পরগনার জপসা গ্রামে বসবাস করতেন। ১৮১২ সালে তার পরিবার সুদে টাকা ধার নিয়েছিলেন। ১৯নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীহরচন্দ্র শেন (৭৩) : তার চাষাবাদের জমি ছিল। তিনি ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। বিক্রমপুর পরগনায় জাপসা গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীহরেকৃষ্ণ শেন (১৫) : তিনি বেহারিপুর গ্রামে বাস করতেন। ১৮১২ সালে ১৫নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীহরিনারায়ণ শর্মা চক্রবর্তী (৪৬) : প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব। ১৮১২ সালে বেঁচে ছিলেন। আঙ্গরপুর পরগনার কলশকাঠি গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীহরিচন্দ্র সোম (৮২) : সোম পরিবারের সন্তান। তাদের প্রচুর ভূ-সম্পত্তি ছিল। বরিশালের কোন এক গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীহরিশচন্দ্র দাস (৯৮) : তিনি মোটামুটি সচ্ছল ব্যক্তি। ১৮১৪ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীহরিচন্দ্র রায় (২১) : মোটামুটি সচ্ছল কৃষক। গ্রামের গন্যমান্য ব্যক্তি। ১৮১২ সালে ২১নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

শ্রীহরিশচন্দ্র রায় (৮৭) : সম্পন্ন ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীহাছনরাজা (৮১) : ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন। সন্তসপুর পরগনার উত্তরশাহবাজপুর গ্রামে বাস করতেন।

শ্রীহুসনদ্দিনমুহাম্মদ (৭৬) : সম্ভ্রান্ত মুসলিম। প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক। বরিশালে বসবাস করতেন। ১৮১২ সালে জীবিত ছিলেন।

শ্রীহোলাশী সিংহ : (১০৮) সচ্ছল গৃহস্থ। বরিশালের আমানতগঞ্জ গ্রামে বসবাস করতেন।

সমাপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ৪

পত্রসমূহে প্রাপ্ত স্থাননামগুলোর বর্ণনাক্রমিক তালিকা

অম্বরী (৬৮) : ১৮১৩ সালের ৬৮ নং দলিলে এ গ্রামের নাম পাওয়া যায়। বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। শ্রীসেক চাঁদশরিপ এ গ্রামের সম্মানিত বাসিন্দা।

অভয়ানিল (৩৭) : বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভূক্ত একটি গ্রাম। ১৮১২ সালের ৩৭ নং দলিলে এর নাম পাওয়া যায়।

আওরঙ্গপুর (৪৬) : বাকেরগঞ্জ জেলার একটি পরগনা। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এ পরগনার জমির পরিমান ছিল ৩৪, ৫৬৪ একর। আওরঙ্গপুর চন্দ্রদ্বীপহতে সৃষ্ট একটি পরগনা ছিল। শায়েস্তানগরের জমিদার রায়গোপালের কনিষ্ট পুত্র জানকীবল্লভ এ পরগনার প্রথম জমিদার ছিলেন পরে তার বড় ভাই রাম গোবিন্দ ষড়যন্ত্র করে ক্ষমতা দখল করেন। ১৬৯৯ সনে বাঙলার সুবেদার আওরঙ্গজেবের পুত্র আজিমউস সানের নিকট হতে পরগনার জমিদারি লাভ করেন। এ পরগনার নয় আনী ও সাত আনী এ দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। ১৮ ও ১৯ শতকে আওরঙ্গপুর পরিপূর্ণ পরগনা রূপে বিবেচিত হত। ১৮১২ সালের ৪৬ নং দলিলে আওরঙ্গপুর পরগনার নাম পাওয়া যায়।

আধুনা (৭৩) : বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। ১৮১২ সালের ৭৩ নং দলিলে নাম পাওয়া যায়।

আব্দুল্লাহপুর (১৩৮, ১৩৭, ১০১, ১৪) : বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম আব্দুল্লাহপুর। ১৮১৪ সালের ১৩৮ নং দলিলে প্রথম নাম পাওয়া যায়।

আবুয়া (৪৬,৪৩) : ১৮১২ সালের ৪৬ নং দলিলে এর নাম পাওয়া য়ায়। বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভূক্ত একটি গ্রাম।

আমগ্রাম (১৩১) : পরগনা ও গ্রাম ফতজঙ্গপুরের একটি কিসমত হল আমগ্রাম। ১৮১৪ সালের ১৩১ নং দলিলে আম গ্রামের নাম পাওয়া যায়।

আলেকান্দা (১৩৯) : বরিশাল শহরের একটি এলাকার নাম আলেকান্দা। ১৮১২ সালে এ এলাকার নাম পাওয়া যায়। বর্তমানে বরিশালে আলোকান্দা নামের এলাকা রয়েছে।

আশড়ামুড়া (১৩২) : বরিশাল জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম আশড়ামুড়া। ১৮১৪ সালের ১৩২ নং দলিলে এর নাম পাওয়া যায়।

ইটনা (৭৩) : ১৮১২ সালের ৭৩ নং দলিলে এর নাম পাওয়া যায়। বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম হল ইটনা।

Dhaka University Institutional Repository

ইদিলপুর (১৭) : শাহসুজাউদ্দীন খানের শাসন আমল (১৭২৭ - ১৭৩৯) বাখরগঞ্জ জেলার বাকলা সরকারের অন্তর্গতইদিলপুর একটি পরগনা। জমিদারি সংখ্যা ছিল ৩ টি, মহল ছিল ৮টি, খলসা ২৬১৬ টাকা, জায়গির ছিল ৪৪১৯৯ টাকা, ১৭৬৩ সালে আওয়াব সহ রাজস্ব ছিল ১,০৬,২৭০ টাকা।
বাখরগঞ্জ জেলার সবচেয়ে বড় জমিদার ছিল ইদিলপুর জমিদারী। এই জমিদারী ছিল জোড়া শাকোর ঠাকুর বংশের ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত এ জমিদারি তাদের দখলে ছিল। ১৭৫৮-৫৯ খ্রিষ্টাব্দে (বাংলা ১১৬৫ সন) এর মুল মালিক ছিলেন রাজবল্লভ । ১৮১১ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা থেকে ইদিলপুর পরগনা বিচ্ছিন্ন করে বাখরগঞ্জের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। বাংলার বারভূঁইয়াদের অন্যতম শ্রীরামপুরের চাঁদরায় কেদার রায়ের সেনাপতি রঘুনন্দ চৌধুরীর ইদিলপুরের প্রথম জমিদার। ১৮১৬ সালে জেলার সীমানা নির্ধারণ করা হয়। ঢাকা থেকে দূরে অবস্থিত হওয়ায় ইদিলপুর পরগনার একাংশ ১৮১৬ সনে বাখরগঞ্জ জেলা ভূক্ত করা হয়। ১৮১২ সালের ১৭ নং দলিলে ইদিলপুরের নাম পাওয়া যায়।

ইষিশেন (১২) : বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভূক্ত একটি গ্রাম ১৮১২ সালের ১২ নং দলিলে এর নাম পাওয়া যায়। শ্রীরাজকিশোর সেন এ গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।

উজীরপুর (২১, ২৪, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ১৩৬) :সদর (দক্ষিণ) মহকুমার উজিরপুর থানার শিকারপুর উজিরপুর ইউনিয়নের অন্তর্গতউজিরপুর একটি গ্রাম। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ৪৫৩ একর আয়তন বিশিষ্ট এ গ্রামের মোট অধিবাসীর সংখ্যা ২৪৬১। এখানে একটি উচ্চ বিদ্যালয় আছে। কালিকাপুর পরগনার পুরনো জমিদারগন এ গ্রামে বাস করতেন। কথিত আছে যে ফকিরমোহাম্মদ নামে জনৈক উজির এ গ্রামে বাস করতেন। তারই নামানুসারে গ্রামটির নাম রাখা হয়েছিল উজিরপুর। গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় দা, ছুরি, ইত্যাদি তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল।

উঠীয়া (৩৩) :১৮১২ সালের ৩৩ নং দলিলে এর নাম পাওয়া যায়। বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম।

উত্তর শাহবাজপুর (৪৩, ১১) : ১৭২২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার শাসনকর্তা মুর্শিদ কুলি খাঁরশোসনামলে নতুনভাবে (১৭০৩ - ১৭২৬) ভূমি বন্দোবস্ত করা হয়। বাখরগঞ্জ জেলা এলাকার পরগনা সমূহকে জাহাঙ্গীর নগর ঢাকলার ফতেহাবাদ সরকার এর অন্তর্গত একটি পরগনা উত্তরশাহবাজপুর। ১৮২৮ সালে খাজনা ৭০৩০ টাকা (খালসা) আদায় হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এর নির্ধারিত রাজস্ব ছিল ১৭,৭৯১ টাকা । ১১৮০ একর ছিল জমির পরিমান। শাহবাজ খাঁ কম্বু সম্রাট ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে ইসাখাঁকে দমন করার জন্য ভাটি অঞ্চলে এসেছিলেন। সম্ভবত তিনি সরকার বাকলার কিছু উত্তরাংশের কিছু অংশ দখল করেন। তার নামানুসারে এ অঞ্চলের নাম হয় শাহাবাজপুর। তেতুলিয়া ও হিলশানদী শাহবাজপুরকে খণ্ডিত করে হিজলা মেহেদিগঞ্জ নিয়ে উত্তর শাহবাজপুর। এবং বোরহান উদ্দিন। দৌলত খাঁ তজুমদ্দিন ও ভোলা নিয়ে দক্ষিণশাহাবাজপুর গঠিত ছিল।

উদ্ধশেলা (১০) :১৮১২ সালের ১০ নং দলিলে এর নাম পাওয়া যায়। বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম উদ্ধশেলা।

উবাদ (১২) : বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম উবাদ। ১৮১২ সালে ১২ নং দলিলে গ্রামের নাম পাওয় যায়।

Dhaka University Institutional Repository

ওষখালি (৩২) : আওরঙ্গপুর পরগনার অন্তর্ভূক্ত তালুক। ১৭৯৭ সালে এ তালুকের অস্তিত্ব ছিল। ১৮১২ সালের ৩২ নং দলিলে এ তালুকের নাম পাওয়া যায়।

কলডেয়া (২৩) :১৮১২ সালের ২৩ নং দলিলে এই গ্রামের নাম পাওয়া যায়। বরিশাল জেলার অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রাম। শ্রীসেখকিফাইতউল্লাহ গ্রামের বসবাস করতেন।

কলসকাঠি (কলশকাটী ২,১৪, কলসকাটী ১৬, ৪৩, ৪৬, ৯০, ৯১) : সদর (দক্ষিণ) মহকুমার বাখরগঞ্জ থানার অন্তর্গত কলসকাঠি একটি গ্রাম ও ইউনিয়ন। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ৫০২.২০ একর আয়তন । এই গ্রামের মোট অধিবাসীর সংখ্যা ২৬১৪। ১৮১১ সালে এই গ্রামটি বিখ্যাত ছিল। এ গ্রামের জমিদারগণ অবস্থাপন্ন ছিল। কালসকাটি গ্রামে তাদের নির্মান করা অনেক সুরম্যভবন ও মন্দির আছে। কলসকাটি মহাবিদ্যালয় জমিদার বাড়িতে অবস্থিত।

কলসগ্রাম (৫৬) : বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। ১৮১১ সালে এ গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায় ৫৬ নং দলিলে।

কড়াপুর (৩৬) : বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। ৩৬ নং দলিলের সাক্ষী শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ দাস এ গ্রামের বাসিন্দা।

কড়িখাড়া (৬১, ১৯) কোড়ীখাড়া (৪৯) : সিলিমাবাদ পরগনার অন্তর্গত একটি সাকিম। ১৮১২ সালের ৬১ নং দলিলে এই সাকিমের নাম পাওয়া যায়।

কাটিয়া (৫৪) : উত্তরশাহবাজপুর পরগনার অন্তর্গত একটি গ্রাম হল কাটিয়া। ১৮১১ সালে এর অস্তিত্ব মিলে।

কাণ্ডপাশা (১১) : ১৮১১ সালের ১১ নং দলিলে এ গ্রামের নাম পাওয়া যায়। সাক্ষী শ্রী জগন্নাথ এ গ্রামের বাসিন্দা। বর্তমানে কাণ্ডপাশা নলচিড়া ইউনিয়নের গৌরনদী থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম।

কামারকাঠি (কামারকাঠী ৬১, ৬০) : ৫৯ নং দলিলের সাক্ষী যুগলকিশোর কর কামারকাটি গ্রামের বাসিন্দা। ১৮১১ সালে কামারকাঠি গ্রামের অস্তিত্ব মিলে।

কামারগাঁও (৪৩) : বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। ৪৩ নং দলিলের সাক্ষী মৃত্যুঞ্জয় শর্মা এ গ্রামের বাসিন্দা।

কালনা (৫৯) : বরিশাল জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। বর্তমানে গৌরনদী থানাধীন নলচিড়ার ইউনিয়নের একটি গ্রাম। ১৮১১ সালে এ গ্রামের অস্তিত্ব মিলে।

কালিকাপুর (৫০,৫১) : মেহেন্দিগঞ্জ থানার অন্তর্গতকালিকাপুর একটি গ্রাম। ১৮০০ সালে দলিলে এ গ্রামের নাম পাওয়া যায়। এ গ্রামে সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের বসবাস ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

কালীয়া (১২৪, ১২৫, ১২৬, ৬০, ৩৪,৩৩, ১, ১২৩, ৩৪, ৩৩) : বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে কালীয়া গ্রামটির অস্তিত্ব মিলে।

কালুদাষকাটি (কালুদাষকাটী ৬১) : ১৮১১ সালে এই গ্রামের অস্তিত্ব ছিল। বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। ৬১ নং দলিলের সাক্ষী শ্রীরামশঙ্কর মুদী এ গ্রামের বাসিন্দা।

কালুর গ্রাম (৯২) : বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। ১৮১১ সালে এ গ্রামের নাম পাওয়া যায় ৯১ নং দলিলে।

কাশিপুর (কাশীপুর ৮০,৮৬, ১১৯, ১৩৪, ১৩৯, ৩৩, ৩, ১৩, ৩২, ২৩, ২২) : শ্রীধনকৃষ্ণঘোষ ৮০ নং দলিলের একজন সাক্ষী। তিনি কাশিপুর গ্রামের বাসিন্দা। ১৮১২ সালে এ গ্রামের অস্তিত্ব মিলে। বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। ১৮১১ সালে গ্রামের অস্তিত্ব মিলে।

কাশীমপুর (৬, ৬২) : বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি পরগনা। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় জমির পরিমাণ ছিল ৪৪৩৮ একর। রাজস্ব ছিল ১৬৩৪ টাকা। নাজিরপুর পরগনার অন্তর্গত একটি গ্রাম কাশীমপুর।

কাশের গাঁও (২) : ১৮১১ সালের ২ নং দলিলে এ মকিমের নাম পাওয়া যায়। এই দলিলের সাক্ষী শ্রীঅমিয়কৃষ্ণ দত্তের বাড়ি কাশেরগাও গ্রামে।

ফুলকাঠি (ফুলকাঠী ৬৮) : বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। ৬৮ নং দলিলের সাক্ষী শ্রীরামন্দ্র দাস এ গ্রামের বাসিন্দা।

কুসঙ্কল (৩১) : উলেল্লখিত দলিলের শ্রীরামজয় দাস শ্রীসিবচন্দ্র দাস এ গ্রামের বাসিন্দা ১৮১২ সালে এ গ্রামের অস্তিত্ব মিলে। এটি বৈকন্ঠপুর পরগনার একটি কিসমত।

কৃষ্ণকাঠি (কৃষ্ণকাঠী ৩৫, ৪৯) : বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। ৩৫ নং দলিলের সাক্ষী শ্রীরামনারায়ণ দাস এ গ্রামের বাসিন্দা। ৪৯ নং দলিলের শ্রীসিবরামশীল এ গ্রামের বাসিন্দা।

কৃষ্ণকাঠি (কৃষ্ণকাটী ৩৫, ৪৯, ৭৭, ৭২, ৭৮, ৮৩, ১৩৭) : বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি গ্রামের নাম কৃষ্ণকাঠি। শ্রীজুগলকৃষ্ণ দাস ৭৭ নং দলিলের একজন সাক্ষী। তিনি কৃষ্ণকাঠি গ্রামের বাসিন্দা।

কোকআইড় (৪৭) :জালালপুর (ফরিদপুর) পরগনার অন্তর্গত একটি গ্রাম কোকআইড়। ৪৭ নং দলিলের সাক্ষী শ্রীজিবনচন্দ্র সেন এ গ্রামের বাসিন্দা।

কোটালিপাড়া (৩) : ব্রিটিশ শাসনাধীন জেলা প্রশাসক বেটির শাষনামলে ১৮১২ সালে কোটালিপাড়া ও মির্জাগঞ্জ থানা সৃষ্টি হয়। কোটালিপাড়া, টুঙ্গিপাড়া, তৎকালীন বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার অন্তর্গতহয়। বর্তমানে কোটালিপাড়া গোপালগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি থানা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বন্দোবস্তকৃত এলাকার আয়তন ছিল ৮৪ একর এবং রাষ্ট্রকে দেয়া কর

Dhaka University Institutional Repository

ছিল ৩ টাকা। ১৮০৬ সালে গৌরনদী কোটালীপাড়া এবং বুড়ীরহাট নিয়ে মাদারীপুর গঠিত ছিল। বর্তমানে গোপালগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি থানা।
৪৯ নং দলিলের শ্রীসিবরামশীল এ গ্রামের বাসিন্দা।

খলিশাকোটা (২, ৫, ১৫, ১৬, ৩৭, ৬৬, ৯৮, ১০০, ১০৪, ১০৫, ১০৭, ১১১, ১১৫, ১১৭, ১১৩) : বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। এ গ্রামে ধনী ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মানুষ বসবাস করতেন। ১৮১১ সালে এ গ্রামের অস্তিত্ব মিলে।

খাঞ্জাপুর (১৮) : বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। এ গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান নুর মোহাম্মদ ১৮ নং দলিলের সাক্ষী। ১৮১২ সালে গ্রামটির নাম উলেল্ল খ পাওয়া যায়।

গাগবিয়া (৫০, ৫১) : শ্রীসাহ্যগাজী গাগরিয়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ১৮১২ সালে এ গ্রামে বসবাস করতেন।

গাভা (২৭, ৩১, ১৪০) : ঝালকাঠি মহকুমা ও থানার রামচন্দ্র ইউনিয়নের একটি গ্রাম গাভা। বরিশাল শহরের ১৭ মাইল পশ্চিমে অবিস্থিত গাভা। বরিশাল শহর ও গাভার মধ্যে জেলা পরিষদের মধ্যে সংযোগ সড়ক আছে। গ্রামের আয়তন ৭৯৭.৪১ একর ও জনসংখ্যা ২.১৮৭।

গুটীয়া (১৩১) : ১৮১১ সালের ৯, ১৩১ নং দলিলের এর নাম পাওয়া যায়। গুটীয়া চন্দ্রদ্বীপ পরগনার অন্তর্গত একটি গ্রাম।

গ্রদবন্দর (৫৯) : বাখরগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত ছিল গ্রদবন্দর। চিরস্থায়ীবন্দোবস্তের সময় এলাকার নাম দেখা যায় 'গিরদ ই বন্দর'। তখন এ অঞ্চলের আয়তন ছিল ৬২ একর। এর রাজস্ব পরিমান ছিল ১১ টাকা। খাজনার হার ছিল একর প্রতি ৮৫ আনা। 'গ্রদ' বন্দরে লবন চৌকি ছিল। এ লবন চৌকির নাম ছিল দক্ষিণ পূর্ব চৌকি বরিশাল। কালেকটর লবন চৌকির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

গৈলা (২৭, ৯১, ১২৭, ১৩৬, ১১) : সদর (উত্তর) মহকুমায় গৌরনদী থানার অন্তর্গতগৈলা একটি গ্রাম ও ইউনিয়ন। এ গ্রামের আয়তন ৪৫২.৯৪ একর ও লোকসংখ্যা ১,৭৩৫ (১৭৯৪ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী ১৮০০ সালে এ গ্রামের অস্তিত্ব মিলে।

গোয়ালভাওর (৪১, ৪২) : শ্রীকেবলকৃষ্ণ দত্ত ৪১ নং দলিলের একজন সাক্ষী। তিনি গোয়ালভাওর গ্রামের বাসিন্দা। ১৮১২ সালে এ গ্রামের অস্তিত্ব মিলে।

চইটা (৭০) : শ্রীজয় চন্দ্রদাস, শ্রীপ্রনকৃষ্ণদাস, শ্রী রামরাজা সিংহ ৭০ নং দলিলের সাক্ষী। তারা চইটা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। ১৮১২ সালে এ গ্রামের নাম পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

চন্দ্রদ্বীপ(চন্দ্রদ্বীপ ১, ৬, ৭১, ৭২, ৭৩) : পূর্ববাংলায় মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের সময় বাখরগঞ্জ জেলায় একটি হিন্দু রাজশক্তির উদ্ভব ঘটে। এই রাজ্যের নাম চন্দ্রদ্বীপ। সোনারগায়ের দনুজরায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এই মতের পক্ষে তেমন কোন প্রমান পাওয়া যায় না। চন্দ্রদ্বীপ রাজপরিবারের তেমন কোন পারিবারিক নথিপত্র ছিল না। এ বংশের সামান্য যা ছিল তা উম্মাদরাজা শিব্রাইন পুড়িয়ে ফেলেন। পারিবারিক ঐতিহ্য, স্থানীয় জনশ্রুতি, কিছু মুদ্রা এবং পরিবর্তনকালের পুঁথিপত্রের মাধ্যমে এই পরিবার সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়।

এইচ, ব্লকম্যানের মতানুযায়ী বাকলা প্রায় ১৪৮৭ পর্যন্ত স্বাধীন ছিল। মুসলিম সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের (১৪৯৩ - ১৬১৯) সময় এই রাজ্য মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। চন্দ্রদ্বীপরাজা পরমানন্দ বারভূইয়াদের অন্যতম ছিলেন। স্বাধীনভাবে তিনি তার জমিদারি পরিচালনা করতেন। বাংলার জমিদারগণের ন্যায় তিনিও মুঘল শাসণের বিরোধীতা করেন।

চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের রাজধানী শ্রীনগর বা মাধবপাষা এই শহরকে কেন্দ্র করে ১৭ শতকে কাশীপুর করাপুর রূপতলী, কাগাঁশুরা, মতাসষ, কাউনিয়া, জাগুয়া প্রভৃতি গ্রামে জনবসত গড়ে উঠে।

রাজা উদয় নারায়ণ ১৭২৩ সনে চন্দ্রদ্বীপরাজ্যের দায়িত্ব লাভ করেন। ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধ ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ করে। তিনি ইংরেজ রাজত্ব মেনে নেন। ১৭৬৮ সালে তার মৃত্যু হয়। চন্দ্রদ্বীপরাজবংশের পঞ্চদশ রাজা শিবনারায়ণ, পিতা উদয় নারায়ণের মৃত্যুর পর রাজ্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। পরবর্তিকালে শিবনারায়ণের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। তার মৃত্যুর পর তার পুত্রলক্ষীনারায়ণ রাজা হন। অল্প কাল রাজত্ব করে দেহ ত্যাগ করেন। তার পুত্র জয় নারায়ণরাজা হন। তখন তিনি বালক ছিলেন। তার মা দুর্গাবতী জমিদারি পরিচালনা করতেন। তিনি একজন বুদ্ধিমতি ও পূজা বৎসল মহিলা ছিলেন। রানী ১৭৮০ সনে মাধব পাশায় দূর্গাসাগর দীঘি খনন করেন। বর্তমানে বরিশালে তার অস্তিত্ব রয়েছে।

১৭৯৯ সালে খাজনার দায়ে চন্দ্রদ্বীপপরগনা নিলামে বিক্রি হয়। রাজা কুনুজ মর্দন সে চন্দ্রদ্বীপরাজ্যের সূচনা করেন। রাজা জয় নারায়ণের হাতে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ইতিপূর্বে পরগনার ক্রান্তি ঢাকা কালেকটরীতে বিক্রয় হয় এবং বর্মনদের পূর্বপুরুষ দলসিং তা ক্রয় করেন।

1 H. Bevoridge the district of Bakarganj. Its history and statistics বাখরগঞ্জ ১৯৭০ পৃষ্ঠা ৩৫

চরমোনাই (২৯, ২০, ১০৩) : চন্দ্রদ্বীপপরগনার অন্তর্গত একটি চাকলা। সরকার বাকলার স্বাধীন রাজ্য ছিল। চরমোনাই পীরসৈয়দ ফজলুলকরীমের জন্য চরমোনাই বেশী পরিচিত স্থান। ১৮১২ সালের ২৯ নং দলিলের এর নাম পাওয়া যায়। ২০ নং দলিলের সাক্ষী শ্রীরামরমন্দ্র দাস চরমোনাই গ্রামের একজন বাসিন্দা ছিলেন।

চাঁদপ্রতাপ (৫) : ১৮১২ সালের ৫ নং দলিলে এই গ্রামের নাম উলেল্ল খ পাওয়া যায়। শ্রীসিবুপ্রসাদ শেন এ গ্রামের বাসিন্দা।

চাঁদসী (চান্দশী ২৩) : বরিশালে সদর উত্তর মহকুমার গৌরনদী থানার অন্তর্গতচান্দসী একটি গ্রাম ও ইউনিয়ন। এ গ্রামটি উত্তর চাঁদসী এবং দক্ষিণ চাঁদসী এই দুই ভাগে বিভক্ত। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এ গ্রামের আয়তন ৭৯ একর এবং জনসংখ্যা ২৭৪১।

Dhaka University Institutional Repository

চাখার (১) :পিরোজপুর মহকুমার বানরীপাড়া থানার অন্তর্গতচাখার এ জেলার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম ও ইউনিয়ন। এ গ্রামেই জন্ম গ্রহণ করেছেন এ জেলার তথা এ দেশের অন্যতম কৃতী সন্তান শের-ই-বাংলা এ, কে ফজলুল হক। সে হিসেবে গ্রামটি বিখ্যাত। এ গ্রামটি বরিশাল শহর থেকে ১৬ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। বাস চলাচলের উপযোগী একটি সড়ক দ্বা রা বরিশাল শহরের সাথে সংযুক্ত।

চাচড়ি পাশা (৭৯, ১০৮) : ৭৯ দলিলের সাক্ষী শ্রীকানাকৃষ্ণ দত্ত চাচড়িপাশা গ্রামের বাসিন্দা। ১৮১২ সালে গ্রামের নাম পাওয়া যায়।

চান্দপুর (১০৮) : ঢাকা জেলার অন্তর্ভূক্ত চান্দপুর একটি গ্রাম। ১৮১২ সালে ১০৮ নং দলিলে এই গ্রামের নাম পাওয়া যায়।

চান্দার (৫৯) : বাঙবোড়ার পরগনার অন্তর্গত একটি গ্রাম হল চান্দার। ১৮১২ সালের ৫৯ নং দলিলে এ গ্রামের নাম পাওয়া যায়। শ্রীরামবলল্ল ভ সেন এ গ্রামের বাসিন্দা।

চেচড়ী (৭৭, ৭৮, ৮৪, ১০৯, ১০৮) : শ্রীব্রজনন্দ কোচ ৭৭ ও ৭৮ নং দলিলের সাক্ষী। তাদের নিবাস ছিল চেচড়ী। সৈদপুর পরগনার একটি গ্রাম চেচড়ী। ১৮১২ সালে গ্রামটির নাম পাওয়া যায়।

ছোপখালী (৪৬) : বোজরগউমেদপুর পরগনার অন্তর্গত একটি জোয়ার ছিল। তালুকের মালিক ছিলেন চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী। কার্তিক রামদাস এই হাওলার অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। ১৮১২ সালে ৪৬ নং দলিলে এ গ্রামটির নাম পাওয়া যায়।

জপশা (২, ১০, ৪৩) : ১৮১২ সালে জপশা গ্রামের নাম পাওয়া যায়। শ্রীডেঙ্কর দাস এ গ্রামে বসবাস করতেন। তিনি ২ নং দলিলের সাক্ষী।

জাগুয়া (৩৭) : ১৮১২ সালের ৩৭ নং দলিলে এ গ্রামের নাম পাওয়া যায়। শ্রীসেক জেয়াউল্লা এ গ্রামের বাসিন্দা তিনি ৩৭ নং দলিলের একজন সাক্ষী ।

জাহাঙ্গীরাবাদ (৫০, ৭৫) : ১৮১২ সালে ৭৫ নং দলিলে জাহাঙ্গীরাবাদ নামটি পাওয়া যায়। ১৮১২ সালে জাহাঙ্গীরাবাদ পূর্বস্থলীয় পরগনা ছিল। শ্রীকালিনাথ রায় এ পরগনায় বসবাস করতেন।

জিবডলন (৬৩) : ৬৩ নং দলিলে শাকিমের নাম পাওয়া যায়। শ্রীসেক নাহাদারাজ এ শকিমের বাসিন্দা। এ গ্রামে সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা বাস করতেন।

জোয়ারদেওয়ানী (৪৬) : সৈদপুর পরগনার একটি তালুকের নাম জোয়ারদেওয়ানী। ১৮১২ সালে রামশঙ্করচক্রবর্তী এর মালিক ছিলেন।

ঝাউকাটি (ঝাউকাটী ৯) : ১৮১২ সালে ঝাউকাটি গ্রামের নাম পাওয়া যায়। ৯ নং দলিলে এর শ্রী বদাচন্দ্রদাস এ গ্রামের বাসিন্দা। বরিশাল জেলার অন্তর্ভূক্ত একটি গ্রাম ঝাউকাটী।

Dhaka University Institutional Repository

ঝালকাঠি (১৯) : ঝালকাঠি মহকুমা ও থানা সদর। বরিশাল শহর থেকে প্রায় ১২ মাইল দূরে ঝালকাঠি নলছিটি ও নদীর সংযোগ স্থলে ২০° : ০ উত্তার অক্ষাংশ ও ৯০° :০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে এ শহরটি অবস্থিত। এখানে একটি সীমার ঘাট আাছে। ঝালকাঠি থেকে বরিশাল পর্যন্ত পাকা সড়ক সংযোগ এবং নৌযোগাযোগ আছে। এ শহরের আয়তন ১.১২ বর্গমাইল ও জনসংখ্যা ৩১,৩৮১ (১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী) ঝালকাঠী পৌরসভা চাঁদ কাঠি, কালিবাড়ি, রায়মংগল ও চর এলাকা। এ চারটি ওয়ার্ডে বিভক্ত। ঝালকাঠী বাখরগঞ্জের একটি বৃহৎ বন্দর। ধান, চাল, কাঠ নারিকেল ও সুপারি, ইত্যাদি এ স্থানের বানিজ্যিক পণ্যের অন্তর্ভূক্ত। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে জে,সি,জাকের লিখিত বাখরগঞ্জ জেলা গেজেটীয়ারের বিবরণ অনুযায়ী : ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে সদর মহকুমা সদর উত্তর ও সদর দক্ষিণ নামে দুইটি মহকুমায় বিভক্ত ছিল।

তেতলিয়া (৪৭) : উত্তরশাহাবাজপুর পরগনার একটি গ্রাম তেতলিয়া। ১৮১২ সালের ৪৭নং দলিলে গ্রামটির নাম উলেল্ল খ পাওয়া যায়। শ্রীরামরত্ন সিংহ তেতলিয়া গ্রামের বাসিন্দা।

দারিয়ান (৬৩) : বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভূক্ত একটি গ্রাম দারিয়ান। ১৮১২ সালের ৬৩ নং দলিলে এর নাম পাওয়া যায়। শ্রীএবাদতখা দারিয়ান গ্রামের বাসিন্দা।

দাবখালি (১১৬) : বাখরগঞ্জ জেলার একটি গ্রাম। শ্রীমোহম্মদ হানিফ এ গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। ১৮১২ সালের ১১৬ নং দলিলে এর নাম পাওয়া যায়।

দুব্বা (৬৮) : ১৮১২ সালের ৬৮ নং দলিলে দুব্বা গ্রামের নাম পাওয়া যায়। শ্রীসেক সোনাউলল্ল াহ এ গ্রামের বাসিন্দা। গ্রামটি বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভূক্ত।

ধানুরা (৮২) : বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভূক্ত একটি গ্রাম হল ধানুরা। ১৮১২ সালে ৮২ নং দলিলে এর নাম পাওয়া যায়। শ্রীরাম মোহন চন্দ্র ধানুরা গ্রামের অধিবাসী।

নওহাটা (১০১) : ১০১ নং দলিলে নওহাটা গ্রামের নাম পাওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্র সিংহ এ গ্রামের বাসিন্দা। বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি গ্রান।

নর্দ্দাকাটি (নর্দ্দাকাঠী ১১২) : বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভূক্ত একটি গ্রাম। ১১২ নং দলিলের শ্রী সোনাউলল্লাহ নর্দ্দাকাটি গ্রামে বসবাস করতেন। ১৮১২ সালে ১১২ নং দলিলে গ্রামটির নাম পাওয়া যায়।

নন্দমূলা (১৯) : শ্রীসেক পাশাউল্লাহ নন্দমূলা গ্রামের বাসিন্দা। ১৮১২ সালে তিনি ১৯ নং দলিলের সাক্ষী হন।

Dhaka University Institutional Repository

নবওমপুর (২৪) : শ্রীসূর্য্যনারায়ণ শর্মন নবওমপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ১৮১২ সালে ২৪ নং দলিলের সাক্ষী হন। রানগঞ্জ জেলার অন্তর্ভূক্ত একটি গ্রাম।

নবগ্রাম (২২) : ১৮১২ সালের ২২ নং দলিলে নবগ্রাম নামের গ্রামটির উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীগোকুলচন্দ্র শর্মন এ গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ২২ নং দলিলের একজন সাক্ষী।

নলচীড়া/নলচিড়া (৪, ৮, ১৬, ১২, ৬২, ৬৬, ৭১, ৯০, ১৩৫, ৭৩, ১০০) : বরিশাল সদর (উত্তর) মহকুমার গৌরনদী থানার অন্তর্গতনলচিড়া একটি গ্রাম ও ইউনিয়ন। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এ গ্রামের আয়তন ২৬৩.৮২ একর এবং জনসংখ্যা ১১৬৮। একটি ইউনিয়ন পরিষদ অফিস, ডাক্তারখানা, প্রাথমিক বিদ্যালয়, নলচিড়া থানা অবস্থিত। এ গ্রামে মিঃ পরিবার নামে জমিদার পরিবার ছিল। ১৮১৯ সালে নিলামে উঠলে কলকাতার ঠাকুর পরিবার তা কিনে নেন ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে।

নাকটীয়া (৮০) : ১৮১২ সালের ৮০ নং দলিলে নাকটীয়া গ্রামের উলেল্ল খ পাওয়া যায়। নাকটীয়া বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভূক্ত একটি গ্রাম। শ্রীপদ্দলোচন শর্ম্মা এ গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ৮০ নং দলিলের একজন সাক্ষী।

নাজীরপুর (১৩৫, ১৬, ৭৩) : বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি পরগনার নাম। মীরকাসেমআলী খানের শাসনামলে (১৭৬০ - ১৭৬৩ খৃঃ) জমিদারদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পূর্ববর্তী কোন ইতিহাস ও সূত্রের বরাত ছাড়াই জমিদারীর সংখ্যা ও আয়তন পরিবর্তন হতে লাগল। পরগনার দলিলের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিবর্তন দেখা গেল। সে সময় ভূমি রাজস্ব তালিকায় নাজিরপুরের নাম উল্লেখ আছে ১৭২৮। নাজিরপুর জমিদারির সংখ্যা (এক), মহলের সংখ্যা হল (দুই)। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে নাজিরপুর নাম একটি গ্রাম ১৩৫ নং দলিলে তার নাম পাওয়া যায়।

নোয়াখালি (নওখালি ১১৮) : সিলেমাবাদ পরগনার একটি গ্রাম। নওখালি বর্তমান নাম নোয়াখালি। নওখালি বাখরগঞ্জের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে বাখরগঞ্জ জেলার কালেক্টারের চিঠিতে দেখা যায় সে জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের শাসনাধীনে এ হাতিয়া বর্তমানে নোয়াখালি দশটি পুলিশ সার্কেল ছিল। এর মধ্যে নওখালি ও ছিল। ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণশাহাবাজপুর এবং হাতিয়ার দ্বীপসমূহ নোয়াখালীর শাসনাধীন নেয়া হয়। কিন্তু এ সকল এলাকা তখন বাখরগঞ্জ এলাকার অন্তর্ভূক্ত থেকেই যায়।

W.W. Aunnter A Statistical Account of Bengol. Vol.V 1875 পৃ: ১৫৮

পাঙ্গনিয়া (৪৬) :বোজরগউমেদপুর পরগনার একটি জোয়ার হল পাঙ্গনিয়া। ১৮১২ সালে ৪৬ নং দলিলে এর নাম পাওয়া যায়।

পাচকানি (১০৬) : বরিশাল জেলার অন্তর্ভূক্ত একটি গ্রাম পাচকানি। ১৮১২ সালের ১০৬ নং দলিলে এর নাম পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

পান্দিশা (৮০) : বরিশাল জেলার অন্তর্ভূক্ত একটি গ্রাম পান্দিশা। ১৮১২ সালের ৮০নং দলিলে এর নাম পাওয়া যায়।

পাংসা (৯,২৩,৩৩,১০২,১১০,১২৩) : বরিশাল জেলার অন্তর্ভূক্ত একটি গ্রাম পাংসা। ১৮১২ সালে গ্রামটির নাম পাওয়া যায়। গৌরনদীর একটি গ্রাম ও ইউনিয়ন।

পুখইরজানা (১১৭) : ১৮১২ সালে ১১৭ নং দলিলে এ গ্রামের নাম পাওয়া যায়। গ্রামটি বরিশাল জেলার অন্তর্ভূক্ত ছিল।

পোনাবালিয়া (৩৭, ৬৯) : ঝালকাটি থানাধীন পোনাবালিয়া একটি গ্রাম ও ইউনিয়ন। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এ গ্রামের আয়তন ৩০৩.৮৯ একর এবং জনসংখ্যা ২৫০ জন। পূর্বে এখানে টপ্পে হাবিলি সেলিমাবাদ পরগনার জমিদারগণের সদর দপ্তর ছিল। কথিত আছে যে, প্রাচীনকালে এখান দিয়ে সুগন্ধা অথবা সুন্দা নদী প্রবাহিত হত। তৎকালে গৌরনদী থানার অন্তর্গতশিকারপুর গ্রামটি, বর্তমানে উজিরপুর থানার অন্তর্গতএ নদীর অপর তীরে অবস্থিত ছিল।

প্রতাপ (১০০) : বরিশাল জেলার একটি গ্রাম প্রতাপ। ১৮১২ সালে ১০০ নং দলিলে এর নাম পাওয়া যায়।

বদ্দর্মান (৭৫) : ১৮১২ সালে ৭৫ নং দলিলে এর নাম পাওয়া যায়। বদ্দর্মান জেলা পূর্বস্থলি পরগনা জাহাঙ্গিরাবাদের অন্তর্গতছিল। শ্রীকালিনাথ রায় বদ্দর্মান জেলায় বাসিন্দা।

বরিশাল (১৭, ১১, ৬২, ৮৩, ১১৫, ১০৮) : বাখরগঞ্জ জেলা সদর ও উপজেলার সদর দপ্তর বরিশাল ২২° ৪১ উত্তর অক্ষাংশ ও ৯০° ২৪ । পূর্ব দ্রাঘিমাংশে আড়িয়ালখাঁ নদীর প্রশাখা কীর্তনখোলা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। (৩) নদীপথে ঢাকা থেকে এ স্থানটির দুরত্ব প্রায় ৭৬ মাইল এবং বঙ্গোপসাগর থেকে ১০০ মাইলের ও অধিক। বরিশাল একটি নদী বন্দর।

জেলার প্রথম সদর দপ্তর ছিল নলছিটি থানার পশ্চিমে 'বরইকরন' নামক গ্রামে। প্রাচীন নথিপত্রে এ জেলাকে ঢাকা জালালপুরের অন্তর্গতজেলা বরইকরণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তি কালে জেলার সদর দপ্তর প্রাচীন পর্তুগীজ বসতি শিবপুরের (এখানে একটি পর্তুগীজ গীর্জা এখন ও আছে) অনতি দুরে বাখরগঞ্জ সরিয়ে নেয়া হয়। ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উইনটলের আমলেই জেলার সদর দপ্তর বরিশালে স্থানান্তরিত হয়। ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে বরিশাল একটি মুসলিম পরিবারের মালিকানাধীন কয়েক একর জমি বিশিষ্ট ছোট গ্রাম ছিল। গ্রামটি 'গ্রীদ' বন্দর নামে পরিচিত একটি পরগনা ছিল। 'গ্রদবন্দর' চন্দ্রদ্বীপপরগনা থেকেই গঠিত হয়েছিল যা মনে করা হয়।

বরিশাল পৌরসভার আয়তন নয় বর্গমাইল এবং ১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পৌর এলাকার মোট জনসংখ্যা ১৫৯২৯৮ স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্ব বরিশাল পৌরসভার উপর ন্যাস্ত। পৌরসভার অধীনে ১৬টি ইউনিয়ন কমিটি আছে।

১৮৩১ সনে সরকার মালিক রায়কানাই রায়ের নিকট হতে বরিশাল মৌজা ক্রয় করে। কাউনিয়া, আলোকান্দা আমানতগঞ্জ সাগরদী নিয়ে বরিশাল শহর গড়ে উঠে। ১৮০১ সালের পূর্বে এখানে ইংরেজদের বসতি ছিল না। এর পরে এটি বিখ্যাত বন্দর হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। জেলা দপ্তর প্রতিষ্ঠার পর শহরের গুরত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) S.C sack Bengal District Gazetters Bakarganj কলকাতা ১৯১৮ পৃ: ৪

বাইশারি (৬৪, ৬৫, ৬৬) : শ্রীভীমারাম দে বাইশারি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ৬৪, ৬৫, ৬৬ নং দলিলের একজন গুরত্বপূর্ণ সাক্ষী। ১৮১২ সালে গ্রামটির অস্তিত্ব মিলে। বরিশাল জেলার অন্তর্ভূক্ত একটি গ্রাম।

বাঙ্গরোড়া (গৌরনদী ৬, ৫৯, ৯৬, ১২০, ১২২, ৫৫, ৮৫, ১১৯, ১২১, ১২৭, ১৩১) : বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত এ বাঙরোড়া পরগনা ১৭৯৩ সনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এ পরগনার জমির পরিমান ছিল ৬৪,০৮৩ একর রাজস্ব ছিল ১৯৯২০ টাকা। গৌরনদীর গৈলা, ফুলশ্রী, শোলক, বাটাজোর, মাহিলারা, পিঙ্গলাকাঠী ইত্যাদি গ্রাম নিয়ে গঠিত।

১৮৭৫ সালে হায়াতুন্নেছা এ পরগনার জমিদার ছিলেন। বাঙবোড়া তালুকদারের সংখ্যা প্রায় ১ হাজার। বাটাজোরের দত্ত শোলকে, মজুমদা, গৈলার দাস, বার্থীর বকশীগণ উলেল্ল খযোগ্য। এ পরগনার বিখ্যাত ব্যক্তি আশ্বিনীকুমার দত্ত। ব্রিটিশ শাসনের সময় এখানে নীল ও লবন উৎপাদন হত। এর অর্থনীতি প্রধানত ভূমির উপর নির্ভরশীল ছিল। বাঙরোড়া বর্তমানে গৌরনদী বলে পরিচিত।

বাধনপাড়া (২০, ৪, ৪৫, ৬৩) : বরিশাল জেলার অন্তর্ভূক্ত একটি গ্রাম বাধনপাড়া। ১৮১২ সালে এ গ্রামটির নাম পাওয়া যায়। শ্রীরামগঙ্গা দাস এ গ্রামের বাসিন্দা।

বানরিপাড়া (৮৪) : বরিশাল জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম বানরিপাড়া। ১৮১২ সালে ১৪ নং দলিলে গ্রামটির নাম পাওয়া যায়। চাল, পেয়াড়া, সুপাড়ির জন্য বানরিপাড়া বিখ্যাত ছিল। শ্রীচন্দ্রশেখর গুহ এ গ্রামের বাসিন্দা।

বাবইখালি (৩৭) : বরিশাল জেলার অন্তর্ভূক্ত একটি গ্রাম বাবইখালি। ১৮১২ সালে ৩৭ নং দলিলে এর নাম পাওয়া যায়।

বারশনকশা (৬) : বাখরগঞ্জ জেলায় একটি গ্রাম বারশনকশা। ১৮১২ সালে ৬নং দলিলে এ গ্রামের নাম পাওয়া যায়।

বাসুবিপাড়া (৯৪) : বরিশাল জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। ১৮১২ সালের দলিলে নাম পাওয়া যায়। ৯৪ নং গ্রামটির নাম পাওয়া যায়। শ্রীরাজকিশোর দাস এ গ্রামের সম্মানিত বাসিন্দা।

বাসুদেবপাড়া (৫,১০০) : ১৮১২ সালের দলিলে এর নাম পাওয়া যায়। বরিশাল অন্তর্ভূক্ত একটি গ্রাম।

বারৈকরন (বারইকরন ৩৭, ৩৮) : বাখরাগঞ্জ জেলায় অন্তর্গতনলছিটি থানায় পশ্চিমে বারইকরন নামক গ্রাম। প্রাচীন নথিপত্রে এ জেলাকে ঢাকাজালালপুরের অন্তর্গতজেলাবারইকরণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে ঝালকাঠি, নলছিটি এ এলাকার অন্তর্ভূক্ত ছিল।

নলছিটি থানার বারৈকরনে নবাবী আমলে একটি বানিজ্য কেন্দ্র ছিল। কোম্পানীআমলে বারইকরনের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। তাই কোম্পানী এখানে প্রশাসনিক দপ্তর প্রতিষ্ঠা করে । কিন্তু বারৈকরনের যাতায়াত পথে চড় পড়ে বাণিজ্যের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে ইংরেজ বনিকরা বিদ্রোহী কৃষকদের ভয়ে বারইকরনে বাস করতে অনাগ্রহী ছিলেন। তাই পরে স্যামুয়েল প্রশাসনিক দপ্তর বাখেরগঞ্জে

Dhaka University Institutional Repository

স্থানান্তরিত করেন। পূর্বে বারকৈরন বোজরগউমেদপুরের একটি জেলা ছিল এখানে নীল চাষ হত। ১৭৯০ সনে বারেকরনকে থানায় রূপান্তর করা হয়। ১৮২৪ সালে বারেইকরন থানা বিভক্ত হয়ে নলছিটি ও ঝালকাঠি থানা করা হয়। লবন বাণিজ্যের জন্য বারৈকরন বিখ্যাত ছিল। এখানে ইংরেজদেও বাণিজ্য কুঠি ছিল। ১৭৮১ সালে মিস্টার রাফট বাকেরগঞ্জ সিভিল কোর্টর প্রথম জজ ছিলেন। বারেকরনে তার দপ্তর ছিল।১৭৯২ সালে মিডলটন ইংরেজ সরকারের নির্দেশে কোর্টে সহকারি কালেক্টর ও সুন্দরবন কমিশনারের দপ্তর বারৈকরন থেকে বাকেরগঞ্জে হস্তান্তর করেন। ফলে আস্তে আস্তে বারেকরনের গুরত্ব হ্রাস পেতে থাকে।

বিকলল্লা/বিকল্বা (১১৮, ১২৬) : সিলেমাবাদ পরগনার অন্তর্গত একটি গ্রাম বিকল্লা। ১৮১২ সালে ১১৮ নং দলিলে এর নাম পাওয়া যায়।

বিক্রমপুর (৪,৫,৯,৭৫,৮১,৫০,৫৯) : বিক্রমপুর গ্রামের নাম পাওয়া যায়। ১৮১২ সালে বিক্রমপুর একটি পরগনা ও গ্রাম। বিক্রমপুর পরগনার চন্দ্রদ্বীপপরগনার অন্তর্ভূক্ত একটি গ্রাম।

বিননা (৪৯) : ১৮১২ সালে ৪৯ নং দলিলে গ্রামের নাম পাওয়া যায়। বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভূক্ত গ্রাম বিননা। শ্রীরামশঙ্কর রায় এ গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।

বিরপাসা (৫৫, ৪৯) : ১৮১১ সালের ৫৫ নং দলিলে গ্রামটির নাম পাওয়া যায়। বরিশাল জেলার অন্তর্ভূক্ত একটি গ্রাম বিরপাসা।

বিরমহল (৩৩, ৯৭) : বাকেরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি পরগনা ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ীবন্দোবস্তের সময় এর জমি ছিল ৫৩২৮ একর এবং রাজস্ব আদায় ছিল ৬১০ টাকা। এখানে ব্রিটিশ উপনিবেশের দুর্দান্ত প্রতাপ ছিল।

বিলবিলাষ (২২) : ১৮১২ সালে গ্রামটির নাম পাওয়া যায়। বরিশাল জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। এ গ্রামে সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের বাস ছিল। তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রীমানুদতকী এ গ্রামে বসবাস করতেন।

বেইচণ্ডা (১১২) : বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভূক্ত একটি গ্রাম বেইচণ্ডা। ১৮১২ সালের ১১নং দলিলে এর নাম পাওয়া যায়। শ্রীসেন সোনাউল্লা এ গ্রামে বাস করতেন।

বেড়কাঠি (৩৬) : বরিশাল জেলার অন্তর্ভূক্ত একটি গ্রাম। ১৮১২ সালে ৩৬ নং দলিলে গ্রামের নাম পাওয়া যায়।

বাজরগউমেদপুর (১৭, ৪৬, ১২১) : বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি বৃহত্তর পরগনা। এর জমির পরিমান ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ীবন্দোবস্তের সময় ২,৪৩,৮৮৭ একর ছিল। ব্রিটিশ সরকারকে দেয়া রাজস্ব ছিল ১৯৩১৮১ টাকা। সম্রাট আওরঙ্গজেব যুগে পর্তুগীজদের সাথে যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য চন্দ্রদ্বীপপরগনার ও সরকার বাযুহায় হতে নতুন একটি পরগনা সৃষ্টি করে শায়েস্তাখানের পুত্র বোজরগউমেদকে প্রদান করেন। তার নামে এ পরগনা নাম হয় বোজরগউমেদপুর। বাখেরগঞ্জ পটুয়াখালী, বেতাগী, আমতলী, বরগুনা, পাথরঘাটা, রায়না প্রভৃতি এ পরগনার অন্তর্গতছিল। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ

Dhaka University Institutional Repository

শাসনের শেষ ভাগে আগা বাকেরখান বোজরগউমেদপুর পরগনা লাভ করেন। ১৭৫৩ সনে আগাবাকের নিহত হলে রাজবল্লভ বোজরগউমেদপুর দখল করে নেয়। রাজবল্লভের প্রথম কাচারী বারৈকরন ছিল। তার পুত্র গোপালকৃষ্ণ ঝালকাঠির সুতালরীতে কাচারী প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮৭ সনে ৫ই জুন তার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর পিতম্বর সেন জমিদার পরিচালনা করেন। উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিবাদের কারণে জমিদারি নিলামে উঠে। ১৭৯৯ সালে ১০ ই জুন কালেক্টরমেসি সরকারের পক্ষে বোজরগউমেদপুর পরগনা নিলামে ক্রয় করেন। ১৮০১ সালে জমিদারি বিক্রির পর অধিনস্ত তালুক ও বিক্রি হয়। তখন তালুকের সংখ্যা ছিল ৫৯৪টি।বোজরগউমেদপুর লবন উৎপাদন হতো। এখানে অনেক ইংরেজ বনিকদের সমাগম ছিল। ইতিহাসের অভিশপ্ত নীল চাষ এ বোজরগউমেদপুরের বারৈকরনে চাষ হয়েছিল। এ নীলচাষের ফলে বরিশালের কৃষকদের ভূমিদাসে পরিনত করে।

বৌজীখাড়া (৬৫, ৫৬) : বরিশাল জেলার অন্তর্ভূক্ত বৌজীখাড়া একটি গ্রাম। ১৮১২ সালের ৬৫ ও ৬৬ নং দলিলে এ গ্রামটির নাম পাওয়া যায়।

ভাণ্ডারিয়া (৬১) : পিরোজপুর মহকুমার কচুয়া নদীরতীরে অবস্থিত ভাণ্ডারিয়া একটি গ্রাম। ইউনিয়ন ও থানা সদর। এ গ্রামের আয়তন ১৩৩৬.০১ একর জনসংখ্যা ৪,৮১১ (১৯৭৪ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী)। এখানে তিনটি উচ্চ বিদ্যালয় আছে। এছাড়া এখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, ডাক্তারখানা ডাক ও তার অফিস ইউনিয়ন পরিষদ আছে। ১৮১২ সালে এ থানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

মহেষপুর (৯০,১২৪) : বরিশাল জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম মহেষপুর। ১৮১২ সালের ৯০ ১২৪ নং দলিলে গ্রামটির নাম পাওয়া যায়।

ময়দীপুর (১০৫) : বরিশাল জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম ময়দীপুর। ১৮১২ সালের ১০৫ নং দলিলে ময়দীপুর গ্রামের নাম উলেল্লখ রয়েছে।

মাইজ পাড়া (৩৩) : শ্রীইন্দ্রনারায়ণ শর্মা মাইজপাড়া গ্রামে বসবাস করতেন। ১৮১২ সালে ৩৩ নং দলিলে এর নাম পাওয়া যায়।

মাধবপাষা (৮৯) : সদর (দক্ষিন) মহকুমার বাবুগঞ্জ থানার অন্তর্গতমাধবপাশা থেকে বরিশাল শহরের দুরত্ব ৭ মাইল। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এ গ্রামের আয়তন ১১২৭.১৬ একর এবং জনসংখ্যা। ৮৩৩। এখানে মাধবপাশা চন্দ্রদ্বীপউচ্চ বিদ্যালয় (১৯৬২ সারৈ স্থাপিত) একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডাকঘর ও ইউনিয়ন পরিষদ অফিস ও বালিকা বিদ্যালয় আছে। এ গ্রামে চন্দ্রদ্বীপরাজাদের শেষ বাসস্থান ছিল। এখানকার দুর্গাসাগর নামে একটি দীঘি জয়নারায়ণের মাতা রানী দূর্গাবতী খনন করেন। বরিশাল শহরের সঙ্গে একটি সড়ক এ গ্রামে সংযুক্ত। বও আগে সাহা পরিবারের পার্বতী চৌধুরানী নামে জনৈক মহিলা সড়কটি নির্মান করেন।

মালপাশা (৩১) : বরিশাল জেলার অন্তর্ভূক্ত একটি গ্রাম মালপাশা। ১৮১২ সালের ৩১ নং দলিলে এর নাম পাওয়া যায়। শ্রীরামহরি শর্মন মালপাশা গ্রামের সম্মানিত বাসিন্দা।

Dhaka University Institutional Repository

মালয়ার (৬৩) : রঘুনাথপুর পরগনার অন্তর্গতমালয়ার একটি গ্রাম। ১৮১২ সালে ৬৩ নং দলিলে এর নাম পাওয়া যায়। শ্রীভবানীসঙ্কর এ গ্রামের বাসিন্দা।

মাহিলাড়া (৫৬, ৭, ১১৮, ১১) : বরিশাল জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম মাহিলাড়া। ১৮১২ সালের দলিলে মাহিলাড়া গ্রামের নাম পাওয়া যায়।

মিঠাপুকুরিয়া (১২৬) : সুলতানাবাদ পরগনার অন্তর্গত একটি কিসমত মিঠাপুকুরিয়া। ১৮১২ সালের ১২৬ নং দলিলে গ্রামটির নাম পাই।

মুখোরাবাদ (১৩৪) : বরিশাল জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। ১৮১২ সালে ১৩৪ নং দলিলে এর নাম পাওয়া যায়।

মুলাদি (মুলায়দি ২৫) : বর্তমানে মুলায়দি নাম মুলাদি। এটি এখন থানা সদর। ১৮১২ সালে ২৫ নং দলিলে মুলাদি গ্রামের নাম পাই।

মেহ্যা (৮১) : শ্রীনন্দারামকর মেহ্যা শাকিমের বাসিন্দা। বরিশাল জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম।

রত্নদীকালিকাপুর (৫১,৫০) : ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বাখরগঞ্জের পরগনার মধ্যে রত্নদীকালিকাপুর অন্যতম ছিল। ১৮১২ সালে ৫১, ৫০ নং দলিলে এর নাম পাওয়া যায়। রত্নদীকালিকাপুর ব্রিটিশ শাসনের সময় জমির পরিমান ছিল ৩৭,৯২০ একর রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২৬, ৪১৬ টাকা।

রুনসী (১২৯) : বোজরগউমেদপুর পরগনার অন্তর্গত একটি কিসমত রুনসী। ১৮১২ সালে এর নাম পাওয়া যায় ১২৯ নং দলিলে শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাস রুনসি কিসমতে বসবাস করতেন।

রূপাতালি (২৪) : বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম রূপাতালি। ১৮১২ সালের ২৪ নং দলিলে এর নাম পাওয়া যায়।

লক্ষিরদিয়া (৪১) : ১৮১২ সালে ৪১ নং দলিলে লক্ষির দিয়া গ্রামের নাম পাওয়া যায়। গ্রামটি বরিশাল জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম।

লাগুবি (১২৯) : বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। ১৮১২ সালের ১২৯ নং দলিলে গ্রামটির নাম পাওয়া যায়।

হরিনাফুলিয়া (১৩৯) : ১৮১২ সালে ১৩৯ নং দলিলে এ গ্রামের নাম পাওয়া যায়। বাখরগঞ্জ জেলার একটি গ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

হরিশেন (১৩৫) : ১৮১২ সালে ১৩৫ নং দলিলে এর নাম পাওয়া যায়। হরিশেন বরিশাল জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম।

হায়াপুর (৯০) : ১৮১২ সালের ৯০ নং দলিলে হায়াপুর গ্রামের নাম পাওয়া যায়। বাখরগঞ্জজেলার অন্তর্ভূক্ত একটি গ্রাম।

হুবনপুর(৬৯) : বাখরগঞ্জ জেলার একটি গ্রাম গুবনপুর। ১৮১২ সালের ৬৯ নং দলিলে এর নাম পাওয়া যায়।

সন্যাসী (১২১) : বাখরগঞ্জজেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম সন্যাসী। ১৮১২ সালের ১২১ নং দলিলে এর নাম পাওয়া যায়।

সরমহল (১০৯) : বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম সবমহল। ১৮১২ সালের ১০৯ নং দলিলে এর নাম পাওয়া যায়।

সাজীড়া (২০) : বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম সাজীড়া। ১৮১২ সালের ২০ নং দলিলে এ গ্রামের নাম

সালুখা (২৫, ২৭, ৭৩) : বাখরগঞ্জ জেলার একটি গ্রাম। এখানে সম্ভ্রান্ত মুসলমান বাস করতেন। শ্রীজমির সেক এ গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন ১৮১২ সালে।
পাওয়া যায়।

সিকারপুর (১৩৯) : বরিশালজেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম সিকারপুর। ১৮১২ সালের ১৩৯ নং দলিলের এ গ্রামের নাম পাওয়া যায়।

সিলেমাবাদ (৬০, ৭৫, ১১৬, ১১৮, ১২০, ১২৪, ১২১) : সেলিমাবাদ পরগনা বর্তমানে পিরোজপুর নামে পরিচিত। সেলিমাবাদ পরগনা বাখরগঞ্জ জেলার দ্বি তীয় বৃহত্তর পরগনা ছিল। ঝালকাঠি, স্বরূপকাটি, রাজাপুর, ভাণ্ডরিয়া, কাউখালি, পিরোজপুর, নাজিরপুর খুলনার কচুয়া প্রভৃতি থানার অধিকাংশ এলাকা সেলিমাবাদ পরগনার অন্তর্গতছিল। সেলিমাবাদ ১৬১১ সন পর্যন্ত চন্দ্রদ্বীপরাজাদের দখলে ছিল। ১৬১১ সনের পর মুঘল শাসনাধীনে চলে যাওয়ার পর এ রাজ্যকে কয়েকটি পরগনায় বিভক্ত করা হয়। সম্রাট নিজ নামে সেলিমাবাদ পরগনার সৃষ্টি করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আরেক নাম সেলিম। তার নামানুসারে এ পরগনার নাম হয় সেলিমাবাদ।

সেলিমাবাদ পরগনা হতে ১০টি ক্ষুদ্র পরগনা ও অনেক তালুক সৃষ্টি করা হয়। হাবেলি সেলিমাবাদ ব্যতিত অন্যান্য পরগনা চিরস্থায়ীবন্দোবস্তের পূর্বে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তালুকগুলোর মধ্যে কীর্তিপাশা মজুমদার বাসণ্ডার মহলানবিশ, কেওরার চৌধুরী, সতুরিয়ার মিয়া, জেলাবাড়ির বিশ্বাস ও মিরঝুরির দত্ত প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৭২২ খ্রীস্টাব্দে বাংলার শাসনকর্তা মুর্শিদকুলি খাঁর শাসনামলে বাখরগঞ্জ জেলার পরগনা সমুহকে জাহাঙ্গীরনগর চাকলার অধীনস্ত হয়। ফতেহাবাদা সরকার অন্তর্গতছিল সেলিমাবাদ পরগনা সরকারকে

Dhaka University Institutional Repository

দেয় রাজস্ব ছিল ৪৩১৬৬। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় জমির পরিমান ছিল ২৪৬৫০৫। রাজস্ব ৯৮২৩৪ টাকা। এখানে লবন শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল।

সুলতানাবাদ (ফুলতানাবাদ ১২১) : বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি পরগনা ছিল সুলতানাবাদ। এটি বাকলা সরকারের অধীন ছিল। ১৭২৮ সালে সরকারকে দেয়া খলসা রাজস্ব ছিল ৬৬৩ টাকা। সম্ভবত শাহ্‌সুজার আমলে চন্দ্রদ্বীপহতে সুলতানাবাদা পরগনার সৃষ্টি হয়। সৈয়দ আব্দুললল্ল াহ চৌধুরী এ পরগনার জমিদার ছিলেন। ১৭৯৭ সালে কলবআলী সুলতানাবাদ পরগনার জমিদার ছিলেন। পরবর্তীকালে ঢাকার নবাব ও শায়েস্তাবাদের মির পরিবার এ পরগনার একাংশ ক্রয় করেন। সুলতানাবাদ পরগনার কিছু অংশ এবং সুন্দরবনের আইলার কিছু অংশ শায়েস্তাবাদ পরগনার অন্তর্গত ছিল।

সৈদপুর (৭৮) : সৈয়দপুর বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি পরগনা। এ পরগনাটি মঠবাড়িয়া ও ভাণ্ডারিয়ার অন্তর্গতছিল গোনাবালিয়ার চৌধুরিগণ এ পরগনার মালিক ছিলেন। জনৈক সৈয়দফকির এ পরগনা প্রথম আবাদ করে তাই এর নাম হয় সৈয়দপুর। এ পরগনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তুষখালী স্টেট গঠিত হয়। গগণ ও মোহন সৈয়দপুর পরগনার শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ তালুকদার ছিলেন। ১৮১২ সালের ৭৮ দলিলে এ পরগনার নাম পাওয়া যায়।

সোলক (৮২, ১২৭, ১২৮) : ১৮১২ সালের ৮২ নং দলিলে প্রথম সোলক গ্রামের নাম পাওয়া যায়। বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম সোলক।

সোহাগদল (৪৯) : পিরোজপুর মহকুমার অন্তর্গতস্বরূপকাটি থানার একটি গ্রাম সোহাগদল। এখানে পেয়াড়া, নারিকেল, নারিকেলের হোবড়াজাত দ্রব্যাদি ভাল বিখ্যাত। এখানে বিভিন্ন ধরনের কাঠের ব্যবসা ও রয়েছে। ১৮১২ সালের ৪৯ নং দলিলে সোহাগদল গ্রামের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়।

শম্মনকাঠি (শম্মন কাঠী ৫৯) : শ্রীরামগঙ্গা শর্মা শম্মনকাঠি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন ১৮১২ সালে বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। ৪৯ নং দলিলে এর নাম পাওয়া যায়।

শফিপুরকান (৭৩) : ১৮১২ সালের ৭৩ নং দলিলে এ গ্রামের নাম পাওয়া যায়। শ্রীরাজজয় দাস এ গ্রামের বাসিন্দা। বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভূক্ত একটি গ্রাম শফিপুরকান।

শাইস্তাবাদা (৫৭) : ১৬৬৬ সনে সুবাদার শায়েস্তাখান বাংলা চন্দ্রদ্বীপহতে মগ পর্তুগীজদের তাড়িয়ে দেন। ইরিচখাঁ তার অপূর্ব সাহসের পরিচয় দেন। শায়েস্তাখান পুরস্কার স্বরূপ ইরিচ খাঁকে চন্দদ্বীপহতে একটি ছোট পরগনা সৃষ্টি করে জায়গীর প্রদান করেন। শায়েস্তাখানের স্বরণে এ পরগনার নামকরন করা হয় শায়েস্তাবাদ। ১৮১৩ সালে ৫৭ নং দলিলে এ পরগনার নাম পাওয়া যায়।

শাখোনগর (১০) : ১৮১২ সালের ১০ নং দলিলে এ গ্রামের নাম পাওয়া যায়। বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

শাপপুরা (১৮০) : ১৮১৩ সালের ১৪০ নং দলিলে এর নাম পাওয়া যায়। বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম।

শারশী (৮০) : ১৮১২ সালে ৮০ নং দলিলে এ গ্রামের নাম পাওয়া যায়। শারশী বাখরগঞ্জ জেলার একটি গ্রাম।

শালুকা (৬, ৫৮, ৬৩, ১১০) : ১৮১১ সালের ৬ নং দলিলে এ গ্রামের নাম প্রথম পাওয়া যায়। শ্রীশেক মেয়াজদ্দি এ গ্রামের বাসিন্দা ছিল।

শাহজাদপুর ১(শাজাদপুর ৯, ৫৫, ১১২) : মোঘল আমলে কোন এক শাহজাদার নামে এ পরগনার সৃষ্টি। সিদ্ধকাটির চৌধুরীর এ পরগনায় জমিদার ছিলেন। তারা বৈদ্যবংশীয়। ধারণা করা হয় বর্তমান নলছিটি পূর্বের শাহাজাদপুর পরগনা চিরস্থায়ীবন্দোবস্তের সময় বন্দোবস্তকৃত পরগনার আয়তন ১৩,১৮১ একর নির্ধারিত রাজস্ব ছিল ৭,৭৪১ টাকা। ১৮১২ সালের ১নং দলিলে এর নাম পাওয়া যায়।

শাহবাজপুর (৮১, ১১) : শাহবাজ খাঁ কুম্বু সম্রাট আকবরের একজন সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ১৫৮২ সনে ঈসা খাঁকে দমন করার জন্য ভাটি অঞ্চলে এসেছিলেন। সম্ভবত তিনি সরকার বাকলার উত্তরাংশ দখল করেন। এবং তার নামে এ অঞ্চলের নাম হয় শাহবাজপুর। পূর্বে ভোলা শাহবাজপুরের অন্তর্ভূক্ত ছিল। তেতুলিয়া ও ইলিশানদী শাহবাজপুরকে দ্বিখণ্ডিত করে। হিজলা মেহেদীগঞ্জ নিয়ে উত্তর শাহবাজপুর এবং বোরহান উদ্দিন দৌলতখাঁ তজুমদ্দিন ও ভোলা নিয়ে দলিলশাহবাজপুর গঠিত ছিল।

শিন্দিয়া (১৩) : ১৮১২ সালের ১৩ নং দলিলে এ গ্রামের নাম পাওয়া যায়। শ্রীগোপালচন্দ্র দাস এ গ্রামের বাসিন্দা।

শোঠেয়া (২৮) : চন্দ্রদ্বীপপরগনার অন্তর্গত একটি গ্রাম হল শোঠেয়া। ১৮১২ সালে ৩৮ নং দলিলে এ গ্রামের নাম পাওয়া যায়।

শোনাকাত (১২) : বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম হল শোনাকাত। ১৮১২ সালের ১২ নং দলিলে শোনাকাত নামটি পাওয়া যায়।

শোনার দেও (১৩৩) : ১৮১৪ সালের ১৩৩ নং দলিলে এ গ্রামের নাম পাওয়া যায়। শ্রীগোপাল সিংহ এ গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট -৫

দলিলপত্র সমূহে প্রাপ্ত কতিপয় আঞ্চলিক শব্দসমূহের তালিকা

অজ (১১৬, ১১৮): নিতান্ত, খাটি, (অজমুর্খ, অজচাষা)।

অজনগদ (১০৬, ১১৮): এক সঙ্গে।

অৰ্দ্ধা (১, ৩): অর্ধ, অর্ধভাগ, অর্ধেক।

আষ্ট (৮, ১৫, ১৮ যাষ্ট ২৯, ৪৬, ৫০, ৫৩, ৫৫, ৭৮, ৮০, ৯৯, ১০৯, ১১২, ১১৩) : আট ৮, সংখ্যার নাম।

আষ্টানি (৫৯) : আট আনি, ষোড়শাংশের অর্ধেক অংশ।

আনা (৪১, ৪২, ৫২, ৫৩, ৪৬, ৪৮, ৫০ য়ানা ২৯) : এক টাকার ষোড়শাংশ এক আনা মুল্যের মুদ্রা বিশেষ। ষোড়শাংশ পরিমানের (দুই আনির শরিক)।

একাজুতি (৪, ১১, ১২, ১৪, ১৫, ২০, ২৩, ২৬, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪৪, ৪৫, ৯৫, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৬, ১০৫, ১০৭, ১১২, ১১৫, ১১৮) : একমতাবলম্বী, একত্র মিলিত, দলবদ্ধ, একযুক্তি।

কল (১০) : ব্রিটিশ আমলে কোম্পানি প্রবর্তিত ছাপানো টাকা। এখানে ছাপাকলে তৈরী টাকাকে বুঝানো হয়েছে।

কড়া (৫, ৬, ১২, ১৩, ১৫, ১৮, ১৯, ২৫, ২৭, ৪৬) : জমির মাপ বরিশাল অঞ্চলে ষোল কড়ায় এক বিঘা।

খাতবপ্রেষ্টে (১১৬, ১৩৫, ১১৮, ১৩৬): পরিপ্রেক্ষিতে

ক্ষেতী (৭৫) : ক্ষতি, লোকসান।

গন্ডা (১০, ১১, ২৮, ২৯, ৩৩, ৩৫, ৪৬, ৫০, গোন্ডা ৫, ৭৮, ৭৭, ৯০, ১০৪, ১০৯, ১৪০): চার কড়ায় এক গন্ডা। চার গন্ডায় এক বিঘা।

ঠাঞ্রী (২৮): (তোমার) প্রতি, ঠাঁই।

তঙ্কা (১৭, ১৯, ১১০, ১১২): টাকা মুদ্রা, [(হি) তনখোআ]

দেব্যা (২৬, ৯০, ১০৭, ১৩৭): দৈবী, শব্দের অশুদ্ধ কিন্ত প্রাচীনকালে প্রচলিত রূপ।

পাই (৪৬) : এক পয়সা। একশত পাইতে এক টাকা। টাকার ক্ষুদ্রতম অংশ। প্রাচীন ও আঞ্চলিক রূপ।

পৈলা (১০২) : পহেলা, প্রথম।

পোন্দহি (৯ পান্দর, ১০০ পোন্দের, ৫০, ৫১, ৫২): পনেরো বাংলা সংখ্যার নাম ১৫ বাংলা সংখ্যার প্রাচীন ও আঞ্চলিক রূপ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট -৬

দলিলপত্রে প্রাপ্ত কতিপয় সংক্ষিপ্তশব্দের বর্ণানুক্রমিক তালিকা

ইং (৫, ২৯, ৪৩) (=ইংরেজী): ইংরেজ সম্বন্ধীয়, ইংরেজদের পঞ্জিকানুযায়ী, খ্রিষ্টীয় বর্ষগণনানুসারে (ইংরেজী নববর্ষ)

ইং- (১৩১) (=ইন্তক): হতে, থেকে, অবধি, পর্যন্ত। [(হি) ইস+তক]

কিং- (৩১, ৫১) (=কিশমত): খন্ড, অংশ, (এখানে) গ্রাম মৌজার প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত; (আ)।

গোং- (১৩৯) (=গোমস্তা): তহলশীলদার, খাজনা আদায়কারী, জমিদারের বা মহাজনের পাওনা আদায়কারী কর্মচারী, প্রতিনিধি [ফা. গোমশতা)]

তাং- (৪৬) তেং (৬২) (=তেরিখ): তারিখ, শব্দের প্রাচীন বাংলা রূপ।

তাং- (৪৬) (=তালুকদার): জমিদারির অর্ন্তগত কতগুলি জমি তালুকের মালিক।

নং- (৭১) (=নম্বর): Number, সংখ্যা, অঙ্ক পরিমান (ই)।

নং- (৭১) (=নম্বর) (Number) সংখ্যা, অঙ্ক, পরিমাপ।

পং (৩, ১৩, ৪, ৫, ৬৯, ১০, ১১, ১৭, ১৯, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৪৩, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৮১, ৮৩, ১০৭, ১০৮, ১১৬, ১১৮, ১২০, ১২১, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১৩১, ১৩৮, ১৪০,) (=পরগনা): কতকগুলি গ্রামের সমষ্টি, জেলার অংশ (ফা) পরগনাহ।

পাং- (৬২) (=পোদ্দার): বংশের পদবি।

পীং (২৫) (=পিতা): জন্মদাতা, বাবা, পিতা।

বং- (৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ১২, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৩, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৪৩, ৪৪, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৮, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৭০, ৭১, ৭২, ৫৬, ৭৩, ৮৮, ৮৯, ৯২, ৯১, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৮, ৯৯, ১০২, ১০৪, ১০৫, ১০৭, ১১১, ১১৩, ১২১, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৯, ১৪১.) (=বকলম): কিছু লিখবার বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব: যে ব্যক্তি লিখতে জানে না তার প্রতিনিধিত্ব রূপে অপর ব্যক্তির নাম সহি; [(ফা)-(আ)]।

বিং (১৩১) (=বিশেষ)।

মং- (৬৬৬) (=মবলগ) মোট নগদ টাকা (আ)।

মং- (৬৬,৮১) (=মবলক): মোট নগদ টাকা (আ)।

মেং- (৩,৭৩, ৯৩, ৯৪, ৯৬) (=মিস্টার) Mister জনাব (অন্য কোন খেতাব না থাকলে পুরুষের বংশ, নাম বা পদের পূর্বে ঘোষিত খেতাব। (ই)।

মেং-(৩) (=মোহরব) কেরানি। (আ)।

মোং- (৪৩, ৯৫, ৬২, ১২৪) (=মোকাম): ঠিকানা শরন, গৃহ, বাসস্থান, মাকাম [আ মুকাম]।

মোং- (৪৬, ৬২, ৯৫, ৯৬, ১০৮, ১২৪) (=মোতাবেক): মোঃ মৌজা অনুসারে, সামনাসামনি, অনুযায়ী। (আ) মুতাবিক।

Dhaka University Institutional Repository

সাং- (২৯, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২,) (=সাকিন) নিবাস স্থান, ঠিকানা।

হাং- (৪৬) (=হাওলাদার): কতকগুলি তালুকের মালিক। যিনি নির্দিষ্ট শর্তধীনে নিস্কর জমি ভোগ করেন। মালিক। [আ, হাবাল ফ. দাব]।

পরিশিষ্ট - ৭

দলিলপত্রে প্রাপ্ত ইংরেজী - (বিকৃত) শব্দসমূহের তালিকা

আপীলান্টমান (৮১) : আপীল, আপেল্লান্ট (Appeal, Appellant) সর্নিবন্ধ আবেদনকারী, পূর্ণবিচার বা উত্তর বিচার প্রার্থনা করা [ই]

আফিল (৫০, ৫১, ৫২, ৫৩) : আপিল (Appeal) সনির্বন্ধ আবেদন করা, পুর্নবিচার বা উত্তর বিচার) [ই]

এসিসটেস কালেকট্টরি (১২৪) : এসিসটেন্ট কালেকটর (Assistant Collector) জেলার প্রধান রাজস্ব আদায়কারী ও শাসকের সহযোগী [ই]

কালেকট্টর (৭২,৭১) : কালেকটর (Collector) চাঁদা, খাজনা, সঙ্কলন গ্রন্থের রচনাদি, সংগ্রাহক (জেলার প্রধান রাজস্ব আদায়কারী ও শাসক) [ই]

কেলেমন্ত (৪৬) : (Kalamonto) ব্রিটিশ নাগরিক প্রশাসনের লোক। সুদের ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন। তৎকালীন সময়ে বরিশালে বাস করতেন।

কোরট (৪৬, ৫০, ৫১) : ক্রোট (৫২) (Court, High Court) আদালত কর্ম বিবরণ।

ক্রোরক (৬৬) : কোক-৮১. বাজেয়াপ্ত।

ডাকতর (৪৬) : (Doctor) যিনি চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকেন, A physician- চিকিৎসক) [ই]।

ডিকরি (৪৬, ৫০, ৫১, ৫২) : ডিগিরি-(৫৪) (Degree) আদালত বা বিচারকের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ, বিচারফল (আ)।

ফিসত্ত- (৯৫, ৯৭, ৯৯, ১০০, ১০২)। ফিস (Fee) পারিশ্রমিক, দশনী, দেয়ক।

ফিসত- (৭৭) : (ফিসতে, ৮৮, ৯৩, ১০৮, ১০৯, ফিসদে ৯২, ৯৪, ৯৮, ১০১, ১০৩, ১০৪, ১০৬, ১৩৭.

বোড়ড (৭২) : বোর্ড (Board) পরিষৎ, সমিতি [ইং]

সুপ্রেন্টেডেন্ট (৭৪, ৭৫) : সুপারিনডেন্ট (Superintendent) তত্ত্বাবধায়ক নিয়ন্ত্রক, পরিচালক (ই)

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ৮

দলিলপত্রসমূহে প্রাপ্ত আরবি, ফারসি ও হিন্দি শব্দের বর্ণানুক্রমিক তালিকা

অছি (৫৪) : অছি অভিভাবক সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। [আ. বসী]।

অছি মজকুর (৫৪) : উল্লেখিত অভিভাবক (আ.)।

অছিয়ত (৫৪) : অছির মনোনয়ন পত্র,ইচ্ছাপত্র, উইল (Will)। [আ. বসীযৎ + ফা. নামা]

অলি (৮১) : অভিভাবক : রক্ষক [আ. বলি]।

অলি মকবর (৮১) : স্থায়ী অভিভাবক, স্থায়ী রক্ষক (আ.)।

আইন (৫৪,৭৩,৭৫) সরকারী বিধি, বিধান, কানুন [আ. আঈন]।

আখেরীতে (৭৭) : পরিণাম, ভবিষৎ, শেষ, অন্ত। [আ. আখীর] অন্তিম, শেষকালিন।

আদালত (৪৬,৫০,৫২,৫৪) : বিচারালয়, কোর্ট [আ.]।

আমানত (৭২) : গচ্ছিত, মজুদ, জমা, আমানত টাকা। গচ্ছিত ধন বা অন্য বস্তু (আমানতের পরিমান)। [আ. আমানৎ]।

আমল (৮০) : অধিকার, গ্রাহ্য করা [আ.]

আমলে (৫০,৫১,৭২) : কোন কাজ হাতে লওয়া বা আরম্ভ করা। (আ.)

আঞ্জাম (৭৩,৭৪) : সম্পূর্ন নির্বাহ সরবরাহ বন্দোবস্ত [(ফা.) আনজাম]।

আরজী (৪৬,৮১) : প্রার্থনা, দরখস্ত, আবেদন [আ. আরজী]

আলহিদা (২৯) : আলাদা, পৃথক, স্বতন্ত্র (আ.) আলহিদাহ্।

আসামী (১৩০) : অভিযুক্ত ব্যক্তি, প্রতিবাদী প্রজা, দেনদার লোক। [আ. - অসমা]

আন্দাজা (৫৪,৫৫,৯১,৯৫) : আনুমানিক, অনুমান, [ফা. অনদাজ]। অনুমান প্রসূত।

ইজারা (৫,১৮,৪৮,৭১,৭২,৭৬,১২১) : ভূমিভোগাধিকার স্বত্ব বিশেষ, নিদিষ্ট জমায় মেয়াদি বন্দোবস্ত, কয়েক বছরের ভোগাধিকারের জন্য খাজানা করে নেয়া সম্পত্তি ; ঠিকা [আ. ইজারা]।

ইজারাদার (২২,৪৮,৬১,৬৬,৭৭,১১২,১১৯,১২২) : ইজারা গ্রহনকারী [আ. ইজারা + ফা. দার]

ইরশাদ (৮০) : নির্দেশ, আদেশ, অনুজ্ঞা, অভিপ্রায় [আ.]।

ইরসাল (৬২) : চিঠি পত্রাদি প্রেরন ; নিদিষ্ট সময়ে নায়েব প্রভৃতি কর্তৃক সদর কাছারিতে খাজনা প্রেরণ বা প্রেরিত খাজনা ; নগদ টাকা [আ.]

Dhaka University Institutional Repository

ইশাদী (১,৬,৮,৯,১০,১২,১৩,১৪,১৫,১৬,১৮,১৯,২০,২১,২৩,২৪,২৫,২৬,২৭,২৮,৩০,৩১,৩২,৩৩,
৩৪,৩৭,৩৮,৩৯,৪০,৪২,৭৭,৮০,৮৫,৯৯,৮৭,৮৮,৯০,৯৫):সাক্ষী - Witness.
[(ফা.),(আ.)]

ইস্তক (১৮,৬১,৫২) : হইতে পর্যন্ত[আ. ইস+তক]।

ইয়াদ্দি (৮৮,১০৭,১০৮) : স্মরণার্থলিপি, স্মারকলিপি [ফা.] স্মরণার্থে যে কাগজে কিছু লেখা হয়।

উকীল (৫৪) : ব্যবহারজীবি, আইনজীবি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী। [আ. রকীল]

উসুল (৬০,৬২,৭৫,৮০,১১৬,১১৮,১২৬,১৩৪) : উসুল, আদায়, সংগ্রহ [আ. বসুলথ]

একরার (৪৬,৫০,৫১) : একড়ার ৫২,৫৩,৬৬,৭০,৭১,৭২,৮১) : স্বীকার, কবুল [আ. একরার]। প্রদেশ, সম্প্রব, সম্বন্ধ (আ) ইলাকাহ। এতলা (৪৬) : বিজ্ঞাপন, লিপিবদ্ধ বর্ননা, সমন (আ.) ইত্তিলা।

একজাই (৯৮,১২৪) : একসঙ্গে (ফা.)

একক্তেয়ার, এখতিয়ার (৬৬) : ক্ষমতা, অধিকার [আ. ইখতিয়ার)

এজমালি (৮০) : পাঁচজনের অধিকারভুক্ত, সাধারণ (আ.) ইজমাল (অর্থ) একত্র করা।

ওকালত (৫৪) : ওকালতি উকিলের কর্ম বা পেশা : পক্ষ সমর্থন। (আ.)

ওয়াদা (৮,১৫,১৮,২২,২৩,২৪,২৬,২৮,৩১,৩২,৩৩,৩৫,৩৬,৩৮,৩৯,৪০,৪১,৪২,৪৫,৪৭,৪৯,৫৫,৫৬,
৫৭,৫৯,৬২,৬৩,৬৪,৬৭,৬৮,৬৯,৭৫ (ওয়াদা) ৭৮,৭৯,৮০,৮২,৮৩,১০৩,১০৬,১১৬,১৩১) : প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি,অঙ্গীকার (আ.) বাদাহ, ওজর (৪৮,৫০,৫৩) ওজরে (৭২,১২৪) : আপত্তি, অজুহাত, ছল [আ. উজর]।

ওয়ারি (৮০) : ওয়ারিস, ওয়ারিশ, উত্তরাধিকারী [আ. বারিস]।

ওয়ারিশান (৫০,৫১,৫২,৬৬,৭১,৮০) : উত্তরাধিকারিগণ, ওয়ারিশ - উত্তরাধিকারী। [আ. বারিন]।

ওয়াশীল (৬০,৮৫,৯৬,১৩০,১৩৫) : ওয়াসিল, পাওনা, আদায়, উসুল। (আ. বাসিল)

কর্জ (৪৩,৪৫,৫৬,৭১,৮৫,৯১,৯২,১০৩,১০২,১০৫,১০৪,১০৭,১০৮,১১১,১২৪,১১৬,১২০) : ঋণ, ধার (আ. কর্জ)।

কর্জপত্র (৪,২০,২৬,৩৭,৩৮,৪০,৪১,৪৭,৫৫,৫৯,৬৩,৬৪,১০১,১০৪,১০৭,১০৮) : ঋণ বা টাকা ধার নেয়ার জন্য যে পত্র।

কবুলিয়ত (৫,৪৮) : (কবুল করা বা স্বীকার করা বা অঙ্গীকার করা [(আ.) কবুল] খাজনা দেবার চুক্তি পত্র।

Dhaka University Institutional Repository

কাইম (৫) : চিরস্থায়ী, [(আ.) কয়ম]।

কাজিয়া (৬৬,৮০) : ঝগড়া, বিবাদ, বির্তক (আ.)।

কাবেজ (৫,৫৪) : আয়ত্ব, করল গত। [(আ.) কবজা।

কিসমত (৪৬,৬১,৭২) : ভাগ্য, কপাল,খন্ড, মৌজার অংশকে কিসমত বলে। উভয় জমিদারের জমি পরস্পরকে জমিদারির মধ্যে থাকলে তাকেও কিসমত বলে। (আ.)।

কিস্তিবন্দি (৪৮,৫৬,৯৯,১২৬,১৩০) : ঋণ পরিশোধের সময় অবধারন পূর্বক সম্পাদিত দলিল। অল্পে অল্পে পাপ্য বা দেয় টাকা আদায় বা শোধ করবার ধারা [(আ.) কিস্তি]।

কেত্তা (৬২) : খন্ড, ভাগ, ক্ষেত্র খন্ড, ভূমি খন্ড, গোছা, পঙক্তি। [(আ.) কিতা]।

কৈফিয়ত (৪৬) : কারণ ব্যাখ্যা, কারণ প্রদর্শন সহ জবাব [আ. কইফিয়ৎ]।

কোউল করার (৬১) : মৌখিক অঙ্গীকার বা মৌখিক চুক্তি [(আ.) কওল করার]

ক্রোক (১২৯) কোরকী (৬৬) কোরক (৬৬): ঋণের দায়ে সম্পত্তি আটক (আ.) করক।

খত (২৩,৫৮,৬১,৭০,৭৬,৭৭,৮৫,৯৭,১০৯,১২১,১১৭,১৩৩) : চিঠি, লিপি, তমসুক ঋণপত্র, ঋণের দলিল। স্বীকারপত্র (দাসখত), [আ. খৎ]।

খতখালাষ (১৩৪) : ঋণমুক্তিপত্র, [আ. খৎ, আ. আখ্লস]

খরচ (৪৬,৬৬,৭১,১২৪) : ব্যয় [ফা. খরচ]

খরিদা (৫৪,১১৯) : ক্রীত, ক্রয় [ফা. খরিদ]

খাতরা (খতরা) (৭৩,৭৪) ভয়, বিপদ, গোলযোগ [আ. খৎরহ]।

খানাবাড়ী (১২৯) : বসতবাড়ী, জমিদারের বসতবাড়ীর সংলগ্ন বাড়ী ও জমি (ফা. খানাবার)।

খারিজ (১৫,৪৮,১২১) বাতিল, অগ্রাহ্য, পরিত্যক্ত, পরিবর্তিত পরিবর্তন, বর্জন (নাম খারিজ করা, খারিজের দরখাস্ত) [আ.]।

খালাষ (৬২,৬১,৭৫,৭৬,৮৫,৯৫) : মুক্তি, রেহাই, অব্যাহতি। [আ. আখলস]।

খেসারত (৪৬,৬৬,৮১) : ক্ষতিপূরন (খেসারত দেওয়া, দাবি করা) [আ. খিসারৎ]।

খোদ (৫৪) : স্বয়ং, আসল [আ. খুদ]

খোরপোষ (৬৬,৭১,৭২) : অন্নবস্ত্র, গ্রাসাচ্ছাদন, ভরনপোষনের খরচ [ফা.]

খোষ (৫৪) : (খোশ) আনন্দজনক, প্রীতিকর। [ফা. খুশ]।

Dhaka University Institutional Repository

গয়রহ (৬,১৬,৪৬,৫৪,৫৫,৬৬,৭১,৭২,৮০,৯০,১০৪,১১১,১২১,১৩৪,১৩৬) : ইত্যাদি, প্রভৃতি, অন্যান্য, অপরাপর (আ.) ক্বায়রাহ।

গুজরাইয়া (৪৬,১২৯) : গুজরানো, যাপন করা, অতিবাহিত করা (দিন গুজরানো) [হি. গুজরনা ফা. গুজরান]।

গোমস্তা (১২১) : গোমশতা, তহশীলদার, খাজনা আদায়কারী : জমিদার বা মহাজনের পাওনা আদায়কারী কর্মচারী, প্রতিনিধি। [ফা. গোমশতা]।

জওজে (৩,৬,১৮,১৯,২০,২১,২৬,৫৭,৬৩,৬৪,৮০,৯১,৯৩,১০০) : জওজ স্বামী [(আ.) যওজ]

জনাব (৫১) : মুসলমানদের সম্মান সুচক বা ভদ্রতা সুচক সম্বোধন : মহা সনা [আ.]

জবান(৫৪) : কথা প্রতিশ্রুতি [ফা.]

জবাব = (৪৬) চিঠিপত্র বা প্রশ্নের উত্তর, কৈফিয়ত [আ জবাব]

জমা (৫০) : পুজি ,সঞ্চয়,সংগ্রহ,আয়(জমা খরচ) খাজনা [আ. জমআ]

জমিদারি(৫) : ভু-সম্পত্তি ভূতল ,ভূপৃষ্ঠ, জমি, ভূমি, কৃষিক্ষেত্র [ফা. জমীন]

জামীনী, জামিন, জাবিন (৫৭) ,৮২,প্রতিভূ ,কাহ্যবড় কার্যকলাপের দায়িত্ব গ্রহন কারী ব্যাক্তি ,জামানত [আ. জামিন]

জীম্মে (৫৬) : জীম্মা (৮০) ১১৯,১২৩) হেফাজত, তত্ত্বাবধান, সংরক্ষন [আ. জিম্মাহ]।

ঝুটা (৬২,৭৬,৮৫,৯৬,১১৬,১১৮) : মিথ্যা, নামঞ্জুর, অগ্রাহ্য, নাকচ, (হি.)।

তছরূপ (৪৬,৫৪,৫৬,৭২) : অপচয় ক্ষতি অপব্যাবহার, চুরি [(ফা.) তসরুফ]।

তছরুপাতে (৮১) : অপচয়সমূহ, ক্ষতিসমূহ, [ফা. তসরুফ + আত], তুলন, কাগজাত।

তজবিজ (৪৬,৫০,৫৩) : বিচার পূর্বক সিদ্ধান্ত রায়, খোজখবর ও পরীক্ষা, বন্দোবস্ত, ব্যবস্থা, কার্যপ্রনালী। [আ. তজবীজ]।

তদবির (৫৪) : দেখাশুনা বা পরিচালনা, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন, মোকদ্দমা তদবির করা, উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা, যোগারযন্ত্র, চাকরির তদবির করা। [আ. তদবীর]।

তপসিল (২৯,৪৬) : বিবরন, বিভাগ,তালিকা, [আ. তফসীল]

তমকবুক (২,১৩,১৪,২২,২৪,৩০,৩৩,৩৫,৫১,তমকুমুকী ৫০,৫৫,৬০,৬১,৬২,৬৯,৭১,৭৫,,৭৬,৮৭,৯১, ৯৪,৯৫,১০১,১০৪,১১১,১১৮,১২৯,১৩০,১৩৬,১৩৭) : অর্ধমন উত্তমনের নিকট থেকে ঋণগ্রহন করার সময় যে পত্রে ঋণ বিষয়ক কথা লিখে দিয়ে আরগ্রহন করে। খত A bond of a

Dhaka University Institutional Repository

written agreement. [আ. তমকসুক]।

তলপি (৬১,৬৬) : গেহান, আমন্ত্রন [(আ.) তলব]।

তরফ (৮১) : দিক, পার্শ্ব, প্রান্ত, পক্ষ (তার তরফে কিছু বলা) জমিদারের খাজনা আদায়ের মহাল। জমিদারির অংশ বা তাহার মালিক (বড় তরফ) [আ. তরফ]।

তলব (৪৬) : ডাকিয়া পাঠানো, হাজির হইবার হুকুম (তলব চিঠি, তলব দেওয়া) কৈফিয়ত তলব করা [(আ.)]।

তহছিল (তহসিল) (৫৪,৬৬,৭২) : আদায়ী কৃত খাজনা, খাজনা আদায়, খাজনা আদায়ের বা দাখিলের দফতর। [আ. তহসীল]।

তহছিলদারান/তহসিলদারান (৫২) তহসিলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, গোমস্তা,(প্রধানত জমিদারির) খাজনা আদায়কারী। [আ. তহসিল]।

তহবিল (২০,২৩,৩১,৩৩,৩৪,৬৫,৮৫,১০১,১২২,১২৩,১৩৬। সঞ্চিত বা মজুদ টাকাকড়ি, নগদজমা, ঋণভান্ডার, কোষা [আ. তহবীল]।

তাএদাদ (৪৬) : তায়দাদ (৫২,৫৩,৮১) : সংখ্যা হিসাব (আ.)।

তালুক (৪৮,৪৮,৬১,৬৬,৮০,১২০,১২১,১২৫,১২৯,১২১) : ভূ-সম্পত্তি গর্ভনমেন্ট বা জমিদারের নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া। ভূ-সম্পত্তি, জমিদারির অংশবিবেশ [আ. তাআল্লুক]।

তালুকদার (৪৬,৫৫,১১৯,১২১,১২৭) : জমিদারগন , ভূমাধিকারিগণ। [(আ.) তালুক + দার (ফা.) + আন বহুবচনাত্মক ফাসি প্রত্যয়।

তালুকদারি (১২১) তালুকদার বা তালুকদারি সম্বন্ধীয়। [আ. তাআল্লুক]।

তালুকাত (২৮,৫৪,১২৩) ভূ-সম্পত্তি সমূহ, জমিদারি সমূহ। [(আ. তালুক + আত আরবি বহুবচনত্মক প্রত্যয়)]।

তাহুত (৪৮,৮০) : অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি, খাজনা বা কর, চুক্তি সম্মতি, দেয় খাজনা, প্রদেয় কর, চুক্তিপত্র, পাট্টা, ইজারা [(আ.) তাহাহুদ]

তেযায়ত (৭৮) : ব্যবসা সংক্রান্ত[আ. তিজারৎ]

দখল (৪৬,৫৪,৬৬) : অধিকার, অধিনতা, দখল করা, পাওয়া বা দেওয়া, দখলে থাকা [আ. দখল]

দরখাস্ত (৪৮,৮১,১১৯) : আবেদনপত্র, আবেদন। [ফা. দরখাস্ত]

দরবস্ত (৫৪,৬১,৮০) : মোট, সমগ্র, সম্পূর্ন রুপে (ফা.)

Dhaka University Institutional Repository

দরমাহা (৩,৪,৮,১০,১২,১৩,১৫,১৬,১৭,১৮,১৯,২০,২৪,২৫,২৭,২৮,২৯,৩০,৩১,৩২,৩৩,৩৪,৩৫,৩৬, ৩৭,৩৮,৩৯,৪০,৪১,৪২) : মাসিক বৃত্তি, মাইনে [ফা. দরমহ]।

দস্তখত (১,১২১) : স্বাক্ষর [ফা. দস্তখৎ]।

দস্তবদস্ত (৯,১৩,১৫,২২,২৩,২৪,২৭,৩৩,৩৪,৩৫,৩৭,৩৮,৪০,৪৫,৪৮,৪৯,৬০,৬৭,৭০, ৭৫,৭৬,৮৪,১০ ৯) : হাতে হাতে (ফা.)।

দাখিল (১৯,৭২) : পেশ, উপস্থাপিত, শামিল, তুল্য [আ.]

দাখিলকার (৮০) : যে দখল করে আছে। [আ. দখল]

দাখিলা (৭৭,১৩৩) : খাজনা প্রাপ্তির রসিদ [আ.]।

দেওান (দেওয়ান) (৪৮) : রাজস্বমন্ত্রী, খাজাঞ্জি, রাজসভা, মন্ত্রনাসভা, মন্ত্রিপরিষদ। [ফা. দীবান]

দেওয়ানি (৪৬,৫০,৫২,৫৪,৮১) : বৃত্তি কর্তব্য বা অধিকার। [ফা. দীবান]

দোসরা (৭২) : দ্বিতীয়, অন্য, মাসের দ্বিতীয় দিবস। [হি. দুসরা]

নকল (৫৪) : অনুকরণ, প্রতিরূপ, প্রতিলিপি। [আ. নকল]

নগদ (৩৫,৩৮,৪০,৪৯,৬০,৭৫,৭৬,৮৭,৮৮,৯৩,৯৫,৯৬,১১২,১১৯,১২০) : ক্রয় করার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত মূল্য। বাকির বিপরিত (নগদ দিয়ে কেনা) খুচরা বা কাচাঁ টাকা। হাতে হাতে প্রদেয় বা প্রদান সাধ্য (নগদ দাম, নগদ কারবার) [আ. নগদ]

নাচরে (৭১) : নিরুপায়, অসহায়। [ফা. নচারহ, না চারা (উপায়)]।

নাবালগী (৫৪,৭১,৭২) (নাবালগ) : অপ্রাপ্ত বয়স্ক (এদেশের আইন অনুসাওে ১৮ বৎসরের কম বয়স্ক)। [ফা. নাবালিগ]

নারাজ (৪৬,৫০,৫১,৫২,৫০) : অরাজী, অসম্মত, (খাটঁতে নারাজ) (আ. নারাজ)।

নালিশ (৪৬,৫০,৫১,৫২) : অভিযোগ, ফরিয়াদ, আবেদন, প্রতিকার, প্রার্থনা। [ফা. নালিশ]

নিশানসহি (৪,৬,১৪,১৫,১৮,২১,২২,৩১,৩৩,৩৪,৩৫) : স্বাক্ষর, দস্তখত, চিহ্নিত স্থানে স্বাক্ষর। (ফা.) নিশান (চিহ্ন, পতাকা + (আ.) শহি (স্বাক্ষর)]।

নিহাত (৪৬) (নেহাত) : নিতান্ত(নেহাত দরকার)। একান্তপক্ষে, নিদেন পক্ষে (নেহাত যদি যাও) অতিশয়, একেবারে, সম্পূর্ন (নেহাত বোকা) [আ. নিহায়ৎ]।

নিস্তীথ (১২৪) : অর্ধেক, অর্ধাংশ। দুই ভাগের এক ভাগ [ফা. নেমফ]

পরওয়ানা (৭২) : লিখিত আদেশ, আদেশ পত্র। [ফা. পরবানা]

Dhaka University Institutional Repository

পরগনা (১৯,২০,৪৫,৪৬,৪৮,৫০,৫১,৫৩,৫৪,৫৬,৬১,৬২,৭১,৭৭,৮১,৮৪,১০৯,১১১) চাকলা, গ্রাম সমষ্টি, জেলার অংশ। [ফা.]

ফারগতি (২৯) : ছাড়পত্র, সম্বন্ধচ্ছেদ (আ.)।

ফিসদ (ফিশত) (১,৩,৮,১২,১১,১৬,১৭,৩০,৩৬,৪১,৪২,৪৩,৫৭,৫৮,৬১,৭৫,৭৬,৮৩,১০১) প্রতিশত (ফা.)।

বএনামা (৪৬) : বিক্রয়পত্র, নিদর্শন পত্র। [(আ.) বয (বিক্রয়) + নামা (পত্র) (ফা.)]।

বকলম (১২১) : যে ব্যাক্তি লিখতে জানে না তার প্রতিনিধিরুপে অপর ব্যাক্তি কর্তৃক নামসহি , (ফা.) (আ.)।

বকেয়া (১৫) : অবশিষ্ট (বকেয়া পাওনা) বাকি, পুরাতন। [আ. বকীয়া]।

বনামে (১৯,৪৬) : ওরফে, নামান্তর [ফা.]।

বরাত (৬১,৬৬) : দায়িত্ব, কর্মভার [আ.]

বরাতী (৬১) ববতী (৭১,১২১) : প্রতিনিধিত্ব বা দায়িত্ব প্রদায়ক, দরকারী যে বিষয়ের ভার অপরের উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে এমন। [আ.]

বরাদ (বরাদ্দ) (১৮) : নির্ধারন, নিদিষ্ট ভাগ [ফা. বরারর্দ]

বাটওয়ারা (৮০) : বন্টন, বিভাজন,অংশ, ভাগকরন। [তু. হি. বটবনা]।

বাবত (৭৭,৮০,১২১) : জন্য, দরুন। [আ. বাবৎ]

বাতিল (৮০,৮৫,৯৬,১১৬,১১৮) : পরিত্যক্ত, অগ্রাহ্য, নাকচ। [আ. বাতিল]

বাদে (৮০) : ছাড়, বিয়োগ [আ.]।

বেদখল (৪৬) : অধিকারচ্যুত, দখলে নেই এমন, অধিকার না পাওয়া। [বে + দখল, আ. দখল]

বেবাক (৬২,৭৪,৯৬,১১৬,১১৩) : সমস্ত (ফা.) (আ.)

মএবুদ (৪৭,৫৫,৫৮,৫৯,৬০,৬১,৬২,৬৪,৭১,৭৫,৭৭,৮২,৯৫,৮০,৮৮,৯০,৯১,৯৭,৯৮): ক্ষেত্র, সহিত, একত্র [আ. মতন] একত্র যুদ।

মকবর (৪৬,৬৬) : স্থায়ী দৃঢ়, চিরস্থায়ী, নির্দিষ্ট, অনড়, পরিবর্তনহীন। [(আ.) মুকব্বরর]

মকাবিলা (৫২) : সামনা সামনি বোঝাপড়া, পরস্তপরের শক্তি পরিক্ষা, নিস্তপত্তি (পরিস্থিতি মোকাবেলা) [আ. মুকাবলা]

মজকুর (৪৫,৪৬,৪৮,৫০,৫১,৫২,৫৪,৫৯,৬০,৬২,৮৫,৮৮,৮৯,৯০,৯১,৯২,১০৪,১০৫,

Dhaka University Institutional Repository

১০৮,১০৯,১১১,১১২) : উল্লেখিত বিবরন, পূর্বোক্ত, উল্লেখিত [আ. মজকুর]

মজুরা (৬৬) : দৈনিক শ্রম দ্বারা জীবিকার্জনকারী, শ্রমিক, শ্রমজীবি। [ফা. মজদুর]

মফস্বল (৪৬,৪৮,৫৪,৬১,৬৪,৭২,৮১) : নগরের বহির্ভূত স্থান, গ্রাম্য প্রদেশ (আ.) মুফস্‌সল।

মবলগ (৪৩,৪৫,৪৬,৪৭,৪৯,৫০,৫২,৫৩,৫৫,৫৭,৯৯,১০১,১০৪,১০৫,১০৬,১০৭,১০৮,১০৯,১১২,১৩৬) : নগদ টাকা মোট (আ.)

মসহরা (১১২) মাসোহারা (ভরনপোষন বা অন্য খরচের জন্য প্রতিমাসে প্রদেয় ভাতা বা বৃদ্ধি)। [আ. মুশাহারা]

ময় (মত্র) (৪৬) : সহিত, একত্র [(আ.) মআ]।

ময় খেসারত (৪৬) : একত্র খেসারত, ক্ষতিপুরন (আ. খিসারৎ]

মহাল (৪৮) : জমিদারির অংশ বা বিভাগ, তালুক [আ.]।

মাতবরিতে (১১৩,১১৪) : মাতব্বর, মুরব্বী, সর্দার, মন্ডল, প্রধান ব্যাক্তি, গন্যমান্য লোক। [আ. মুঅতবর]। মাতব্বরের পক্ষে বা কাজ মোড়লি।

মারফত (১০৬) : দ্বারা মধ্যস্ততায়। [আ. মঅরফৎ]।

মাল হুজারি (৫৪,৬১,৭২) মাল, পন্য দ্রব্য, জিনিসপত্র, ধন, সম্পদ, (মালদার) রাজস্ব খাজনা, ভূমি কর,খাজনা। [আ.]

মাহা (৪৬) মাহে (৬১,১০০) : মাস [ফা. মাহ্‌]

মাহাফিক (৫,২২,৪৬,৪৮) মাফিক, অনুযায়ী,তুলা (আ. মুআফিক]

মাহাবমাহ (৪৮) মাস মাস [ফা.]

মুদাফত (৫,৪৮,৫৪,৫৫) : জমাজমির পূর্ব অধিকারী [ফা. মুদাফৎ]

মুদ্দত (৪৮,৬১,৭৭) : মেয়াদ, নির্দিষ্ট সময় [আ. মুদ্দৎ]

মুনাফা (৭৭,৮০) : লভাংশ, লাভ (আ.)।

মেয়াদ (৭৫,৭৭) ধর্ম সময় বা কাল (দীর্ঘ মেয়াদ টাকা দেয়ার মেয়াদ) (আ.)।

মোকাম (৫২) : বাসস্থান, আড্ডা, আস্তানা, বানিজ্যস্থান। [আ. মুকাম]।

মোক্তার (১০৫,১২১) : অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণী ভুক্ত আইনজীবি বিশেষ। মকদ্দমাদি চালাবার জন্য নিযুক্ত প্রতিনিধি। মোক্তার। [আ. মুখতাআর]

মোতালকে (৮০,১১১) : অধিন, সংযুক্ত, সংক্রান্ত, সম্পর্কিত (আ.) মুতলক।

Dhaka University Institutional Repository

মোতাবকে (৫,৪৬) (মোতাবেক) অনুসারে, অনুযায়ী [আ. মুতাবিক]

মৌজা (৫১,৫৪) : গ্রাম , গ্রাম সমষ্টি, পরগনার বিভাগ বা অংশ। [আ. মৌজাআ]

রশিদ (রসিদ) (৫৯,৬২,৭২,৯৫,১১৬,১১৮,১২১) অর্থাদির প্রাপ্তিস্বীকারপত্র। [ফা. রসীদ]

রসদ (৮০) উপকরণ, প্রয়োজনীয় অর্থ (ফা.)

রফানামা (৮০) : সমস্যা নিস্তপত্তি সংক্রান্দলিল বা পত্র। (আ.)

রাজী (৫০,৫২,৫৩,৮০) : সম্মত, স্বিকৃতি [আ.]

রাজীনামা (১৩০) সম্মতিপত্র, স্বিকৃতিপত্র (আ.)

রূপাইয়া :১৯,২১,২২,২৩,২৪,২৬,২৯,৩৩,৩৪,৩৫,৩৭,৪২,৪৩,৪৫,৪৭,৪৯,৫০,৫২,৫৬,৭০,৭৮ ,৮৬,৮৭,৯১,৯৮,৯৯,১০১,১০৩,১০৫) : রৌপ্যমুদ্রা, টাকা [(হি.) রুপৈয়া]

রোজ (৮০) তারিখ, দিন (ফা.)

লাখেরাজ (৫৪) : নিষ্কর জমি, যে জমির জন্য খাজনা দিতে হয় না। [(আ.) লা-খারাজ]

লাগাত (লাগায়ত) (১২১,১২৪,১২৬,১৩৩) : অবধি পর্যন্ত(হি.) লগাৎ]

লায়েগ (লায়েক) (৭১) : উৎকৃষ্ট, সমর্থ, উপযুক্ত [(আ.) লাইক]। সাবালেগ

শহি (সহি) (১৫) : দস্তখত, স্বাক্ষর [আ. সহীহ]

শাকিনান (১১২) : ঠিকানা সমূহ, নিবাসস্থান সমূহ। [আ. সাকিন + আন (বহুবচনাত্মক ফারসি প্রত্যয়)]

শাহেব (৮৩) : সম্ভ্রান্তবা সম্মানিত ব্যাক্তি। [আ. সাহিব]

শুদ (১৩,১৪,২৪,২৯,৪১,৪৩,৯১,৯২) : গৃহীত ঋণের পরিমানের উপর হিসাব পুর্বক যে মুল্য নেওয়া হয়। বৃদ্ধি। [ফা. সুদ]

সদর (৪৬,৪৮,১২১) : জেলার প্রধান নগর, বর্হিবাটী, অন্তপুরের বাহির, বাহিরের পিঠ [আ. সদর]

সনবসন (৭৬) : প্রতিবৎসর সন (আ.) সাল অব্দ বৎসর।

সমঝাইয়া (৬৯) : বুঝে, উপলব্ধিকরে, অনুভব করে। সমজি, জ্ঞান, বোধ, বিবেচনা, [হি.]

সরকারী (৩৪) : প্রভু, মালিক, ভূ-স্বামী, শাসনকর্তা, নৃপতি, শাসক বিভাগ, রাষ্টশাসনতন্ত্র, গভর্নমেন্ট [ফা.]

সরিকান (৮০) : অংশী, ভাগীদার [ফা. শরীক] সরিকান একাধিক শরিক।

সাকিন (৪৬) : শাকিন (৮৫) : ঠিকানা, নিবাসস্থান (আ.)

সাবেক (১২১) : প্রাচীন, পুরাতন, পূর্বেকার [আ. সাবিক]

Dhaka University Institutional Repository

সাহেব (৮৩) : সম্ভ্রান্তবা সম্মানীত ব্যাক্তি, কর্তা, মালিক, (আ. সাহিব)

সাহেবান (৫২) : সম্ভ্রান্তব্যাক্তিগন [আ. সাহিব]

সিরিস্তায় (৮০) : দপ্তর, অফিস, আদালত, (ফা.) সুরিশাতাহ্ ।

সিক্কা (৬,৯,১২,১১,১৩,১৫,১৬,১৭,১৯,২০,২২,২৩,২৪,২৫,২৭,২৮,২৯,৩০,৩১,৩৪,৩৫,৩৬,৩৭,৩৮,৩৯,৪০,৪১,৪২,৪৩,৪৫,৪৬,৪৯,৫১,৫২,৫৩,৫৫,৫৬) : মুদ্রা, বাদশাহী মুদ্রা, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির টাকা (আ.)

সেওয়াএ (৫৪,৭৩) : প্রজার খাজনা আদায়ের হিসাবপুস্তক [ফা. সেহ্া]

হক (৫৩,৮০) : যর্থাথ, ন্যায্য, প্রকৃত। [আ. হক্ক]

হাওলা (২৫,৪৬,৬১,৭৭,৮০,১১২) : তত্বাবধান, অধিকার, জিম্মো। [(আ.) হাবালাহ]

হাসিল (৪৬) : আবাদি। হাশীল জমি আবাদিজমি। [(আ.) হসিল]

হাজীর (৭৩,৭৪) : উপস্থিত [আ.]

হিসাব (১৬,৫৬,৭৯,৮৯,১০১,১০৮,১১০,১১১,১১২) : গননা, জমাখরচ, নির্ধারণ, জমাখরচের বিবরন তালিকা (আ.)

হিস্যার (২৯,৫,৫৫,৫৬,৭২,৮০,৮১) প্রাপ্য ভাগ বা অংশ। ভাগ (আ. হিসস্যা)

হুকুন (৫০,৫২,৫৩,৫৪) : আদেশ, আজ্ঞা, অনুমতি [আ. হুকুম]।

হেবা (৫৪) : মুসলমান শাস্ত্র সম্মত (সম্পত্তি প্রভূতি) দান (আ.)।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ৯

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

(ক) পুঁথির তালিকা ও বিবরণীগ্রন্থ (অমুদ্রিত) :

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথিশালায় রক্ষিত)

মণীন্দ্রনাথ সমাজদার	গ্রন্থ বিবরণী (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিভিত্তিক); ১ম থেকে ৮ম খণ্ড (সর্বমোট ৩১৫০ খানা বাংলা সংস্কৃতাদি পুঁথির বিবরণ- সংবলিত)।
ঐ	গ্রন্থবিবরণী (কিশোরগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী'-র ২৭২টি পুঁথির বিবরণ সংবলিত)।
ঐ	গ্রন্থবিবরণী (সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ এবং অধ্যাপক মুফাখখারুল ইসলাম সংগ্রহ এর ৯৭টি পুঁথির বিবরণী সংবলিত।
ঐ	গ্রন্থবিবরণী (দিনাজপুর নাজিমুদ্দিন মুসলিম হল লাইব্রেরীর ২৪৩টি পুঁথির বিবরণ সংবলিত)।
মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া (ড.)	সংক্ষিপ্ত পুঁথি বিবরণী (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিভিত্তিক)' ১ম খণ্ড (সর্বমোট ১২৪৭টি বাংলা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংবলিত)।

খ) পুঁথির তালিকা ও বিবরণীগ্রন্থঃ

আব্দুল করিম (সাহিত্যবিশারদ)	বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ (১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, কলিকাতা, ১৩২০।
আবদুল করিম (সাহিত্যবিশারদ)	

Dhaka University Institutional Repository

ও ব্যোমকেশ মুস্তফী সম্পাদিত — বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ (অতিরিক্ত সংখ্যা), সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা নং ১৩০৪-৭,১৩০৯, ১৩২০, ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা ১৩৩০।

আলী আহমদ — বাঙ্গালা কলমী পুঁথির বিরবণী (১ম ভাগ), কুমিল্লা, ১৩৫৪।

আহমদ শরীফ(ড.) — পুঁথি পরিচিতি (সম্পা)ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, ১৯৫৮।

তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য এবঙ বস্তুরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ (সম্পা) — বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা ১৩৬৭ (পুঁথি ১-৭০০ পর্যন্ত) ২য় খণ্ড, ১৩৬৯ (পুঁথি ৪০১-৭২৫)।

পঞ্চাননমন্ডল — পুঁথি পরিচয়, বিশ্বভারতী, ১ম খণ্ড থেকে ৪র্থ খণ্ড (১৯৫১-১৯৮০)।

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য — বাংলা পুঁথির তালিকা সমন্বয়, কলিকাতা, ১৯৭৮, (Catalogus Catalogorum of Bengali Manuscripts- Volume No-1)

গ) অভিধান ও কোষ- গ্রন্থাদিঃ

আব্দুল হাকিম খানবাহাদুর (সম্পা), — বাংলা বিশ্বকোষ (১ম থেকে ৪র্থ খণ্ড) ঢাকা ১৯৭২-১৯৭৬।

আশুতোষ দেব — নূতন বাঙ্গালা অভিধান (সংশোধিত ৩য় সংস্করণ), কলকাতা, ১৯৭৬।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা থেকে প্রকাশিতঃ — ফার্সি, বাংলা, ইংরেজি অভিধান।

কামিনীকুমার রায় — লৌকিক শব্দকোষ, ১ম খণ্ড পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ,

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৭।

জ্ঞানেন্দ্রমোহনদাস — বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, ১ম ও ২য় খণ্ড, ২য় সংস্কাণ কলকাতা, ১৯৩৭।

নগেন্দ্রনাথ বসু — বিশ্বকোষ (দ্বাদশভাগ), কলকাতা ১৩১৭।

মুহম্মদ এনামুল হক (ড) (সম্পা) — বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা,২০০৩।

মুহম্মাদ ফজলুর রহমান (ড.) — আধুনিক আরবি বাংলা অভিধান, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা-২০০০।

মুহনম্মদ শহীদুল্লাহ (ড.) — বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, স্বরবর্ণ খণ্ড, ১৯৬৫, ব্যঞ্জনবর্ণ খণ্ড, ১৯৬৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রাজশেখর বসু — চলন্তিকা (১১শ সং), কলকাতা ১৩৮০।

রাজা রাধাকান্ত দেব — শব্দকল্পদ্রম (১ম থেকে ৫ম কাণ্ড), ১৮০৮।

শেখ গোলাম মকসুদ হিলালী — পারসো এ্যারাবিক ইলিমেন্টস ইন বেঙ্গলী (ইংরেজি গ্রন্থ), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৭।

সুধীরচন্দ্র সরকার — পৌরণিক অভিধান (পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্কারণ), কলকাতা, ১৩৮০।

(সম্পা). — সংসদ বাঙ্গালী চরিতাভিধান, সাহিত্য, সংসদ, কলকাতা, ১৯৭৬।

ঘ) ইতিহাস ও আলোচনা গ্রন্থ:

অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় — বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড।

আনিসুজ্জামান এ টি এম — পুরোনো বাংলাগদ্য, একুশে, কলকাতা, ১৯৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

আনিসুজ্জামান এ টি এম	মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, লেখক সংঘ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৪।
আহমদ শরীফ (ড.)	বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খণ্ড), বর্ণ- মিছিল, ঢাকা, ১৯৭৮।
দীনেশচন্দ্র সেন (ড.)	বৃহৎবঙ্গ (১ম খণ্ড,) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৫।
দীনেশচন্দ্র সেন (ড.)	বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৩য় সং) ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৫।
দুর্গাচরণ সান্যাল সংগৃহীত ও ফকিরচন্দ্র দাব সম্পাদিত	বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, (পরিশোধিত সং), কলকাতা, ১৩১৭।
নাজিরুল ইসলাম মুহাম্মদ সুফিয়ান	বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস, ছায়াবীথি প্রকাশনালয়, ঢাকা, ১৯৫০।
নীহাররঞ্জন রায়	বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), কলকাতা, ১৩৫৯।
প্রথম চৌধুরী	প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু মুসলমান, ১৩৬।
বসন্তকুমার সেনগুপ্ত	বৈদ্যজাতির ইতিহাস, কলকাতা, ১৩২০।
মুহম্মদ এনামুল হক (ড.)	মুসলিম বাংলা সাহিত্য (২য় মুদ্রন), ঢাকা, ১৯৬৫।
মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন	বাংলা সাহিত্য মুসলিম সাধনা, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৬০।
মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (ড.)	বাংলা সাহিত্যের কথা (২য় খণ্ড), ঢাকা, ১৯৬৫।
রমেশচন্দ্র মজুমদার	বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড (মধ্য যুগ), কলকাতা, পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ, ১৩৮০।
রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়	বাংলার ইতিহাস (২য় খণ্ড) নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা,

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৪।

সুকুমার সেন — ইসলামী বাংলা সাহিত্য, বর্ধমান সাহিত্যসভা, কলকাতা, ১৩৫৮।

সুকুমার সেন — বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড- অপরার্ধ , ৩য় সং, ১৯৭৫।

সুকুমার সেন — বাঙ্গালা সাহিত্য গদ্য, ৩য় সং, কলিকাতা, ১৩৫৬।

সুখময় মুখোপাধ্যায় — বাংলার ইতিহাসে দুশো বছর , স্বাধীন সুলতানের আমর (২য় সং) কলকাতা।

সিরাজউদ্দিন চৌধুরী — বরিশালের ইতিহাস

সরকার বাংলাদেশ — বাখরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার

ঙ) ভাষাবিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থ

পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য — ভাষাবিদ্যাপরিচয় (২য় প্রকাশ), জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৮৯।

পরেশচন্দ্রম মজুমদার — বাঙ্গালা ভাষা পরিক্রমা (১ম খণ্ড, ১ম প্রকাশ) সারস্ত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৮৩।

পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য — বাংলা ভাষা জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৬।

মুহম্মদ আব্দুল হাই — ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৪।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (ড.) — বাংলাভাষা ইতিবৃত্ত (৩য় সং), রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা,১৯৭৩।

সুকুমার সেন — ভাষার ইতিবৃত্ত (১২ সং), ইষ্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালা ভাষা- প্রসঙ্গে, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৫।

(চ) গ্রন্থ তালিকা ও পুঁথিবিবরণী (ইংরেজি):

An alphabetical Index of Bengali Manuscripts in the Dhaka University Library (Part-I), 1985.

Azhari, Alauddin Al-Arabic Bengali Dictionary, Bengali Academy, 1973, V.1-4.

Fazal, Abul Ayeen-i- Akbari (Tr.)Francis Gladwin-ed Jagadish Muharjee, Calcutta, 1983.